বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

মীমাংসা

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী

শুভম

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

মীমাংসা

গোলাম মাওলা নঈম

ফোর্ট স্ট্যামবার্গের অবস্থান টেরিটরির সবচেয়ে বিপজ্জনক
'আইনহীন' খনি-শহর সাউথ পাস সিটির পাশে,
যেখানে আছে অসংখ্য মাথা গরম নিষ্ঠুর মাইনার,
নীচ জুয়াড়ী আর সুবিধাবাদী ব্যবসায়ী। এবং বাইরে,
আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় আছে ক্ষুব্ধ ইন্ডিয়ানরা।

ফোর্টে জমা করা সোনা রাখতে ভয় পাচ্ছে ক্যাপ্টেন জনসন,
কারণ সে জানে যে কোন মুহূর্তে খোদ পোস্টেই রেইড
হতে পারে, নিমেষের মধ্যে লুঠ হয়ে যেতে পারে
লক্ষ টাকার সোনা। ওদিকে সোনার সাপ্লাই নিয়ে যাওয়া
কোন স্টেজই গন্তব্যে পৌঁছতে পারছে না,
লুঠ হচ্ছে পথে। চারপাশে বিশ্বাসঘাতকতা,
হীন চক্রান্ত আর সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির মরিয়া চেষ্টা…

এই অবস্থায় এখানে আগমন জন হেভেনের। একটাই ওর
উদ্দেশ্য– যেভাবেই হোক আর্মির মান রাখতে হবে…

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

মীমাংসা

গোলাম মাওলা নঈম

সোহাগ
২২.০৪.১৬

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8184-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা, টিপু কিবরিয়া

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
E-mail: sebapro@ssl-idt.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

MIMANGSHA
A Western Novel
By: Golam Maola Naim

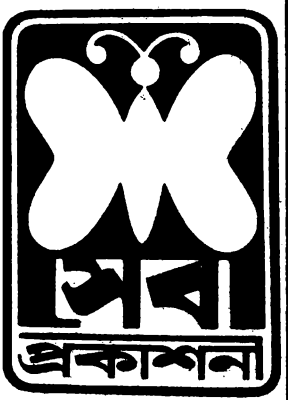

তেত্রিশ টাকা

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Exclusive

স্ক্যানিং

এডিটিং

শুভম

Visit Us at boighar.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মীমাংসা

ওয়েস্টার্ন মীমাংসা

গোলাম মাওলা নঈম

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

and

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাড়ইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী শ্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট। **খোন্দকার আলী আশরাফ :** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক,টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র-প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।
আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা,কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।
কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর।
ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা।
গোলাম মাওলা নঈম: রোধ, দুঃসাহস, শোধ। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি।
মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ: ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা।
আবু মাহ্‌দী: পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

সাউথ পাস সিটি। কলোরাডো।

ওয়েলস ফারগো অফিসের সামনে স্টেজ থামতে বাফেলো জ্যাকেটটা ভালমত গায়ে চাপিয়ে দিল জন হেভেন। নয়জন যাত্রীর মধ্যে সবার শেষে নামল ও। আসন ছেড়ে উঠতে অনুভব করল হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে। লম্বা ভ্রমণের সময় বিশ্রাম নিতে পারেনি ঠিকমত। কয়েকবার ঘুমানোর চেষ্টা করেও সফল হয়নি। স্টেজের একঘেয়ে ঘড়ঘড় শব্দ আর লাগাতার ঝাঁকুনিতে বিরক্ত হয়ে ঘুমানোর চেষ্টা বাদ দিয়েছিল একসময়। ফেব্রুয়ারির এমন শীতের মধ্যে শরীর সোজা করে ঘুমানো সত্যি কঠিন।

নামার সময় নিচু হতে ভুলে গেল ও, ফলে কপালের সাথে স্টেজের দরজার ফ্রেমের সংঘর্ষ এড়ানো গেল না। সামনের সাইডওঅকে ছিটকে পড়ল ওর বহুল ব্যবহৃত কালো হ্যাট। গড়িয়ে কয়েক ফুট দূরে চলে গেল ওটা, তুষার বিছানো সাইডওঅক ধরে হাঁটতে থাকা মাইনারদের বুটের তলায় পিষ্ট হলো কয়েকবার। অসহায় দৃষ্টিতে নিজের হ্যাটের দুরবস্থা দেখতে হলো ওকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর মাইনারদের ভিড় কিছুটা আলগা হতে এগিয়ে গিয়ে হ্যাট উদ্ধার করল। বিড়বিড় করে গাল দিল নিজেকেই। ওটাকে মেরামত করে আগের অবস্থায় আনার চেষ্টার ফাঁকে চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। স্টেজ অফিসের দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেনাবাহিনীর এক অফিসারের ওপর পড়ল চোখ। আয়েশ করে সিগার টানছে সে। *ওর সাথে কি আলাপ করা উচিত?* ভাবল হেভেন, *বুঝতে পারছি না।*

বিধ্বস্ত হ্যাট মাথায় চাপিয়ে অফিসের দিকে এগোল ও, ভেতরে ঢুকে অন্যান্য যাত্রীর মত নিজের ব্যাগের সন্ধান করল। ভারী ব্যাগ হাতে বাইরে এসে দেখল রাস্তার ওপাশে চলে গেছে অফিসারটি। ইনফেন্ট্রিম্যান। আড়াআড়ি দুটো মাস্কেটের লোগো লাগানো সাধারণ একটা হ্যাট মাথায়। ফ্যাকাসে নীল ট্রাউজার আর সাদা শার্টের ওপর নীল ওভারকোট চাপিয়েছে। চওড়া গোঁফের নিচে ঠোঁটে সিগার। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে লোকজনের ব্যস্ততা দেখছে।

সরাসরি এগোল হেভেন। অফিসারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে সাইডওঅকে নামিয়ে রাখল হাতের ব্যাগ, খেয়াল করল কৌতূহল নিয়ে ওকে দেখছে সে।

'হয়তো তোমাকেই খুঁজছি আমি?' জানতে চাইল হেভেন।

'হতে পারে,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল লেফটেন্যান্ট, আগ্রহের ছিটেফোঁটাও নেই মুখে। 'আমার সাথে এসো, প্লীজ।'

সাইডওঅক ধরে শহরের মূল অংশের দিকে এগোল ওরা। ভারী ব্যাগ নিয়ে লেফটেন্যান্টকে অনুসরণ করতে সমস্যা হচ্ছে হেভেনের, কিছুটা পেছনে পড়ে গেল। ওদিকে এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে না যুবককে, কিংবা অন্য ব্যাপারগুলোতেও–ওর পরনের পোশাক বা নির্লিপ্ত অভ্যর্থনার ব্যাপারে।

বিরক্তি আর দ্বিধা অনুভব করছে হেভেন। শহরটাও দ্বিধান্বিত করে তুলেছে ওকে। রাত প্রায় দশটা অথচ রাস্তায় লোকজনের ভিড় লেগে আছে, মালভরা ওয়্যাগন পার হচ্ছে এখনও। আশপাশের বাড়ির দরজা-জানালা দিয়ে ঠিকরে আসা চৌকো আলো রাস্তা আর সাইডওঅক আলোকিত করে তুলেছে। খনি শহরে এরকম ব্যস্ততা বোধহয় সারাক্ষণই থাকে, শহরের লোকেরা কখন কাজ করে কিংবা কখন ঘুমায় আগে থেকে বলা যাবে না, ভাবল বিভ্রান্ত হেভেন। প্ল্যাঙ্কওঅকে এসে দাঁড়াল ও, ডান দিকে একটা লগ কেবিন দেখতে পাচ্ছে। খোলা জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরে এক মহিলাকে পায়চারি করতে দেখল। কেবিনের পরই একটা তাঁবু, ভেতর থেকে আসা আলোয় বোর্ডের পাটাতনে পড়ে থাকা তুষার চোখে পড়ছে এখান থেকেই। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া মাইনাররা অনায়াসে তাঁবুর ক্যানভাসে দেয়াশলাইয়ের কাঠি ঘষে সিগার বা সিগারেট ধরিয়ে নিচ্ছে। পাশেই একটা সেলুন।

শহরের হাল বোঝার চেষ্টায় ইস্তফা দিয়ে লেফটেন্যান্টকে অনুসরণ করল ও। *গোল্লায় যাক শহরটা,* ভাবল, *কিভাবে ওটা গড়ে উঠল তাতে কিছু আসে-যায় না আমার, বোঝারও দরকার নেই।*

প্লাজা ছাড়িয়ে এসে পাশাপাশি কয়েকটা সেলুন চোখে পড়ল, সবক'টার সামনে বাতি জ্বলছে। প্রথমটার সামনে পৌঁছানোর আগেই লেফটেন্যান্টকে ডানে মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল হেভেন। ভারী ব্যাগ হাত বদল করে অনুসরণ করল ও। পায়ের নিচে কোন ফুটপাথ বা বোর্ডওঅক নেই, জমে থাকা তুষার মাড়িয়ে এগোল। স্বস্তির ব্যাপার ভিড় নেই এখানে, আসলে কোন লোকই নেই। অন্ধকার এবং পরিত্যক্ত রাস্তা। কয়েক হাত সামনে লেফটেন্যান্টের গাঢ় অবয়ব দেখতে পাচ্ছে।

মৃদু কাশির শব্দ পেল হেভেন, দেখল ঘুরে দাঁড়িয়েছে অফিসারটি। 'আমি ফিল স্টিলম্যান,' পরিচয় দিল সে। 'স্টেজ-অফিসের সামনে রূঢ় আচরণ করতে চাইনি। আসলে কেউ তোমার সাথে আমাকে দেখে ফেলুক তা চাইছি না আমরা।'

বাড়িয়ে দেয়া হাতটা আবছা আলোয় কোনরকমে দেখতে পেল হেভেন। হাতটা ধরার সময় মৃদু স্বরে নিজের নাম জানাল। 'আমরা কি ফোর্টের

কাছাকাছি চলে এসেছি?' জানতে চাইল ও। নিজের গলার স্বরের তিক্ততায় চমকে গেল।

'আদৌ তুমি ওটা দেখবে কি-না সন্দেহ আছে, বন্ধু। যাত্রা কেমন হলো?'

'জঘন্য!' স্টিলম্যানের উত্তর ভাবাচ্ছে ওকে, হেঁয়ালি করছে না তো?

'কিন্তু খাবারগুলো মন্দ না। সব মিলিয়ে তোমার অভিজ্ঞতা বোধহয় যাচ্ছেতাই নয়, কি বলো? পুরো দু'দিনের যাত্রা অবশ্য যে কাউকে বিরক্ত ও ক্লান্ত করে তুলবে। ব্যাগটা দাও।'

গত পাঁচ দিনের ঘটনাগুলো মনে পড়ল হেভেনের—হেডঅফিসে জরুরী তলব, এখানে আসতে বলা এবং সতর্কতার ব্যাপারে বারবার নির্দেশ দেয়া···। কেউ যাতে ওকে সেনাবাহিনীর লোক হিসেবে ট্রেস করতে না পারে সেজন্যেই সাধারণ পোশাক পরে এসেছে। পাঁচ দিনে সারাক্ষণ একটা প্রশ্নই লেগে ছিল ওর মনে: এখানে এমন কি ঘটছে যে বাইরে থেকে একজন অফিসারকে ডেকে পাঠাতে হলো? *হেডকোয়ার্টারের লোকগুলো কেবল নির্দেশ দিতেই জানে,* তিক্ত মনে ভাবল হেভেন, *কোন কিছু খোলসা করার দরকার মনে করে না। আরে বাবা, যেখানে যাব সেখানকার অবস্থা, কাজের ধরন না জানলে হবে কি করে? অন্ধের মত এগোনো যায়?* ওকে কেবল বলা হয়েছে ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এখানে, উত্তপ্ত অস্থির এক মাইনিং টাউনে···ক্যাপ্টেনের কাছে রিপোর্ট করলে সব জানতে পারবে। ব্যস, এই।

'এসব রাখ-ঢাকের কারণ কি, জানতে পারি?' কণ্ঠ যতটা সম্ভব শান্ত রেখে জানতে চাইল ও।

'আমি তোমাকে বলতে পারি, কিন্তু আরও পঞ্চাশ গজ এগিয়ে জানাই বোধহয় ভাল হবে।'

আবাসিক এলাকা আশপাশে, এগোনোর সময় টের পেল জন হেভেন। দু'পাশে সারিবদ্ধ লগ শ্যাক বা কেবিন, ম্লান আলো জ্বলছে ভেতরে। শহরের হৈ-হল্লার শব্দ কানে আসছে এখনও। অন্ধকার রাস্তা ধরে এগোল ওরা। কনুই চেপে ধরে ওকে গাইড করছে স্টিলম্যান। মিনিট দশ পর বড়সড় একটা বাড়ির সামনে এসে থামল। ভেতর থেকে উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে লন আর পোর্চে। পোর্চে উঠে এল ওরা, দরজায় নক্ করল স্টিলম্যান।

দরজা খুলল এক মহিলা। 'শুভ সন্ধ্যা, ফিল,' একপাশে সরে দাঁড়ানোর সময় সম্ভাষণ জানাল, কিন্তু স্টিলম্যানকে দেখছে না মহিলা—হেভেনের ওপর স্থির হয়ে আছে চোখ, দৃষ্টিতে কৌতূহল।

হেভেন অনুভব করল আলতো হাতে ওর কনুই চেপে ধরেছে স্টিলম্যান এবং বলছে: 'মিসেস ক্যাসলন, এ হচ্ছে মি. হেভেন।'

হাত বাড়িয়ে দিল মিসেস ক্যাসলন, মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল। 'তোমাকে আশা করছিলাম আমরা।'

কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে ও, মহিলার উপস্থিতি পছন্দ করতে পারছে না। যে কাজে এসেছে সেখানে কোন মেয়ের ভূমিকা থাকার কথা নয়। ব্যাপারটা ধাঁধার মত মনে হলো, এবং ফিল স্টিলম্যানের প্রতি কিছুটা অসন্তোষ হলো ওর। তবে কোনটাই ভাষায় বা আচরণে প্রকাশ করল না। ধৈর্য জিনিসটা বরাবরই ছিল ওর, আজও দেখাল। এই রাতের বেলায় নিশ্চই কাজ ছাড়া ওকে এখানে আনেনি স্টিলম্যান, ভাবল শেষে, হয়তো যথেষ্ট কারণ আছে মহিলার উপস্থিতির কিংবা এ ব্যাপারে জড়িত সে। *খোদা, আর্মির ব্যাপারে সাধারণ এক মহিলার জড়িয়ে পড়ার কথা কবে কে শুনেছে, কখনও ঘটেছে কোথাও?*

ফায়ারপ্লেসের পাশে নীল ইউনিফর্ম পরা এক অফিসার দাঁড়িয়ে। মাঝারি উচ্চতার মানুষ, পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে বয়েস। পাতলা হয়ে আসা চুল মাথাটাকে ঢেকে রাখলেও বোঝা যাচ্ছে চাঁদি খালি হতে খুব বেশি দেরি নেই, অন্তত সামনের দিকটা। তীক্ষ্ণ নাকের নিচে কালো গোঁফ, এবং তার নিচে, মুখে কোন হাসি নেই।

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, একে অন্যকে বুঝে নিতে চাইল। 'ক্যাপ্টেন জনসন,' পেছনে স্টিলম্যানের কণ্ঠ কানে এল হেভেনের। 'এ হচ্ছে মি. হেভেন। আর হেভেন, ক্যাপ্টেন জনসন তোমার কমান্ডিং অফিসার।'

বাম বগলের ভেতরে হ্যাট সেঁধিয়ে দিয়ে বুক টানটান করে দাঁড়াল হেভেন, স্যালুট করল। নিস্পৃহ ভঙ্গিতে পাল্টা স্যালুট করল ক্যাপ্টেন জনসন, এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। 'কেমন আছ, মি. হেভেন?' প্রায় অধৈর্য সুরে ওর কুশল জানতে চাইল, কিন্তু গলাটা বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আন্তরিক মনে হলো হেভেনের কাছে। 'তোমার বিভ্রান্তির জন্যে দুঃখিত।'

ক্ষীণ হাসল হেভেন, সমীহের চোখে দেখছে ক্যাপ্টেনকে। টের পেল কনুই চেপে ধরে ওর মনোযোগ আকর্ষণ করছে মিসেস ক্যাসলন, কোট নেয়ার জন্যে। কোট আর বিধ্বস্ত হ্যাট এগিয়ে দেয়ার সময় মহিলার দিকে তাকাল ও। মহিলা সুন্দরী, পঁয়ত্রিশের মত হবে বয়েস। হালকা গোলাপী সাধারণ পোশাকের নিচে আকর্ষণীয় শরীর কিংবা লম্বা বাদামী চুল যে কাউকে আকর্ষণ করবে। চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সহজভাবে নিয়েছে ওকে।

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ওকে দেখছে ক্যাপ্টেন জনসন। হেভেনের পরনের ট্রাউজার, ডেনিম জ্যাকেট, ধূসর ফ্ল্যানেলের শার্ট দেখছে গম্ভীর দৃষ্টিতে। 'অদ্ভুত পোশাক,' শেষে মন্তব্য করল। 'একজন সৈনিকের জন্যে তো বটেই যে ওপরঅলার কাছে রিপোর্ট করতে এসেছে।'

'আমাকে এরকম নির্দেশই দেয়া হয়েছে, স্যার।'

'জানি। আমিই অনুরোধ করেছিলাম।' সিগার অফার করল ক্যাপ্টেন।

সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে নিজের পাইপ বের করে তামাক ভরল হেভেন, পুরো কামরার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। মিসেস ক্যাসলনের জন্যে একটা রকিং

চেয়ার এনে ফায়ারপ্লেসের কাছে রাখল ফিল স্টিলম্যান, নিজে সে দাঁড়িয়ে থাকল পাশে। মহিলা বসার পর সোফায় বসল ক্যাপ্টেন। উল্টো দিকে সাধারণ একটা চেয়ারে বসল হেভেন, অনুভব করল তেমন কিছুই বলার নেই ওর। অপেক্ষায় আছে মুখ খুলবে ক্যাপ্টেন, কিন্তু কিছুই বলল না জনসন।

বোধহয় ওর অসহায়ত্ব টের পেল মহিলা, হেসে উঠল নিখাদ কৌতুকের সুরে। 'জর্জ,' ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে বলল। 'মি. হেভেনের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে তুলছ তুমি। বেচারা এমনিতেই ক্লান্ত, ওর উদ্বেগ আর বাড়িয়ো না।'

মহিলার উদ্দেশে ক্ষীণ হাসল হেভেন, আড়চোখে দেখল স্টিলম্যানকে। ভাবলেশহীন মুখে দেখছে ওদেরকে, এবং অপেক্ষা করছে।

'অদ্ভুতভাবে তোমাকে রিপোর্ট করতে হলো বলে দুঃখিত, হেভেন,' ভরাট কণ্ঠে বলল ক্যাপ্টেন জনসন। 'কিন্তু সমস্যা হলো, এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কাজ করতে হবে তোমাকে এবং আর্মির সাথে কোন সম্পর্ক থাকছে না তোমার, অন্তত কাগজে-কলমে। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।'

তীক্ষ্ণ হলো হেভেনের মনোযোগ, ক্যাপ্টেনের কথায় হেড অফিসের নির্দেশগুলো মনে পড়ে গেল। পকেট থেকে মুখবন্ধ একটা খাম বের করে এগিয়ে দিল। 'আমার জয়েনিং অর্ডার, স্যার।'

খামটা দেখা ছাড়াই পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সে। 'ওটা হয়তো সাধারণ পোশাকের রহস্য খোলসা করবে। তবে পরেই দেখব।'

'কিংবা আরও বিভ্রান্ত করে তুলবে ওকে, স্যার,' যোগ করল স্টিলম্যান।

অধৈর্য ভঙ্গিতে স্টিলম্যানের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন, কিন্তু সমীহ আর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লেফটেন্যান্ট। তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি, চাহনিতে ক্যাপ্টেনের প্রতি শ্রদ্ধার বাইরেও কি একটা আছে যেন। মুহূর্তেই হেভেন নিশ্চিত হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের নিজের লোক ফিল স্টিলম্যান, বাধ্য বা উদ্ধত যাই হোক না কেন।

হাঁটুর ওপর কনুইয়ের ভর রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে এল জনসন। 'হয়তো জানো কেন নতুন একজন অফিসার চেয়েছি আমি, না জানলেও একটু পরেই জানবে। আমার সব অফিসারই এখানকার ক্যাম্পে পরিচিত, সুতরাং ওরা কোন কাজে আসছে না।' সিগারের জ্বলন্ত মুখে স্থির হলো তার দৃষ্টি, ভুরু কুঁচকে উঠল। 'তিন সপ্তাহ আগে ইউনিয়ন প্যাসিফিকে আসার পথে আমাদের কিছু সাপ্লাই লুঠ হয়। সাউথ পাস রোডে এবারের শীতে ওটা সতেরোতম লুঠের ঘটনা।'

'কেবল কোয়ার্টারমাস্টার ট্রেনই নয়,' যোগ করল মিসেস ক্যাসলন। 'ক্যাম্প থেকে বুলিয়নের (খনি থেকে উত্তোলিত সোনা কিংবা রূপার পরিশোধিত পিণ্ড বা বাট) সাপ্লাই নিয়ে যাওয়া সবক'টা স্টেজই লুঠ হয়েছে।'

'পুরো শীতে খুব অল্প বুলিয়নই ফোর্ট বা সাউথ পাস সিটি থেকে গন্তব্যে

পৌঁছতে পেরেছে,' নড করে খেই ধরল জনসন। 'অবস্থা এমন হয়েছে নিজেদের কাছে বুলিয়ন রাখতে সাহস পাচ্ছে না মাইনাররা। শীতের মাঝামাঝি ফোর্টে সাহায্য চাইতে আসে ওরা, ওদের মতে এখানেই নিরাপদে থাকবে ওগুলো। প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দিতে পারিনি আমি, বিনিময়ে ওরা অবশ্য কিছু টাকা দিচ্ছে আর্মিকে। তখন থেকে ফোর্টের ভল্ট হাউসে জমা হচ্ছে বেশির ভাগ বুলিয়ন।' বিকৃত দেখাল তার মুখ, চোখে অসন্তোষ। 'প্রতি মাসে একবার সাপ্লাই পাঠানো হয়, খনি আর মিলের কিছু বিশ্বস্ত লোক সঙ্গে থাকে, আমাদের লোক তো থাকেই। রেলরোড পর্যন্ত নিয়ে যায় ওরা। কিন্তু এত আয়োজনও যে খুব কাজে এসেছে তা বলা যাবে না।'

অধৈর্যভাবে নড়েচড়ে বসল ক্যাপ্টেন, উজ্জ্বল চোখে তিক্ততা আর বিষাদ দেখা গেল। একটু থেমে খেই ধরল: 'যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, সেখানেই আছি আমি। ট্রেন লুঠের ঘটনায় বিস্ময়ের কিছু ছিল না, ওটা যে লুঠ হতে পারে আঁচ করেছিলাম। এরকম খনি শহরে কেমন সুযোগসন্ধানী লোক থাকে জানোই তো, জানতাম সুযোগ পেলে ট্রেন লুঠ করবে ওরা। হলোও তাই, গার্ডদের নিরস্ত্র করে মালামাল নিয়ে গেল। অস্ত্র-শস্ত্র ছিল ওই সাপ্লাইয়ে, কিন্তু ছুঁয়েও দেখেনি ওরা।'

চুপ করে থাকল হেভেন। অপেক্ষায় আছে, বুঝতে পারছে না এরপর কি আসছে।

'ওরা যা নিল, তা হচ্ছে ইউনিফর্ম। সত্তরটা আর্মি ইউনিফর্ম, পুরোপুরি–ওভারকোট থেকে ক্যাপ পর্যন্ত।'

বিস্ময়ে ভুরু কুঁচকে উঠল হেভেনের। স্ট্যামবার্গ সম্পর্কে অল্পই জানে ও। পোস্টটা একেবারেই নতুন। সিয়োক্স, অ্যাপাচি এবং কিছুটা শান্তিকামী শুশোনদের হামলা থেকে মাইনার আর তাদের সোনা যাতে নিরাপদে থাকে এ কারণে বিচ্ছিন্ন এমন একটা জায়গায় নতুন পোস্ট তৈরি করেছে আর্মি। 'লুঠেরারা কি ইন্ডিয়ান?' জানতে চাইল ও।

'তেমন হলে খুশি হতাম, কিন্তু সাদা ওরা,' আড়ষ্ট হয়ে গেছে ক্যাপ্টেনের কাঁধ, অসন্তোষের সাথে সিগারের দিকে তাকাল, তারপর ফায়ারপ্লেসের আগুনে ছুঁড়ে ফেলল। 'হেভেন, স্ট্যামবার্গে ছোট দুটো কোম্পানি আছে আমাদের। একটার শক্তি এ মুহূর্তে অর্ধেক, আরেকটার এক-তৃতীয়াংশ; এবং মনে রেখো বুলিয়নগুলো পাহারা দিচ্ছি আমরা। তিন সপ্তাহ আগে, ট্রেন লুঠ হওয়ার পর থেকে ইন্ডিয়ানদের দোষারোপ করছে সবাই। দূরে পাহাড়ের কাছে নিরাপত্তা চাইছে মাইনাররা, কিছু লোক খুন হওয়া ছাড়াও অনেকগুলো শ্যাক পুড়েছে ইন্ডিয়ানদের হাতে। মাইনারদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্যেই তো স্ট্যামবার্গের জন্ম, তাই না? কিন্তু ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে আমরা কি করতে পারি যেখানে এমন কোন প্রমাণ পাইনি যাতে মনে হতে পারে ওই হামলার জন্যে

ইন্ডিয়ানরাই দায়ী।'

'আপনি কি ভাবছেন সাদা কোন লোক ঘটনাগুলো ঘটিয়েছে?'

নড করল জনসন। 'একই লোক যারা ট্রেন লুঠ করেছিল এবং যাদের হাতে এ মুহূর্তে সত্তরটা ইউনিফর্ম আছে। ধারণা করতে পারছি কেন কাজটা করেছে ওরা। স্কাউটিং বা ইন্ডিয়ান হামলা ঠেকাতে ছোট ছোট দলে বাইরের পোস্টগুলোতে লোক পাঠাতে হচ্ছে আমাকে, এর মানে বুঝতে পারছ?'

'এখানকার রিজার্ভ সৈন্য-সংখ্যা কমে যাচ্ছে।'

'ঠিক, এবং এমন একটা দিন আসবে যখন খুব অল্প সৈন্য অবিশষ্ট থাকবে এখানে, তখন হয়তো ওই সত্তরটা ইউনিফর্মের চেহারা দেখতে পাব আমরা। সেদিন, সত্তরজন কঠিন লোকের বিপক্ষে মুষ্টিমেয় সৈন্যরা কি করতে পারবে তা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি আমি। ওদের লক্ষ্যটা বুঝতে পারছ? ভল্টের সব বুলিয়ন কেড়ে নেবে।'

পিঠ টানটান হয়ে গেল হেভেনের। কিছুই বলল না, মনোযোগী।

'এবং সেদিন খুব দূরেও নয়। আজ রাতে এখানে চুরানব্বই জন সৈনিক আছে, এবং আমি নিজেও জানি না এতদিনে ভল্টে ঠিক কতটুকু বুলিয়ন জমেছে।'

পাইপের দিকে তাকাল হেভেন, এতক্ষণ টানেনি বলে নিভে গেছে। বিভ্রান্ত বোধ করছে ও, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। 'আপনার কাছে কোন প্রমাণ আছে যাতে বোঝা সম্ভব চুরি যাওয়া পোশাক, ইন্ডিয়ান হামলা আর বুলিয়নের মধ্যে সম্পর্ক আছে, স্যার?'

'শুধু অনুমানই করতে পারছি আমি। কিন্তু নির্জলা সত্যি কথা হচ্ছে ইউনিফর্ম চুরি যাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত বুলিয়নের একটা বারও গন্তব্যে পৌঁছতে পারেনি।'

'তাহলে বুলিয়ন শিপমেন্ট করছেন কেন?'

মৃদু হাসার আগে ফিল স্টিলম্যানের সাথে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল জনসন, হাসিটার মধ্যে রস বা কৌতুকবোধ নেই। 'ফিল আর আমি এ নিয়ে তর্ক করে জিভ ভারী করে ফেলেছি। বড়সড় একটা দল, ধরো পঞ্চাশজনকে এখানে রেখে, শিপমেন্টের সাথে পাঠালাম অন্যদেরকে। পয়েন্ট অব রকসে পৌঁছতে দু'দিন লাগবে ওদের। কিন্তু প্রথম রাতেই, একই ইউনিফর্ম পরা সত্তরজন সৈন্যের হামলার মোকাবিলা করতে হবে আমাকে ওই পঞ্চাশজন নিয়ে। বুলিয়ন লুঠ হওয়া যদি ঠেকাতেও পারি কিন্তু এখানকার পরিস্থিতিটা ভেবে দেখো–একই ধরনের পোশাক পরা সৈন্য, সন্দেহ আর দ্বিধার মধ্যে আমার সৈন্যরা যে কসাইয়ের জবাই করা গরুর মত মরবে না তা কে বলতে পারে?'

'কিন্তু ওরকম সত্তরজন লোক কি সত্যি আছে?'

'লোক আছে কি-না তারচেয়ে সত্তরটা ইউনিফর্ম ওদের হাতে আছে, এটাই হচ্ছে আসল কথা। ইচ্ছে করলেই কি অস্বীকার করা যায়?'

মাথা দোলাল হেভেন, ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর কাছে। প্রয়োজনের সময় মাইনিং ক্যাম্পের যে কোন ব্যাপারে সাহায্য করেছে ক্যাপ্টেন, কিন্তু নিজেই অসহায় অবস্থায় পড়েছে এখন। ইন্ডিয়ানদের দমন করার জন্যে বাইরের পোস্টগুলোতে সৈন্য পাঠাতে হবে, ওপরমহল থেকেও একই নির্দেশ আসবে; কারণ বুলিয়ন লুঠ ঠেকানোর চেয়ে শান্তির ওপর জোর দেবে হেডকোয়ার্টার, এটাই স্বাভাবিক। হেডকোয়ার্টারে সাহায্য চেয়েও লাভ হবে না, বাড়তি সৈন্য পেতে হলে কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে ক্যাপ্টেনকে।

এবং ওর ধারণা ইউনিফর্ম লুঠ হওয়ার ঘটনা রিপোর্ট করেনি জনসন।

উঠে দাঁড়াল ও, ফায়ারপ্লেসে খালি করল নিভে যাওয়া পাইপের তামাক। 'তাহলে আমার কাজ কি হবে, স্যার?'

'ব্যবহার করার আগেই ইউনিফর্মগুলো উদ্ধার বা ধ্বংস করে ফেলা,' তিক্ত শোনালেও তার কণ্ঠের দৃঢ়তা চমকে দিল হেভেনকে। বুঝতে পারল সিদ্ধান্তটা ভেবে-চিন্তেই নিয়েছে ক্যাপ্টেন।

'যদিও কোন তথ্য বা সূত্র নেই ঠিক কোথায় আছে ওগুলো,' নিচু স্বরে যোগ করল স্টিলম্যান। 'ভাল গ্যাঁড়াকলে পড়েছি আমরা। জানি না কোত্থেকে শুরু করব, এমনকি কাকে সন্দেহ করব তা-ও বুঝতে পারছি না।'

সোফা ছেড়ে ফায়ারপ্লেসের সামনে পায়চারি শুরু করল ক্যাপ্টেন। বেশ কিছুক্ষণ পর ঝট করে ফিরল হেভেনের দিকে, ওর মুখে স্থির হলো দৃষ্টি। 'একজন আগন্তুক হিসেবে আমাদের যে কারও চেয়ে তোমার সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি, কারণ পরিচয় গোপন করে এসেছ তুমি এবং আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউই তোমাকে চেনে না,' মিসেস ক্যাসলনের দিকে ফিরল সে। 'স্ট্যামবার্গ থেকে দূরে থেকো, শুধু মিসেস ক্যাসলনের মাধ্যমে যোগাযোগ করবে আমার সাথে। তোমার সন্দেহ বা আবিষ্কার, সব কিছুই রিপোর্ট করবে। আপাতত এখানে তোমার পরিচয় মিসেস ক্যাসলনের স্বামীর একজন বন্ধু হিসেবে। এখানে একটা স্ট্যাম্প মিল (আকরিক বিশোধন করার কল) আছে ওর, গত বছর মারা গেছে মিস্টার ক্যাসলন।'

'ইউনিফর্ম চুরির খবর আর কে জানে, স্যার?' প্রশ্নটা আরও আগে মাথায় এলেও এবার করল হেভেন।

'কেউ না,' তিক্ত শোনাল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ। 'আসলে কোয়ার্টারমাস্টার, ফিল আর আমিই জানি কেবল। স্বয়ং শেরিফও জানে না। এটা আর্মির ব্যাপার, তাই নিজেদের মধ্যেই রেখেছি। হয়তো ভুলই করেছি।' হেভেনের দিকে ফিরল সে, কিছু একটা ভাবছে। এবার শুকনো গলায় বলল: 'এটাই কোন অফিসারের কাছে করা আমার জীবনের সবচেয়ে অসহায় অনুরোধ, গুরুত্বপূর্ণও

বলতে পারো। কিন্তু সেজন্যে গর্ব বোধ করছি না আমি।'

পাইপ মুছে পকেটে ঢোকাল ও। 'সাধ্যমত চেষ্টা করব, স্যার।'

ফায়ারপ্লেসের কাছ থেকে এগিয়ে এল স্টিলম্যান। 'তোমার পকেট বা ব্যাগে এমন কিছু আছে যার সাথে আর্মির সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারবে কেউ?'

'আমার ইউনিফর্ম।'

উঠে দাঁড়াল মিসেস ক্যাসলন। 'আমার সাথে এসো, এখানে রেখে যেতে পারবে ওগুলো।'

দরজার পাশ থেকে ব্যাগ তুলে নিয়ে বেডরুমে গেল হেভেন। রুচিসম্মত একটা কামরা, গোছানো এবং আভিজাত্যের চিহ্ন সবকিছুতে। মহিলার নিজের কামরা বোধহয়। দেয়ালের লাগোয়া ক্লজিট খুলে ধরল মিসেস ক্যাসলন। ভেতরে সারি করে রাখা গাউন আর রোব চোখে পড়ল ওর। সারা ঘরে মিষ্টি একটা সুবাস, দামী কোন পারফিউমের, ধারণা করল হেভেন।

কাপড় সরিয়ে জায়গা করল মহিলা। 'পাইপটাও রেখে যাও, জন,' মৃদু স্বরে মনে করিয়ে দিল ওকে।

উত্তরে হাসল হেভেন, চোখাচোখি হলো। সতর্কতার জন্যে সবকিছুই বিবেচনা করেছে মহিলা, ভাবল ও। পাল্টা মৃদু হেসে রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল মিসেস ক্যাসলন।

ক্লজিটে ইউনিফর্ম রেখে ফের লিভিংরুমে এল ও। কিছুটা চিন্তিত, ভাবছে ক্যাপ্টেনকে আর কোন প্রশ্ন করার আছে কি-না। মুখ খুলতে যাচ্ছিল–পেছনে নবে হাত, দরজাটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছে–ঠিক এসময় খুলে গেল সদর দরজা। বাইরের অন্ধকার থেকে হঠাৎ করেই যেন উদয় হলো এক অপ্সরীর। কালো একটা কোট পরে আছে, মাথায় লাল স্কার্ফ। দরজার ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে মেয়েটি, ভেতরে ঢোকার কিংবা থামার আগেই কথা বলতে শুরু করল।

'বাইরে এসো তো, বাবা! আবারও পাগলা ওই ঘোড়ায় চড়ার জেদ ধরেছে মার্ক। ওকে…' হেভেনকে দেখতে পেয়ে থেমে গেল মেয়েটি। ওর মুখ থেকে হাতের ব্যাগের ওপর নেমে গেল দৃষ্টি।

ধরা পড়ে গেছে ও, টের পেল হেভেন। দেখল পরস্পরের দিকে নীরবে তাকিয়ে আছে অন্যরা। আর এদিকে মেয়েটির চোখে দ্বিধা এবং ক্ষমা প্রার্থনার চাহনি।

'ড্যাম!' বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল ক্যাপ্টেন। কিন্তু হেসে উঠল মিসেস ক্যাসলন। 'ঠিক আছে, মেরী, ভেতরে এসো,' হাল ছেড়ে দিয়ে আহ্বান করল জনসন।

'এবং ভয় ধরানো কিছু কথা শুনে আক্কেল গুড়ুম হও!' যোগ করল

স্টিলম্যান।

ধীর পায়ে ভেতরে ঢুকল মেয়েটি, হাত বাড়িয়ে পেছনে কবাটজোড়া ভিড়িয়ে দিল। মাথা থেকে স্কার্ফ সরাল। আলাদাভাবে সবার দিকে তাকাল, সবশেষে এবং সবচেয়ে বেশিক্ষণ ধরে হেভেনের ওপর লেগে থাকল ওর দৃষ্টি। তারপর ফিরল জেনিফার ক্যাসলনের দিকে। 'আমি কি কোন ভুল করেছি, জেনি?' শুকনো কণ্ঠে, দ্বিধার সাথে জানতে চাইল।

'না, ডিয়ার!' অভয় দিল মিসেস ক্যাসলন।

'ভুলে যাও!' প্রায় গর্জনের সুরে বলল জনসন। মেয়ের দিকে এগিয়ে গেল। 'মার্ক কি ভেতরে আসছে?'

'ও যদি ঘোড়াটাকে লাগাম পরাতে পারে, কথা ছিল হেঁটে বাড়ি ফিরব আমরা,' জানাল মেরী।

এখনও বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি মেয়েটা, দেখল হেভেন, ওর দিকেই তাকিয়ে আছে যেন এখানে এসে যে অদ্ভুত অভ্যর্থনা পেয়েছে তার কারণ ও-ই। মেঝেয় ব্যাগটা নামিয়ে রাখল ও, দেখছে মেরীকে। খুব বেশি হলে বিশ হবে বয়েস, ঠাণ্ডায় কিছুটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে গালের সুগোল মসৃণ হাড়গুলো। ক্যাপ্টেনের সাথে ওর মিল খুব কমই, কেবল গলার উঁচু স্বরটা ছাড়া, ধারণা করল হেভেন–ক্যাপ্টেনের তুলনায় অনেক ফর্সা মেয়েটি, মধুরঙা চুল। খোপা বেঁধে পেছনে তুলে রেখেছে। জনসনের তীক্ষ্ণ মুখের তুলনায় মেয়েটির মুখ অনেক বেশি কমনীয়; চেহারায় উচ্ছল, স্বতঃস্ফূর্ত একটা ভাব আছে। সবুজ চোখে গভীর দৃষ্টি, এবং বন্ধুসুলভ কৌতূহল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা এবং খুব লম্বা নয় ও। সব মিলিয়ে অসাধারণ সুন্দরী এবং যে কোন অর্থেই পুরুষের কাছে কাঙ্ক্ষিত।

আলতো হাতে মেয়ের কনুই চেপে ধরল জনসন, ঘুরিয়ে হেভেনের মুখোমুখি দাঁড় করাল। 'এই লোকটিকে দেখে নাও,' চাপা কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল সে। 'এবং ওর কথা স্রেফ ভুলে যাবে তুমি, মেরী। ও হচ্ছে হেভেন–লেফটেন্যান্ট জন হেভেন।' হেভেনের দিকে ফিরল সে এবার, মৃদু কণ্ঠে বলল: 'আমার মেয়ে, মেরেডিথ। ওকে হিসাবের মধ্যে ধরি খুব কমই। যদিও ইউনিফর্মের কথা জানে ও।'

হেভেনের উদ্দেশে নড করল মেরী, তারপর কৌতূহলী চোখে তাকাল বাপের দিকে। ততক্ষণে ফের কথা বলতে শুরু করেছে ক্যাপ্টেন।

'রাস্তায় যদি কখনও ওর সাথে দেখা হয়, ওকে চিনবে না তুমি। কাউকে ওর কথা বলবে না, এমনকি মার্ককেও নয়। এখানে এসেছিল হেভেন, তোমার সাথে পরিচয় হয়েছে কিংবা তুমি ওর নামটাও জানো–স্রেফ ভুলে যাও সব!' তীক্ষ্ণ, নিরুত্তাপ কণ্ঠে মেয়েকে নির্দেশ দিল সে।

হেভেনের দিকে ফিরল মেরী। চোখে কৌতুক আর গভীরভাবে লুকানো

দুষ্টুমির ঝিলিক। 'কথা যদি নাই বলতে পারি তো পরিচয় করিয়ে দিলে কেন?' প্রায় অভিযোগের সুরে জানতে চাইল বাপের উদ্দেশে।

'নিজের কৌতূহল চেপে রাখতে পারবে, ওভাবেই তোমাকে বড় করে তুলেছি আমি, মাই ডিয়ার,' উত্তরে বলল ক্যাপ্টেন, কিছুটা কোমল শোনাল কণ্ঠ। কাঁধের ওপর দিয়ে স্টিলম্যানের দিকে ফিরে তাকাল। 'ফিল, বাইরে যাও তো। মার্ক যাতে ভেতরে না আসে, যেভাবেই পারো আটকে রেখো ওকে।'

ওভারকোট তুলে নিয়ে মিসেস ক্যাসলনকে শুভরাত্রি জানাল ফিল স্টিলম্যান, হেভেনের উদ্দেশে প্রাণবন্ত হাসি উপহার দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখা কোটের উদ্দেশে এগোল ক্যাপ্টেন।

অনুসন্ধানী চোখে হেভেনকে দেখছে মেরী। 'নতুন অফিসারদের আমরা জমকালো অভ্যর্থনা দেই সচরাচর, অন্তত চেষ্টা করি। সেটা পাচ্ছ না বলে পরে হয়তো দুঃখই হবে তোমার।'

'আমি এরইমধ্যে দুঃখিত, ম্যা'ম,' মেয়েটির চোখে কৌতুক দেখে সহাস্যে বলল ও। 'এরচেয়ে স্বস্তিকর পরিবেশে আমাদের পরিচয় হলে খুশি হতাম। যাকগে, মনে হয় না তাতে আক্ষেপ আছে তোমার।'

হেসে মিসেস ক্যাসলনের দিকে এগোল মেরেডিথ জনসন।

হেভেনের উদ্দেশে একটা খাম বাড়িয়ে দিল ক্যাপ্টেন। 'টাকার দরকার হবে তোমার। আরও লাগলে জেনিকে জানিয়ো।' হেভেন খামটা নেওয়ার পর হাত মেলাল ওর সাথে। 'গুড লাক।'

ধন্যবাদ জানাল ও।

জেনিফার ক্যাসলনের গালে চুমো খেল জনসন, দরজার নবে হাত রেখে ঘুরল হেভেনের দিকে। 'তুমি বরং একটু পরে বেরিয়ো, আমাদেরকে খানিকটা এগিয়ে যেতে দাও।'

বাপ-মেয়ের উদ্দেশে শুভরাত্রি জানাল জেনিফার ক্যাসলন। দরজা আটকে ফায়ারপ্লেসের কাছে চলে গেল, সোফায় বসে তাকাল ওর দিকে, অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকল।

অধৈর্য হয়ে অপেক্ষায় থাকল হেভেন। বাইরে স্টিলম্যান, ক্যাপ্টেন ছাড়াও আরেকজনের কণ্ঠ কানে আসছে। ক্যাপ্টেনের নিচু স্বরের নিরীহ খিস্তি শোনা গেল, তারপরই একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, শহরের দিকে যাচ্ছে।

'আরেকটু পরে বেরোও,' নীরবতা ভাঙল মহিলা। 'কিছু দূর গিয়ে ফিরে আসবে ওরা।'

নড করল ও, অনুভব করল হঠাৎ করেই অস্থির বোধ করছে যদিও কারণটা জানে না। টের পেল এখনও ওকে দেখছে মহিলা। 'মার্ক কে, মিসেস ক্যাসলন?'

'মার্ক ব্রিস্টো। এখানকার সবচেয়ে কমবয়েসী ল-ইয়ার যে চায় ওকে বিয়ে

করুক মেরী।'

'মেরী জনসন তা করবে?'

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা দেখা গেল জেনিফার ক্যাসলনের চোখে। 'আমার ধারণা সেরকমই। আগামী বসন্তে বিয়ে করবে ওরা।'

ক্যাপ্টেনের দেয়া খামটা বাড়িয়ে ধরল হেভেন। 'টাকার দরকার হবে না এখন।'

খামটা নিল মিসেস ক্যাসলন, ভাবলেশহীন দেখাচ্ছে। হেভেন যখন দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, নির্লিপ্ত স্বরে জানতে চাইল: 'আর কিছু জানতে চাও, জন?'

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। মহিলার চোখের সূক্ষ্ম ভর্ৎসনা আর নির্লিপ্ত ভাবটুকু পীড়া দিল হেভেনকে, কারণটাও আঁচ করতে পারছে–একটু আগে এমন একটা প্রশ্ন করেছে যার উত্তরের সাথে কোন সম্পর্ক নেই ওর। 'আমি যদি তোমার স্বামীর বন্ধুই হয়ে থাকি, তাহলে ওঁর নামটা আমার জানা উচিত।'

'বেন ক্যাসলন। মারা যাওয়ার সময় ওর বয়স হয়েছিল সত্তর। পনেরো বছর বয়সে একটা এতিমখানা থেকে পালানোর জন্যে বিয়ে করেছিলাম ওকে। বেনকে চেনে এমন যে কোন লোকই ঘটনাটা জানে। তোমারও জানা থাকলে ভাল হবে বোধহয়।' খানিক বিরতি দিল মহিলা, হয়তো ভেবেছে কিছু বলবে হেভেন। কিন্তু ওকে নীরব দেখে ফের বলল: 'কয়েকটা ব্যাপার তোমাকে জানায়নি ক্যাপ্টেন জনসন। স্ট্যামবার্গের ভল্টে এখন প্রায় আশি হাজার ডলারের বুলিয়ন আছে। সপ্তাহ খানেক বা দশ দিনের মধ্যে লাখ ছাড়িয়ে যাবে।'

'তুমি কি আমাকে তাড়া দিচ্ছ, ম্যা'ম?'

মাথা নাড়ল জেনিফার ক্যাসলন। 'আমি অবিবেচক নই। জানি কাজটা করতে সময় লাগতে পারে। তোমার জানার জন্যে বললাম কেবল।'

ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যাগ হাতে দরজার দিকে এগোল ও।

'আরও একটা ব্যাপার,' পেছন থেকে বলল মহিলা।

থেমে গেল হেভেন, অপেক্ষায় থাকল।

'আগামী গ্রীষ্মে ক্যাপ্টেন আর আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

মৃদু মাথা দোলাল ও। 'নিঃসন্দেহে খুব ভাগ্যবান লোক ক্যাপ্টেন জনসন।'

হাসল মিসেস ক্যাসলন। 'তুমি খুব বিনয় দেখাচ্ছ, জন, কিন্তু আমি বরাবরই সাদামাঠা একজন মহিলা, এবং তা থাকবও। ...সবকিছুতে তুমি দূরকল্পনা করছ, আর কোরো না।' শেষ কথাটার ওপর জোর দিল সে।

শুভরাত্রি জানিয়ে ঠাণ্ডা রাত্রির উদ্দেশে পা বাড়াল হেভেন।

তুষার বিছানো অন্ধকার রাস্তা ধরে সাউথ পাস সিটির দিকে এগোনোর সময় অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো জন হেভেনের। চোদ্দ বছরের সৈনিক জীবনের

অর্ধেকটা পশ্চিমে কাটিয়েছে ও, এখানকার অভিজ্ঞতা আর্মিতে যে কোন কিছু প্রত্যাশা করতে শিখিয়েছে ওকে। ওপরঅলার বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ, দূরের নিঃসঙ্গ পোস্টের একাকীত্ব ছাড়াও ওর প্রাপ্তি বঞ্চনা, হতাশা আর বিভ্রান্তিকর নির্দেশ তামিল করার তিক্ততা। ওপরঅলার নির্দেশ বা আচরণ পছন্দ না হলেও বরাবরই ছিল সঙ্গতিপূর্ণ, অন্তত ওর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে এজন্যে যে এর মূলে একাধিক কারণ খুঁজে পেয়েছে হেভেন। নিজের কাছে পরিষ্কার ছিল ও, সংশয় ছিল না মনে। কিন্তু এখানে, স্ট্যামবার্গে ওকে দেয়া নির্দেশগুলো পুরোপুরি অদ্ভুত।

মূল রাস্তার কাছে এসে থামল ও, রাস্তার ওপাশের বাড়ি আর দালানগুলোর ওপর চোখ বুলাল। সেলুনের সামনের প্ল্যাঙ্কওঅকে দেখা যাচ্ছে মাইনারদের একটা দলকে, ঠিক পাশেই একতলা বড়সড় দালানটার সাইনবোর্ড চোখে পড়ল—হোটেল। আড়াআড়িভাবে রাস্তা ধরে এগোল হেভেন, খানিক থেমে দুটো বাগিকে পেরিয়ে যেতে দিল, তারপর ওপাশে হোটেলের সামনে পৌঁছে গেল।

ছোটখাট সাধারণ লবি, পেছনে দালানের ও-মাথা পর্যন্ত চলে গেছে লম্বা করিডর। রেজিস্ট্রারে নাম লিখিয়ে নির্দিষ্ট কামরায় ব্যাগ আর বাফেলো কোট রেখে বেরিয়ে এল ও। এ শহর সম্পর্কে কৌতূহলের চেয়ে দ্বিধা আর বিভ্রান্তির পরিমাণটাই বেশি ওর মনে। *খুব বেশি নির্দেশ পেয়েছি আমি,* ক্ষীণ অস্বস্তির সাথে ভাবল ও, *এবং পছন্দ না হলেও সেগুলো মেনে চলতে হবে। অন্তত চেষ্টা করতে হবে, বরাবরের মতই।*

ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল ও, ইতস্তত ঘোরাফেরা করল কিছুক্ষণ। শহর, ক্যাম্প আর মাইনিং এলাকা সম্পর্কে অস্পষ্ট একটা ধারণা পেয়ে গেল। পশ্চিমের অন্যান্য খনি শহরের তুলনায় সাউথ পাস সিটিকে খানিকটা আলাদাই বলতে হবে। নামে সাউথ পাস সিটি, কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিয়ে তৈরি শহরের মূল অংশটা 'ক্যাম্প' নামে পরিচিতি পেয়েছে। পুবে পাহাড়শ্রেণীর লাগোয়া কয়েক মাইল জুড়ে মাইনিং এলাকা, পাশেই স্ট্যামবার্গ, শহর থেকে কিছুটা উঁচুতে। আকরিকের মিল আর মাইনারদের শ্যাকগুলো খানিকটা দক্ষিণে।

সবচেয়ে বড় সেলুনের সামনে এসে পৌঁছল ও, ডজন খানেক কেরোসিনের শিখা জ্বেলে সামনের দরজা আলোকিত করা হয়েছে। অদ্ভুত দর্শন কোট আর টুপি পরা এক লোক সেলুনটির পক্ষে সাফাই গাইছে—একের পর এক আকর্ষণের কথা বলে যাচ্ছে। বিভিন্ন খেলার কথা বলল সে, মেয়েগুলোর নামও জানাল, চটপটে বারটেন্ডারের সংখ্যা জানাল। 'এসো, ভেতরে এসো! প্রিন্স ম্যারিয়নে এসো, ভদ্রমহোদয়গণ! এখানকার খেলাগুলো সাচ্চা, জোচ্চুরি করা হয় না···মেয়েরা সুন্দরী, নাচতে জানে···'

ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল হেভেন। বিশাল একটা রুম, কিন্তু ভিড়ের কারণে ছোট মনে হচ্ছে। ছাত থেকে ঝুলন্ত ঝাড়বাতির আলোয় দূরের

কোণ পর্যন্ত আলোকিত, উজ্জ্বল করে তোলা হয়েছে। ঘরের পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে ধনুকের মত বাঁকা মেহগনি কাঠের বার, উল্টো দিকে ড্যান্স ফ্লোর। মাঝখানে জুয়ার টেবিল, সবগুলোতে ভিড় লেগে আছে। কোণে পিয়ানো বাজাচ্ছে বয়স্ক এক লোক, পাশেই টুলে বসে গান গাইছে সুশ্রী মাঝবয়েসী এক মহিলা। শতাধিক কণ্ঠ ছাড়িয়েও গানের ক্ষীণ সুর আর পিয়ানোর মিষ্টি ঝংকার কানে এল ওর।

তবে সবার আগে হুইস্কি, ঘাম আর সিগারেটের তীব্র গন্ধ ঢুকল নাকে।

একটা মন্টি টেবিলের দিকে যেতে চাইছিল হেভেন, কিন্তু লোকজনের ভিড় প্রায় ঠেলে নিয়ে গেল ওকে কোণের ফারো টেবিলে। এখানকার লোকগুলো সম্পর্কে কিছু বিশেষত্ব ধরা পড়ল ওর চোখে–অন্য টেবিলের লোকদের তুলনায় বয়স্ক এরা, দামী কাপড় পরনে এবং শান্ত স্বভাবের।

দাঁড়িয়ে থেকে কিছুক্ষণ খেলা দেখল হেভেন, ঘুরে সরে আসার সময় ডিলারের কণ্ঠ কানে এল: 'ইভনিং, মি. ব্রিস্টো!' নামটা পরিচিত ঠেকার কিংবা মনে করার আগেই দু'পা এগিয়ে গেছে ও, থেমে ফিরে তাকাল।

সরে গিয়ে অপেক্ষাকৃত কমবয়েসী একজনকে বসার জায়গা দিল অন্য খেলোয়াড়রা। লম্বা ওভারকোটের বোতাম খোলার সময় সবার উদ্দেশে নড করল যুবক, বোঝা গেল নিয়মিত খেলোয়াড়। কোটের ল্যাপেল সরিয়ে দেয়ার পর কালো হ্যাটটা পেছনে ঠেলে দিল সে, বসে পড়ল একটা টুলে।

কিছুটা দূরে সরে এল হেভেন, এমন জায়গায় এসে দাঁড়াল যাতে ভাল করে দেখতে পারে যুবককে। আটাশ, খুব বেশি হলে ত্রিশ হবে বয়েস। পরিপাটি পোশাক। সুদর্শন, নীল চোখে আত্মবিশ্বাস ঠিকরে পড়ছে। ওকে যেন একটা আছে, ভাবল হেভেন···সহসাই আবিষ্কার করল জিনিসটা–উত্তেজনা। ডিলারের দিকে একমুঠো সোনার ঈগল ছুঁড়ে দেয়ার সময় বিকৃত দেখাল যুবকের মুখ, হাসল উদ্দেশ্যপূর্ণ ভঙ্গিতে। 'কেবল সোনালি কয়েন, বাক। মনে হচ্ছে ভাগ্য আজ খুলবে আমার!'

উল্টো ঘুরে দুটো পোকার টেবিলের মাঝখান দিয়ে বারের দিকে এগোল হেভেন, আগ্রহ হারিয়েছে মার্ক ব্রিস্টোর প্রতি। *মেরী জনসনের পছন্দের মানুষ তাহলে এ লোক–ফারো টেবিলের লোভী এক জুয়াড়ী, টাকার প্রতি নিজের লিপ্সাও যে ঢেকে রাখতে পারে না!*

বারে এসে হুইস্কির ফরমাশ দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও, মেহগনির সাথে কোমর ঠেকিয়ে চোখ বুলাল সারা ঘরে। কিছুটা অধৈর্য লাগছে ওর, বিরক্তিও। অজান্তে হাতের তালু দিয়ে চিবুক ঘষল। *কোত্থেকে শুরু করব আমি?*

পাশে কারও উপস্থিতির ব্যাপারে সচেতন হলো ও, পাশ ফিরতে দেখতে পেল একটা মেয়েকে। পার্সেন্টেজ গার্ল। চোখাচোখি হতে হাসল মেয়েটি। 'নাচবে আমার সাথে?' আহ্বান করল যুবতী। ব্লন্ড চুল ওর, হলুদ আকর্ষণীয়

একটা ড্রেস পরেছে। বোধহয় এরইমধ্যে কয়েক রাউন্ড নেচেছে, ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

'না, ধন্যবাদ। একটা ড্রিঙ্ক কিনে দেই তোমাকে?'

'ধন্যবাদ। টেবিলে বসবে?' উৎসুক চোখে তাকাল মেয়েটি, ড্যান্স হলের পাশের টেবিলগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল।

করুণা হলো ওর। মৃদু হেসে সায় জানাল। হুইস্কি আসতে গলায় ঢেলে অনুসরণ করল মেয়েটাকে। ড্যান্স হলের পাশেই দুটো বিলিয়ার্ড টেবিল। পিয়ানোর কাছে বয়স্ক লোকটি ছাড়াও আরেক পার্সেন্টেজ গার্লকে দেখতে পেল। সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে মাইনাররা, সাথে বেশ কিছু মেয়ে।

চটপটে এক ওয়েটারকে থামিয়ে ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিল মেয়েটি, দেয়ালের কাছাকাছি একটা টেবিল পছন্দ করল। চোখ তুলে ওদেরকে দেখল মাইনারদের কেউ কেউ, কিন্তু দ্বিতীয়বারের জন্যে ফিরে তাকাল না কেউই। সঙ্গিনী আর গানের দিকেই আগ্রহ বেশি।

বিশালদেহী এক লোকের ওপর আটকে গেল হেভেনের মনোযোগ, কয়েকজন মাইনারের সাথে কথা বলছে দাড়িঅলা লোকটি। মাথায় হ্যাট নেই, বোঝা গেল এখানকার কেউ সে। টেবিল থেকে হুইস্কির বোতল তুলে নিয়ে হাতের গ্লাসে ঢালল, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। সাথে পানি মিশিয়ে গলায় ঢেলে আন্তরিক হাসি ছুঁড়ে দিল মাইনারের উদ্দেশে। চওড়া বুক ঝাঁকিয়ে মাইনারদের সাথে লোকটির একাত্মতা প্রকাশ করার প্রয়াস ভাল ঠেকল না হেভেনের চোখে।

ব্লন্ডের পাশের চেয়ারে বসল ও। টেবিলের নিচে হাত বাড়িয়ে জুতো খোলার সময় ক্ষীণ হাসল মেয়েটি। কিন্তু বিশালদেহীর দিকে হেভেনের মনোযোগ, আরেকপ্রস্থ পান করার আয়োজন সম্পন্ন হয়ে গেছে, অন্য এক টেবিলে। গ্লাসের সবটুকু পানীয় একসঙ্গে গলায় ঢেলে দিল দানব। হুইস্কির মালিকের উদ্দেশে হাত নেড়ে আরেক টেবিলের দিকে এগোল। ওদের জন্যে পানীয় নিয়ে আসা এক ওয়েটার দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পরের কয়েক সেকেন্ডের জন্যে লোকটিকে দেখতে পেল না হেভেন। পাশে শরীর ঝুঁকিয়ে দেখার চেষ্টা করল একটু পর, দেখল পাশের টেবিলের মাইনারের সাথে সহাস্যে কথা বলছে বিশালদেহী। টেবিল থেকে বোতল তুলে নিল সে, গ্লাসে পানীয় ঢালল, এবার শুধু পানীয়। গলায় ঢেলে কথা বলতে থাকল মাইনারের সাথে।

ঘুরে সঙ্গিনীর দিকে তাকাল হেভেন। উদাসীন মনে হলো মেয়েটিকে, এমনকি ড্রিঙ্কের ব্যাপারেও। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে ক্লান্তি দূর করার চেষ্টা করছে। তাতে অবশ্য কিছু যায়-আসে না, ভাবল ও, ওর দরকার কিছু খবর এবং তা দিতে পারবে মেয়েটি। 'প্রিন্স ম্যারিয়ন,' নিজের মনেই নামটা

আওড়াল ও। 'প্রিন্স ম্যারিয়নটা কে?'

'দু'জনের নামের শেষ অংশ,' অস্পষ্ট, চাপা স্বরে বলল মেয়েটি। 'সোল প্রিন্স আর মিক ম্যারিয়ন,' দাড়িঅলার দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওই যে ওখানে মাইনারদের সাথে কথা বলছে মিক। সোল জুয়ার টেবিলগুলো চালায়, আর বার ও মেয়েদের দায়িত্বে আছে মিক।'

'সেলুন মালিক হিসেবে ওকে খাতির করতে দেখছি খুব খরচ হয় সবার!'

'মিককে পছন্দ করে সবাই,' ক্লান্ত গলায় বলল মেয়েটি, স্বরে আলসেমির সুর। 'সারারাত চালিয়ে যেতে পারবে ও—ওয়াইন, হুইস্কি, যে কোন কিছু।'

'একটা কাজ পেয়েছে বটে!'

'মিক? ওকে কখনও আউট হতে দেখিনি, শুনিওনি—হুইস্কি কিংবা কোন ফাইটে। এখানে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর মানুষ ও। আমার ধারণা, সাউথ পাস সিটি কিংবা স্ট্যামবার্গের কেউই ওর সাথে লাগতে যাবে না কখনও। শুধু এখানেই নয়, আশপাশে একশো মাইলের মধ্যে মিক অজেয়।'

মিক ম্যারিয়নকে দেখল হেভেন, নতুন টেবিলে আরেকপ্রস্থ পান করছে এখন। তার দাড়ি, কোটের কলার বাটন থেকে একেবারে চোখ পর্যন্ত, কুচকুচে কালো এবং সুদৃঢ়, রং করা অ্যালুমিনিয়াম তারের মত। চলাফেরা স্বতঃস্ফূর্ত এবং আত্মবিশ্বাসী। মনে মনে মেয়েটির মন্তব্য উল্টে-পাল্টে দেখল হেভেন: *মিক ম্যারিয়ন এখানে অজেয়। সত্যিই কি? দানবকে বাজিয়ে দেখলে কেমন হয়?* চিন্তাটা মাথায় আসতে কিছুটা বিস্ময় বোধ করল ও, কিন্তু আগ্রহের সাথে ভেবে দেখল এবার। মিক ম্যারিয়নের বিশাল শরীরের ওপর চোখ রেখে ধারণা করল কাজটা সহজ হবে না। শুধু শুধুই এখানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেনি লোকটি, শরীরটাও ফাঁপা নয়। এক ফোঁটা মেদ নেই কোথাও, পাকানো দড়ির মত পেটা শরীর। বোঝা যাচ্ছে দানবীয় শক্তি ধরে লোকটা।

সাহসী চিন্তাটা ক্ষণিকের জন্যে বিরক্ত করল ওকে। তবে লাভও আছে, ভাবল ও, এখানকার সত্যিকার অবস্থা জানতে কাজে দেবে লড়াইটা।

মাইনারদের ভিড় থেকে ম্যারিয়নকে বেরিয়ে আসতে দেখল হেভেন, এবং ওর দিকেই তাকাল সে। হাসতে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল, ওদের টেবিলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। হেভেন খেয়াল করল জুতো পরতে গিয়ে নিজের শরীর মোচড়াল মেয়েটি, ম্যারিয়নের তিরস্কার কিংবা নিন্দার আশঙ্কায় বিবর্ণ দেখাচ্ছে সুন্দর মুখটা।

কেন নয়? মিক ওদের টেবিলের সামনে পৌঁছার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল হেভেন।

'কেমন লাগছে এখানে?' খাটো পায়ের একটা ভালুকের মত স্বচ্ছন্দে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল মিক। তার স্বর শান্ত, অমায়িক, সঙ্গীতের মত

উচ্ছল। ছোট ছোট চোখে গভীর আর চকচকে চাহনি, হয়তো অ্যালকোহলের কারণেই, ধারণা করল হেভেন।

'দারুণ!' বলল ও।

সহাস্যে ওয়াইনের বোতলের দিকে হাত বাড়াল মিক। একই সময়ে হেভেনও হাত বাড়িয়েছে। দু'জনেই বোতল চেপে ধরল, হেভেন গোড়ায় আর মিক গলার কাছে। বোতলটা তুলতে চাইল মিক, কিন্তু হেভেন ওটাকে চেপে ধরে রাখতে চাইল টেবিলের সাথে। মুহূর্ত খানেক পর চাপ সরিয়ে নিল দানব, কিন্তু বোতল থেকে হাত সরায়নি। কৌতূহলী চোখে দেখছে ওকে।

'ওটা আমি কিনেছি, আমিই পান করব,' সোজাসাপ্টা, নির্লিপ্ত স্বরে বলল হেভেন।

বোতল থেকে হাত সরানোর আগ্রহ দেখা গেল না তার মধ্যে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'তেষ্টা মেটেনি তোমার, নাকি আমার মতই অল্পতে সন্তুষ্ট নও?'

'কোনটাই নয়।'

ফের হাসল ম্যারিয়ন, শক্ত হাতে বোতল চেপে ধরল। তুলতে চাইল টেবিল থেকে। বাধা দেয়ার চেষ্টা করল না হেভেন, বরং হঠাৎ চাপ সরিয়ে নিল। ফলে ম্যারিয়নের দিকে ছুটে গেল বোতলটা। বুকের কাছে পৌঁছতে সামলে নিল সে, কিন্তু হুইস্কি ছলকে পড়ে কোটের সামনের অংশ ভিজিয়ে দিল।

ইতোমধ্যে চেয়ার ছেড়ে মিকের সামনে চলে এসেছে হেভেন। তীব্র খিস্তি করে বোতলটা ওর দিকে ছুঁড়ে দিল বুলি-বয়। শরীর বাঁকিয়ে উড়ন্ত বোতলটাকে পাশ কাটাল ও। উড়ে গিয়ে দেয়ালের ওপর আছড়ে পড়ল ওটা, ভেঙে খান খান হয়ে গেল। চারপাশে ছলকে পড়ল রঙিন পানীয়।

এক মুহূর্তও দেরি করেনি হেভেন, ছুটে গিয়ে দানবের মধ্যচ্ছেদা বরাবর কাঁধ চালাল। দেখতে না পেলেও মেয়েটির আঁতকে উঠার শব্দ কানে এল ওর, মিকের দম আটকে উঠা শ্বাস শুনে বুনো এক ধরনের আনন্দ পেল। নিজের কাঁধে মিক ম্যারিয়নের শক্তিশালী হাতের স্পর্শ পেল ও এবার এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে সে। উড়ে গিয়ে টেবিলের ওপর পড়ল হেভেন।

বিস্ময় ম্যারিয়নের চোখে।

নিজেকে সামলে নিয়ে এগোল ও, এবং এবার মুঠি চালাল, দানবের চিবুকে গিয়ে লাগল। আঘাত করেই পিছিয়ে এসেছে ও; টের পেল আচমকা ঘাড়ের ওপর চড়ে বসেছে কেউ। সামলানোর সুযোগ পেল না, মেঝেতে হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল। ওর বাহু চেপে ধরেছে দুই ফ্লোরম্যান, দাঁড় করিয়ে দিল ম্যারিয়নের সামনে।

বোতলটা যেখান থেকে ছুঁড়ে দিয়েছিল ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে বুলি-বয়, একচুলও নড়েনি। লম্বা, গভীর শ্বাস ফেলছে। বুনো রাগ দেখা যাচ্ছে চোখে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চারপাশ থেকে ছুটে আসছে মাইনাররা। এদিকে ঝামেলার গন্ধ পেয়ে বাদ্যের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে পিয়ানো বাদক, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের কানের পর্দা ফাটানোর মত তীব্রতায় বাজাচ্ছে।

'এখানে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সেলুন চালাই আমরা, মিস্টার!' স্বভাবসুলভ মার্জিত, সুরেলা কণ্ঠে বলল ম্যারিয়ন।

'তোমার জন্যে উৎসবের সুযোগ,' মৃদু হেসে বলল হেভেন। 'যত ইচ্ছে পান করছ তুমি, একটা পয়সাও লাগছে না।'

শীতল রাগ দেখা গেল ম্যারিয়নের চোখে, কিন্তু পরক্ষণেই বিস্ময় ফুটে উঠল। 'প্রিন্স ম্যারিয়ন থেকে দূরে থেকো, স্ট্রেঞ্জার!' চাপা স্বরে বলল সে, ফ্লোরম্যানদের উদ্দেশে মৃদু নড করল।

হেভেন টের পেল প্রায় ঠেলে ওকে দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছে লোক দুটো। ছাড়া পেতে জোর খাটানো শুরু করল ও, কিন্তু খুব একটা কাজ হলো না। বরং নিজের কাঁধে দুই মাসলম্যানের বাহুর ঘূর্ণন অনুভব করল একটু পর, ছিটকে সামনের দিকে ছুটে গেল ওর দেহ। পেশাদার লোকের কাজ, কোন খুঁত থাকল না। ভারসাম্যহীন এবং অসহায়ভাবে উড়ে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে আছড়ে পড়ল ও। সংঘর্ষের ফলে মেঝেতে পড়ে গেল দুই মাইনার, হেভেন পড়ল তাদের ওপর। সামলে নেয়ার সুযোগ পেল না, জ্যাকেটের সামনের দিক চেপে ধরে ওকে খাড়া করল দুই ফ্লোরম্যান, তারপর কিছু বোঝার আগেই দরজা পথে প্ল্যাঙ্কওঅকে নিজেকে বেরিয়ে আসতে দেখল হেভেন। হাত বাড়িয়ে শক্ত বোর্ডের সাথে সংঘর্ষ ঠেকাল, তবে হিমশীতল তুষারের স্পর্শ এড়াতে পারল না। গালে তুষার লাগতে মনে হলো যেন বরফের চড় খেয়েছে, বিকৃত হয়ে গেল মুখ।

উঠে বসল ও, দেখল দরজার ওপর দাঁড়িয়ে আছে দুই বীরপুরুষ। 'ভুলেও আর এখানে ঢুকো না!' শাসাল একজন, ঘুরে ভেতরে ঢুকে পড়ল। পাশ কাটানোর সময় থমকে দাঁড়িয়ে ওকে দেখল দুই মাইনার, হাসল।

বাম হাতের কব্জির কাছে কেটে গেছে, দেখল হেভেন। প্যান্টের সাথে হাত ঘষল ও। মেজাজ খারাপ লাগছে খানিকটা, তবে নিজের মধ্যে তপ্ত ক্রোধ বা শীতল আক্রোশ না দেখে অবাক হলো, বরং দৃঢ়তা আর কৌতুক বোধ করছে। অপমানটুকু হয়তো পাওনা ছিল ওর, সেজন্যে মিক ম্যারিয়ন কেন কেউই দুঃখ করবে না। যাতে করতে বাধ্য হয়, তাই করবে সে এখন। অন্তত মিক ম্যারিয়নকে দুঃখ করতে বাধ্য করবে।

আপনমনে হাসল হেভেন, জেদ আর সঙ্কল্পে দৃঢ় হয়ে গেল চোয়াল।

দরজার দিকে এগোতে গিয়েও নিবৃত্ত করে নিল নিজেকে, বোঝাই যাচ্ছে এ পথে ওকে আশা করবে ফ্লোরম্যানরা। ঘুরে মূল রাস্তার দিকে এগোল ও, ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। কিছুক্ষণ পর প্রিন্স ম্যারিয়নের মূল দরজায় যখন ফের দেখা গেল ওকে, প্রথমে কেউই টের পেল না কারণ সাথে একগাদা লোককে নিয়ে ঢুকেছে ও। পেছনের লোকগুলো প্রায় ঠেলে ভেতরে নিয়ে এসেছে ওকে।

তীক্ষ্ণ চোখে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে আছে দুই ফ্লোরম্যান। বারের কাছাকাছি দাঁড়ানো লোকটার হাতে একটা বিলিয়ার্ড কিউ।

থেমে পেছনের লোকজনকে পেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিল হেভেন। তারপরই ওকে দেখতে পেল এক ফ্লোরম্যান। করুণা ফুটে উঠল লোকটার চোখে, প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল, যেন নিশ্চিত জানে একটু আগে থেমে যাওয়া লড়াইটা শুরু করবে ও।

'অন্য কোন সময়ে,' বলেই ঘুরল ও, পেছনে দাঁড়ানো দুই মাইনারকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল সেলুন থেকে। প্ল্যাঙ্কওঅক ধরে এগোল এবার, খানিকটা জেদ হচ্ছে। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, কি করতে যাচ্ছে জানে পরিষ্কার। বেপরোয়া মাতালদের সামাল দিয়ে এ ধরনের খেলায় অভ্যস্ত ফ্লোরম্যানরা, তাই আগাম আঁচ করতে পারবে ওর পরিকল্পনা। *সত্যিই কি?*

ডানে মোড় নিল ও, ভিড় এড়িয়ে ফুটপাথ ঘেঁষে এগোল। একটু পরেই একটা সরু গলিতে চলে এল, পাশের বাড়ি থেকে আসা ম্লান আলোয় রাস্তাটা চোখে পড়ল। ভারী ওয়্যাগনের চাকার দাগ বসে গেছে নরম মাটিতে, ক্ষত-বিক্ষত দেখাচ্ছে; তবে পরিচ্ছন্ন। আড়াআড়িভাবে প্রিন্স ম্যারিয়নকে পেরিয়ে বামে মোড় নিল ও, আবছা আঁধারে ঠিকমত দেখতে না পেলেও দালানটার মাঝামাঝি একটা দরজা ঠাওর করতে পারল। দরজার পাশে বিয়ারের কিছু ব্যারেল, জানালা দিয়ে ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে বাইরে। দরজার ওপর চোখ রেখে এগোল ও, ভেতরে ঢুকতে কোন অসুবিধা হলো না বা বাধা এল না।

ম্লান আলো জ্বলছে বড়সড় কামরাটায়। স্টোররুমে এসে উপস্থিত হয়েছে, অনেকগুলো বাক্স আর বিয়ারের ব্যারেল দেখে ধারণা করল হেভেন। এক শ্রমিককে চোখে পড়ল, একটা ব্যারেল ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল সে।

'মিক আছে ভেতরে?' দালানের ভেতরের দিকে আঙুল তুলে জানতে চাইল হেভেন।

নড করল লোকটা।

এগোল হেভেন, ভেতরের হৈ-হল্লা আর বাজনার শব্দ কানে আসছে। বাম দিকে ছোট্ট করিডর শেষে বড়সড় একটা দরজা চোখে পড়ল। কবাটজোড়া টেনে ধরল ও, দেখল বিলিয়ার্ড টেবিল আর বারের মাঝখানের দরজায় এসে

দাঁড়িয়েছে, ঠিক পিয়ানোর পেছনে। ভেতরে ঢুকে পেছনে কবাটগুলো ভিড়িয়ে দিল। বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়দের একজন দেখতে পেল ওকে, কিন্তু আগ্রহ দেখাল না, বোর্ডের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। দুই টেবিলের মাঝখানের পথ ধরে এগোল ও, ড্যান্স ফ্লোরের কাছে চলে এল।

ঘরের অন্য জায়গার তুলনায় এদিকে আলো কম, আবছা আঁধারের মধ্যে দাঁড়িয়ে পুরো সেলুনের ওপর চোখ বুলাল হেভেন। পিয়ানোর ওপাশে দাঁড়িয়ে নাচ উপভোগ করছে এক ফ্লোরম্যান। রাউন্ড শেষ হয়ে যেতে খালি হয়ে গেল ড্যান্স ফ্লোর, চেয়ারে গিয়ে বসল লোকজন। ভিড় আলগা হতে এবার মিক ম্যারিয়নকে দেখতে পেল হেভেন, আগের মতই মাইনারদের টেবিলে গিয়ে তেষ্টা মেটাচ্ছে।

অপেক্ষায় থাকল ও, ম্যারিয়নের ওপর চোখ। বাজনা থামিয়েছে পিয়ানো বাদক, মিকের সাথে আলাপ করছে। পিয়ানোর ওপর কনুইয়ের ভর চাপিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দানব।

হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে হাতে নিল হেভেন, সরে এল পিয়ানোর কাছে। কিছুই টের পেল না মিক ম্যারিয়ন, বুকের পাশে কোল্টের নল চেপে ধরতে সচেতন হলো। চটপটে বকবকানি থেমে গেল, থমকে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। হেভেনকে দেখতে পেয়ে দৃষ্টি নামিয়ে পিস্তলটা দেখল। ওদিকে স্থির দাঁড়িয়ে আছে পিয়ানো বাদক।

'আমাদের খেলাটা শেষ হয়নি,' মৃদু স্বরে বলল হেভেন। 'বাইরে এসো।'

'কেন?'

'তোমাকে কিছু ভদ্রতা শেখানো দরকার।'

হাসি মিক ম্যারিয়নের চোখে, হাসিটার মধ্যে বুনো আনন্দ আর ঔজ্জ্বল্য দেখা গেল। 'পালিয়ে গেলে কেন? সোনার মত লড়াইও দেখতে ভালবাসে এ শহরের লোকজন। আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবে না কেউ।'

'যে কোন জায়গায়।'

'ঠিক আছে, এসো,' ঘুরে সেলুনের সামনের দিকে এগোল সে।

হোলস্টারে পিস্তল ফেরত পাঠাল হেভেন, অনুসরণ করল বুলি-বয়কে। বিশ গজ এগিয়ে থামল মিক, দু'হাত তুলে চড়া গলায় অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে। লোকজন শান্ত হয়ে পড়তে ওর দিকে একটা হাত তুলে দেখাল। 'এদিকে এসো, বন্ধুরা, এখানে একটা লড়াই হতে যাচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, ছুটে এসে হেভেনের পেছনে অবস্থান নিল মাইনাররা, ঘিরে দাঁড়াল। কিছুটা উদ্বেগমিশ্রিত পরিতৃপ্তি বোধ করল হেভেন, ভাল বা মন্দ যাই হোক কাজটা শুরু করেছে। পছন্দমত জিনিস বাছাই করেছে, হয়তো বোকার মতই, এবং এমন একদল দর্শক আশপাশে আছে যার একজনও ওর পক্ষে থাকবে না। সম্ভবত মিক ম্যারিয়নের পক্ষেও থাকবে না,

ধারণা করল ও। লড়াইটা দেখবে এরা, উপভোগ করবে কিন্তু বাধা দেবে না: এটাই নিয়ম।

ইতোমধ্যে বাইরে চলে গেছে লোকজন। বাজি ধরা শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু কেউই ওর পক্ষে বাজি ধরতে চাইছে না। যে ক'জন ধরল, পরিমাণেও খুব কম। বাইরে, রাস্তা আর প্ল্যাঙ্কওঅক পরিষ্কার করছে দুই ফ্লোরম্যান, লোকজনকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে মাঝখানে প্রায় বিশ গজ ব্যাসের জায়গা খালি করে ফেলেছে। নিজেদের মধ্যে সমানে চিৎকার করছে লোকজন, কে কি বলছে বোঝার উপায় নেই। একটু পর মিক ম্যারিয়নকে সেলুন থেকে বেরুতে দেখে উল্লাসে ফেটে পড়ল লোকগুলো।

দরজায় এসে দাঁড়ানো হেভেনের দিকে তাকাল মিক। 'যথেষ্ট জায়গা, তাই না?' কণ্ঠে বিদ্রূপ।

নড করার সময় গানবেল্ট, জ্যাকেট, হ্যাট খুলতে শুরু করল হেভেন। রেইলের ক্রসবারের সাথে ঝুলিয়ে রাখল ওগুলো।

'এমন জায়গায় রাখো, পরে যাতে মনে করতে পারো, ব্ল্যাকি!' ওর উদ্দেশে তামাশা করল একজন।

ভিড়ের দিকে তাকাল হেভেন। প্রায় শ'তিনেক লোক উপস্থিত হয়েছে, ভিড়টা বাড়ছে ক্রমশ। আশপাশ থেকে ছুটে আসছে লোকজন, ওদের আগ্রহ দেখে বোঝা যাচ্ছে বহুদিন এমন লড়াই হয়নি এখানে, অন্তত মিক ম্যারিয়নের বিরুদ্ধে। চোখে-মুখে উত্তেজনা, উন্মাদনায় আক্রান্ত হয়েছে লোকগুলো। বেশিরভাগের হাতে বিয়ার, হুইস্কি নয়তো সিগারেট। সমানে বকবক করছে এবং প্রায় কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়েছে লড়াই শুরুর জন্যে।

কোট খুলে ফেলেছে মিক ম্যারিয়ন। কোমরের বেল্ট খুলে পেটের ওপর আঁটোসাঁটো করে বাঁধল, পাশে দাঁড়ানো এক লোকের দিকে ঘুরল। 'এরকম ছোঁক-ছোঁক করা লোকদের শরীরে মার্কা লাগাতে সবসময়ই পছন্দ করি আমি, সোল,' বলল মৃদু স্বরে, গলায় আত্মবিশ্বাস এবং অহঙ্কার।

এই তাহলে প্রিন্স, ভাবল হেভেন। লম্বা, প্রায় শীর্ণদেহী, চল্লিশের মত বয়েস। প্রথম দেখায় মনে হলো কোন গুরুতর অসুখে ভুগছে। কালো স্যুট পরনে, গলায় একটা মাফলার। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে ওকে, অনুভব করল হেভেন। 'ওকে দেখে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে হচ্ছে, মিক,' মৃদু স্বরে বলল ম্যারিয়নের পার্টনার। 'তোমার পক্ষে পাঁচশো বাজি ধরব, এর বেশি ধরার সাহস হচ্ছে না।'

'তিন-একে,' চিৎকার করে সোল প্রিন্সকে আহ্বান জানাল একজন, লোকটাকে দেখতে পেল না হেভেন।

'রাজি,' জানাল প্রিন্স।

উত্তেজিত লোকজন চিৎকার করে উল্লাস প্রকাশ করতে শব্দহীন হাসি দেখা

গেল ম্যারিয়নের মুখে, অলস একটা দানবের মত ধীর গতিতে এগোল। কাঁধের উপর তুলে দিল বাদামী গার্টার, প্রতিপক্ষ আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করছে না দেখে দু'পাশে ছড়িয়ে দিল বিশাল হাত দুটো, আচমকা লাফিয়ে এগোল। দু'হাতে বেষ্টন করতে চাইছে হেভেনকে।

খানিকটা ঘুরে গেল হেভেনের শরীর, ডান হাতের কনুই কাঁধ উচ্চতায় তুলল। ওর কনুইয়ের ওপর এসে পড়ল মিক। মুখে লাগল আঘাতটা, হঠাৎ করেই থামিয়ে দিল বিশাল শরীরটাকে যেন চার-বাই-চার ফুটের শক্ত একটা কাঠের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই আঘাত করল হেভেন, দ্রুত এবং গায়ের জোরে। হাতের তালু দিয়ে জ্যাব বসাল ম্যারিয়নের মুখে, ঝটিতি পিছিয়ে এল এরপর।

থমকে দাঁড়িয়েছে মিক, বিস্মিত। থেঁতলে যাওয়া ঠোঁটে রক্তের নোনা স্বাদ অনুভব করছে। একহাতে রক্ত মুছে, আস্তিনের সাথে মুছে ফেলল তালু, চোখের সামনে তুলে দেখল না। 'শক্ত হয়ে দাঁড়াও, বাছা,' শীতল স্বরে বলল সে। 'এবং ফাইট করো!' তারপর ছুটে এল। *পেটে পড়া লিকার ওর অনুভূতিগুলোকে ভোঁতা করে দিয়েছে হয়তো, এবং বেপরোয়াও,* ভাবল হেভেন। বিশাল শরীর একে তো বিরাট সুবিধা, তারওপর বুনো আক্রোশ আরও তেজোদীপ্ত করে তুলেছে দানবকে। অদম্য, অপ্রতিরোধ্য মনে হচ্ছে লোকটাকে।

ওর শরীরে আঘাত করল মিক, চোখের পলকে। সরে গিয়ে এড়ানোর চেষ্টা করল হেভেন, কিন্তু পুরোপুরি সফল হতে পারল না। কাঁধ ছুঁয়ে গেল ঘুসিটা, কিন্তু তাতেই টলে উঠল ওর দেহ। অমানুষিক শক্তি লোকটার গায়ে, আঘাতের পরিণতিতে প্ল্যাঙ্কওঅকে নিজেকে পড়ে থাকতে দেখে হাড়ে হাড়ে টের পেল হেভেন। লোকজনের চিৎকার চরমে উঠল এবার। বিজয় হাতের নাগালে দেখে ফের চার্জ করতে এল মিক ম্যারিয়ন। হেভেন তখন হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, টের পেল দেরি হয়ে গেছে। শরীর ঘুরিয়ে ছুটন্ত মিক ম্যারিয়নের পায়ের দিকে ঝাঁপ দিল ও। সংঘর্ষের সময় মনে হলো শিরদাঁড়াসুদ্ধ কেঁপে গেছে সারা দেহ, কিন্তু লাফের সুফল পেল তৎক্ষণাৎ—ভারসাম্য হারাল মিক, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল প্ল্যাঙ্কের ওপর। তারপর হেভেন যখন ঘুরে দাঁড়াল, দেখল উঠে দাঁড়িয়েছে ম্যারিয়ন। আচ্ছন্ন ভাব কাটাতে মাথা নাড়ল সে, ওর ওপর স্থির হয়ে আছে চোখ।

এগিয়ে গেল হেভেন, মুঠির বদলে বুকের কাছে দু'হাতের পাঞ্জা ছড়ানো। পাশ থেকে ম্যারিয়নের মাথা সোজাসুজি কোণাকুণি নিজের শরীর চালিয়ে দিল, দু'হাতে পেছনে ঠেলে দিল তার মুখ। ফের তুষারভরা রাস্তায় আছড়ে পড়ল দানব।

ভিড়ের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল হেভেন। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলছে,

অপেক্ষায় থাকল। মিকও উঠে দাঁড়িয়েছে, শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। 'নাচছ দেখছি!' কর্কশ স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করল বুলি-বয়। 'গোল্লায় যাও তুমি! হয় সামনে এসো নয়তো…'

ভারিক্কি চালে এগিয়ে এল সে এবার। কাছাকাছি পৌঁছে লাথি চালাল। হাঁটু বাঁকিয়ে উরুর ভেতরের দিকে আঘাতটা নিল হেভেন, যতটা ভেবেছিল তারচেয়েও ভয়ঙ্কর মনে হলো আঘাতটাকে—ওর পুরো পা অবশ হয়ে গেল যেন, নড়তে পারল না। এ সুযোগে এগিয়ে এল মিক। জাপটে ধরল ওকে, উরুর মত মোটাসোটা আর শক্তিশালী দুই বাহুর অস্তিত্ব টের পেল হেভেন। বিস্ময় বোধ করল ওগুলোর জোর অনুভব করে, আষ্টেপৃষ্ঠে ওকে জড়িয়ে ধরেছে এবং চাপ দিচ্ছে। *এটাই চাইছিল ও,* ব্যথার মধ্যেও ভাবল হেভেন। রাগ আর জেদ পেয়ে বসল এবার, দর্শকদের বুনো চিৎকার আরও অসহায় এবং জেদী করে তুলল ওকে। শিকারকে খুন করার সুযোগ পেয়ে গেছে মিক ম্যারিয়ন।

শক্ত বাঁধন চেপে বসার আগেই ছাড়ানোর চেষ্টা করল হেভেন। শরীরের মাংসপেশীগুলোকে টানটান করে তুলল, শিরদাঁড়া বাঁকা করে ফেলল। সহসাই মিক ম্যারিয়নের শক্তিমত্তার পরিমাণ টের পেল। ওর শরীরের সাথে চেপে বসেছে দুই বাহু, একচুল শিথিল হলো না মরিয়া প্রচেষ্টার পরও। দানবীয় আক্রোশে বুকের সাথে পিষে ফেলতে চাইছে ওকে। শ্বাসরোধী বাঁধনটা থেকে মুক্তি পেতে হবে, বুঝতে পারছে হেভেন, এবং শিগগিরই, নয়তো মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই খুন হয়ে যাবে।

ইচ্ছে করেই শরীর শিথিল করে দিল ও এবার, পেছনে সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল। অনুভব করল ওকে চেপে ধরেই তাল মেলানোর চেষ্টা করছে মিক, মজবুত বাঁধন শিথিল হতে দিতে নারাজ। দু'পা আগে বাড়ল সে। মাটি থেকে পা তুলে হাঁটু বাঁকাল হেভেন, সামনের দিকে ঠেলে দিল পুরো শরীর। ওর একশো আশি পাউন্ডের ভর আচমকা নিজের ওপর আছড়ে পড়তে থমকে গেল মিক ম্যারিয়ন, পড়তে গিয়েও থামের মত পায়ের ওপর সামলে নিল। হিতে বিপরীত হলো তাতে, হেভেনের সাথে ওর শরীরের সংঘর্ষ দু'জনকেই আছড়ে ফেলল রাস্তার ওপর, সেলুন মালিকের ওপর পড়েছে হেভেন। পড়ার সময় হাঁটুর ওপর পুরো শরীরের ভর চাপিয়ে দিয়েছে, ফলে এক লহমায় বেরিয়ে গেল মিকের পেটের সব বাতাস। ব্যথায় নীল হয়ে গেল মুখ, হাঁ করে থাকল বাতাসের জন্যে। অজান্তে দু'হাতে পেট চেপে ধরেছে, বিস্ময় চোখে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

ওদিকে গড়ান দিয়ে দূরে সরে গেছে হেভেন, দাঁড়িয়ে আছে কয়েক হাত তফাতে। খুব একটা সুস্থ বোধ করছে তা বলা যাবে না, সাঁড়াশির মত চেপে থাকা বাঁধন ছুটে যাওয়ার পরও শ্বাসরোধী অনুভূতি হচ্ছে বুকে। চিনচিন করছে বুকের গভীরে, ভেঙে না গেলেও কয়েকটা হাড়ে চিড় ধরেছে বোধহয়। বুক

ভরে হিমশীতল বাতাস টেনে নিল ও, সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে। ততক্ষণে সামলে নিয়েছে ম্যারিয়ন। সাবধানী দৃষ্টিতে মাপছে ওকে, বুঝতে পেরেছে লড়াইটা এখন আর সহজ নেই। নিজের বিপর্যস্ত অবস্থা অস্থির করে তুলেছে তাকে, শীতল ক্রোধ বিস্ফোরণ ঘটাতে চাইছে।

মিনিট দুই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, মাপছে একে অন্যকে। তারপর ছুটে এল মিক ম্যারিয়ন, বুনো আক্রোশে ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। হিংস্র, বুনো হয়ে গেল দু'জনেই, উন্মাদের মত একের পর এক আঘাত করতে থাকল। ভিড় করা লোকজন ওদের হাতগুলোকে ঝলসে উঠতে দেখল কেবল, ওদের তপ্ত নিঃশ্বাস, অস্ফুট কাতরধ্বনি আর মিক ম্যারিয়নের খিস্তি শুনল। সুবিধা করতে পারছে না সে, কারণ এখন যে লড়াই চলছে তা অতি পরিচিত হেভেনের, ব্যারাকে এরকম লড়াই করার বহু অভিজ্ঞতা আছে ওর–যেখানে শারীরিক সামর্থ্য কিংবা বুনো আক্রোশ দিয়ে সুবিধা করা যায় না, বরং বিদ্যুৎ গতি আর পাল্টা আঘাতের সময় ও স্থান নির্বাচনই লড়াইয়ের জয়-পরাজয়ের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়।

হেভেনের মধ্যে কোন দ্বিধা নেই, সমানে একের পর এক আঘাত করছে। জানে সুযোগ পেলে মুহূর্তের মধ্যে ওকে খুন করে ফেলবে ম্যারিয়ন, খুন চেপে গেছে তার মাথায়। তবে নিজের শক্তির সবটা ব্যয় করছে না ও, পরে দরকার হতে পারে ভেবে। এলোপাতাড়ি ঘুসি চালাচ্ছে সেলুন মালিক, কিন্তু তা করছে না হেভেন, দেখে-শুনে আঘাত করছে। ম্যারিয়নের চিবুক, নাক আর মুখই ওর লক্ষ্য। ইতোমধ্যে রক্তাক্ত হয়ে গেছে মিকের পুরো মুখমণ্ডল, রক্ত গড়িয়ে গলা ভিজিয়ে দিয়েছে। শ্লথ হয়ে এসেছে গতি, আগের মত জোরও নেই হাতে। এ অবসরে পরপর দুটো ঘুসি চালাল হেভেন, দানবের দুই ভুরুর মাঝখানের চামড়া ফাটিয়ে দিল। রক্ত ঝরতে শুরু করল সঙ্গে সঙ্গেই, গড়িয়ে পড়া রক্তে চোখ বন্ধ হয়ে যেতে অন্ধের মত হাত চালাতে শুরু করল মিক, রাগে বীভৎস দেখাচ্ছে মুখ। কিন্তু প্রতিবার হেভেনকে যখুন স্পর্শ করল সে, পাল্টা তীব্র আঘাত ফিরে পেল।

একসময় হাল ছেড়ে দিল মিক, প্রতিরোধের স্পৃহা হারিয়েছে কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে, চোখ বোজা, হাঁ করে শ্বাস ফেলছে। প্রবলভাবে ওঠা-নামা করছে বিশাল বুক। ঘুসির ঝড় বইয়ে দিল হেভেন, অসহায়ভাবে সব হজম করল দানব। শেষ কয়েকটা ঘুসি পেটে চালাল, ম্যারিয়নের পেটের সাথে চেপে থাকা বেল্ট খসে পড়ল এবার।

নিজের হাতগুলোকে ভারী আর ক্ষত-বিক্ষত মনে হলো হেভেনের কাছে। বুকে ব্যথা হচ্ছে, অনুভব করল ও, শীতল আর কটু বাতাস টেনে নিতে ব্যথাটা যেন আরও বেড়ে গেল। অজান্তে কেশে উঠল। লড়াইয়ের শেষ দেখার জন্যে চিৎকার করছে দর্শকরা। আশ্চর্যভাবে এখনও দাঁড়িয়ে আছে মিক ম্যারিয়ন,

উদ্ভ্রান্তের মত মাথা নাড়ছে এদিক-ওদিক। বুনো রাগ, লড়াইয়ের ক্লান্তি আর মারের তীব্রতা ছাড়িয়ে তার মধ্যে এবার অ্যালকোহলের প্রভাব পড়তে দেখল হেভেন। মাতাল, পর্যুদস্ত মনে হচ্ছে দানবকে। যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাবে।

ফের আঘাত করল হেভেন, অবশিষ্ট শক্তির পুরোটা ব্যবহার করেছে আঘাতের পেছনে। কিন্তু তারপরও পড়ল না ম্যারিয়ন। কেবল দুলে উঠল বিশাল দেহটা। আরেকবার হাত চালানোর ফাঁকে দু'হাতে ওকে পেছনে ঠেলে দিল সে। যথেষ্ট জোর ছিল, পেছনে হেলে পড়ল হেভেন। কিন্তু এগিয়ে এসে ওর অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নেয়ার মত অবস্থায় নেই সে, দাঁড়িয়ে থাকল আগের জায়গায়।

যেভাবেই হোক ফেলতে হবে দানবকে, শক্তি সঞ্চয় করার ফাঁকে ভাবল হেভেন। ততক্ষণে সামনে চলে এসেছে ম্যারিয়ন। উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াস পেল ও, মিকের বুক বরাবর কাঁধ দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করল। কিন্তু হিসাবে ভুল হলো ওর, ফের নিজেই পড়ে গেল। এই অবস্থায় চটপট দুটো ঘুসি চালাল মিক। কিন্তু শ্লথ হওয়ায় কাটিয়ে যেতে পারল হেভেন, সরে গিয়ে পাল্টা হামলা চালাল। শরীরে ক্লান্তি না আসা পর্যন্ত থামল না আর, তারপর শেষ ঘুসিটা চালাল সেলুন মালিকের চিবুকে। ছিটকে গিয়ে প্ল্যাঙ্কওঅকে আছড়ে পড়ল বিশাল শরীর। কেঁপে উঠল কাঠের তৈরি প্ল্যাঙ্ক। গুঞ্জন উঠল চারপাশে।

ক্লান্তি বোধ করছে হেভেন, দূরে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষায় থাকল। একটু পর দেখল, হয়তো ব্যথা কিংবা অ্যালকোহলের কারণেই, অন্ধের মত হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল মিক ম্যারিয়ন, স্খলিত পায়ে এগিয়ে আসছে। পড়ি পড়ি করেও পড়ল না, বুক ভরে শ্বাস নিল, বিকৃত হয়ে গেছে রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত মুখ। ওকে পাশ কাটিয়ে রেইলের কাছে চলে গেল সে। প্রবল নির্ভরতায় চেপে ধরল রেইলটা, দম নিচ্ছে ধীরে ধীরে। আহত পশুর মত মাথা তুলে বোধশূন্য দৃষ্টিতে চারপাশ দেখার চেষ্টা করল।

অটুট নীরবতা, একটা শব্দও করছে না লোকজন। লড়াইয়ের শেষ দেখার অপেক্ষায় আছে।

এগিয়ে গেল হেভেন, কাছে গিয়ে মিকের কাঁধে একটা হাত রাখল। ঘুরিয়ে সেলুনের দিকে ফেরানোর চেষ্টা করল তাকে, কিন্তু সুবিধা করতে পারল না। একচুলও নড়ল না দানবের শরীর, বরং ভারসাম্য হারিয়ে ও নিজেই পড়ে গেল। প্ল্যাঙ্কে বসে পড়ল হেভেন, উঠে দাঁড়াল একটু পর। একহাতে রেইলে ভর দিয়ে মিকের দাড়ির জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিল অন্য হাত। শক্ত মুঠিতে দাড়ি চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল ও। ঘুরে গেল মিকের মুখ, এবার হাত সরিয়ে নিল হেভেন। মিকের চোয়াল বরাবর তালু চালাল, শরীরে যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল তার সবটা দিয়ে।

আঘাতের চোটে ঘুরে গেল ম্যারিয়নের মাথা। সামলে নেয়ার চেষ্টা করল

সে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করল পা জোড়া। প্ল্যাঙ্কের ওপর হেলে পড়ল, গড়ান খেল আধ-পাক, মুখটা পড়ল হিমশীতল তুষারের ওপর, এবং ওভাবেই থাকল।

লড়াই শেষ। চিৎকার আর হুড়োহুড়ি পড়ে গেল দর্শকদের মধ্যে, উল্লাস প্রকাশ করছে। প্ল্যাঙ্কের ওপর বসে পড়ল হেভেন, ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। কাঁধ চাপড়ে অনেকেই অভিনন্দন জানাচ্ছে ওকে, কিন্তু উদাসীন ও। লোকজনের হুড়োহুড়িতে বরফকণা ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে, নিঃশ্বাস নেয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। বুঝতে পারছে খোলা জায়গায় যাওয়া দরকার, কিন্তু নড়তে চাইছে না শরীর। একই জায়গায় বসে থাকল ও, দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে রেখেছে। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলে তাকাল চারপাশে, তখনও ভিড় আলগা হয়নি।

'একটা বিছানা দরকার আমার,' বিড়বিড় করে উঠে দাঁড়াল ও।

সাহায্য করতে এগিয়ে এল কয়েকজন মাইনার, কিন্তু মাথা নেড়ে তাদেরকে নিরস্ত করল হেভেন, ক্লান্ত দেহে এগোল হোটেলের দিকে। কারও সাহায্য কিংবা পেছনে অতি উৎসাহী কোন মাইনারকে ছাড়াই নিজের কামরায় পৌঁছল।

বিছানায় মুখ থুবড়ে পড়ল ও, ওভাবেই থাকল কয়েক মিনিট। পাশ ফিরে ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর রাখা হ্যাট, জ্যাকেট আর পিস্তলের দিকে তাকাল বোকার মত। ওগুলো কিভাবে এখানে এল কোন ধারণাই নেই, অবশ্য বোঝার চেষ্টাও করল না। ঠায় পড়ে থাকল ও, অপেক্ষায় আছে কখন নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মত শক্তি অর্জন করতে পারবে।

দরজায় করাঘাতের শব্দ কানে এলেও ভ্রূক্ষেপ করল না হেভেন। বাইরের লোকটা অধৈর্য হয়ে পড়েছে, রীতিমত আঘাত করতে শুরু করল একটু পর। বাধ্য হয়ে দরজার দিকে তাকাল ও।

'দরজা খোলো, মিস্টার! তোমার সাথে কথা বলতে চায় সোল প্রিন্স,' একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

প্রচণ্ড ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল ওর শরীর। হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা চেপে ধরল, তারপর কষ্টে-সৃষ্টে উঠে বসল বিছানার ওপর। লড়াই শেষ হওয়ার সময় এত ক্লান্তি বা ব্যথা অনুভূত হয়নি, অথচ এখন যেন ক্রমে বাড়ছেই। 'গুলি করার আগেই কেটে পড়ো,' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল ও। 'বিশ্রাম ছাড়া আর কিছু চাই না আমার, সোল প্রিন্স কেন স্বয়ং প্রেসিডেন্টের সাথেও এখন দেখা করব না আমি!' বিড়বিড় করে বলল ও, বুঝতে পারল না কথাগুলো লোকটার কানে গেছে কি-না। কিন্তু একটু পর দরজার কাছ থেকে পায়ের শব্দ সরে যেতে বুঝল আপাতত নিস্তার পেয়েছে।

যন্ত্রণার এমনিতেই অভাব নেই, তারওপর শুঁটকি সোল প্রিন্স···আচ্ছন্নের মত ভাবল ও। চিৎ হয়ে শুয়েছে এবার, অজান্তে চোখ বুজে ফেলল। অসহায়, নিঃস্ব মনে হচ্ছে নিজেকে। টানটান হয়ে আছে শরীরের সব মাংসপেশী, ছিঁড়ে

যাবে যেন। শরীর শিথিল করে, মাথা থেকে সব চিন্তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিল। তারপরও লড়াইয়ের কারণটা মনে পড়ল–*এরচেয়েও সহজ পথ ছিল,* আপনমনে ভাবল ও। কিন্তু তিক্ততা বা বিরক্তি অনুভব করার আগেই ঘুম নেমে এল ওর চোখে।

দুই

আটটা বাজেনি এখনও, কিন্তু এরইমধ্যে দ্বিতীয় কাপ কফির ফরমাশ দিয়েছে ক্যাপ্টেন জনসন। খাবার টেবিলে বসে আছে, নাস্তা শেষ করেছে বেশ আগেই। সামনে টেবিলের ওপর সিগারের প্যাকেট। দেয়াশলাই বের করার জন্যে পকেটে হাত ঢোকাতে রান্নাঘরের দরজায় করাঘাতের শব্দ কানে এল তার।

স্টোভের ওপর কফির কেতলি নামিয়ে রেখে দরজার দিকে এগোল মেরী জনসন। কবাট সরাতে রাস্তায় পড়ে থাকা তুষারের ওপর প্রতিফলিত উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল চোখে-মুখে, অজান্তে কুঁচকে উঠল ওর চোখ। ফিল স্টিলম্যানের হাসির শব্দ কানে আসতে চোখ পিটপিট করে তাকাল।

'মর্নিং, মেরী,' ভেতরে ঢোকার সময় উইশ করল ফিল।

'কফি?' দরজা আটকানোর সময় স্টিলম্যানের উদ্দেশে জানতে চাইল ও।

অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেল স্টিলম্যান, নিখুঁত কায়দায় স্যালুট করল ক্যাপ্টেনকে। 'সুপ্রভাত, স্যার!' বলার পর ঘুরল মেরীর দিকে। 'আর্মির রীতি-নীতির প্রতি তোমার হয়তো শ্রদ্ধা নেই, কিন্তু আমি তো এর বাইরে যেতে পারি না। আগে সেটাই সারতে হবে আমাকে, তারপর অন্য কিছু। হ্যাঁ, কফি হলে মন্দ হবে না। ধন্যবাদ।' কৌতুক তার চোখে। এগিয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেনের সামনের টেবিলে হাতের বইটি নামিয়ে রাখল। হাতের দস্তানা খুলে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

'অ্যাডজুটেন্ট যদি আমাকে নিয়ে যেতে এসে থাকে তাহলে নিশ্চই দেরি করে ফেলেছি আমি?' হালকা সুরে জানতে চাইল ক্যাপ্টেন।

'কঠিন এবং পরিশ্রমী মানুষ আমি, স্যার,' মেরীর উদ্দেশে দাঁত কেলিয়ে হাসল সে।

কাপ-পিরিচ নিয়ে এল মেরী, কাপে কফি ঢেলে দু'জনের মাঝখানে

বসল। হালকা সবুজ উলের একটা ড্রেসের ওপর অ্যাপ্রন চাপিয়েছে। উৎসুক চোখে দেখছে ফিলকে, মুখে সতেজ আর সুখী একটা ভাব।

বইটি তুলে নিয়ে ওপরের টাইটেল দেখল মেরী: আর্মি রেজিস্ট্রার, ১৮৭২। পাতা উল্টে দু'এক পৃষ্ঠায় চোখ বুলাল, তারপর ভুরু কুঁচকে তাকাল ফিলের দিকে। 'ছোট ছাপা, কোন ছবিও নেই। এর আগেও দেখেছি এটা।'

'ওটা তোমার বাবার জন্যে, বাছা,' হাত বাড়িয়ে বইটা কেড়ে নিল স্টিলম্যান। পাতা উল্টে সঠিক পৃষ্ঠা বের করে মেলে ধরল দু'জনের মাঝখানে। বাপ-মেয়ে দু'জনেই পড়ল:

> হেভেন, জন ফ্রেডারিক। জন্ম: ১৮৪২, মন্ট্যানা। ১৮৬২ সালে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পদে নিয়োগ। ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট হিসেবে পদোন্নতি ১৮৬৪ সালের পয়লা মার্চ। দু'মাস পর সেকেন্ড লেফটেন্যান্টে পদাবনতি, ২৭তম ইনফেন্ট্রি, ইউ.এস. আর্মি। প্রথম লেফটেন্যান্টে পদোন্নতি, ২৭তম ইনফেন্টি; মার্চ ১৯, ১৮৭০। সেকশন অফিসারের সুপারিশে সেকেন্ড লেফটেন্যান্টে পদাবনতি। ৫৭ হেডকোয়ার্টার, ডিপার্টমেন্ট অব প্ল্যাটে, ১৮৭০ সালের নভেম্বর ১২। অতিরিক্ত অফিসার হিসেবে নিয়োগ ১৮৭১ সালের জানুয়ারি ১২। জরুরী অবস্থায় যে কোন পোস্ট পেতে পারে তাকে, যদি তার সার্ভিস গ্রহণযোগ্য এবং কাম্য হয়।

'পদাবনতি!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ক্যাপ্টেন। 'এমন এক লোককে কি-না...' শেষ করল না সে, উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল স্টিলম্যানের দিকে। 'ওর রেকর্ড এসেছে?'

'না, স্যার।'

পকেটে হাত ঢোকাল ক্যাপ্টেন। 'ওর জয়েনিং অর্ডার এখনও পড়ে দেখিনি,' একপ্রস্থ কাগজ বের করে আনল সে, ভাঁজ খুলে পড়ল। তারপর বিতৃষ্ণার সাথে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলল। 'অভিজ্ঞ, সাহসী একজন লেফটেন্যান্টকে চেয়েছিলাম আমি, কিন্তু ওরা আমাকে পাঠাল কি-না পদাবনতি পাওয়া এক সেকেন্ড লেফটেন্যান্টকে!' ফিল স্টিলম্যানের দিকে তাকাল কৌতূহলী দৃষ্টিতে। 'কি মনে হয়, মাকাল ফল?'

'একাডেমি গ্র্যাজুয়েটদের কখনও পদাবনতি দেওয়া হয় না, তাই না?' জানতে চাইল মেরী, ব্যঙ্গ ওর কণ্ঠে।

'কালে-ভদ্রে,' নিস্পৃহ সুরে বলল ক্যাপ্টেন। 'কি মনে হয় তোমার, ফিল? আসলেই কি ওর মধ্যে কিছু আছে, নাকি সবটাই ভান?'

'ওকে পছন্দ করি আমি। এমনকি গতরাতে মিক ম্যারিয়নকে পেটানোর পরও। মিসেস ক্যাসলনের বাড়ি ত্যাগ করার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কাণ্ডটা ঘটিয়েছে ও।'

বিস্ময় দেখা গেল ক্যাপ্টেনের চোখে, সন্দেহ আর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল

অ্যাডজুটেন্টের দিকে।

ঠোঁটের কাছে কাপ তুলে ধরেছিল মেরী, কাপটা নামিয়ে রাখার সময় সংশয় দেখা গেল চোখে। 'তুমি সিরিয়াস, ফিল? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'লোকজন বলছে সেরে যাওয়ার পর ক্যাম্পবাসী হয়তো মিক ম্যারিয়নের নতুন একটা মুখ দেখতে পাবে।'

'ম্যারিয়ন?' বিড়বিড় করল জনসন, যেন এই প্রথম নামটা শুনেছে। 'ওই দানবটা, যে সেলুন চালায়? কি নিয়ে লড়াই বাধল?'

'শুনিনি,' সতর্ক কণ্ঠে বলল ফিল।

কিছু একটা ছিল স্টিলম্যানের কণ্ঠে, অন্তত মেরীর কাছে তাই মনে হলো। সঙ্গে সঙ্গেই চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিতে ফিলকে বিদ্ধ করল ও। 'নিশ্চই শুনেছ, কিন্তু বলছ না! কারণটা কি, ফিল?'

'জানি না আমি। ওখানে ছিলাম নাকি?' প্রতিবাদ করল স্টিলম্যান। লাল হয়ে গেছে মুখ, দ্রুত সামলে নিল নিজেকে।

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল মেরী। 'তুমি যদি আমাকে নাই বলতে চাও, ফিল, তাহলে ধারণা করতে পারি লড়াই বেধেছিল নিশ্চই কোন মেয়েকে নিয়ে–সেলুনের কোন মেয়ে!' দৃঢ় স্বরে, প্রায় ঘোষণার সুরে বলল।

শ্রাগ করল স্টিলম্যান, মেরীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল।

বাপের দিকে ফিরল মেরী। 'দারুণ ভাগ্যবান লোক তুমি, ক্যাপ! তোমার পদাবনতি পাওয়া অফিসার···এবং আমার ধারণা একজন ভদ্রলোক···একটা মেয়েকে নিয়ে সেলুনে ঝগড়া করেছে!'

'এই যে শুরু হলো, কোন প্রমাণ ছাড়াই একটা লোককে দোষারোপ করছ তুমি!' প্রায় গর্জে উঠল ক্যাপ্টেন। 'সেজন্যে খুব ভাগ্যবান লোক হয়ে পড়েছি আমি?' সিগার বের করে বিষণ্ন দৃষ্টিতে টেবিলে রাখা রেজিস্ট্রারের দিকে তাকাল সে।

শার্টের পকেট থেকে নিজের সিগার কেস বের করে অফার করল স্টিলম্যান। হাত বাড়িয়েও ফিরিয়ে নিল ক্যাপ্টেন। 'না! বেশি ভাল ওগুলো। পরে আমার নিজেরগুলো বিস্বাদ লাগবে।'

'হয়তো সকালের নাস্তাটা মুখরোচক হবে আপনার কাছে, স্যার, অন্তত এখন,' অনুরোধ করল স্টিলম্যান।

'ঠিক আছে, একটা নিচ্ছি তাহলে।'

বিরক্তি বোধ করছে মেরী জনসন। পুরুষ দু'জনের আচরণে মনে হচ্ছে এই সাত সকালে সিগার খাওয়া যেন দারুণ আনন্দের এবং উপভোগ্য একটা ব্যাপার। জন হেভেনের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাইছে ওরা, বুঝতে পারল মেরী। 'আসলে পদোন্নতির জন্যে ক্যাপকে খুশি করতে চাইছ তুমি, ফিল,' হালকা সুরে বলল ও।

একসঙ্গে হেসে উঠল সবাই। ক্যাপ্টেন আর স্টিলম্যান উঠে দাঁড়াল, ওদিকে দেয়ালের র‍্যাক থেকে বাপের ওভারকোট নিয়ে এসে এগিয়ে ধরল মেরী, পরতে সাহায্য করল ক্যাপ্টেনকে। তারপর ব্লু গ্যারিসন ক্যাপটা বাড়িয়ে দিল। পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে চুমু খেল জনসনের গালে। শেষে ফিরল স্টিলম্যানের দিকে, চোখে সন্দেহ আর চ্যালেঞ্জ। 'মি. হেভেনের ব্যাপারে আসল খবর ঠিকই বের করব আমি, যদিও নিশ্চিত জানি আমার ধারণায় ভুল নেই।'

'কিছুই করবে না তুমি!' কঠিন সুরে বলল ক্যাপ্টেন। 'ওর ব্যাপারে কথা বলতে তোমাকে নিষেধ করেছি আমি।'

'কিন্তু জেনি?'

'সেটা ভিন্ন ব্যাপার।'

'নিশ্চই জেনিকে বলবে ও। জেনি যাতে ওকে জিজ্ঞেস করে সেটাই নিশ্চিত করব আমি।'

'জেনিকে কিছুই বলবে না হেভেন,' তর্ক করল স্টিলম্যান।

তাকিয়ে থাকল মেরী, দৃষ্টিতে সন্দেহ। 'কারণ কাজটার জন্যে ও নিজেই লজ্জিত?'

'কারণ ও ভাববে ব্যাপারটা মিসেস ক্যাসলনের জন্যে কিংবা তাকে বলার মত গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। নিজের ওপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আছে ওর, মনে হয় না জোর বা তোষামোদ করে ওর সাথে সুবিধা করতে পারবে কেউ।'

'ঠিক আছে, দেখা যাবে।'

ফিল স্টিলম্যানকে নিয়ে এগোল ক্যাপ্টেন, রান্নাঘরের দরজা পেরিয়ে ডানে বাঁক নিয়ে করিডর ধরে এগোল। কমান্ডিং অফিসার হিসেবে একতলা এই লগ হাউস ব্যবহার করে ক্যাপ্টেন জনসন। লম্বা বাড়িটার আরেক অংশে থাকে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ক্যাপ্টেন হাউয়ি। চার কামরার কোয়ার্টারকে আলাদা করা সরু প্যাসেজের শেষে জুনিয়র অফিসারদের তিনটে কামরা। একই বারান্দা সবগুলো বাড়ির সামনে। কেবল বড়সড় রান্নাঘরটাই অফিসারদের কোয়ার্টার থেকে আলাদা করেছে ক্যাপ্টেনের কোয়ার্টারকে। ওপাশে পরিবার নিয়ে থাকে দু'জন বিবাহিত অফিসার।

প্যাসেজ পেরিয়ে প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশ দিয়ে এগোল ওরা। ঘাসের ওপর তুষার পড়ে আছে। গ্রাউন্ডের ওপাশে দুটো ব্যারাক। পুরো পোস্টে সৈনিকদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না খুব একটা। ব্যারাকের পেছনে উইন্ড ভ্যালির শুরু, সবুজ উপত্যকার ঘাস ছাড়িয়ে সিডার, পাইন আর স্প্রুসের ঝাড়ের পেছনে আবছাভাবে পাহাড়ের বরফাবৃত শরীর দেখা যাচ্ছে। ওপরে, চোখ তুলে তাকালে দেখা যাবে মেঘহীন ঝকঝকে নীল আকাশ।

বামে মোড় নিয়ে প্যারেড গ্রাউন্ডের দক্ষিণে চলে এল ওরা। শ'খানেক

গজ দূরে বিশাল দুটো দালান–হেডকোয়ার্টার, পোস্টের অফিস।

রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্যাপ্টেন, ঠোঁট থেকে সিগার সরিয়ে ছাই ঝাড়ল। প্যারেড গ্রাউন্ড ধরে তাকাল ব্যারাকের দিকে। 'সত্যিই কি একটা মেয়ে, ফিল?'

'জ্বী, স্যার। আমি দুঃখিত যে মেরীর কাছ থেকে লুকাতে পারিনি, ঠিকই সন্দেহ করে বসেছে ও।'

'শুরু হলো কিভাবে?'

'ঠিক জানি না। আসলে এ সম্পর্কে আগ্রহ না থাকায় জানতে চাইনি।'

'কারও যাতে খুব কৌতূহল না হয়, আসল ঘটনা জানতে পারবে?'

মুহূর্তের জন্যে চিন্তিত দেখাল স্টিলম্যানকে, ভাবল কি যেন। তারপর উজ্জ্বল হলো মুখ। 'পারব বোধহয়। মেস অফিসার হিসেবে সোল প্রিন্সের কাছ থেকে ওয়াইন সাপ্লাই নেই আমি। অর্ডার দেয়ার জন্যে ওর কাছে যাওয়া যেতে পারে।'

'কাজটা এখুনি করে ফেলো,' ম্লান সুরে বলল ক্যাপ্টেন। 'খারাপ একজন অফিসার যদি আমার অধীনে থেকে থাকে, তো আগেভাগেই জানতে চাই।'

অ্যাডজুটেন্ট বিল্ডিংয়ের কাছে এসে আলাদা হয়ে গেল দু'জন।

ব্যারাক পেরিয়ে স্টেবলে চলে গেল ফিল স্টিলম্যান। কিছুক্ষণ পর মূল সেন্ট্রি গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এল ফোর্টের বাইরে। তিন মাইল দূরের সাউথ পাস সিটির দিকে এগোল। তবে প্রথমেই শহরের দিকে গেল না ও। দক্ষিণে খাড়া রিজগুলোর সমান্তরালে এগোল মাইল দুইয়ের মত, স্মিথ গাল্‌শ হয়ে শহরের উদ্দেশে যাত্রা করল এরপর।

সাউথ পাস সিটির খনি অঞ্চল গড়ে উঠেছে আঁকাবাঁকা আটলান্টিক গাল্‌শের ঠিক পাশে। কয়েকশো গজ দূরে ক্যানিয়নের গভীরে নেমে গেছে বিস্তৃত ঢাল, তার আশপাশে অনেকগুলো শ্যাক। দিনদিন ওগুলোর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। মাস দুয়েকের মধ্যে নতুন কোন শ্যাক বা কেবিন তোলার জায়গাই হয়তো থাকবে না আর। জায়গাটাকে আড়াআড়িভাবে চিরে গেছে সরু একটা রাস্তা। এতই সরু যে কষ্টেসৃষ্টে পাশাপাশি পার হতে পারবে দুটো ওয়্যাগন; প্রায় সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকে, এমনকি জমজমাট শহরের চেয়েও বেশি ভিড় এখানে। আকরিক বোঝাই ওয়্যাগন পার করছে মাইনাররা, লম্বা ট্রেইনের বগির মত, একটার পেছনেই আরেকটা। ওগুলোর ফাঁক গলে এগোতে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো ফিল স্টিলম্যানকে।

জন হেভেনের চিন্তা মাথায় এল ওর। ক্যাপ্টেন জনসন ইচ্ছেমত কাজ করার সুযোগ দিয়েছে তাকে, কিন্তু কোন সেলুনে ঝামেলা বাধানোর অনুমতি নিশ্চই দেয়নি? এমন একটা দায়িত্ব পেয়েছে হেভেন, গোপনীয়তা রক্ষা করাই যেখানে মুখ্য ব্যাপার। প্রিন্স ম্যারিয়নের ওই ঘটনার পর পুরো পোস্টে হেভেনের

গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু থাকবে সেটা তর্কের ব্যাপার। হেভেন কি নিজেকে ছোট করে ফেলল না? সেলুনের ষণ্ডাগুলোর সাথে লাগতে যাওয়া কোন ভদ্রলোকের কাজ নয়, কোন আর্মি অফিসারের তো নয়ই। আরেকটি ব্যাপার মাথা থেকে সরাতে পারছে না ফিল–পদাবনতি পাওয়া একজন অফিসার হিসেবে ঘটনাটা কি ওর বিপক্ষে যায় না? হয়তো সত্যিই ওর মধ্যে বিচক্ষণতা নেই, ক্যাপ্টেনের পরিকল্পনার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি; তাই খেয়ালের বশে নিজেকে খেলো করে তুলেছে সারা ক্যাম্পে। যেভাবে একটা মেয়েকে নিয়ে ঝামেলায় জড়িয়েছে, যে কোন ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে যাবে। আর স্ট্যামবার্গে জানাজানি হলে···হেভেনের ভবিষ্যৎ সৈনিক জীবন মোটেও সুখের হবে না।

জন হেভেনের সাথে পরিচয়ের মুহূর্তটি মনে পড়ল ওর। নিছক খেয়ালের বশে কাজ করার মত মনে হয়নি তাকে, এবং সত্যি কথা হচ্ছে অপছন্দ করার মত কিছুই চোখে পড়েনি ফিলের। আর, ফিল স্টিলম্যান হচ্ছে এমন ধরনের মানুষ সঙ্গত কারণ ও প্রমাণ ছাড়া কাউকে অপছন্দ বা অবিশ্বাস করা ওর ধাতের বাইরে। ক্যাপ্টেন জনসনের চেয়ে এও বেশি জানে ভীরু কিংবা অন্তঃসারশূন্য কোন লোকের পক্ষে মিক ম্যারিয়নকে ধরাশায়ী করা সম্ভব নয়।

সাউথ পাস সিটিতে পৌঁছে কুপারের লিভারি-তে ঘোড়া রেখে হেঁটে প্রিন্স ম্যারিয়নের উদ্দেশে এগোল ও। মাঝপথে মার্ক ব্রিস্টোকে চোখে পড়ল। সচরাচর যা দেখা যায়, দু'জন লোকের সাথে কথা বলছে সে।

দূর থেকে হাত নাড়ল আইনজ্ঞ, লোক দুটোকে বিদায় জানিয়ে এগিয়ে এল। 'হ্যালো, সোলজার,' হালকা সুরে বলল। 'গতরাতে ম্যারিয়নের সামনে ছিলে নাকি?'

'মাঝে মাঝে বাহকের কাজ নিয়ে পোস্টের বাইরে যেতে হয় আমাকে, আর দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে এরকম মজার ঘটনার সময় একটা না একটা কাজ ঠিক জুটে যায়,' হতাশার সাথে বলল ফিল, আশা করল ব্রিস্টোর কানে যথেষ্ট আন্তরিক শোনাবে।

'শহরে ছিলে না? দারুণ একটা ফাইট মিস্ করেছ, ফিল।'

'ম্যারিয়নে?' কিছুটা বিস্ময়ের সাথে জানতে চাইল ও।

মৃদু হাসল মার্ক, রাস্তায় চলতে থাকা লোকজনের ওপর ঘুরে এল দৃষ্টি। পরিচিত কারও উদ্দেশে সহাস্যে হাত নাড়ল, তারপর ফিরল ওর দিকে। 'প্রিন্স ম্যারিয়নের সামনে। মিককে পিটিয়ে আধমরা করে ফেলেছে এক আগন্তুক।'

'বিশ্বাস করি না! লোকটা কে?'

'জানি না, ওর কথা শুনিওনি কখনও। তবে মিককে জবর পিটুনি দিয়েছে লোকটা,' প্রায় মুগ্ধতার সাথে মাথা নাড়ল সে। ভিড়ের দিকে তাকাল আবার। পরিচিত কাউকে দেখতে না পেয়ে ফিলের দিকে মনোযোগ ফিরে এল। 'নতুন ওই লোকটার জন্যে একটা ম্যাচের আয়োজন করলে কেমন হয়? তোমাদের

"ই"-কোম্পানির কামারের নামটা কি যেন?'

'লফটাস। কিন্তু দু'বার ওকে পিটিয়েছে মিক।'

'তাতে কিছু আসে-যায় না। মিক যেভাবে লড়ে প্রতিপক্ষ ওর মত বিশালদেহী না হলে জেতার সম্ভাবনা সবসময় ওরই থাকে। ওর লড়াই তো কুস্তির মত, বুকে চেপে ধরে প্রতিপক্ষকে শেষ করে দেয়। কিন্তু আগন্তুকের সাথে লফটাসের লড়াই হবে সত্যিকার ফাইট, সেয়ানে-সেয়ানে। খাসা লড়াই হবে! ওই লোকটার সাথে আলাপ করব আমি, আর লফটাসের দিকটা তুমি দেখবে, কি বলো?'

ফিল উত্তরে কিছু বলার আগেই পরিচিত কাউকে দেখতে পেল ব্রিস্টো। লোকটাকে ডেকে ফিরল ওর দিকে। 'কাজটা চটপট সেরে ফেলো, ফিল। দুঃখিত, যেতে হচ্ছে আমাকে।' দ্রুত ভিড়ের দিকে এগোল সে।

নিজের পথে এগোল ফিল স্টিলম্যান, সরু গোঁফের নিচে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। লফটাস আর হেভেনের ম্যাচ? হতে পারে ভালই হবে, যেহেতু ক্যাম্পের মধ্যে নিজেকে লড়িয়ে লোক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে হেভেন। কিন্তু সন্দেহ আছে ফিলের, ওর ধারণা গুরুত্বহীন একটা লড়াই হবে। মার্ক নিজেই হয়তো এটার কথা ভুলে যাবে একসময়। *অদ্ভুত একটা লোক,* ভাবল স্টিলম্যান। ওর ধাতটাই এমন, জানে ফিল, কোন কাজেই বেশিক্ষণ লেগে থাকতে পারে না, ধৈর্য একেবারেই কম একটা কাজ শুরু করলেও শেষ করার সৌভাগ্য তার হয় না। *আর এমন লোকই কি-না মেরী জনসনের স্বামী হবে!* নিজেকে গাল বকে ভাবনাটা মাথা থেকে দূর করে দিল ফিল।

ততক্ষণে প্রিন্স ম্যারিয়নের সামনে পৌঁছে গেছে ও।

দিনের এ সময়ে ভিড় থাকে না, জুয়ার টেবিলে গুটিকয়েক লোক। বারের কাছে আছে কয়েকজন, ভবঘুরেই বোধহয়। দূরের এক টেবিলে বসে গল্প করছে তিন পার্সেন্টেজ গার্ল, ওদের ওপর নির্দেশ আছে বিকেলের আগে যেন খদ্দের ধরার চেষ্টা না করে।

'মর্নিং, চার্লি। সোল কোথায়?' বয়স্ক এক বারকিপারের উদ্দেশে জানতে চাইল ফিল। 'কিছু ওয়াইন নিতে এসেছি আমি।'

'ওপরে,' জানাল চার্লি।

ঘুরে সিঁড়ির দিকে এগোতে পেছন থেকে ওর মনোযোগ আকর্ষণ করল বারকিপ। 'তুমি বরং খানিকটা অপেক্ষা করো, লেফটেন্যান্ট। একটু আগে মি. প্রিন্সের সাথে দেখা করতে ওপরে গেছে লোকটা, মিককে পেটাল যে।'

বারের কাছে ফিরে এল ফিল, নিখাদ বিস্ময় দু'চোখে। 'মিক? মার খেয়েছে?' মাথা থেকে ক্যাপ খুলে মেহগনির ওপর রাখল। বারের ওপর কনুই চাপিয়ে ঝুঁকে এল বারকিপের দিকে। 'কি হয়েছিল, চার্লি? ঘটনাটা খুলে বলো তো!'

*

দোতলায় সোল প্রিন্সের অফিস। সিঁড়িটা বার আর সেলুনের পাশের দেয়ালের মাঝখানে, ওপরে উঠে কেবল একটা দরজার সামনে শেষ হয়েছে। বড়সড় একটা কামরা, এবং নিঃসন্দেহে বিলাসবহুল। দুই জানালার মাঝামাঝি রোল-টপ ডেস্ক, পাশেই দেয়ালের সাথে লাগোয়া আয়রন সেফ। ডেস্কের এদিকে আরামদায়ক কয়েকটা চেয়ার, পেছনে হেলিয়ে দেয়া যায় এরকম একটা সোফা একপাশে। ছুটন্ত ঘোড়ার ছবি ঝোলানো রয়েছে সারা ঘরের দেয়ালে। সবকিছুই দামী, এবং ঝকঝকে।

ভেতরে ঢুকে সোফার দিকে এগোল জন হেভেন। সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় কিছুটা যন্ত্রণা বোধ করেছে, সাবধানে ধীরে ধীরে শ্বাস নিচ্ছে এখন, মনে আশঙ্কা সত্যি হয়তো বুকের হাড়ে চিড় ধরেছে। অসম্ভব কিছু নয়, দানবীয় শক্তিতে ওকে যেভাবে চেপে ধরেছিল ম্যারিয়ন, কয়েকটা হাড় ভেঙে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সোফায় বসে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল ও, নিজের ওপর সোল প্রিন্সের অনুসন্ধানী দৃষ্টি টের পাচ্ছে। চোখের নিচে, গালের হাড়ের কাছে কালসিটে দাগ পড়ে গেছে ওর, বাম কানটা লাল, ফুলে গেছে; এবং আঙুলের গাঁটে ব্যান্ডেজ। লম্বা পা মেলে দিল হেভেন, সোফার হাতলের ওপর হ্যাট রেখে সরাসরি তাকাল প্রিন্সের দিকে; গম্ভীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, মুখে হাসি নেই, কিন্তু চোখের গভীরে কিছুটা কৌতুক আছে।

'তুমিও কম মার খাওনি দেখছি,' মৃদু স্বরে নীরবতা ভাঙল প্রিন্স।

'কিছুটা।'

ডেস্কের সামনের স্যুইভেল চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেল সে, বসে জানালার দিক থেকে ফিরল হেভেনের দিকে। বুকের ওপর বাম হাত আড়াআড়িভাবে রেখে তার ওপর ডান কনুইয়ের ভর দিল, ফলে মাথা নিচু করতে ডান হাতের অনামিকা দিয়ে চিবুকের গভীর খাঁজের স্পর্শ পেল। দৃষ্টি লেগে থাকল হেভেনের ওপর, কিছুটা বিস্মিত আর সাবধানী চাহনি। ক্রমশ সেখানে কৌতূহল এবং আগ্রহ ফুটে উঠতে পাণ্ডুর, দাগে ভরা মুখটা সতেজ দেখাল।

লোকটি অসুস্থ, ভাবল হেভেন।

'গতরাতে আমার ছেলেদের সাথে সত্যিই বোধহয় ওরকম লুকোচুরি খেলতে চাওনি তুমি?'

'ওই মুহূর্তে আমার অনুভূতি যেরকম ছিল, তাতে উল্টোটাই বলতে হচ্ছে।'

গভীর হাসি দেখা গেল প্রিন্সের মুখে। 'মিক তো ঠিকমত কথাও বলতে পারছে না। কি নিয়ে ফাইট করলে তোমরা?'

অবস্থান বদলে হাঁটুর কাছে আড়াআড়িভাবে পা-জোড়া রাখল হেভেন, দৃষ্টি

নামিয়ে বুটের দিকে তাকাল মুহূর্তের জন্যে, তারপর ফিরল সেলুন মালিকের দিকে। 'মনে করতে পারছি না, তবে আমি নিজেই বাধিয়েছিলাম, এটুকু পরিষ্কার মনে আছে।'

ক্ষীণ বিস্ময় দেখা গেল প্রিন্সের চোখে, বিড়বিড় করে বলল কি যেন। 'তাহলে ঠিকই বলেছে মিক। ওর সাথে মারামারি করার ইচ্ছে হলো কেন তোমার?'

'ভেবেছি লড়াইটা হয়তো কাজে আসবে আমার।'

'কারণটা কি?' কিছুটা অধৈর্য দেখাল তাকে। 'কোমর ভেঙে যাওয়া কোন লোক সাহায্য করতে পারে না কাউকে, নিজেকেও না। তুমি জানো মিকের সাথে লাগতে গেলে ওরকম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল?' উপহাস ঝরে পড়ল কণ্ঠে।

'ঝুঁকি না নিয়ে উপায় ছিল না,' মৃদু হাসল হেভেন। 'সেই মন্ট্যানা থেকে এখানে এসেছি আমি। লারামিতে স্টেজে উঠার আগে ঠিকমত খাওয়াও হয়নি কয়েকদিন। যেহেতু একটা কাজ দরকার, এবং আমার ধারণায় তা জোটানোর সহজ এবং দ্রুততম পথ হচ্ছে এখানকার কোন বুলি-বয়কে পেটানো··· ফ্লোরম্যান ছেলেগুলোর চেয়ে মিককেই পছন্দ হলো আমার, এখানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সে। ওকে পেটাতে পারলেই তো সবার দৃষ্টি পড়বে আমার ওপর।'

ফের গভীর হাসি দেখা গেল সোল প্রিন্সের মুখে, চাপা বিস্ময় রয়ে গেছে এখনও। 'কৌশলী লোক, হ্যাঁ? মিক হয়তো খুন করবে তোমাকে।'

'কিন্তু ও কখনোই কৌশলী নয়, তাই না?' অর্থপূর্ণ হাসি দেখা গেল হেভেনের মুখে।

চেয়ারের ব্যাকরেস্টে মাথা এলিয়ে দিল প্রিন্স, মুখে শব্দহীন হাসি। 'তাহলে তোমার ধারণা এভাবেই কাজ খুঁজে পাবে?'

'এখানে এসেছি আমি, তুমিই আসতে বলেছ। নিশ্চই কোন ফাইটের ব্যাপারে আলাপ করতে নয়?'

'কি করতে পারো তুমি?'

'মানুষকে সামলাতে পারি।'

'নিশ্চই আর্মিতে ছিলে?' অনুমান করলেও আত্মবিশ্বাসী দেখাল তাকে।

'জঘন্য আর্মি!' সংশোধন করল হেভেন, নড করার সময় তিক্ত শোনাল কণ্ঠস্বর। 'প্রথম বুলরান থেকে গেটিসবার্গ পর্যন্ত,' শুকনো হাসি দেখা গেল মুখে। 'মাঝে মাঝে অফিসার হয়ে, কোন কোন সময়ে সাধারণ একজন সৈনিক হয়ে।'

'এখানে এসেছ কেন?'

উত্তর দেয়ার আগে সরাসরি তার চোখের দিকে তাকাল হেভেন। ডান হাত বাড়িয়ে ধরল সামনে। অনামিকা আর বুড়ো আঙুলে ভঙ্গি করে দেখাল–টাকার

জন্যে। 'একটা মাইনিং টাউনের মূল আকর্ষণ কোথায় জানার কথা তোমার, প্রিন্স। কেউ সোনা তোলে, কেউ ব্যবসা করে, কেউ বা স্রেফ জোর করেই কামিয়ে নেয়, কিন্তু সবার আগ্রহ এক জায়গায়–টাকা। আমার অভিজ্ঞতা বলে, যে কোন শহরের চেয়ে একটা বুম টাউন টাকা কামানোর উপযুক্ত জায়গা। এখানে সোনাও উঠছে প্রচুর।'

'সেজন্যে কি করতে পারবে?'

প্রশ্নটা নিজের মনে নেড়ে-চেড়ে দেখল হেভেন, বুঝতে পারছে না ঠিক কি জবাব দেবে। অনেক কিছু বলার সুযোগ আছে, কিন্তু নিরাপদ একটা উত্তর বেছে নিল ও। 'এমন কিছু যার জন্যে লোকজন ফাঁসিতে ঝোলাবে না আমাকে,' দেখল উত্তরটাকে প্রায় ভ্রূক্ষেপই করল না প্রিন্স, উদাসীনভাবে নড করল।

শরীর এলিয়ে দিয়ে আরাম করে বসল সোল প্রিন্স, মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই কি ভাবছে। 'এরইমধ্যে তোমার ওপর পনেরোশো ডলার খাটিয়েছি আমি, হারের ওপর দিয়ে গেছে,' একসময় মুখ খুলল সে, বিরক্তি আর ব্যঙ্গ প্রকাশ পেল বলার সুরে। 'তোমাকে ব্যবহার করে ক্ষতিটা পুষিয়ে নেয়ার সুযোগ বোধহয় আছে এখনও।'

'আমিও তাই ভেবেছি।'

'যৌথ কারবারে একটা স্ট্যাম্প মিল আছে আমার। কিন্তু অংশীদার লোকটি পছন্দ করে না আমাকে এবং কারবারে তার শেয়ারই বেশি, সুতরাং ওখানে পাঠানো যাবে না তোমাকে। সেলুনে যে কাজ, খেলা চালানো কিংবা ঝামেলা হলে সামাল দেয়া···সেজন্যে ফ্লোরম্যানরাই যথেষ্ট। উইন্ড রীভার রেঞ্জে একটা স-মিল আছে আমার, এখান থেকে মাইল সাতেক উত্তরে পাহাড়ের কাছে। পয়েন্ট অব রকস পর্যন্ত একটা স্টেজ লাইন চালাই আমি, আর কেউই ওটা চালাতে আগ্রহ পায় না ইদানীং। ফোর্ট ব্রাউন আর শুশোন রিজার্ভেশনে আমার হয়ে ফ্রেইটিং করছে কিছু লোক। এখানকার দুটো স্টোরে কিছু টাকা খাটিয়েছি। এছাড়াও কয়েকটা ক্লেইম আছে। তুষার গলা শুরু হলে মাইনিং আরম্ভ হবে পুরোদমে, এসব জায়গায় লোক দরকার হবে তখন। তুমি নিশ্চই মাইনিং বা প্রসপেক্টিং করতে চাও না?'

'না।'

'তাহলে নিজেই পছন্দ করে নাও।'

'স্টেজ লাইন···ওখানেই কাজ করব।'

ক্ষণিকের জন্যে ভাবল সে। 'কাজটা সহজ হবে না। ওয়েলস ফারগোর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হবে তোমাকে, যদিও একই সমস্যায় ওরাও আছে। লুঠগুলো ঠেকাতে পারছি না আমরা কেউই।'

'ব্যাপারটা কি?'

'এখানে তো মন্দ লোকের অভাব নেই, এদের যে কেউ কাজটা করতে পারে। একবারের জন্যেও গন্তব্যে পৌঁছতে পারেনি বুলিয়ন শিপমেন্ট, যখনই চেষ্টা করেছি লুঠ হয়েছে। শটগান গার্ড রেখেছিলাম, প্রতিবারই ড্রাইভারসহ গার্ডকে খুন করেছে ওরা। কিন্তু গার্ড না থাকলে কারও গায়ে টোকা পর্যন্ত দেয় না। কেবল বুলিয়নগুলো উধাও হয়ে যায়।'

'বুলিয়ন শিপমেন্টের খবর ওরা পায় কিভাবে?'

'শিপমেন্ট করতে গেলে অন্তত পঞ্চাশজন লোক জানতে পারে, খবরটা চেপে রাখা সম্ভব নয়। গার্ড নিযুক্ত করেও কাজ হয়নি।'

'কে···কারা আছে এসবের পেছনে?'

'তুমি নিজেই খুঁজে বের করবে, যদি কাজ করো,' সরাসরি ওর চোখে চোখ রাখল সে, বিদ্রূপাত্মক উদ্দেশ্যপূর্ণ চাহনি। 'কাজটা খুব কঠিন কি? এখান থেকে একটা দল বেরিয়ে গিয়ে ওয়্যাগন লুঠ করে ফিরে এল শহরে, মুখের রুমাল সরিয়ে ফেলল। ব্যস, অন্যদের সাথে ওদের কোন পার্থক্য থাকবে কি?'

'তাহলে তুমি চাচ্ছ বুলিয়ন শিপমেন্ট করি আমি?'

'তোমার মর্জি। খুশি হব যদি ড্রাইভাররা ভদ্রগোছের হয়, শিডিউল ঠিক রাখে এবং ঘোড়াগুলোকে যাতে সবসময় ভাল অবস্থায় রাখে। আর রবার্ট টিন্ডেলকে যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেছনে ফেলতে পারে।'

'টিন্ডেল?'

'ওয়েলস ফারগোর এজেন্ট, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী।'

'বুলিয়ন শিপমেন্টের সময় যেতে পারব আমি?'

'যদি আত্মহত্যা করতে চাও। শিপমেন্টের ব্যাপারে তোমার উৎসাহের কারণ?'

'কোম্পানির সেফে থাকার সময় সোনা কারও মনোযোগ কাড়ে না,' মৃদু হেসে বলল হেভেন। 'ঠিকমত যদি কয়েকটা শিপমেন্ট করা যায়, তাহলে এই ক্যাম্পের সব মাইন আর মিল ওয়েলস ফারগোর বদলে আমাদের সাথেই ব্যবসা করবে।'

'যদি,' শুকনো কণ্ঠে বলল প্রিন্স, হেভেনের কথায় খুব একটা প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হলো না।

'আজ রাতে একটা শিপমেন্টের ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'এক মিনিট,' প্রতিবাদ করল প্রিন্স, হাসছে। 'এত তাড়া কিসের? আশপাশে ঘোরাঘুরি করে জায়গাটা চিনে নাও, কাজে লাগবে এমন কোন তথ্য পেয়েও যেতে পারো।'

'মাইন বা মিলে রাতের শিফটের কোন প্রচলন নেই বোধহয়?' বলে চলল হেভেন। 'থাক বা না থাক, সুপারিনটেনডেন্টকে বোলো সারারাত ধরে যেন শ্রমিকদের কাজ করায় সে। সন্ধ্যার পর, একটা ফ্রেইট ওয়্যাগনে বুলিয়ন তুলে

নেব, ইয়ার্ডে এসে স্টেজে তুলে যাত্রা করব এরপর। তারমানে, আমি কিংবা গার্ড ছাড়া আর দু'তিনজন লোক বুলিয়ন শিপমেন্ট সম্পর্কে জানতে পারবে। সুপার মুখ খুলবে না, কারণ এসব তার নিজের সোনা। ওর লোকেরাও কিছু জানবে না বা মুখ খুলবে না কারণ সকাল পর্যন্ত তাদের ওপর চোখ রাখতে পারবে সে। তুমি নিজেও মুখ খুলছ না, কারণ তাহলে তোমার ব্যবসারই ক্ষতি হবে। বাকি থাকলাম আমি। যদি এরপরও বুলিয়নগুলো লুঠ হয়, আমার কারণেই ঘটবে।'

'একেবারে সহজ মনে হচ্ছে, অন্তত তুমি যেভাবে বলেছ।'

'তুমি তো জুয়াড়ী। এভাবে জুয়া খেলতে চাও?'

জানালা পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল সোল প্রিন্স, অনেকক্ষণ; তারপর ফিরল ওর দিকে। নিতান্ত অনিচ্ছার সাথে রাজি হচ্ছে যেন, এমনভাবে কাঁধ উঁচাল। 'ঠিক আছে। বুলিয়ন শিপমেন্টের খবর ছয় বা আটজন লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারবে না তুমি, জানি আমি। কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে পারো।' ঘুরে টেবিলের ওপাশে গেল সে, ড্রয়ার থেকে কাগজ-কলম বের করে লিখতে শুরু করল।

উঠে দাঁড়াল হেভেন, দেয়ালে ঝোলানো ঘোড়ার ছবির ওপর চোখ। কিছুটা হলেও সন্তুষ্টি বোধ করছে। গতরাত থেকে ভাগ্য ওর পক্ষেই আছে বলতে হবে, খেলাটা চালিয়ে যেতে হবে ওকে এখন। যারা স্টেজ লুঠ করছে, ধরে নেয়া যায় তাদের কাছেই আছে ইউনিফর্মগুলো। স্টেজটা যদি ফের লুঠ হয়, লুঠেরাদের কাউকে ধরতে পারলে ওর কাজ সহজ হয়ে যাবে। লোকটাকে জেরা করতে পারলে হয়তো মূল্যবান কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

চেয়ার ঘুরিয়ে ওর দিকে ফিরল প্রিন্স, হাতে দু'প্রস্থ কাগজ। 'আরেকজন লোক থাকবে তোমার সাথে।'

'বিশ্বাস করো এমন কাউকে পাঠালে আপত্তি নেই আমার।'

'স্টেজ ড্রাইভার জিম গোডার্ড,' কাগজ দুটো এগিয়ে দিল সে। 'বারে গিয়ে চার্লিকে দিয়ো এটা, তোমাকে টাকা দেবে ও। অন্যটা দেবে হাব টাইরেলকে, স্টেজ অফিসের বুক-কীপার। বিগ হারমিটের কাছে আমাদের ইয়ার্ড।'

কাগজগুলো পকেটে ঢোকাল হেভেন। দেখল একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে প্রিন্স।

'তুমি একজন একগুঁয়ে লোক, হেভেন, কেউ কি কথাটা বলেনি তোমাকে?'

'বলেছে। মিক ম্যারিয়ন।'

এবার হাসল সোল প্রিন্স, স্বতঃস্ফূর্ত, কৌতুকপূর্ণ হাসি।

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে এল হেভেন। সিঁড়ি ভেঙে নামার সময় আগের মত যন্ত্রণা হলো না। দরজা খুলে সেলুনে ঢোকার আগে কিছুক্ষণ থেমে ব্যথাটাকে

চলে যেতে দিল। গুটিকয়েক খদ্দের রয়েছে বিশাল সেলুনটায়। সাদা-চুলো বারটেন্ডারের সাথে ফিল স্টিলম্যানকে গল্প করতে দেখল ও। স্টিলম্যানের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে কথা থামিয়ে ওর দিকে ফিরল সে, কৌতূহলী দৃষ্টিতে মাপল ওকে। কিন্তু পাত্তা দিল না হেভেন, নির্বিকার মুখে চার্লির দিকে কাগজ এগিয়ে দিল।

বারটেন্ডার যখন কাগজ পড়তে ব্যস্ত, এ ফাঁকে স্টিলম্যানের দিকে তাকাল হেভেন। অ্যাডজুটেন্টের চোখে চাপা কৌতুক, জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ক্যাশ ড্রয়ারের কাছে গেল চার্লি, একমুঠো সোনালি ঈগল নিয়ে ফিরে এল। বারের ওপর ফেলে, গুনে ঠেলে এগিয়ে দিল হেভেনের দিকে। 'ভালুকের চর্বি দিয়ে তৈরি গ্রিজ ছড়ে যাওয়া চামড়া বেশ তাড়াতাড়ি সারিয়ে তোলে। চেষ্টা করে দেখতে পারো,' ওর আঙুলের গাঁটের ক্ষতের দিকে ইঙ্গিত করে পরামর্শ দিল বারকিপ।

'কিংবা গরুর চর্বি,' নিজের মতামত জানাল ফিল।

শীতল দৃষ্টিতে তাকে দেখল হেভেন। 'তোমাদের আর্মির লোকেরা যদি তাই ব্যবহার করে, তাহলে ভালুকের গ্রিজই পছন্দ আমার,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ও। কয়েনগুলো পকেটে ভরে দরজার দিকে এগোল। কাউকে উইশ করল না, কিংবা নডও করল না।

'অদ্ভুত এবং বেতাল লোক,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল ফিল, অনেকক্ষণ ধরে হেভেনের পিঠের ওপর লেগে থাকল দৃষ্টি।

'কেউ কেউ আছে আর্মিকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না,' দার্শনিক সুরে জবাব দিল চার্লি। 'সবসময় যে তার পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে তা কিন্তু নয়।'

শেষ বিকেলের দিকে টম হোলিঙারের হার্ডঅয়্যার স্টোরের দোতলার সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়াল সোল প্রিন্স। হালকা চালে তুষার পড়ছে। সিঁড়ির ধাপে পা রাখার আগে মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে কাপড়ে লেগে থাকা তুষার ঝাড়ল সে। দোতলায় উঠে সোনালি অক্ষরে 'শেপার্ড এন্ড ব্রিস্টো–এটর্নি এট ল'–লেখা ফলক লাগানো দরজার সামনে এসে থামল। মেহগনি কাঠের দরজা ঠেলে করিডরে চলে এল, তারপর বামে ঘুরে দূরের কামরার দিকে এগোল। প্রথম কামরাটা সিনিয়র পার্টনার উইলিয়াম শেপার্ডের, কিন্তু তার সাথে কোন কাজ নেই প্রিন্সের, অন্তত আজকে।

করিডরের একেবারে শেষে মার্ক ব্রিস্টোর অফিস। জানালা দিয়ে শহরের মূল রাস্তা আর ওপাশে বিগ হারমিট ক্রীক চোখে পড়ে। কামরার বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে মানুষ সমান উঁচু কয়েকটা তাকে আইনের বইপত্র। এছাড়া

মাসবাবপত্র বলতে কেবল ডেস্ক আর তিনটে চেয়ার।

সবুট টেবিলে পা তুলে দিয়ে আয়েশ করে চেয়ারে বসে ছিল মার্ক ব্রিস্টো, কোলের ওপর ভারী একটা বইয়ে নজর। চেয়ারটা জানালার দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে যাতে শেষ বিকেলের আলোয় পড়ার কাজটা অনায়াসে সারতে পারে। সোল প্রিন্সকে দেখে উঠে দাঁড়াল সে, চোখ কুঁচকে উঠলেও বন্ধুত্বপূর্ণ চাহনি দেখা গেল। 'শার্টলেফ বনাম অ্যালেগনিদের কেস্‌টা পড়ছিলাম,' ডেস্কের ওপর বই রেখে শুকনো কণ্ঠে বলল। 'খুশি হয়েছি তোমাকে দেখে। বিদঘুটে, জঘন্য ওই কেস্ পড়া থেকে আপাতত মুক্তি দিয়েছ বলে ধন্যবাদ। বোসো, সোল। কফি চলবে?'

ডেস্কের এপাশে এসে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল সে, তারপর ছোট্ট স্টোভ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আগুন জ্বালিয়ে পানি চড়াল কেতলিতে, ঘুরে দেখল টেবিলের ওপর একতাড়া কাগজ রাখছে প্রিন্স। ওগুলো দেখে স্থির হয়ে গেল মার্ক, তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর প্রায় ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ফিরে এল ডেস্কের কাছে। কাগজগুলো স্পর্শ করল না, দূর থেকে দেখছে কেবল। নুদর্শন মুখে সতর্কতা, সোল প্রিন্সের দিকে তাকাল সরাসরি। অভিযোগ ফুটে উঠল দৃষ্টিতে, উদ্বেগে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ফর্সা মুখ। 'তুমি বলেছিলে আরও কিছু দিন জমিয়ে রাখবে ওগুলো,' একসময় নীরবতা ভাঙল তরুণ আইনজীবী।

'দূর, আমি কি তাগাদা দিতে এসেছি নাকি! আমি চাই ওগুলো গুনে দেখো তুমি। তোমার কি কোন ধারণা আছে সবগুলো মিলে শেষ পর্যন্ত কত দাঁড়াল?'

'সঠিক বলতে না পারলেও আন্দাজ করতে পারব।'

'গুনে দেখো।'

প্রবল অনিচ্ছার সাথে হাত বাড়াল মার্ক, তবে গুনল দ্রুতই। গোনা শেষ হতে নীরবে কাগজগুলো ফিরিয়ে দিল প্রিন্সকে, চেয়ারে ছেড়ে দিল শরীর।

'নিজের সামর্থ্য পেরিয়ে গেছ তুমি,' ছোট্ট মন্তব্য করল সেলুন মালিক।

'হয়তো একসময় ভাগ্য বদলে যাবে আমার।'

'হয়তো, তবে আমার টেবিলে নয়,' সোজাসাপ্টা বলল প্রিন্স, ভাবলেশহীন দেখাচ্ছে। 'যদি এক বছর সময়ও দেয়া হয়, দেনা শোধ করতে পারবে?'

বিষণ্ন দৃষ্টিতে ওকে দেখল মার্ক, কথা বলার সময় তিক্ত হাসল। 'আমার বিয়ের দিন পর্যন্ত, চার মাস সময় দিয়েছিলে তুমি, সোল। কিন্তু এত কম সময়ে কি সম্ভব?'

'এক বছর হলেও পারবে না, যদি না একটু বাঁকা পথে চেষ্টা করো।'

অনেকক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল মার্ক। 'আমি এটা করতে পারব না···তোমার কথাটা যদি প্রস্তাব হয়ে থাকে।'

'প্রস্তাব দেইনি, বরং তুমি সেটা মনে করায় আমার বোধহয় লজ্জা বোধ

করা উচিত।'

'দুঃখিত, সোল,' দ্রুত বলে উঠল মার্ক। ফের জানালা দিয়ে বাইরে তুষার-বৃষ্টির দিকে তাকাল, তারপর প্রায় বিড়বিড় করে বলল: 'সোল, যাদু আছে তোমার হাতে। বেশিরভাগ সময় অসুস্থ থাকো, তারপরও যেখানেই হাত দিচ্ছ, ব্যর্থ হওনি। যে টাকা খাটাচ্ছ তা কয়েকগুণ হয়ে ফেরত আসছে। আমার জায়গায় যদি থাকতে, কিভাবে টাকা কামাই করতে তুমি–দ্রুত এবং প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট?'

'সৎভাবে না অসৎভাবে?'

মার্ক ফিরে তাকাল ওর দিকে। 'তুমি জানো, সোল।'

'কিন্তু বলেছ দ্রুত এবং যথেষ্ট পরিমাণে।'

'ঠিক আছে, গোল্লায় যাক···! বলো এবার, কিভাবে টাকা কামাই করতে?'

সরু পা-জোড়া একটার ওপর আরেকটা রাখল সোল প্রিন্স। কাশি দেওয়ার সময় মুখের কাছে নিয়ে গেল ফ্যাকাসে ডান হাত। 'খনির ক্লেইম নিয়ে কাজ করো তুমি, তাই না?' সম্মোহনী সুরে বলল সে। 'নিজের ফি হিসেবে ক্লেইমের একটা অংশ কিংবা পুরোটাই লীজ নিতে পারো তুমি, ঠিক বলেছি?'

নড করল মার্ক, সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভেতরে ভেতরে কৌতূহলে ফেটে যাচ্ছে, চোখে লোভ।

'তোমার জায়গায় যদি থাকতাম আমি, তাহলে বিরোধ চলছে এমন ক্লেইমের দিকে মনোযোগ দিতাম। ইদানীং যেগুলোর মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, হিসেবের মধ্যে ওগুলোকে ধরাই ভাল হবে। কোন একটা পক্ষের সাথে পার্টনারশিপে যেতাম, একসময় আমার পকেটেই চলে আসত ক্লেইমটা। এবং ধাতুর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে এমন লোকদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলতাম।'

'কিন্তু···এরমধ্যে ওরা আসছে কিভাবে?'

'আগে বা পরে, একজন পরীক্ষক আসবে এখানে, খনিতে পাওয়া আকরিক পরীক্ষা করে দেখবে। পরীক্ষকের সাথে যদি সদ্ভাব রাখা যায়···মালিকানার অংশীদারিত্বেও তাকে রাখা যেতে পারে। লোকটাকে কিনে নিতাম আমি, কিংবা যেভাবেই হোক তাকে খুশি রাখতাম যাতে আমার নির্দিষ্ট ক্লেইমটাকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করে। ধরো, একটা ক্লেইমের আকরিক পরীক্ষা করে সে জানাল ওখানে সোনা বা মূল্যবান কোন ধাতু নেই, খনিটা মূল্যহীন বলে বিবেচিত হবে। যাদের সাথে ক্লেইম নিয়ে বিরোধ, অর্থাৎ বিরোধী পক্ষের আগ্রহ কমে যাবে এই রিপোর্টের কারণে। ক্লেইমটাকে তারপরও ধরে রাখব আমি, বিপক্ষকে আইনের মাধ্যমে পরাজিত করা সম্ভব কিংবা টাকা দিয়ে কিনে নিতাম। কিছু দিন পরই নতুন করে পরীক্ষা করাতাম, তারপর আসল দামে খনি বিক্রি করে দিলেই···'

'কিন্তু পরীক্ষকরা সাধারণত সৎ লোক।'

'ল-ইয়াররাও,' বিড়বিড় করে বলল প্রিন্স।

এখনও সোল প্রিন্সের দিকে তাকিয়ে আছে মার্ক, বারকয়েক মাথা নাড়ল। আহত একটা ভাব দেখা গেল মুখে। 'না, সোল। নিজের বিবেক বিকিয়ে দিয়ে এটা করতে পারব না আমি। একজন আইনজীবীর মর্যাদা রাখতে হবে আমাকে।'

'তোমার দেনাসহ,' যোগ করল প্রিন্স। উঠে দাঁড়াল, কোটের বোতাম আটকে মাফলারটা ভাল করে গলায় পেঁচিয়ে নিল। 'ঠিক আছে, কিড, রাতে বরং আমার সেলুনে না গিয়ে বাসায় থেকো, রুচি বদল হবে তোমার।'

'তাই থাকতে হবে,' তিক্ত স্বরে বলল মার্ক।

বেরিয়ে গেল সোল প্রিন্স। পেছন পেছন দরজা পর্যন্ত গেল মার্ক, মনে মনে একাকীত্ব কামনা করছে খুব, অল্প কিছুক্ষণের জন্যে হলেও। দরজা আটকে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল ও, পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে বিষণ্ন দৃষ্টিতে দেখতে থাকল তুষার-বৃষ্টি–পেঁজা তুলার মত হাওয়ায় ভেসে নেমে আসছে। সোল প্রিন্সের আগমনের উদ্দেশ্য কি, প্রিন্স ম্যারিয়নে ওকে জুয়া খেলতে নিষেধ করতে এসেছে শুধু? মনে হয় না, ভাবল মার্ক, তবে নিশ্চিত হতে পারল না, এবং তীক্ষ্ণ কাঁটার মত মনে আটকে রইল প্রশ্নটা।

প্রবল হতাশায় ছেয়ে গেল ওর মন। জানালার কাছ থেকে সরে এসে বাতি জ্বালাল, চেয়ারে বসল। ল্যাম্পটার আলো পুরো ঘরকে আলোকিত করে না কখনও, কিন্তু ঠিকই ওর মনে আমুদে একটা ভাব এনে দেয় প্রতিদিন, কিন্তু আজ আর তা হলো না। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে তাকের বইগুলোর দিকে তাকাল ও। দেনার ব্যাপারটা যদি মেরীর কাছ থেকে লুকিয়েও রাখতে পারে, কিন্তু বারো হাজার ডলার ঋণ নিয়ে কিভাবে বিয়ে করবে সে? পুরোটাই জুয়ার টেবিলে হারা, এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শোধ দিতে হবে। এখানে, বিপজ্জনক এ খনি শহরে ওর প্র্যাকটিসে পুরো এক বছরে ওই টাকা যে সঞ্চয় করতে পারবে তেমন কোন লক্ষণ নিজেও দেখতে পাচ্ছে না। প্রতিষ্ঠানটির জুনিয়র পার্টনার ও, আয়ের কিছু অংশ ওর পকেটে আসে, এবং এমন কোন সম্ভাবনাও নেই যে হঠাৎ করেই ভাগ্য বদলে যাবে।

সোল প্রিন্সের প্রস্তাবটা মাথায় এল ওর, নতুন করে ভাবতে শুরু করল। জানে অনায়াসে কাজটা করতে পারে, কিন্তু এও জানে কাজটা ওর দ্বারা সম্ভব হবে না। খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, হীন একটা কাজ; সম্মান আর ক্যারিয়ারের ঝুঁকি আছে। সত্য গোপন থাকে না কখনও, দেনার দায়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো একজন জুয়াড়ী হিসেবে এখানকার সমাজে নিন্দা অর্জন করবে ও, কিন্তু প্রিন্সের প্রস্তাব মত কাজ করলে ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকের মর্যাদা পেতে হবে ওকে।

প্রাচুর্য নিয়ে জন্মাতে পারেনি সে, কিংবা অর্জনও করতে পারেনি।

বরাবরের মত হতাশা আর দুঃখ বোধ হলো ওর, লক্ষবারের মত বোধহয়। ফিল স্টিলম্যানের কথা মনে পড়ল, কেউ জানে না অথচ আজীবন এরকম হওয়ার স্বপ্নই দেখে এসেছে মার্ক–হাসি-খুশি, কৌতুক ভরা চাহনি, টাকা-পয়সার ব্যাপারে উদাসীন, দামী আকর্ষণীয় কাপড়, সুগন্ধী সিগার···সবকিছুই একটা লোকের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। সকালে স্টিলম্যানের সাথে আলাপের বিষয় মনে পড়ল, ফাইট নিয়ে আলাপ করেছিল ওরা।

কত সহজভাবে পনেরোশো ডলার হেরেছে সোল প্রিন্স! সহসাই একটা সমাধানে পৌঁছে গেল মার্ক, প্রবল উত্তেজনায় অজান্তে চোখ বুজে ফেলল। গতরাতে ফাইটের সময় বাজি ধরে অনেক লোকই টাকা জিতেছে, এবং লফটাসের সাথে ওই লোকটার লড়াই যদি হয়, আবারও টাকার লেন-দেন হবে। মিক ম্যারিয়নের বিরুদ্ধে অনায়াসে জিতেছে বলে আগামী লড়াইয়ে সে-ই ফেভারিট থাকবে, বাজির দরও ওর পক্ষে থাকবে। কিন্তু এমন একটা ব্যবস্থা যদি করা যায় হারবে সে? *অনায়াসে করা যাবে কাজটা,* বিক্ষিপ্ত মনে ভাবল মার্ক। সেলুনের একটা মেয়ের সাথে যার ঘনিষ্ঠতা থাকে অনায়াসে নিজের পক্ষে আনা যাবে তাকে। *আমি যদি লফটাসের ওপর তিন হাজার ডলার বাজি ধরি? চার–এক বাজির দরে বারো হাজার পাব, পুরো দেনা শোধ হয়ে যাবে!*

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মার্ক, রাজ্যের উত্তেজনা চোখে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করলেও পারছে না, ক্রমে উত্তেজনা বেড়ে যাচ্ছে। শেষে সন্তুষ্টির হাসি দেখা গেল ওর মুখে। ঘড়ি দেখল, পাঁচটার মত বাজে। সন্তুষ্ট মনে বাতি নিভিয়ে দিল। দরজার পেছনে ঝুলিয়ে রাখা হ্যাট আর কোট নিতে এগোল। *লোকটিকে সামলাতে হবে খুব সাবধানে,* ভাবল মার্ক। নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস আছে ওর, এ ধরনের লোককে কিভাবে সামলাতে হয় ভাল করেই জানে।

রাস্তায় এসে তুষারসিক্ত সাইডওঅক ধরে প্রিন্স ম্যারিয়নের দিকে এগোল ও। হঠাৎ করেই মনে এল লোকটিকে কোথায় খুঁজতে হবে, এমনকি তার নামও জানা নেই। কিন্তু এ নিয়ে খুব একটা ভাবল না। সেলুনে ঢুকে চার্লিকে একা পেতে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো ওকে, দু'বারের চেষ্টায় তার কাছ থেকে তথ্য উদ্ধার করা গেল। পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল মার্ক, এগোল বিগ হারমিট ক্রীকের দিকে।

তুষার বৃষ্টি বেড়ে গেছে, খেয়াল করল মার্ক ব্রিস্টো। কোটের কলার তুলে দিয়ে দ্রুত এগোল ও। গলি ধরে সরু একটা রাস্তায় চলে এল, হারমিট ক্রীকের সমান্তরালে শহরের শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়েছে রাস্তাটা। খানিক এগিয়ে বামে মোড় নিল। ফিনিক্স ইয়ার্ড ব্লকের মাঝখানে, একপাশে লগের তৈরি বিল্ডিংটা ওদের অফিস। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল মার্ক, গরম উষ্ণ পরিবেশ দোলা দিল ওকে। পেছনে দরজা বন্ধ করে বুটের তুষার ঝাড়ল। মেঝেতে

ফেলে রাখা মালপত্র এড়িয়ে কাউন্টারের দিকে এগোল। ক্লার্কের কাছে হেভেনের খোঁজ চাইল ও, লোকটা জানাল ইয়ার্ডে আছে সে। ধন্যবাদ জানিয়ে পাশের দরজা দিয়ে ইয়ার্ডে বেরিয়ে এল মার্ক। বিশাল লোডিং প্ল্যাটফর্মের নিচে এসে দাঁড়াল। প্ল্যাটফর্মের নিচে তেরপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে তিনটে স্টেজকোচ। পোল করালে একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে রেখে বড়সড় আঙিনার কোণে কাজ করছে তিনজন লোক। এদের একজন,স্টেজ ড্রাইভার জিম গোডার্ডকে চিনতে পারল মার্ক। আরেকজন জন হেভেন। *নতুন ম্যানেজার,* তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখার সময় ভাবল মার্ক, *এবং এ লোকটিই সবকিছু বদলে দিতে সক্ষম।* সাধারণ কেউ নয়, প্রথম দৃষ্টিতে এ ভাবনাটাই এল মার্কের মনে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে আঙিনার ভেজা মাটিতে নেমে এল সে, এগোল ওদের দিকে। কথা বন্ধ করে ওর দিকে ফিরে তাকাল হেভেন আর গোডার্ড।

'ফের বাফেলো কোট পরার মত আবহাওয়া চলে এল মনে হয়,' হালকা সুরে দীর্ঘদেহী ড্রাইভারের উদ্দেশে বলল মার্ক। 'কেমন আছ, জিম?'

মৃদ হাসল গোডার্ড। 'এ জন হেভেন, আমাদের নতুন ম্যানেজার,' হেভেনকে দেখিয়ে বলল।

'শুনেছি,' খোশমেজাজে বলল মার্ক। 'তোমার সাথে হাত মেলাতে পারলে খুশি হব, কিন্তু তা করা বোধহয় উচিত হবে না।'

দু'হাত তুলে ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত দেখল হেভেন, ক্ষীণ হাসল। 'তাহলে বরং অন্য কোন সময়ের জন্যে থাকুক।'

'আর ও অ্যালেক্স ড্যানিয়েলস, মি. ব্রিস্টো,' পাশের তরুণের দিকে নড করে জানাল গোডার্ড।

তরুণ না বলে বালকই বলা উচিত, ভাবল মার্ক, খুব বেশি হলে পনেরো হবে ওর বয়েস। বড়সড় চোখ ছেলেটার, কিন্তু নির্বিকার মুখ। নিজের সাইজের চেয়ে অনেক বড় কারও পোশাক পরেছে। ক্ষীণ হেসে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

'হ্যালো, অ্যালেক্স,' হাতটা ধরে ছেড়ে দিল মার্ক, আড়চোখে তাকাল হেভেনের দিকে। স্টেজের পাদানিতে একটা পা তুলে একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে এখনও, একবিন্দু নড়েনি দীর্ঘ সুঠামদেহী লোকটি। গোডার্ডের দিকে ফিরল মার্ক। 'তোমার নতুন বসের সাথে কিছু ব্যবসায়িক আলাপ আছে আমার, জিম।'

'কিন্তু মনে রেখো মিক ম্যারিয়নকে কি করেছিল ও,' হালকা সুরে বলল জিম গোডার্ড, ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে অফিসের দিকে এগোল।

ওভারকোটের পকেটে হাত ভরল মার্ক, স্টেজের জোয়ালের ওপর বসে পড়ল। লোকটিকে দেখার সময় ভাবল তার মধ্যে আদৌ কোন কৌতুক বা রসবোধ আছে কি-না, এবং সেটা বের করার সিদ্ধান্ত নিল ও। 'দেখতে পাচ্ছি পার্টনারকে পেটানোর পরও তোমাকে কাজে নিয়েছে সোল প্রিন্স।'

'তাতে কি?'

'স্টেজের কাজে গোলাগুলি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি, অন্তত এখানে, বলেনি প্রিন্স?'

নড করল হেভেন।

'মিককে যেভাবে সামলালে, এটাও যদি সেভাবে সামলাতে পারো, তাহলে বলতে হয় ঠিকই করেছে প্রিন্স। এরকম ফাইট শিখলে কোথায়?'

'আর্মি ব্যারাকে।'

'পছন্দ করো?'

'না। তবে মাঝে মাঝে জরুরী হয়ে দাঁড়ায়।'

'কালকের ব্যাপারটা?'

'একটা কাজ দরকার ছিল, এবং পেয়েছি আমি।'

তাহলে টাকার জন্যে, সন্তুষ্ট চিত্তে ভাবল মার্ক, *ভাল একটা ভিত্তি পাওয়া গেল।* 'যুক্তিসঙ্গত কারণ,' মৃদু স্বরে বলল। 'কিন্তু ওখানেই থামবে কেন?' হেভেনের মুখে ভ্রূকুটি দেখে যোগ করল: 'একটা কাজ মানেই তো টাকা, তাই না? এবং লড়াই করে অর্জন করেছ তুমি। তাহলে আরও টাকার জন্যে লড়াই করবে না কেন যদি প্রচুর···কয়েকগুণ আসে?'

'খোলসা করো।'

'হয়তো এরইমধ্যে বুঝে ফেলেছ, ফাইট দেখতে পছন্দ করে ক্যাম্পের লোকজন। সোলজাররাও। এবং লড়াই নিয়ে বাজি ধরতে চায় সবাই। সাউথ পাস সিটি এমন একজন লোক চায় যে ফোর্টের সেরা সৈনিককে হারাতে পারবে। আর আর্মি এমন একজনকে চায় যে শহর কিংবা পুরো সাউথ পাস সিটিতে সেরা হয়ে দাঁড়াবে। এতদিন মিক ম্যারিয়নই ছিল এখানকার রাজা, দুই বছর রাজত্ব করেছে সে, কেউ ওর সাথে টেক্কা দিতে পারেনি। কালকের ফাইটের কথাই ধরো, একটা অডিটরিয়ামে দশ ডলারের বিনিময়ে যদি লড়াই দেখার ব্যবস্থা থাকত, কত টাকা আসত ভেবে দেখেছ?'

'না।'

'ফোর্টে এক কামার আছে, হেনরী লফটাস ওর নাম। ও মনে করে ভালই লড়তে পারে। ওকে চ্যালেঞ্জ করতে পারো তুমি, কিংবা ওর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারো। এভাবে হয়তো কিছু টাকা রোজগার করতে পারবে।'

'তাহলে একটা ফাইট সংগঠিত করতে চাও তুমি?' মৃদু বিস্ময়ের সাথে জানতে চাইল হেভেন।

'না, এটা আমার লাইন নয়,' নির্বিকার মুখে বলল মার্ক। 'যদিও ফাইট দেখতে পছন্দ করি আমি। লড়াই দেখতে আসা লোকজনের চাঁদার ভাগ পাবে তুমি, ওই টাকা দিয়ে হয়তো এরকম একটা স্টেজ লাইনই গড়ে তুলতে পারবে, কিংবা···' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হেভেনের মধ্যে আগ্রহ খুঁজল মার্ক। 'এর

পাঁচগুণও ইচ্ছে করলে কামাই করতে পারবে।'

'সত্যি? কিভাবে?' নিচু স্বরে জানতে চাইল হেভেন।

খানিকটা নিস্পৃহ ভাব দেখাল মার্ক। 'ধরো, লফটাসের সাথে লড়ার সিদ্ধান্ত নিলে তুমি, এবং শেষে ওকে জিততে দিলে?' থেমে হেভেনের মুখে স্থির হলো ওর দৃষ্টি। 'মনে করো লফটাসের পক্ষে বাজি ধরার জন্যে আমার কাছে এক হাজার ডলার দিলে। তারপর ফাইটে হারলে, চার-এক যদি তোমার পক্ষে বাজির দর হয়, চার হাজার ডলার জিততে পারবে। এভাবে বারবার চালিয়ে গেলে প্রচুর টাকা···'

'তারমানে আমাকে ফাইট ছেড়ে দিতে বলছ তুমি?'

ভেতরে ভেতরে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল মার্ক, ভয় হলো হয়তো সফল হতে পারবে না। চেষ্টাকৃত হাসি ধরে রাখল শ্রাগ করার সময়। 'বাদ দাও। তুমি···কেবল তোমারই ক্ষমতা আছে কোন ফাইটে জিতবে কি হারবে তা ঠিক করার। অস্বীকার করতে পারবে?'

'না।'

'তাহলে, তুমি যদি ঠিক করো নির্দিষ্ট একটা ফাইটে হারার বিনিময়ে কিছু টাকা কামাই করবে, সেটা একান্তই তোমার ব্যাপার, তাই না?' উঠে দাঁড়াল মার্ক, অনুভব করল প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছে। 'সকালে লেফটেন্যান্ট স্টিলম্যান বলছিল তোমার আর লফটাসের ফাইট দেখার ইচ্ছে ওর,' ফের শ্রাগ করল ও, হেভেনের ভ্রূকুটিকে গ্রাহ্য করল না। 'সবকিছু একেবারে তৈরি হয়ে আছে। হাতগুলোকে সেরে উঠার জন্যে কিছু সময় দাও, আর এ ফাঁকে ভেবে দেখো নিজের ভাগ্য বদলে নেয়ার ইচ্ছে তোমার হয় কি-না।'

'ক্ষতগুলো সারতে সময় লাগবে।'

উদাসীনভাবে হাত নেড়ে বিদায় জানাল মার্ক, তুষার মাড়িয়ে এগোল ফিরতি পথে। নিজের অস্বস্তি আর লজ্জা ঢেকে রেখেছে কোন রকমে।

মার্ক ব্রিস্টোকে যেতে দেখল হেভেন, পকেট হাতড়ে পাইপ বের করল। পাইপ ধরিয়ে শূন্য দেয়াশলাইয়ের বাক্স ছুঁড়ে ফেলল অধৈর্য ভঙ্গিতে। কিছুটা বিস্ময় আর রাগ নিয়ে ফের গেটের দিকে তাকাল ও, ব্রিস্টোকে দেখা গেল না, অনেক আগেই চলে গেছে সে। অনুভূতিটা ওর জন্যে একাধারে অস্বস্তিকর এবং অপমানজনক, এই প্রথম ওকে কিনতে চেয়েছে কোন লোক। ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারছে না জন হেভেন।

বাতিটা তুলে নিয়ে অফিসের দিকে এগোল ও। আবিষ্কার করল, ব্রিস্টোর বদলে বরং মেরী জনসনকে নিয়ে ভাবছে। ব্রিস্টোর সাথে ওর সাক্ষাৎ সংক্ষিপ্ত হলেও লোকটার ধাত বুঝতে এটুকুই যথেষ্ট। জানে লফটাসের সাথে লড়াইয়ে যদি ইচ্ছে করেই হারে, কিছু টাকা কামাই করার সুযোগ পাবে মার্ক ব্রিস্টো।

মেরী জনসন এমন মেয়ে নয় যে ওই টাকা ওর সম্মানে খরচ হবে। মেয়েটির জন্যে করুণা হলো ওর, এজন্যে যে ক্যাপ্টেনের মেয়ের ভবিষ্যৎ কিছুটা আঁচ করতে পারছে।

হার্নেসরুমে এসে দেয়ালের আঙটার সাথে বাতিটা ঝুলিয়ে রাখল হেভেন, সিলিং থেকে ঝুলিয়ে রাখা হার্নেসের ফাঁক দিয়ে দেখল কোণের স্টোভের কাছে আগুনে হাত গরম করছে গোডার্ড আর অ্যালেক্স। অফিসের দিকে এগোল ও, দরজার সামনে এসে ফিরল গোডার্ডের দিকে। 'সাপারের পর ব্যস্ত থাকবে নাকি, জিম? ফিরে এসে বাকি কাজ সেরে ফেলতে হবে।'

উত্তরের বদলে বালকটির দিকে তাকাল গোডার্ড। 'আরেকটা রাত তোমাকে একাই দাবা খেলতে হবে, অ্যালেক্স। খারাপ লাগবে?'

'ও তো আমারও বস্, জিম। ওর কাজে যাবে যখন···' সহাস্যে বলল ছেলেটি, শেষ করল না।

একটু পর রাস্তায় বেরিয়ে এল হেভেন। গোডার্ড সম্পর্কে ঠিকই বলেছে সোল প্রিন্স, ভাবল ও, এককথায় ভাল মানুষ–বন্ধুবৎসল এবং আন্তরিক। অ্যালেক্সের মত একটা ছেলের ভক্তি আর শ্রদ্ধা অর্জন করা সাধারণ কোন লোকের পক্ষে সহজ কাজ নয়। কিন্তু তারপরও কোন ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছে নেই ওর। সেজন্যেই গোডার্ডকে আজ রাতের বুলিয়ন শিপমেন্টের কথা জানায়নি। সাপারের পর জানাবে বলে ঠিক করেছে, কারণ ওই সময় থেকে সারাক্ষণই লোকটার ওপর নজর রাখতে পারবে ও।

মূল রাস্তার কাছাকাছি আসতে মনে মনে রীতিমত একটা ধাক্কা খেল হেভেন। প্রিন্স ম্যারিয়ন পেরিয়ে আসতে একদল মাইনারকে চোখে পড়ল, শুভেচ্ছা জানাচ্ছে ওকে। ঠিক পেছনেই অনুসরণ করছে এক ভবঘুরে। 'কাজটা আবার করো, চ্যাম্প!' সোৎসাহে বলল লোকটা। ওকে চিনতে পেরে পথ থেকে সরে গিয়ে জায়গা দিল সামনে ভিড় করা লোকজন, হাসছে অথবা শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

প্রথম রেস্তোরাঁ পেয়ে ঢুকে পড়ল ও, বিরক্তি বোধ করছে। কিছুটা অস্বস্তিও। এখানেও ক্ষুধার্ত মাইনারদের ভিড়, মিনিট খানেকের মধ্যে সবার মনোযোগ কেড়ে নিল হেভেন। উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জায়গায় ওকে বসতে অনুরোধ করল একজন, জানাল তার খাওয়ার পাট চুকে গেছে। বসল হেভেন, খাবার আসতে দ্রুত গিলতে শুরু করল। মুখে খাবার পুরে দেওয়ার ফাঁকে মাইনারদের প্রশ্নের উত্তর যতদূর সম্ভব দেয়ার চেষ্টা করল। তারপর খাওয়া শেষ হতে এক মুহূর্তও দেরি করল না, হোটেলে নিজের কামরায় চলে এল। দরজা আটকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আরেকবার বেরুতে হবে, তিক্ত মনে ভাবল ও, কাজটা না করলেই নয়। ইয়ার্ডে গেলে পরে হয়তো সুযোগ হবে না আর।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও, যাতে উৎসাহে ভাটা পড়ে গেলে করিডরের

লোকগুলো বিদায় নেয়। তারপর নিচে হলরুমে চলে এল। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। কয়েকটা গলিতে ঘুরে বেড়াল উদ্দেশ্যহীনভাবে, শেষে মিনিট ত্রিশ পর গন্তব্যে পৌঁছে মিসেস ক্যাসলনের দরজায় নক্ করল।

ড্রেসের ওপর একটা অ্যাপ্রন পরে আছে জেনিফার ক্যাসলন, রান্নাঘর থেকে দরজা খুলতে এসেছে। হেভেন আশঙ্কা করল হয়তো মহিলার সাপারে বাধ সেধেছে ও।

'ভেতরে এসো, জন। রান্নাঘরে ছিলাম আমরা।'

আমরা, ভাবছে হেভেন, *কে আছে মহিলার সাথে?* 'আমি না হয় অপেক্ষা করি,' দ্বিধান্বিত শোনাল ওর কণ্ঠ।

কৌতুক দেখা গেল মহিলার চোখে, হাসল। 'ইচ্ছে হলে অবশ্য বাইরেই অপেক্ষা করতে পারো, তবে চিন্তার কিছু নেই, মেরী আছে আমার সাথে,' বলে লিভিংরুম ধরে এগোল মিসেস ক্যাসলন।

অনুসরণ করল হেভেন, ভেতরে ঢুকে দেখল সাপারে নয় বরং ধোয়ার কাজে বাধ সেধেছে ও। সিঙ্কে জমিয়ে রাখা বাসন-কোসনের ওপর এক গামলা পানি ঢালছে মেরেডিথ জনসন। ফিরে তাকাল মেয়েটি, চোখে বিস্ময় দেখা গেল না, যেন জানত এখানে আসবে ও। সপ্রতিভ কণ্ঠে শুভেচ্ছা জানাল ওকে, স্টোভের ওপর চায়ের কেতলি বসিয়ে দিল।

জেনিফার ক্যাসলনের দেখানো একটা চেয়ারে বসল হেভেন, সামনের টেবিলে হ্যাট রাখল।

স্টোভের কাছ থেকে এগিয়ে এল মেরী। ক্ষীণ দ্বিধা দেখা গেল চোখে, তারপর সামনে এসে আলতোভাবে স্পর্শ করল হেভেনের ব্যান্ডেজ। চোখ তুলে ওকে দেখল হেভেন, এবং মেয়েটির চোখে বরাবরের মত কৌতুক দেখতে পেল। 'দেখতে পাচ্ছি গরুর চেয়ে ভালুকের চর্বির গ্রিজই তোমার পছন্দ,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল মেয়েটা।

উত্তরে হাসল হেভেন যদিও হাসিটা পুরোপুরি আন্তরিক হলো না, অজানা একটা অস্বস্তি ঘিরে রেখেছে ওকে। ওর সাথে মেরীও হাসল, তারপর ফিরে গেল স্টোভের কাছে। ধূসর মোটা কাপড়ের একটা ড্রেস পরায় হেঁটে যাওয়ার সময় খসখস শব্দ হলো। পরনে কোট না থাকায় মেয়েটিকে এবার ভাল করে দেখতে পাচ্ছে হেভেন–ক্ষীণদেহী, অসম্ভব আকর্ষণীয়া, প্রায় মধুরঙা মসৃণ ত্বক। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার, মেয়েটির উজ্জ্বল উপস্থিতি। অজানা অস্থিরতার কারণটা খুঁজে পেল ও হঠাৎ করেই, মার্ক ব্রিস্টোর সাথে এ মেয়েটি বড়ই বেমানান, অন্তত ওর ধারণা তাই; এবং বিস্ময়ের সাথে অনুভব করল, আইনজীবীকে ঈর্ষা করছে।

'ফিল বলছিল তুমি নাকি খুব বেপরোয়া,' স্টোভের দিক থেকে না ফিরেই

বলল মেরী জনসন।

'হয়তো ওর সিগার প্রত্যাখ্যান করেছি বলেই এমন ধারণা করেছে।'

কাঁধের ওপর দিয়ে উৎসুক চোখে তাকাল জেনিফার ক্যাসলন। 'ওকে দেখে মনে হয় না মার খেয়েছে, তাই না, মেরী?'

'একেবারে কমও খাইনি,' সহাস্যে স্বীকার করল হেভেন।

'মিক ম্যারিয়নের সাথে মারামারি করলে কেন?' জানতে চাইল মেরী।

প্রশ্নটার ধরন চমকে দিল ওকে। মিক ম্যারিয়নের নাম উচ্চারণ করেছে মেয়েটি, তারমানে নিশ্চিত খবর শুনেছে। খবরটি মহিলা মহলে আসা কিছুটা হলেও অস্বাভাবিক। কারণ এ ধরনের খনি শহরে সেলুনের ব্যাপারগুলোতে পুরুষরা যতটা আগ্রহ দেখায় তাদের ঘরের মহিলারা ঠিক তার উল্টো। সেলুনের মেয়েদের, জুয়া কিংবা মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের ব্যাপারে যে কোন ভদ্রমহিলাই আলাপ করতে ঘৃণা বোধ করে।

'একটা কাজ খোঁজার জন্যে ওটাই আমার কাছে ভাল মনে হলো,' শ্রাগ করে বলল হেভেন।

'আমি তা বোঝাতে চাইনি, মানে···মারামারির কারণটা জানতে চেয়েছিলাম। কেন এবং কিভাবে শুরু হলো?'

'লড়াইটা শুরু করা সত্যিই কঠিন ছিল,' শুকনো কণ্ঠে বলল হেভেন।

'কিভাবে?'

'কিছু ওয়াইন ওর দাড়িতে ছুঁড়ে দিলাম আমি, তাতেই বোধহয় শুরু হলো।'

'ওয়াইন? এই ক্যাম্পে দেখছি চমৎকার সব লোকের সমাবেশ!'

এবার সরাসরি মেয়েটির চোখে তাকাল হেভেন, টের পেল ওকে চ্যালেঞ্জ করছে মেরী জনসন এবং একটা কারণ খোঁজার চেষ্টা করছে। সহসা অনুভব করতে পারল ঠিক কি জানতে চাইছে মেরী, এবং সেটা বিস্মিত করল ওকে। 'আমার সাথে যে মেয়েটি ছিল, ওর ইচ্ছে ছিল তাই করি আমি, মিস্ জনসন,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিল ও। 'মেয়েটি কেমন জানতে চাও? তোমার মত এত ঘন নয় ওর চুলের রঙ, এত···'

'ওর সম্পর্কে জানার কোন ইচ্ছে আমার নেই,' দ্রুত ওকে বাধা দিল মেরী, ক্ষীণ আভা দেখা গেল ফর্সা গালে।

'তাহলে অন্য মেয়েটির কথা শোনো,' একই ভঙ্গিতে বলে গেল হেভেন। 'লাল একটা ড্রেস পরে ছিল মেয়েটা। ও···'

'প্লীজ!' অনুনয় ঝরে পড়ল মেয়েটির কণ্ঠে।

হেসে উঠল জেনি ক্যাসলন, এবং মেরী জনসনের গাল আরক্ত হতে দেখে হাসিটা তীক্ষ্ণতায় ছাড়িয়ে গেল।

লাজুকভাবে হাসল মেরী, ফিরে তাকাল হেভেনের দিকে। 'আসল কারণটা

জানার কৌতূহল হচ্ছিল আমার। ফিলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু ওর ভদ্রতাবোধ এত বেশি গুজবটা সম্পর্কে মুখ খোলেনি, বরং সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। আমি ওকে বলেছিলাম তোমার কাছ থেকে কারণটা বের করতে পারব···কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তুমিই বরং আমার অস্বস্তির ব্যাপারগুলো বের করে ফেলছ!' সামনে এগিয়ে এল মেয়েটি, আরক্ত গাল স্বাভাবিক হয়নি এখনও। লাজুক হাসি লেগে আছে মুখে, এবং চোখে ক্ষমা প্রার্থনার দৃষ্টি। 'জেনির সাথে কথা বলতে এসেছ তুমি। শুভ রাত্রি।'

উঠে দাঁড়িয়ে শুভরাত্রি জানাল হেভেন।

এগোতে গিয়েও থেমে, ফিরে তাকাল মেরী। ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধা দেখা গেল ওর মধ্যে। 'আশা করি কাজটা দ্রুত শেষ করতে পারবে তুমি, জন,' গভীর দৃষ্টি দেখা গেল চোখে। 'যাক্‌গে, আমার মনে হয় তোমার সাথে সময়টা ভালই কেটেছে, ধন্যবাদ।'

এবার হেভেন নিজেই দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল, উত্তরে বলার মত কিছু খুঁজে পেল না। ওদিকে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেছে মেরী, পেছনে দরজার কবাট ভিড়িয়ে দিয়েছে।

জেনি ক্যাসলনের দিকে তাকাল হেভেন, ওকেই দেখছিল মহিলা। তীক্ষ্ণ এবং অন্তর্ভেদী দৃষ্টি চোখে। 'খুব স্পষ্টভাষী মেয়ে, তাই না?' মৃদু স্বরে বলল সে।

'দুর্ভাগ্যক্রমে হলেও সত্যি,' নিস্পৃহ দেখাল এবার ওকে, কিন্তু গলার স্বরে বিরক্তি চাপা থাকল না।

টেবিলের দিকে এগিয়ে এল মহিলা, সামনের চেয়ারে বসল। 'ক্যাপ্টেনের জন্যে খবর এনেছ বোধহয়?' জানতে চাইল ভাবলেশহীন মুখে, পাকা ব্যবসায়ীর মত শোনাল গলার স্বর।

নতুন কাজ, বুলিয়ন শিপমেন্ট, স্টেজ লুঠ হওয়ার সম্ভাবনা এবং গুটিকয়েক লোকের ওপর সন্দেহের কথা জানাল হেভেন, যাদের ওপর নজর রাখতে পারবে, বিশ্বাসঘাতকতা করলে টের পাবে। নিজের পরিকল্পনার কথাও জানাল। বিপজ্জনক কাজ বলে মন্তব্য করলেও ওর ধারণার সাথে সায় জানাল মিসেস ক্যাসলন। সবশেষে প্রতিশ্রুতি দিল শিগগিরই ক্যাপ্টেনকে সংবাদগুলো পৌঁছে দেবে সে।

তারপর এল মুহূর্তটি, যেটাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করছিল হেভেন, সন্ধ্যার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও অস্বস্তি ত্যাগ করেনি ওকে। নিজেকে সামলে নিল, চেষ্টা করল যাতে নিরপেক্ষ শোনায় কণ্ঠ। 'আরও একটা ব্যাপার, মিসেস ক্যাসলন, সরাসরি তাকাল মহিলার চোখে। 'ক্যাপ্টেনকে জানিয়ো···মার্ক ব্রিস্টোকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।'

জেনিফার ক্যাসলনের চোখে বিস্ময়, বিষাদ আর হতাশা দেখার ফাঁকে

ব্রিস্টোর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা জানাল হেভেন। 'হয়তো বুঝতে পারবে, এ ঘটনা রিপোর্ট করা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে,' শেষে ক্ষীণ স্বরে বলল ও। 'এটা করে আনন্দ পাচ্ছি না আমি। আমাকে বলা হয়েছিল যাতে নিজের সন্দেহের কথা রিপোর্ট করি, এবং বরাবর অসৎ লোককেই সন্দেহ করে এসেছি আমি।'

'নিশ্চই,' ফিসফিস করে বলল মহিলা, দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে।

উঠে দাঁড়াল হেভেন, টেবিল থেকে হ্যাট তুলে নিল।

'ওহ্, জন, কিভাবে ওকে এ কথা বলব আমি?' তিক্ত, আহত স্বরে বলে উঠল মহিলা। চোখে হতাশা আর চাপা বিষাদ। 'কোন ভুল হয়নি তো, জন?'

'না, ম্যা'ম। তথ্যটার গুরুত্ব আমি জানি, নিজেও অনেকবার ভেবে দেখেছি···ভুল করিনি আমি। দুঃখিত, ম্যা'ম।'

উত্তরে কিছুই বলল না জেনিফার ক্যাসলন, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল টেবিল-ক্লথের দিকে। রিক্ত, আড়ষ্ট দেখাচ্ছে তাকে।

মৃদু স্বরে শুভরাত্রি জানিয়ে বেরিয়ে এল হেভেন।

তিন

উঁচু চাকার ফ্রেইট ওয়্যাগন চালিয়ে ইয়ার্ডে ঢুকল জন হেভেন, দেখল অন্ধকারে ডুবে আছে স্টেজ অফিস। শেডের কাছে এসে ওয়্যাগন থামাল ও, নেমে পড়ল। বাতির জন্যে এগোল হার্নেসরুমের দিকে, এদিকে পেছনে গেট বন্ধ করে দিয়েছে জিম গোডার্ড। একটু আগে স্ট্যাম্প মিল থেকে ছয়টা বুলিয়নের বার লোড করে নিয়ে এসেছে। ওরা ছাড়া কেবল সুপারিনটেনডেন্ট আর তিনজন গার্ড উপস্থিত ছিল। সন্ধে ছ'টায় শেষ স্টেজ ছেড়ে গেছে, সুতরাং ওদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশাও আর থাকল না। সারাক্ষণই জিম গোডার্ডকে চোখে চোখে রেখেছে হেভেন, সবকিছু জানায় পর দৃঢ়ভাবে নিজের দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করেছে সে। সুতরাং বুলিয়ন শিপমেন্টের খবর ফাঁস হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকল না, অন্তত ওর নিজের দায়িত্বহীনতা বা উদাসীনতার কারণে তেমন কিছু হওয়ার সুযোগ রাখেনি, নিশ্চিত জানে হেভেন।

দ্রুত, নিঃশব্দে কাজ শুরু করল ওরা—কনকর্ড কোচে হার্নেস জুড়ল,

বুলিয়নের ক্রেট তিনটে এনে রাখল বুটের সামনে। প্রতিটি ক্রেটে দুটো করে বার রয়েছে। ধীর গতিতে তুষার পড়ছে এখনও, ক্ষত-বিক্ষত স্টেজ ইয়ার্ডের মাটির ওপর প্রায় দুই ইঞ্চি স্তর তৈরি করে ফেলেছে ইতোমধ্যে।

বুলিয়ন লোড শেষ করে একটা শটগান, রাইফেল আর প্রচুর গুলি কোচের ভেতরে তুলে রাখল হেভেন, ভারী বাফেলো কোটটা পরতে সাহায্য করল গোডার্ডকে। পাইপ আর তামাক বের করে ধূমপানের আয়োজন করল ও এরপর, প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাল গোডার্ডের দিকে। 'ওপরে, আসনে বসতে হবে তোমাকে, জিম। গোলাগুলি শুরু হলে তোমার ওপর দিয়েই যাবে প্রথম ধাক্কা। সময় আছে এখনও, ইচ্ছে করলে অ্যালেক্সের সাথে দাবা খেলায় যোগ দিতে পারো।'

'আমার তো ধারণা প্রথম গুলিটা তুমিই করবে,' চিন্তিত স্বরে বলল সে, ভয় বা দ্বিধা নেই গলায়। 'তারপর যত জোরে পারি স্টেজ ছুটিয়ে দেব আমি। কে বলতে পারে হয়তো তোমার সাথে সুবিধাই করতে পারবে না ওরা। আর আমার সীটের নিচে সবসময়ই একটা শটগান রাখি।' দাঁত কেলিয়ে হাসল সে, চোখ টিপল সমঝদারের ভঙ্গিতে। 'স্টেজের পর্দাগুলোর চেয়ে একটা ঘোড়ার শরীর অনেক পুরু, তাই না? সুতরাং আমার চেয়ে কোন অংশে কম নয় তোমার বিপদ, বরং বেশিই। তাছাড়া অ্যালেক্সের কথা খুব মনে থাকবে, হয়তো ওর কথা ভেবেই অযথা কোন ঝুঁকি নেব না।'

'অ্যালেক্স কি তোমার আত্মীয় বা ওরকম কিছু?'

'আরে নাহ্। এখানে এসে দেখলাম স্টেজ ড্রাইভারদের ফুট-ফরমাশ খাটত ও, বার্নে ঘুমাত। আমার কামরায় একটা বিছানার ব্যবস্থা করে দিলাম ওকে, খারাপ আবহাওয়ায় যাতে বাইরে ঘুমাতে না হয়।'

বাতি তুলে নিয়ে গেটের বাইরে বেরিয়ে এল হেভেন। জিম স্টেজ চালিয়ে বেরিয়ে আসার সময় একপাশে সরে দাঁড়াল, গেট বন্ধ করে দিল এরপর। বাতি নিভিয়ে কোচের ভেতরে ঢুকল ও, বাতিটা একপাশে রেখে একটা আসন দখল করে গায়ের ওপর বাফেলো রোব চাপিয়ে দিল। খেয়াল করল চলতে শুরু করেছে স্টেজ। জিম গোডার্ড কোচ চালাচ্ছে বলে কিছুটা স্বস্তি হচ্ছে হেভেনের। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন লোকটা, সরাসরি ঘোষণা করেছে ওকে পছন্দ করে এবং বিশ্বাসও করে।

শহরের পেছনের রাস্তা ধরে এগোচ্ছে স্টেজ, শহর ছাড়িয়ে এসে পয়েন্ট অব রকসের রাস্তা ধরল একসময়। সম্ভাব্য লুঠের জায়গাটা কোথায় হতে পারে তা নিয়ে ভাবছে হেভেন। কিন্তু এক ধরনের অদৃষ্টবাদ বেশিক্ষণ ভাবতে দিল না ওকে, বরং ক্যাপ্টেন জনসনের চিন্তা এল মাথায়। মার্ক ব্রিস্টোর খবরটা কিভাবে নেবে সে? নিজেই জানাবে মেরীকে? তথ্যটার সপক্ষে হেভেনই প্রথম প্রমাণ এনেছে জানার পর মেরীর কি প্রতিক্রিয়া হবে নিশ্চিত জানে ও—ওকে ঘৃণা

করবে মেয়েটা। ধারণাটা পছন্দ করতে না পারলেও এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, জানে হেভেন। ব্যাপারটা ঘটবেই, তিক্ত মনে ভাবল ও।

কোচের ছাতে শটগানের কুঁদোর তিনটে তীক্ষ্ণ শব্দে সংবিৎ ফিরল ওর। সতর্ক করে দিচ্ছে গোডার্ড। ধীর গতিতে অস্ত্রে বুলেট ভরল হেভেন, জানালার পর্দা সরিয়ে তাকাতে দূরে বাঁকের মুখে আগুনের একটা উৎস চোখে পড়ল। বন্দুক তৈরি ওর, অপেক্ষায় আছে, কিন্তু জায়গাটায় পৌঁছতে শিথিল হয়ে এল শরীর। বিকল হয়ে যাওয়া ওয়্যাগনের চাকা মেরামত করছে এক ফ্রেইটার।

ব্যাকরেস্টের সাথে শরীর এলিয়ে দিল ও। স্টেজের দুলুনির সাথে পুরানো ব্যথাগুলো চাগিয়ে উঠছে, ইচ্ছে করেই আমল দিল না হেভেন। বাফেলো রোবের উষ্ণতায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল একসময়, অস্বস্তিটা যদিও থেকেই গেল। মাঝে মাঝে স্টেজের দুলুনির সাথে সজাগ হয়ে পাহাড়ের অস্পষ্ট শরীরে নজর বুলাল উদ্দেশ্যহীনভাবে। সাউথ পাস সিটি পর্যন্ত পুরো রাস্তা আর আশপাশের পরিবেশ মনে করার চেষ্টা করল, যদিও এ পথে কেবল একবারই যাতায়াত করেছে ও–স্ট্যামবার্গে আসার সময়। দরকার হবে না জেনেও অনেক কিছু মনে রাখে মানুষ, সাবধানী লোকের ধর্মই হচ্ছে পরিবেশের ওপর চোখ রাখা; কারণ খুঁটিনাটি ছোট্ট একটা তথ্যই অস্থির, বুনো এ দেশে কারও জীবন বাঁচিয়ে দিতে পারে। সেনাবাহিনীতে থাকার কারণে ব্যাপারটা রুটিনমাফিক হয়ে গেছে ওর জন্যে। এ এলাকা সম্পর্কে প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত ওর জ্ঞান, ভাবল হেভেন, তবে আশার কথা এলাকাটা ভাল করে চেনে জিম গোডার্ড, বহুবার যাতায়াত করায় পথটা হাতের তালুর মতই চেনা হয়ে গেছে তার।

আগাম কোন সঙ্কেত বা হুমকি ছাড়াই ব্যাপারটা ঘটল। আচমকা। খুব কাছে একটা রাইফেলের শব্দ শোনা গেল প্রথমে। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল একটা ঘোড়া, নিয়মিত ছন্দ বদলে গিয়ে দুলে উঠল স্টেজ। কিন্তু আতঙ্কিত ঘোড়াগুলো জোয়াল থেকে ছুটতে চাওয়ায় প্রবলভাবে কেঁপে উঠল এরপর। জিম গোডার্ডের নিচু স্বরের খিস্তি কানে এল ওর। গতি কমে গিয়ে একসময় থেমে গেল স্টেজ।

কোচের পর্দা সরিয়ে বাম দিকে তাকাল হেভেন, হাতে শটশান। খাড়া একটা ঢাল চোখে পড়ল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছুই ঠাওর করতে পারছে না, কিন্তু ওদিক থেকেই তীক্ষ্ণ স্বরের হুমকি এল। 'ড্রাইভার, জলদি নেমে এসে মরা ঘোড়াটার পাশে দাঁড়াও! হ্যাটের ওপর হাত তুলে রেখো।'

ধীর গতিতে তুষার পড়ছে, তবে আগের মত ঘন নয়। সাদা ধোঁয়াটে একটা পর্দা যেন ঝুলিয়ে রেখেছে চোখের সামনে। গলার স্বর যেদিক থেকে এসেছে, খুঁটিয়ে দেখল হেভেন, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। উল্টো দিকে ঘুরল ও, ডান দিক থেকে দ্বিতীয় একটা স্বর শোনা গেল এসময়। 'তুমি, গার্ড সাহেব, জলদি নেমে এসো তো!'

হুড়কো খুলতে হাত বাড়িয়েছিল হেভেন, থমকে গিয়ে ফিরিয়ে নিল হাতটা। তাহলে লোকগুলো ওর কথা জানে! বুলিয়ন শিপমেন্টের কথা জানা থাকলে ওর উপস্থিতিও অজানা নেই, একেবারেই সহজ হিসাব। মৃদু খিস্তি করে নিজেকে গাল দিল ও। একপাশে সরে গিয়ে ডান দিকের পর্দা সরিয়ে দিল, দেখল এদিকেও খাড়া ঢাল রয়েছে। ঝোপের আড়ালে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে দ্বিতীয় লোকটা, বোঝা যাচ্ছে না অবস্থান। ওকে নিরস্ত্র করার আগে নিজেদের চেহারা দেখাবে না, মুহূর্তেই পরিষ্কার হয়ে গেল হেভেনের কাছে।

রাইফেলের গর্জন আর তার পরপরই স্টেজের সাইড প্যানেলে গুলি বেঁধার শব্দ কানে এল ওর। তীক্ষ্ণ শব্দে বাতাস কেটে ওপাশের পর্দা ফুটো করে চলে গেল বুলেটটা। প্রথমজনের গলা শোনা গেল: 'এদিকে নেমে এসো, বাছা, নইলে ওখানেই তোমার লাশ ফেলে দেব!'

সেটা সম্ভব, বিষণ্ন মনে ভাবল ও। এখানে থাকা আত্মহত্যার শামিল হবে, ও নিজে নিশানা করে একটা গুলি ছোঁড়ার আগেই ওকে শুইয়ে দিতে পারবে লোকগুলো। 'আসছি আমি,' তিক্ত স্বরে সাড়া দিল হেভেন, দরজা খুলে বাইরে তুষারের ওপর পা রাখল। মাটিতে পা রাখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিরদাঁড়ার ওপর চেপে বসল পিস্তলের একটা নল।

'দাঁড়িয়ে থাকো!' পেছন থেকে নির্দেশ এল।

অনুভব করল ওর হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিয়েছে লোকটা, কিন্তু একচুল নড়েনি পিস্তলের নল। সম্ভবত তিনজন ওরা, ভাবছে হেভেন। তুষারের পর্দা ভেদ করে দূরে লীড হর্সের পাশে দাঁড়ানো জিম গোডার্ডের শরীর দেখতে পেল আবছাভাবে, মাথার ওপর হাত তুলে রেখেছে। পাশেই পড়ে আছে ঘোড়াটা, স্থির। কোন অ্যামেচারের কাজ নয় এটা, ওদের কাজের ধরন দেখে ইতোমধ্যে বুঝতে পেরেছে। সেট-আপটাও নিখুঁত। সাধারণ রোড ব্লকের চিন্তা না করে রাস্তার ওপর রেখেছে একজনকে, এ মুহূর্তে যে লোকটা ওর শিরদাঁড়ায় পিস্তল চেপে ধরেছে; একটু সামনে থেকে লীড হর্সকে গুলি করেছে সে-ই। হার্নেসের ওপর মৃত ঘোড়ার ওজনের চাপে স্টেজ থেমে যাবে, জানত ওরা, এবং ঠিক তাই ঘটেছে–দুটো পাহাড়ী ঢালের মাঝখানে, যেখানে দেখা না দিয়েও আড়ালে থেকে কাজ সারতে পারবে অন্য দু'জন, স্টেজের বাতির আলো তাদের কাছে পৌঁছবে না।

ঢালের ওদিক থেকে এগিয়ে এল দু'জন। স্টেজের গায়ের সাথে মিশে দাঁড়াল প্রথম লোকটা, ড্রাইভারের আসনে চেপে বসল অন্যজন। তার উপস্থিতি পছন্দ করতে পারছে না সামনের ঘোড়াটা, প্রথমে অস্বস্তি প্রকাশ করল ওটা, তারপর নাচানাচি শুরু করে দিল। 'রসো, বাছা। শান্ত হ!' চাপা স্বরে ওটাকে নিরস্ত করার চেষ্টা চালাল জিম গোডার্ড। তার কণ্ঠে ভয় বা হতাশা কোনটাই নেই দেখে অবাক হলো হেভেন।

রাস্তার ওপাশে ঢাল বেয়ে নেমে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল এবার। স্টেজ পেরিয়ে পেছনে চলে এল লোকগুলো। কোচে চেপে বসা লোকটা রাইফেলের বাঁট দিয়ে বুলিয়ন ক্রেটের ওপর আঘাত করল। ওপাশে আরেকজনের কণ্ঠ কানে এল হেভেনের। 'এখানে আছে থলেগুলো,' অন্যদেরকে জানাল লোকটা।

পেশাদার লোকের কাজ, চাতুর্য এবং নিখুঁত সময়জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে ওরা, সমীহের সাথে ভাবল হেভেন। খানিকটা সরে দাঁড়াল ও, দেখতে চাইছে লোকগুলো কতটুকু সতর্ক। কিন্তু উত্তরটা ওর জন্যে সুখের হলো না। গায়ের জোরে ওর শিরদাঁড়ার ওপর কোল্টের নল চেপে ধরল পেছনের দুর্বৃত্ত। 'ফের নড়েছ যদি, খুন হয়ে যাবে!' শীতল, চাপা স্বরে হুমকি দিল।

নীরবে খিস্তি করল হেভেন, তিক্ত অনুভূতিতে ছেয়ে গেছে মন। তাতিয়ে উঠতে চাইছে শরীর–একটা গুলি করার সুযোগ পাবে না, এমনকি কারও দিকে ভাল করে নজর দেয়ার অবস্থাও রাখছে না ওরা। আবছা অন্ধকারের মধ্যে এমনভাবে অবস্থান নিয়েছে যাতে গোডার্ড বা ওর চোখে না পড়ে।

থলের ভেতরে ক্রেটগুলো ঢোকাল স্টেজে চাপা তস্কর, তারপর ছুঁড়ে দিল নিচে দাঁড়ানো লোকগুলোর উদ্দেশে। বুলিয়ন ভরা থলে ঘোড়ার কাছে বয়ে নিয়ে গেল তারা। ওপরের লোকটা নেমে এল এবার, স্টেজের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল, হাতড়ে সবগুলো অস্ত্র খুঁজে ছুঁড়ে ফেলল তুষারের ওপর। ঝামেলার গন্ধ পেল হেভেন। নেমে এসে স্টেজের চারপাশে চক্কর দিয়ে ওর পেছনে এসে দাঁড়াল লোকটা, এবার পিঠে দুটো পিস্তলের অস্তিত্ব টের পেল ও।

'আসল কাজ শেষ,' ঘোষণা করল লোকটা। 'এবার এদের ব্যবস্থা করা যাক।'

'গার্ডসহ শিপমেন্ট করতে তোমাদের না নিষেধ করেছিলাম?' জিম গোডার্ডের দিকে রাইফেল তুলে রাখা লোকটা জানতে চাইল।

গুলির শব্দ কানে আসতে গোডার্ডকে সতর্ক করে দেয়ার বুনো ইচ্ছে গলার কাছে এসে আটকে গেল হেভেনের। অজান্তে সামনের দিকে এগোল, অনুভব করল ওর দুই বাহু চেপে ধরা হয়েছে এবং পিঠের ওপর চেপে ধরা নল তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে দিচ্ছে মেরুদণ্ডে।

'একই জিনিস চাও তুমি?' শীতল সুরে জানতে চাইল গার্ডদের একজন।

উত্তর দিল না ও। বুনো আক্রোশ অনুভব করছে, কিন্তু একইসঙ্গে নিজের অসহায়ত্বের ব্যাপারেও সচেতন। তীব্র ব্যথায় অন্ধকার দেখছে চোখে, পুরোয়া করছে না। মৃত ঘোড়ার পাশে জিম গোডার্ডকে পড়ে থাকতে দেখে সরু হয়ে এল ওর দু'চোখ, চোয়ালের পেশী শক্ত হলো, পরস্পর চেপে বসল ঠোঁটজোড়া।

ঘুরে স্টেজের ওপাশে চলে গেল গোডার্ডের খুনী, একটু পর ঘোড়ায় চাপার

শব্দ কানে এল। অন্য ঘোড়াগুলো ওর কাছাকাছি এগিয়ে এল এবার। হেভেন টের পেল পিঠ থেকে সরে গেছে একটা পিস্তল। শীতল ভয় গ্রাস করল ওকে। জিম গোডার্ডের মত একই পরিণতি হতে যাচ্ছে ওর। 'গুলিটা পিঠে নিতে চাই না আমি,' চাপা স্বরে বলল ও, জেদ আর দৃঢ় সঙ্কল্পে তাতিয়ে উঠেছে শরীর।

'যেভাবে আছ সেভাবেই থাকো,' বলল গার্ড। 'তোমাকে কিছুই করছি না আমরা।'

'ঠিক আছে, ওকে কাভার করেছি আমরা,' দূরে দাঁড়ানো ঘোড়ায় চাপা লোকগুলোর একজন জানাল গার্ডকে। 'ওদের অস্ত্রশস্ত্রও চলে এসেছে আমাদের হাতে।'

পিঠ থেকে পিস্তল সরে গেছে, টের পেল হেভেন। ধীরে ধীরে ঘুরল ও, দেখল ওকে তিরস্কার কিংবা দোষারোপ করার মত নেই কেউ পাশে। স্টেজের ওপাশে দাঁড়ানো পাঁচ ঘোড়সওয়ারের দিকে তাকাল। পাঁচটা অস্পষ্ট ছায়া কেবল, মুখ দেখার উপায় নেই।

'খবরটা জানিয়ে দিয়ো,' হালকা সুরে বলল একজন। ঘোড়া ঘুরিয়ে এগোল ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে, অনুসরণ করল অন্যরা।

দৌড়ে গোডার্ডের কাছে গেল হেভেন, হাঁটু গেড়ে বসল গার্ডের পাশে। ঠাণ্ডায় প্রায় অবশ হওয়া হাতে দেয়াশলাইয়ের জন্যে পকেট হাতড়াতে শুরু করল। কাঠি জ্বালাতে সময় লাগল, জানে উদ্বেগ আর আশঙ্কার জন্যেই বেশি লাগল। শিথিল হয়ে গেছে জিম গোডার্ডের শরীর, খোলা দুই চোখে শূন্য দৃষ্টি। রাগ আর তিক্ততায় ভরে গেল ওর মন, কাঠি জ্বলে শেষ হয়ে আঙুলে তপ্ত আঁচ লাগতে সংবিৎ ফিরল। কাঠিটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অপরাধবোধ হচ্ছে, জিম গোডার্ডকে আগেই সতর্ক করেছিল–চিন্তাটা ওকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করে না কিংবা নিজেকে ক্ষমাও করতে পারছে না হেভেন। বুলিয়ন শিপমেন্টের পরিকল্পনাটা ওরই, হয়তো বেপরোয়া ভাবটাও দরকার ছিল। কিন্তু কাজ তো হয়ইনি বরং ভাল একজন লোক প্রাণ হারাল। অ্যালেক্স ড্যানিয়েলসের চিন্তা মাথায় আসতে বুনো ক্রোধ ছাড়িয়েও অপরাধবোধ জেগে থাকল ওর মধ্যে।

হঠাৎ করেই বোধোদয় হলো ওর। জিম গোডার্ডের জন্যে হা-পিত্যেশ করার চেয়ে লুঠেরাদের পরিচয় জানা জরুরী হয়ে পড়েছে এখন। অনুসরণ করবে ওদের? ঘোড়াগুলোর একটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে পিছু নিতে পারে। লোকগুলোকে পুরোপুরি পেশাদার মনে হয়েছে ওর কাছে, পাঁচজনের আলাদা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তুষারে পড়া ছাপ ধরে এই রাতের বেলায়ও অনায়াসে ট্র্যাকিং করা যাবে। কিন্তু সামনের রুক্ষ জমি আর পাহাড়সারি দেখে খুব একটা নিশ্চিন্ত হতে পারল না হেভেন, এরকম জায়গায় ঘোড়ার ট্র্যাক লুকানো একেবারেই সহজ কাজ। ভরসা কেবল তুষারের ওপর, এভাবে পড়তে থাকলে যে কোন একজনের ট্র্যাক ধরে এগোতে পারবে ও।

গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা ব্যাপার, কোন অস্ত্র নেই ওর কাছে।

মনে পড়ল শটগান ছাড়াও সঙ্গে একটা পিস্তল রেখেছিল জিম গোডার্ড। জরুরী মুহূর্তে বের করার সুযোগ পায়নি, আচমকা ওকে গুলি করেছিল দুর্বৃত্ত। আরেকটা কারণ হতে পারে, হেভেনের ওপর আস্থা রেখেছিল সে। নতুন করে তিক্ততায় ছেয়ে গেল ওর মন, কিন্তু সেটাকে দমিয়ে রেখে ফের দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল। ম্লান আলোয় দেখতে পেল শেষ মুহূর্তে বিপদ বুঝতে পেরে পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছিল গোডার্ড, কিন্তু বাফেলো কোটের বোতাম খোলাই সার হয়েছে। পিস্তলের ওপর পড়ে থাকা হাত সাক্ষ্য দিচ্ছে বাঁট পর্যন্ত পৌঁছেছিল হাত। পকেট হাতড়াতে একটা কিছু ঠেকল হাতে। গোডার্ডের শরীর চিৎ করিয়ে শুইয়ে দিল ও এবার, দেখল কোমরের অন্য পাশে এখনও হোলস্টারেই আছে গোডার্ডের পিস্তল।

কাঠিটা নিভে যেতে আরেকটা জ্বালানোর প্রয়াস পেল হেভেন। গোডার্ডের পড়ে থাকা শরীরের ভঙ্গির মধ্যে অস্বাভাবিক ব্যাপারটা চোখে পড়ল হঠাৎ। উঁহুঁ, পিস্তল বের করতে হাত বাড়ায়নি গোডার্ড, বরং পকেটে হাত ঢোকানোর চেষ্টা করেছিল, খুব সম্ভব গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর।

কৌতূহল বোধ করছে হেভেন, কোচের ভেতরে রাখা বাতির কথা মনে পড়তে উঠে দাঁড়াল। স্টেজের আড়ালে এসে জ্বালাল বাতিটা, গোডার্ডের শরীরের পাশে তুষারের ওপর রেখে পকেট থেকে বের করে ফেলল গার্ডের হাত। নিজের হাত ঢুকিয়ে দিল ও, পাতলা একটা ওয়ালেট বেরিয়ে এল। ভেতরে কোন টাকা নেই, খোলার পর দেখল হেভেন, সরু কয়েকপ্রস্থ কাগজ কেবল। তীব্র কৌতূহল বোধ করছে, বাতির ভাঁপে গলে যাওয়া বরফের মৃদু শব্দ কানে আসছে।

যত্নের সাথে কাগজগুলো আলাদা করল ও। এক মেয়ের দুটো ছবি, তিনটে চিঠি, মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া ইউনিয়ন প্যাসিফিক ট্রেনের পাস, একটা এক্সপ্রেস রসিদ, ব্যাংক নোট-কনফেডারেটদের আমলের স্যুভেনির, এবং কয়েক ভাঁজ করা ছোট্ট একটা কাগজ। শেষ জিনিসটা অক্ষত রেখে ভাঁজ খুলতে সময় লাগল ওর, শুরুটা চোখে পড়ল: *এই মর্মে সত্যায়িত করা যাচ্ছে যে*...কাগজটা বাতির আরও কাছে নিয়ে গিয়ে পড়ল ও:

সত্যায়িত করা যাচ্ছে যে নিম্নোক্ত তারিখ থেকে পি.আর.টিভেলের বিশেষ অনুরোধে এই সার্টিফিকেটের বাহক, জেমস গোডার্ডকে আইনসম্মতভাবে কার্টার কাউন্টির একজন ডেপুটি শেরিফ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো।

অ্যামোস গ্রীন, শেরিফ
ফেব্রুয়ারি ২, ১৮৭২

পরিচিত লাগছে নামটা। পরমুহূর্তে মনে পড়ল সকালে সোল প্রিন্সের মুখে শুনেছিল সাউথ পাস সিটিতে ওয়েলস ফারগোর এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে রবার্ট টিন্ডেল।

সেট-আপটা মিলে যাচ্ছে এবার। টিন্ডেলই নিযুক্ত করেছিল জিম গোডার্ডকে। জিমের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত করেছে শেরিফের কমিশন। এবং মরার আগে ওকে তাই জানাতে চেয়েছিল গোডার্ড।

নোটটা ভাঁজ করল হেভেন, বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গোডার্ডের স্থির শরীরের দিকে। স্টেজ লাইনের সাধারণ ড্রাইভারের ছদ্মবেশ নিয়েছে কেন ওয়েলস ফারগোর একজন ডিটেকটিভ? গোয়েন্দা সংস্থাটি কি কোনভাবে সন্দেহ করেছে ফিনিক্স স্টেজ লাইনই লুঠের সাথে জড়িত? লুঠেরারা তার পরিচয় জেনে ফেলেছিল বলেই খুন হলো গোডার্ড? নাকি গোডার্ড খুব চালাক এক ক্রু, পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে লুঠেরাদের; কিছু তথ্য হয়তো জেনে ফেলেছিল সে এবং অবাধ্যতার কারণেই খুন হয়েছে আজ? স্রেফ সম্ভাবনা হিসেবে চিন্তা করলেও ধারণাটা পছন্দ হলো না হেভেনের। না, গোডার্ডের পরিচয়ে কোন ভুল নেই, সিদ্ধান্ত নিল শেষে, চিঠিটা ভুয়া নয়।

কাগজসহ ওয়ালেটটা পকেটস্থ করল ও। গোডার্ডের শরীর তুলে নিয়ে কোচের ভেতরে ঢোকাল, পিস্তল আর গানবেল্ট কোমরে গুঁজে নিয়েছে। ধূসর একটা বে-কে জোয়াল থেকে আলাদা করল এরপর। বুটের ওপর বাতি রেখে অন্য ঘোড়াগুলোকে এগোতে বাধ্য করল। হয়তো আজ রাতেই স্টেজটাকে খুঁজে পাবে কেউ, কিংবা আগামী কালের মধ্যে শহরে পৌঁছে যাবে। এ নিয়ে বিশেষ চিন্তা করছে না, কারণ অন্য একটা পরিকল্পনা মাথায় এসেছে ওর।

এবার ট্র্যাকের দিকে মনোযোগ দিল হেভেন। পুরু তুষারের ওপর গভীরভাবে পড়েছে খুরের দাগ। মাইল খানেক অনায়াসে এগোতে পারল। একসঙ্গে এগিয়েছে পাঁচজন, একটা ওঅশ পেরিয়ে পাহাড়ের নিচে থেমেছে কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর ঢুকে গেছে পাইন, সিডার আর বার্চের বনের গভীরে। যে আশঙ্কাটা করছিল এতক্ষণ, তাই ঘটল–আলাদা হয়ে গেছে ওরা। সরাসরি নাক বরাবর এগোল হেভেন, যুক্তি বা সম্ভাবনা বিচার করল না। জানে যে কোন একটা ট্র্যাক ধরে এগোতে হবে, এবং ভাগ্য ভাল হলে, ফের যদি কোথাও মিলিত হয় ওরা, তবে সবার ট্র্যাক চোখে পড়বে।

ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এসেছে ট্র্যাক। মাথার ওপরে গাছপালার বাধা থাকায় নিচে ঠিকমত তুষার পড়েনি যাতে গভীরভাবে ট্র্যাক পড়তে পারত, তাছাড়া ছায়া তো আছেই। কিছুক্ষণের মধ্যে অধৈর্য হয়ে পড়ল ও। এগোতে পারবে না বুঝতে পেরে থামার সিদ্ধান্ত নিল, ফিরতি পথে বন থেকে বেরিয়ে পানির উৎসের কাছে ফিরে এল। শুকনো কিছু কাঠ জোগাড় করে আগুন জ্বালাল। ধারণা করছে সকাল হলে কিছুটা হলেও এগোতে পারবে, তবে আশা করল

রাতে তুষার-বৃষ্টি বেড়ে গিয়ে হয়তো ট্র্যাক মুছে ফেলবে না।

অ্যাডজুটেন্ট বিল্ডিংয়ে ঢুকে দাড়িঅলা এক মাইনারকে করপোরাল ওয়েলসের ডেস্কের সামনের চেয়ারে বসে থাকতে দেখতে পেল ক্যাপ্টেন জনসন। তিন কেরানির শুভেচ্ছার উত্তরে পাল্টা উইশ করল জনসন, মৃদু নড করল মাইনারের উদ্দেশে। তারপর বামে ঘুরে নিজের কামরায় চলে এল।

কামরাটা এমন এক জায়গায় চেয়ারে বসলে প্যারেড গ্রাউন্ডের পুরোটাই চোখে পড়ে। নীল আকাশের পটভূমিতে জেগে ওঠা পাহাড় দেখতে ভালই লাগে, অন্তত সকালে ঠিক কাজের শুরুতে। কিন্তু আজ ভাল লাগল না ক্যাপ্টেনের, মৃদু অস্বস্তি বোধ করছে সে। মাইনারের উপস্থিতি কিছুটা হলেও চিন্তিত করে তুলেছে। ওরা এখানে আসার মানেই আরও অভিযোগ, আরও ঝামেলা।

ওভারকোট আর হ্যাট খুলে দরজার আঙটার সাথে ঝুলিয়ে রাখল ক্যাপ্টেন, টেনে-টুনে ঠিক করল পরনের ইউনিফর্ম। স্টোভের কাছে এসে আগুনের আঁচে হাত গরম করে ডেস্কে এসে বসল। একপ্রস্থ কাগজ রাখা টেবিলের ওপর—মর্নিং রিপোর্ট, তুলে নিয়ে দেখা শুরু করার আগেই নক্ হলো দরজায়।

ফিল স্টিলম্যান।

'মর্নিং, ফিল,' বলল ক্যাপ্টেন। 'শিগগিরই বেরুতে পারব?'

'আপনার সাথে দেখা করতে চাইছে এক মাইনার। আপাতত ওটাই একমাত্র কাজ।'

'আমার ঘোড়াটা নিয়ে আসার জন্যে ওয়েলসকে পাঠিয়ে দাও। কি চায় লোকটা?'

'হয়তো ওই একই ব্যাপার। পাঠিয়ে দেব?'

জনসন নড করতে বেরিয়ে গেল স্টিলম্যান।

জানালা দিয়ে প্যারেড গ্রাউন্ডের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। *জঘন্য একটা কাজ দিয়ে শুরু হচ্ছে দিনটা,* ভাবল সে। বুলিয়ন শিপমেন্টের খবর শোনার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও লেফটেন্যান্ট জন হেভেনের কথা ভুলতে পারছে না। প্রথমে মেরীই জানিয়েছিল, পরে রিপোর্টটাকে সম্পূর্ণ করেছে জেনিফার ক্যাসলন। বুলিয়ন শিপমেন্টের সংবাদ তিন-চারজন লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কথা, হয়তো তারপরও কোন একটা ফাঁক থেকেই যাবে, এবং ব্যর্থ হবে লেফটেন্যান্ট। তবে পরিকল্পনাটা পছন্দ হয়েছে জনসনের, অন্তত হেভেনের কাজের ধরনটা। আসল জায়গায় নাড়া দিয়েছে সে, প্রথমেই সমস্যার গভীরে ঢুকেছে, বুঝতে পেরেছে যত কম লোক বুলিয়ন শিপমেন্টের কথা জানবে সাফল্যের সম্ভাবনাও ততই বাড়বে। অস্বীকার করার উপায় নেই পরিকল্পনাটার মধ্যে তাড়াহুড়ো আর মরিয়া একটা ভাব রয়েছে। *ওহ্, পদচ্যুত*

এক অফিসার প্রভাবিত করে ফেলছে আমাকে, তিক্ত মনে ভাবল জনসন। এটাই তার চরিত্রের দুর্বল দিক–নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখে সবাইকে।

সহসাই মনে পড়ল সকালে স্ট্যাম্প মিলে দেখা করতে বলেছে জেনি। কারণটা আন্দাজ করতে পারছে না, খানিকটা বিস্ময়ও লাগছে। হঠাৎ করে জরুরী খবর দেয়ার মত এমন কি ঘটেছে?

দরজা খুলে যেতে ফিল স্টিলম্যানের পেছনে চল্লিশোর্ধ্ব এক মাইনারকে প্রবেশ করতে দেখল ক্যাপ্টেন। খানিক আগে বাইরে দেখেছিল লোকটাকে, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন মনে করেনি। মোটামুটি পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে তাকে, নোংরা বা কুৎসিত নয়, শার্ট আর ট্রাউজারের কয়েক জায়গায় কাদার দাগ। মলিন কাপড় আর ভগ্ন স্বাস্থ্যে রুগ্ন দেখাচ্ছে। সরু ঠোঁট আর গাল ঠাণ্ডায় ফ্যাকাসে দেখালেও লাল হয়ে আছে চোখগুলো, হয়তো হুইস্কির কারণেই।

'এবার কি সমস্যা, বন্ধু?' চেষ্টাকৃত কোমল কণ্ঠে জানতে চাইল ক্যাপ্টেন, ভেতরে ভেতরে বিরক্তি অনুভব করছে।

'ইনজুন!' রোষের সাথে শব্দটা উচ্চারণ করল মাইনার। 'গতরাতে আমার ক্যাম্পে হামলা করেছে ওরা, আর সেই সময়ে মাইলখানেকের মধ্যেই ছিল তোমার জঘন্য আর্মির লোকেরা। সবকিছু লুঠ করার পর শ্যাকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ইন্ডিয়ানরা। ভেতরে ছিলাম আমি, বিপদ বুঝে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে না পড়লে হয়তো রোস্টই হয়ে যেতাম।'

'কারা?' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল ক্যাপ্টেন।

'ইনজুন, আগেই তো বলেছি!' বিরক্তি দেখা গেল মাইনারের মুখে।

'কিভাবে জানলে ইন্ডিয়ানই ছিল ওরা? দেখেছ ওদেরকে?'

'রাতের বেলায় আদৌ দেখা সম্ভব?' স্টিলম্যানের প্রশ্নে রাগ ফুটে উঠল লোকটার চোখে। 'কিন্তু সারা রাতই ওদের চলাফেরার শব্দ পেয়েছি। ইনজুন ছাড়া আর কে ওরকম বিকট চিৎকার করবে?'

ফিল স্টিলম্যানের সাথে দৃষ্টি বিনিময় হলো ক্যাপ্টেনের, একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে নীরবে ওদের আলাপ শুনছে সে। 'তোমার ক্লেইমটা কোথায়?'

'ক্রীড ক্যানিয়নে, চায়না বয় থেকে মাইলখানেক ওপরের এক উপত্যকায়। ঠিক উত্তরে সৈনিকদের অস্থায়ী পোস্ট!' ক্রুদ্ধ স্বরে বলল মাইনার। 'আমাদের সাহায্য করতে এল না কেন ওরা? ইনজুনদের চিৎকার যদি ওদের কানে গিয়ে নাও থাকে, গোলাগুলির শব্দ নিশ্চই শুনেছে?'

'দুটো কারণে,' শান্ত কণ্ঠে বলল ক্যাপ্টেন। 'ওখানেই থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ওদেরকে, এবং হয়তো তোমার ইনজুনরাও ঠিক সেটাই চাইছিল–তোমাদের সাহায্য করতে ব্যস্ত থাকবে সৈনিকরা আর এ ফাঁকে চায়না বয়ে রেইড করার সুযোগ পেয়ে যাবে।'

'আর্মিকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যেত ইনজুনরা,' তিক্ত শোনাল মাইনারের

কণ্ঠ।

'না, খুব একটা কাজ হত না,' অস্বীকার করল জনসন। 'ঠিক আছে, আরও লোক পাঠাব ওখানে, তোমার ক্লেইমের কাছে তল্লাশি চালাতে বলে দেব।' মাইনারের দিকে ঝুঁকে এল ক্যাপ্টেন। 'ইন্ডিয়ানদের ঘোড়াগুলো দেখেছ?'

'না।'

'ওদের কথা শুনেছ, এমন কিছু যেটাকে ইংরেজি বা অস্পষ্ট ভুল ইন্ডিয়ান ভাষা বলে মনে হয়েছে?'

'শোনার মত অবস্থায় ছিলাম না আমি,' কিছুটা অসন্তোষের সুরে বলল মাইনার। 'খোদা, গতরাতে যদি ঘনভাবে তুষার না পড়ত, কেবিনের ভেতরে সিদ্ধ হয়ে যেতাম আমি!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্যাপ্টেন জর্জ জনসন। গৎবাঁধা প্রশ্নগুলো করে গেল একে একে, উত্তরগুলো আগে থেকে জানা। অভিযোগের রিপোর্টও আগেরগুলোর মতই হলো–কেউ দেখেনি 'ইন্ডিয়ান'দের, অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়েনি কারও, আর্মি কেন রেইড ঠেকাতে এগিয়ে আসেনি তা নিয়ে মাথা গরম করেছে সবাই। রেইডাররা ইন্ডিয়ান কিংবা অন্য কেউ হতে পারে, কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই।

একটু পর বিদায় নিল অসন্তুষ্ট মাইনার।

'সার্জেন্ট বার্নহ্যামকে সাহায্য করতে কিছু লোক হয়তো পাঠাতে হবে ওখানে,' মুখ খুলল ফিল স্টিলম্যান। 'কিন্তু সেটা কি উচিত হবে?'

ক্যাপ্টেন নড করতে বেরিয়ে গেল অ্যাডজুটেন্ট।

পাশের দেয়ালে ঝোলানো বড়সড় ছবিটার দিকে তাকাল জনসন, ওয়েস্ট পয়েন্টে কোর্স শেষে সবাই মিলে তুলেছিল। হতাশা দেখা গেল ওর মুখে, দুটো সমস্যার কোনটারই কিনারা হয়নি। একাডেমির নির্দেশকরা কিভাবে পরামর্শ দিত তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল মনে, আদৌ ওরা নিজেরাই কি এরকম অস্বস্তিকর সমস্যায় পড়েছে কখনও? একের পর এক অভিযোগ আসছে, নিজের অসহায় অবস্থাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে সেগুলো। ক্ষীণ অপরাধবোধ হচ্ছে ওর, কোয়ার্টারমাস্টার ট্রেনে গার্ডের দলে আরও কিছু লোক পাঠানো উচিত ছিল। কিন্তু কে জানত জুতা, বেশন, হার্নেস আর ইউনিফর্মের দিকে নজর দেবে ওরা? লুঠ হওয়ার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও ঘটনাটা ভুলতে পারছে না ক্যাপ্টেন, এখানকার কমান্ডিং অফিসার হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই ওর দায়িত্ব বেশি।

এক সার্জেন্ট ঢুকল কামরায়। 'আপনার ঘোড়া তৈরি করা হয়েছে, স্যার,' জানাল সে।

গায়ে ওভারকোট আর মাথায় হ্যাট চাপিয়ে বেরিয়ে এল জর্জ জনসন।

এখানে আসার সময় ভেবেছিল সকালের মেইল হয়তো চলে এসেছে, কিন্তু এ ব্যাপারে কিছুই জানায়নি ফিল। মেইল আসলে বরাবরই প্রথমে ওর টেবিলে উপস্থাপন করে স্টিলম্যান। হেভেনের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না বলে দ্বিধান্বিত জনসন, কিছুটা বিভ্রান্তও। হেডকোয়ার্টার থেকে রেকর্ডের কপি এলে কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত হতে পারবে বোধহয়। তার আগে হেভেন সম্পর্কে চূড়ান্ত কিছু ভাবা ঠিক হবে না।

সাজ পরানো ঘোড়াটা নিয়ে স্টেবলে অপেক্ষা করছিল সার্জেন্ট ব্রেনান। স্যালুট ফেরত দিয়ে সার্জেন্টের বউ আর ছেলে-মেয়েদের কুশল জানতে চাইল জনসন, স্যাডলে চড়ে গেটের দিকে এগোল। ব্যারাক, লন্ড্রি আর কমিশারি বিল্ডিং পেরিয়ে এগোল ও। কমিশারি বিল্ডিংয়ের পাশের দালানটির দিকে তাকানোর ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু অজান্তে চলে গেল চোখ। কোয়ার্টার মাস্টার স্টোরহাউস, বিশাল লগ কেবিনের দরজাটা বন্ধ। অফিসারদের লিখিত অনুমতি ছাড়া ওই দরজা খোলার অনুমতি নেই কারও। ভেতরে লক্ষ টাকার বুলিয়ন জমা করা হয়েছে, কোন একসময় শিপমেন্ট করতেই হবে। *কিন্তু কে করবে কাজটা,* তিক্ত মনে ভাবল ও, *আর্মি না অন্য কেউ?*

পশ্চিমের গেট পেরিয়ে এল সে। রৌদ্রোজ্জ্বল ঝকঝকে সকাল। সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে জুনিপার ঝোপ আর রাস্তার ওপর পড়ে থাকা তুষার। নীল মেঘহীন আকাশ, বাতাস ঠাণ্ডা। জমে থাকা তুষারের কারণে দূরের পাহাড়সারিকে বরফের পাহাড়ের মতই মনে হচ্ছে।

মাইল খানেক নিশ্চিন্তে রাইড করল ক্যাপ্টেন, তারপর আটলান্টিক গালশে প্রবেশ করতে ভিড়ের মধ্যে পড়ে গেল। সরু রাস্তায় লোকজন ছাড়াও ওয়্যাগনের ভিড় লেগে আছে। রাস্তার একপাশে সরে আসতে কাছেই এক মাতাল মাইনারকে পড়ে থাকতে দেখল জনসন। ছোট ছোট লগ কেবিন পেরিয়ে ক্যানিয়নের ঢালের ওপর আরগাস স্ট্যাম্প মিল, ওটাই তার গন্তব্য।

আরগাস মিলের যাওয়ার দুটো পথ: একটা ওয়্যাগন চলাচলের জন্যে–ঢালু এবং ঘুরপথের। হেঁটে যাওয়ার জন্যে আরেকটা পথ আছে, ওটা ধরেই এগোল জনসন। ছোট্ট অফিসরুমের সামনে পৌঁছার পর দেখা গেল হাঁপাতে শুরু করেছে ঘোড়াটা, দ্রুত হয়ে এসেছে নিঃশ্বাস। খোলা শেডের কাছে পশুটাকে নিয়ে এল ও, আধ-ডজন ঘোড়া রয়েছে সেখানে। স্যাডল ছেড়ে ঘোড়ার গায়ে একটা কম্বল চাপিয়ে দিল, তারপর স্টলে কিছু দানাপানি দিয়ে বেরিয়ে এসে অফিসের দিকে এগোল।

আরগাস মিলটি ঢালের ধাপে ধাপে তৈরি করা হয়েছে। প্রথমে আকরিক সংগ্রহের অফিস, গ্রাহক আর ব্যবসায়ীদের বসার জন্যে বিশাল লবি। এরপর পরিশোধন আর পরিষ্কার করার জায়গা। ঢালের একেবারে ওপরে আকরিক বিশুদ্ধিকরণের স্থান। কাছে যেতে স্ট্যাম্পের শব্দ ভেসে এল ওর কানে,

আকরিক গুঁড়ো করার কাজ চলছে। চড়া শব্দের সাথে মাটি পর্যন্ত কেঁপে উঠছে। জনসন ভেবে পেল না এই শব্দের মধ্যে কিভাবে কাজ করছে লোকজন।

অফিসের ভেতরে ঢুকল ও। কাউন্টারের পেছনে ব্যস্ত কর্মচারীদের অনেকেই পূর্ব-পরিচিত, তাদের উদ্দেশ্যে নড কিংবা শুভেচ্ছা বিনিময় করল। পেছনে, কয়েকটা কামরা পেরিয়ে জেনি ক্যাসলনের কামরার দিকে এগোল ও। দেখল ম্যানেজার টিউডর শ'-র সাথে আলোচনা করছে জেনি। ওকে দেখে হাত নাড়ল জেনি, আঙুল তুলে পাশের কামরাটা দেখাল।

পাশের কামরায় চলে এল জনসন।

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অফিস হিসেবে এ কামরাটা ব্যবহার করত বেন ক্যাসলন। পরিবর্তন করেনি জেনি। সাউথ পাস সিটি, মিল ও খনির ছবি ঝোলানো রয়েছে দেয়ালে। এককোণে বহুল ব্যবহৃত ডেস্ক, বুক কেসে আকরিকের অনেকগুলো নমুনা, ধুলোমলিন। আরেক কোণে একটা খোলা সেফ আর স্টোভ রয়েছে। কেবল পিকদানির অভাব রয়েছে ঘরটায়, কোট খুলে ঝুলিয়ে রাখার সময় ভাবল জনসন।

পাশের দরজা দিয়ে কামরায় প্রবেশ করল জেনি। গাঢ় বাদামী একটা ড্রেস পরেছে, সতেজ লাগছে ওকে। পরস্পরকে চুমো খেল ওরা, ডেস্কের সামনের চেয়ারে এসে বসল ক্যাপ্টেন। 'কোন মেয়ে এখানে কাজ করতে পারে এমন ধারণা ছিল না আমার,' হালকা সুরে বলল সে। 'তুমি তামাক চিবুলেও বোধহয় এতটা বেখাপ্পা ঠেকবে না।'

জেনি এমনভাবে বসল যেন ক্লান্তি বোধ করছে, উত্তরে পাল্টা হাসল। 'আকরিকের ফ্লো শিটগুলো দেখলে বরং হাতের নখ চিবাতেই পছন্দ করি আমি, কিন্তু তাতেও বিরক্তি ধরে গেছে ইদানীং।'

'কাজটা করার জন্যে জোগাড় করে নাও কাউকে।'

'এবং বাসায় বসে থেকে কেবল কাপড়ে সেলাই তুলব? না, ধন্যবাদ।'

মৃদু হেসে সিগার ধরাল জনসন। জানালা দিয়ে নিচের শহরের দিকে তাকাল, সরু রাস্তায় চলন্ত ওয়্যাগনগুলোর ওপর লেগে থাকল চোখ।

'খবরটা শুনেছ?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল জেনি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল জনসন। 'যেভাবে বলছ মনে হচ্ছে ভাল কোন খবর নয়। কি হয়েছে?'

'গতরাতে লুঠ হয়েছে হেভেনের স্টেজ। ড্রাইভারকে খুন করেছে ওরা, বরাবরের মতই বুলিয়নগুলো নিয়ে গেছে।'

'হেভেনের কি হলো?'

'কেউ জানে না। উধাও হয়ে গেছে সে।'

'লুঠেরাদের পিছু নিয়েছে?'

'রাতে যে হারে তুষার পড়ছিল মনে হয় না পিছু নেওয়ার সাহস করেছে ও।'

'যদি পুরুষের ব্যবসাই দেখবে, এখানে একটা ছাইদানি রাখছ না কেন?' চারপাশে তাকিয়ে বিরক্ত স্বরে বলল। সিগারটা বিস্বাদ লাগছে।

'জানালার কাছে আছে,' শান্ত স্বরে জানাল জেনি।

জানালার কাছে গেল জনসন, ছাইদানিতে সিগার পিষে ফেলে বাইরের উজ্জ্বল রোদের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর হঠাৎ করেই ঘুরল, মাথা নাড়ল যেন কোন একটা ব্যাপার মেনে নিতে পারছে না। 'আমি একটা ভুল করেছি!' প্রায় অনুশোচনার সুরে বলল।

'এভাবে বলছ কেন?'

'এখন বুঝতে পারছি শুরুতেই এরকম একটা পরিকল্পনা প্রায় উন্মাদনার পর্যায়ে পড়ে, অথচ অনুমোদন দিয়েছি আমি।'

'শ্রেয়তর একটা পরিকল্পনা করেছে হেভেন, শুরুটা তো চমৎকার ছিল,' মনে করিয়ে দিল জেনি। 'না, জর্জ, নিজের বুদ্ধি দিয়ে ওকে এগোতে বলেছ তুমি, এখন দোষারোপ করা কি ঠিক হবে? অন্তত ওর মুখ থেকে আসল ঘটনা শোনার আগেই? আমার তো মনে হয় ভালই এগিয়েছে হেভেন। অন্তত এটা তো জানে ছয়জনের যে কোন একজন লুঠের সঙ্গে জড়িত।'

'হতে পারে,' তিক্ত, বিরক্ত সুরে বলল জনসন। 'কিন্তু তাদের একজন ইউনিফর্মগুলো হাতিয়ে নিয়েছে এ সন্দেহে ছয়জনকেই ঝোলাতে পারি না আমি।'

'না, পারো না তুমি,' একমত হলো জেনিফার ক্যাসলন। 'প্রায় অসম্ভব একটা কাজ দিয়েছ ওকে। যেভাবেই হোক দায়িত্ব পালন করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছ। এখন ওর কাজের ধরন সম্পর্কে আপত্তি তুলছ!'

'দক্ষ একজন অফিসার হলে পদাবনতি হত না ওর,' সোজাসাপ্টা বলল জনসন। 'মাথা থেকে এ চিন্তাটা কোনভাবেই সরাতে পারছি না আমি। স্বীকার করি পদচ্যুতির ব্যাপারটা কিংবা আমার চিন্তা, কোনটাই যুক্তিসঙ্গত নয়, কিন্তু ঘটেছে ঠিকই।'

'হয়তো ওর কমান্ডিং অফিসার ঠিকভাবে ব্যবহার করেনি ওকে, কিংবা তারা নিজেরাই দক্ষ ছিল না। তুমি জানো আর্মিতে খারাপ অফিসার আছে।'

'নিশ্চই আমাকে তিরস্কার করতে ডাকোনি, জেনি, কি ব্যাপার?'

ডেস্কে রাখা কলমের ওপর স্থির হলো জেনিফার ক্যাসলনের দৃষ্টি। 'জর্জ, সত্যিই কি মার্ককে ভালবাসে মেরী?' চাপা স্বরে প্রশ্ন করল ও, কিন্তু ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল না।

'তুমি নিজে একটা মেয়ে এবং আমাকে জিজ্ঞেস করছ! মেরীর মনের খবর কিভাবে জানব আমি?'

'তাহলে আন্দাজ করো।'

'মেরী ওকে বিয়ে করবে, তাই বলছে আমাকে।'

'না, তা করবে না ও,' সোজাসাপ্টা, প্রায় ঘোষণার সুরে বলল জেনি, ফিরে তাকাল জনসনের দিকে। 'ও অসৎ, জর্জ!' হেভেনের সন্দেহের কথা জানাল। প্রথমে অবিশ্বাস দেখা গেল জর্জ জনসনের মুখে, দেখল জেনি, তারপর রাগ দেখা গেল চোখে।

আকরিকের নমুনাগুলোর কাছে চলে গেল জনসন, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। 'ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম ওকে। ভুল হয়নি ওর।'

'তাহলে মেরীকে বলব আমরা?'

'একটা মেয়েকে এ কথা বলা যায় না। সত্যটা জেনে নিতে হবে ওকে।'

'মার্ককে বিয়ে করার পর?' অসহিষ্ণু সুরে জানতে চাইল জনসন। 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কথা বলার ক্ষমতা থাকছে তার আগে নয়!'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। নিজেদের বেদনা, হতাশা বিনিময় করার চেষ্টা করল। 'একটা উপায় আছে, জর্জ,' বাতলে দিল জেনি। 'আমাদের বিয়ের তারিখ মে পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া যায় না? আমার তো মনে হয় আমাদের পরপরই নিজেদের বিয়ে হোক, মেরী বা মার্ক কেউই পছন্দ করবে না। তেমন হলে তিন বা চার মাস পিছিয়ে যাবে ওদের বিয়ে। অনেক কিছু ঘটতে পারে এ সময়ে।'

'যেমন?'

'কিছু একটা,' নির্দিষ্ট কিছু মাথায় এল না জেনির।

মনে মনে প্রস্তাবটা উল্টে-পাল্টে দেখল জনসন; পছন্দ করতে না পারলেও গুরুত্বটা ঠিকই অনুধাবন করতে পারছে।

পরে, ঢালু ট্রেইল ধরে নিচের রাস্তায় নেমে আসার সময় সিদ্ধান্তটা ভেবে দেখল ক্যাপ্টেন। মেরীর জন্যে এক ধরনের অন্ধ ভালবাসা রয়েছে ওর, যা কেবল অকালে স্ত্রী-হারানো কোন বাপেরই থাকে। হয়তো এ কারণেই মার্কের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত নিস্পৃহ থাকতে পারবে। কিন্তু পাশাপাশি আশঙ্কা আর দ্বিধাও রয়েছে, যেগুলোর পরিমাণ মেরীর প্রতি ভালবাসার চেয়ে মোটেই কম নয়। দরকার হলে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবে মার্ক ব্রিস্টোকে, তবু বিয়েটা ঠেকাবে, ভাবল জনসন, সত্যিই যদি হেভেনের সন্দেহ ঠিক হয়ে থাকে।

জেনির প্রস্তাবটা বুদ্ধিদীপ্ত, মেয়েলি বিচক্ষণতা আছে তাতে। হয়তো কাজও হয়ে যেতে পারে। তারপরও বিষণ্ন এবং অধৈর্য বোধ করছে সে। আপাতত কিছুই করার নেই, প্রায় অসহায়ের মত ভাবল, ঘটার অপেক্ষায় আছে অনেকগুলো অশুভ ঘটনা; একটার ওপরও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই ওর। তাৎক্ষণিকভাবে কিছু করার নেই, কোন অস্ত্র দিয়েই মোকাবিলা করার সুযোগ

নেই এখন, কেবল একটা জিনিস ছাড়া–ধৈর্য, এবং ঠিক এ জিনিসটাই ঘৃণা করে জনসন।

পোস্টে ফিরে এসে স্টেবলে ঘোড়া রাখল ক্যাপ্টেন, ঘড়ি দেখল। ইতোমধ্যে লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গেছে। অফিসে না গিয়ে কোয়ার্টারের দিকে এগোল।

পোর্চে পা দিতে মেলোডিয়নের সুর কানে এল ওর। লিভিংরুমে চলে এল সে, দেখল মেলোডিয়ন নিয়ে বসেছে মেরী। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ফিল স্টিলম্যান। ওকে দেখতে পেয়ে বাজনা থামিয়ে ছুটে এল মেরী, উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

'সঙ্গীতটা শুনে দেখো, ক্যাপ। স্তবগান নয়। শুনো!' ফের আগের জায়গায় গিয়ে বসল ও। বাজাল, এবং শেষে বাপের দিকে তাকাল। চোখে প্রত্যাশা। দেখল কোট ঝুলিয়ে রেখে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জনসন।

'দারুণ,' উদাসীন সুরে বলল সে। 'সার্জেন্ট হেনরিকে স্বরলিপিটা দিয়ো। ব্যান্ডের জন্যে ওটাকে অনুমোদন দেবে সে, যদি পছন্দ হয় ওর।'

'শুধু এই?'

হঠাৎ করেই মেয়ের প্রতি গভীর অনুরাগ অনুভব করল জনসন, নিজের জীবনে মেয়েটার গুরুত্ব কতখানি যেন এই প্রথমবারের মত টের পেল। মেরীর কাঁধে একটা হাত তুলে দিল ক্যাপ্টেন, মৃদু চাপ দিল, তারপর ফিরে তাকাল স্টিলম্যানের দিকে। 'মেইল এসেছে বোধহয়?'

'জ্বী, স্যার,' একটা ফোল্ডার এগিয়ে দিল অ্যাডজুটেন্ট, রঙ আর বাইরের চেহারা দেখে বোঝা গেল মিলিটারি রেকর্ড বুকের অংশ। 'এখানে আশপাশে না রেখে নিজেই আপনাকে দেব ভেবেছি।'

'লেফটেন্যান্ট জন এফ. হেভেনের মিলিটারি রেকর্ড,' গম্ভীর সুরে বলল মেরী। 'সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট, ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি। কিন্তু ওর ব্যাপারে চিন্তা করা কি স্বাভাবিক ব্যাপার, যেখানে ইন্ডিয়ান হামলা আর বুলিয়ন শিপমেন্টের ব্যাপারগুলোই তোমাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে?' উত্তরের অপেক্ষায় থাকল না মেয়েটি, ম্যালোডিয়নে 'মার্চিং থ্রু জর্জিয়া'র চার স্তবক বাজাল।

স্টিলম্যান হেসে উঠতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল জনসন, চোখে সন্দেহ। 'মেরীকে এটা দেখিয়েছ নাকি?'

'নিশ্চই নয়, স্যার।'

কোথাও বসে সুস্থিরভাবে রিপোর্টটা পড়তে চাইছে জনসন। কোয়ার্টারে সবচেয়ে আরামদায়ক কামরা এটাই, সোফায় বসে মত বদলে নিল সে। মনে এল অন্যদের সাথে আপাতত তার মানসিক স্থৈর্য বা মনোভাবের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে এখন নিজের কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

জানালার পাশে বিছানায় গিয়ে বসল জনসন, ফোল্ডারটা খুলল। ওদিকে মেলোডিয়নে নতুন একটা সুর তুলেছে মেরী। সঙ্গীতকে মন থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিল সে, মনোযোগী হলো পড়ায়, বুঝতে পারছে জিনিসটা ঠিকমত পড়তে পারলে জন হেভেন সম্পর্কে প্রায় সবকিছু জানতে পারবে।

একুশ বছর বয়সে কমিশন পাওয়ার সময় দেওয়া হেভেনের স্বীকারোক্তি আগ্রহী করে তুলল ওকে। নিজেকে অহঙ্কারী এবং উন্নাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে সে, রিপোর্ট করেছে রেজিমেন্টের কমান্ডার। হেভেনকে দেয়া কিছু সনদপত্র বিস্মিত করল জনসনকে। দুটো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, জেনারেল পদবীর এক অফিসার এবং ওয়েস্ট পয়েন্টে জনসনের এক সতীর্থ যাকে যথেষ্ট সমীহ এবং শ্রদ্ধা করে সে, এ দু'জনের প্রশংসাপত্র ছাড়াও যুদ্ধের সময় আপারভিল আর ভার্জিনিয়াতে সফলভাবে নিজের দায়িত্ব সামলেছে হেভেন, ইন্ডিয়ান এলাকায় অক্লান্ত পরিশ্রম আর বিপদ উপেক্ষা করে প্রকৌশলী একটা দলকে নিয়ে চালানো সার্ভের সাফল্য···যে কোন অফিসারই গর্ববোধ করবে এসব দক্ষতার জন্যে, ভাবল জনসন।

সরকারীভাবে তিরস্কার করা হয়নি ওকে, যদিও পদাবনতি দেয়া হয়েছে ঠিকই–সংক্ষিপ্ত, দায়সারাভাবে, কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। তবে অফিশিয়ালি কর্নেল এল.পি. লোভেল তা নিশ্চিত করেছেন। মুহূর্তের জন্যে নামটার ওপর স্থির হয়ে থাকল জনসনের চোখ, তারপর বাকিটুকু পড়া শুরু করল।

হেভেনের পদচ্যুতির একাধিক কারণ দেখানো হয়েছে–অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য এবং সিনিয়র অফিসারকে শারীরিক আক্রমণ। করুণা আর কৌতূহলের সাথে জিনিসটা পড়ল জনসন। বদমেজাজ বা ক্রোধ কোন অফিসারের ত্রুটি হওয়া উচিত নয়, এবং এটা সত্যি যে জিনিসটা তার মধ্যেও আছে। হেভেনের সার্ভিসের খতিয়ান দেখে জনসন বুঝতে পারল ব্যাপারটা ঘটেছে ফোর্ট প্যাম্বিনায়, ডাকোটা ডিপার্টমেন্টে

ফোল্ডার বন্ধ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে, লিভিংরুমে ফিরে এল একটু পর। গান থামিয়ে জনসনের দিকে তাকাল মেরী। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চোখে, বাপের মুখ দেখে ঘটনা আঁচ করার চেষ্টা করছে।

স্টিলম্যানের হাতে ফোল্ডারটি ধরিয়ে দিল জনসন। 'রেজিস্ট্রারে কর্নেল এল.পি. লোভেলের খোঁজ করে দেখো তো।'

'নিয়েছি, স্যার। যুদ্ধের সময় পে-মাস্টার ডিপার্টমেন্টের একজন ব্রেভেট মেজর ছিলেন তিনি। পরে ইনফেন্ট্রিতে বদলি হন, মিসৌরির হেডকোয়ার্টারে আছেন এখন।'

প্রায় অসামরিক একজন হিসাবরক্ষক, ভাবল জনসন। 'তোমার কি মনে হয়, ফিল?' ফোল্ডারের উদ্দেশে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল।

'আমার তো ধারণা রেকর্ডগুলো যে কোন অফিসারকে ঈর্ষান্বিত করবে।

পদাবনতি দেয়া নিষ্ঠুরতা মনে হয়েছে, স্যার।'

'সিগন্যাল অফিসারের মাধ্যমে একটা টেলিগ্রাম পাঠাও। সরাসরি আমার নাম দিয়ে কর্নেল লোভেলকে তার করবে।'

'ব্যক্তিগতভাবে কর্নেল লোভেল যদি ওকে পদচ্যুত করে থাকেন, আপনি অনুরোধ করলে হয়তো ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখতেও পারেন।'

'তা করতে যাচ্ছি না আমরা, ওরকম ইচ্ছেও নেই। হেভেন যার ওপর হামলা করেছিল, ওই অফিসারের নামটাই শুধু জানতে চাইছি আমি!' ফিল স্টিলম্যানের চোখে বিস্ময় দেখে খেই ধরল জনসন। 'আর্মি খুব ছোট একটা শাখা, এবং অনেক অফিসারকে চিনি আমি।'

স্টিলম্যানের চোখে বিস্ময়ের বদলে হতাশা দেখা গেল এবার। তারপরই জনসন উপলব্ধি করল মুখ ফস্কে কি বলে ফেলেছে। মেয়ের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন, দেখল ভুরু কুঁচকে ওকে দেখছে মেরী। 'ঠিকই শুনেছ তুমি, মেরী,' আপসের সুরে বলল এবার। 'সত্যিই সিনিয়র অফিসারের ওপর হামলা করেছিল ও। আর সবকিছুর মত এটাও স্রেফ ভুলে যাও!...এসো, আপাতত লাঞ্চ করা যাক।'

দিনের আলো ফোটার আগেই বিছানা ছাড়ল জন হেভেন। বেডরোল গুটিয়ে, জ্বলতে থাকা আগুনে তুষার চাপা দিয়ে নিভিয়ে ফেলল। স্যাডলে চেপে ট্রেইল ধরে এগোল এরপর। ভাগ্য ওর পক্ষেই আছে এখনও, এ কারণে যে মাঝরাতের কিছু পরেই তুষার পড়া থেমে গিয়েছিল। একেবারে মুছে দেয়নি ট্র্যাক। কিন্তু পরখ করতে গিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল ও, অস্পষ্ট হয়ে এসেছে ট্র্যাকগুলো, প্রায় মুছে যাওয়ার মতই।

পুব আকাশে সূর্য উঠি উঠি করছে, ঠাণ্ডা পড়ছে এখনও। ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে শরীরে। মিনিট কয়েক বনের ভেতর দিয়ে এগোল ও, ট্র্যাক জরিপ করতে মাঝে মধ্যেই স্যাডল ছেড়ে হেঁটে এগোতে হচ্ছে। বিস্তৃত উইন্ড রীভার রেঞ্জে পৌঁছল একসময়। শুরুতেই পাইনের সারি, মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সরু ট্রেইল, ক্রমশ উত্তরে [illegible] গেছে। ঢালের আকারে উচ্চতা বাড়ছে। ঘণ্টাখানেক পর, হেভেন আন্দাজ করল শুশোন রিজার্ভেশনের কাছাকাছি চলে এসেছে।

সিডারের সারি পেরিয়ে এল ও। ঊষর প্রান্তরে ঘন তুষার জমায় গোড়ালি সমান দেবে যাওয়া ট্র্যাকগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ছে। দূরের উঁচু ঢালের একপাশে শ্যাকের মত একটা কেবিন চোখে পড়ল। সন্দেহ নেই কোন প্রসপেক্টরের আবাস, পরিত্যক্ত হলেও এখানেই রাত কাটিয়েছে লোকটি। উৎসাহ বোধ করছে হেভেন, স্যাডল ছেড়ে ট্র্যাক দেখার সময় উত্তেজিত হয়ে পড়ল। ট্র্যাকের কিনারা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো এখনও ওগুলোর ধার বরফে পরিণত

হয়নি। ওর মতই তুষারের ওপর জুয়া খেলেছে দুর্বৃত্তটি–ভেবেছে সারা রাত ধরে তুষার পড়বে, ট্র্যাক ঢেকে যাবে; নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিয়েছে রাতে। কিন্তু হেরে গেছে সে।

তুষারের ওপর পড়া ট্র্যাকগুলো একেবারেই তাজা, ঘণ্টাখানেক আগেরও নয়।

স্যাডলে চাপল ও, খেয়াল করল দ্রুত এগিয়েছে লোকটি। মাইল দুই এগিয়ে গতি কমিয়েছে দুর্বৃত্ত, হয়তো এটুকু আসার পর মন থেকে আশঙ্কা মুছে ফেলেছে।

টানা এগিয়ে চলল হেভেন। অনেকগুলো ট্রেইল এসে জুড়ল মূল ট্রেইলের সাথে, কিংবা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, কিন্তু একবারের জন্যেও দিক পরিবর্তন করেনি লোকটি। ক্রমশ উঁচুতে উঠছে সে, উত্তরে সরে যাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক পর একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এল ও। খেয়াল করল কিছুক্ষণের জন্যে এখানে থেমেছিল লোকটি, স্যাডলের ওপর বসে পেছনের ট্রেইলে নজর রেখেছে–হয়তো সন্দেহ করেছে অনুসরণ করছে কেউ। হেভেন নিজেও পেছন ফিরে তাকাল, প্রেয়ারির কোথাও খোলা জায়গা চোখে পড়ল না। বনভূমি ও ঘন ঝোপে ভরা বিস্তৃত পাহাড়সারি আর উপত্যকায় আড়ালের অভাব নেই, কাউকে অনুসরণ করা একেবারেই সহজ এবং ঘোড়ার খুরের শব্দ সম্পর্কে সচেতন থাকলে, খুব কাছে না এলে পিছু নেওয়া লোকটির অস্তিত্ব প্রকাশ পাবে না। হয়তো অবচেতন মনে ওর পিছু নেয়ার ব্যাপারটা টের পেয়েছে তস্কর, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারেনি। স্যাডল ত্যাগ করে ট্র্যাকগুলো দেখল ও, একেবারে তাজা। বড় জোর আধঘণ্টা আগের।

এগোনোর পাশাপাশি ট্রেইলের দু'পাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে ও। তুষারে পড়া রোদের আলো ঠিকরে পড়ছে আশপাশে, এমনকি পাইনের ঝাড়গুলোও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। বাঁক ঘুরতে কিছু দূরে আরেকটা বাঁক চোখে পড়ল, কয়েকশো গজ ঢালু জমি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে মিশেছে, কিন্তু কোন ট্রেইল নেই।

একটা অ্যাম্বুশে পড়ে গেছে, সহসাই টের পেল হেভেন। নিজের ট্র্যাকের চারপাশে চক্কর দিয়েছে লোকটা, কোন চিহ্ন রেখে যাচ্ছে না নিশ্চিত হওয়ার পর অপেক্ষা করছে সামনে কোথাও। টিতি ঘোড়ার রাশ টানল ও, স্পার দাবিয়ে পেছনে সরে আসার চেষ্টা করল। ওর আচমকা প্রয়াসে থমকে গেল ঘোড়াটা, মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল। এবং তাতেই বেঁচে গেল হেভেন। গুলির শব্দে থমকে গেল উপত্যকার জমাট নিস্তব্ধতা, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল।

পাহাড়ের কোলে ওকের ঝোপ দেখে ঘোড়া ছোটাল ও, জানে সামনে থেকে এসেছে বুলেটটা। ঝোপের পেছনে এসে থামল ও, মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল। *বোকা,* উল্লসিত হয়ে ভাবল হেভেন, অ্যাম্বুশের জায়গা থেকে নিজের

ঘোড়াকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন চেষ্টাই করেনি লোকটা। এতে খুব সহজেই দুর্বৃত্তের অবস্থান প্রকাশিত হয়ে পড়েছে ওর কাছে। স্পষ্ট চোখে পড়ছে ট্র্যাকগুলো। লোকটার জায়গায় ও নিজে হলে ভুলেও এ কাজ করত না।

প্রকাণ্ড এক সিডারের পেছনে অবস্থান নিল হেভেন, পিস্তল চলে এসেছে হাতে। ছুট লাগাল আরেক আড়ালের উদ্দেশে, সামনের ঢালের ওপর চোখ। দ্বিতীয় গুলির শব্দ শোনার পরপরই চওড়া একটা পাইনের আড়ালে ধোঁয়া চোখে পড়ল।

আন্দাজের ওপর গুলি করল ও, এবং পরবর্তী গাছের উদ্দেশে ছুট দিল। দুর্বৃত্তকে দেখতে পেল, ছুটে ঢালের আরও ওপরে উঠতে চাইছে। কোন কিছু ভাবার আগেই গুলির করল হেভেন। আধ-পাক ঘুরল লোকটা, ছোটার মধ্যেই পিস্তল তুলে পাল্টা গুলি করল।

ঘোড়াটাকে ওপরে কোথাও রেখেছে, জানে হেভেন। ওখানে পৌঁছানোর আগে লোকটাকে ধরতে পারবে আশা করা বোকামি। পিস্তলের নল দিয়ে তস্করকে অনুসরণ করল ও। লোকটার সামনে, প্রায় বিশ গজ ওপরে একটা জশুয়ার সোজাসুজি নিশানা করল, তারপর পিস্তলের নল বরাবর দুর্বৃত্তের শরীর আসতে ট্রিগার টেনে দিল।

হুমড়ি খেয়ে ওর দৃষ্টিপথ থেকে সরে গেল লোকটা। গড়িয়ে নেমে এল কয়েক ফুট, মেক্সিটের আড়াল থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় তুষারের ওপর পড়ে থাকল। পিস্তল রিলোড করার ফাঁকে স্থির দেহটার ওপর নজর রাখল হেভেন, এগোল ধীর গতিতে। মুহূর্ত পরেই নড়ে উঠল দুর্বৃত্ত, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে পাহাড় ডিঙানোর চেষ্টা করছে।

মিনিট দুই পর লোকটার কাছে পৌঁছল হেভেন। পাশ ফিরে পড়ে আছে সে। রক্তের উষ্ণতায় গলতে শুরু করেছে জমে থাকা তুষার, গোলাপী রঙের পানি জমছে তস্করের বুকের কাছে। দশ ফুট এগোতে পেরেছে লোকটা, রক্তাক্ত ট্রেইল ফেলে গেছে পেছনে। দুর্বৃত্তের হাত থেকে পিস্তল খসিয়ে নিল ও, খানিকটা পিছিয়ে এসে দাঁড়াল।

শীর্ণদেহী লোক। গভীর কালো চোখে হয়তো কৌতূহল দেখা যেত অন্য সময়ে, কিন্তু এখন মৃত্যুর আশঙ্কাই দেখা যাচ্ছে কেবল। পেছন থেকে বুক ফুটো করে দিয়েছে হেভেনের গুলি, বুকের কাছে কোট্‌টা রক্তাক্ত দেখাচ্ছে। মুখের কোণ দিয়ে সরু ধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

'মরার জন্যে তোমাকে এদিকে পাঠিয়ে দিল ওরা,' মৃদু স্বরে বলল হেভেন। 'তোমাকে পাঠাল কে, বন্ধু?'

'হুইস্কি,' উত্তরে একটা শব্দ উচ্চারণ করল দুর্বৃত্ত। শ্বাস নিতে একরাশ গোলাপী ফেনা উঠে এল মুখে।

'নেই আমার কাছে। কে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

মাথা নাড়ল লোকটা। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, যতক্ষণ না প্রাণ বেরিয়ে গেল লুঠেরার।

হতাশা বোধ করছে হেভেন। মৃত্যুর আগেও সত্য প্রকাশ করেনি তস্কর, দৃঢ়চেতা লোক ছিল। যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানেই রয়ে গেল, তিক্ত মনে ভাবল ও। জিম গোডার্ডের কথা মনে পড়তে দুর্বৃত্তের জন্যে বিন্দুমাত্র করুণাও অনুভব করল না। কি করা উচিত ওর? লোকটাকে স্যাডলে চাপিয়ে শহরে ফিরে যাবে? হাজারো লোক আছে ওখানে, কিন্তু এমন কোন নিশ্চয়তা কি আছে তাদের কেউ চিনতে পারবে লোকটিকে? বরং আরও সতর্ক হয়ে যাবে লুঠেরারা। পরেরবার আর ভুল করবে না, কাউকে বাঁচিয়ে রাখবে না ওরা।

সামনের উপত্যকা আর পাহাড়সারির দিকে তাকাল ও, বোঝার চেষ্টা করল ঠিক কোথায় আছে। সকাল থেকে উত্তরে ছুটে এসেছে, তারমানে সাউথ পাস সিটি পুবে হওয়ার কথা, এবং ওর এখনকার অবস্থান থেকে কিছুটা দক্ষিণে।

হাঁটু গেড়ে বসে লোকটার পকেট তল্লাশি করল ও। কোন কাগজ নেই, কয়েকটা কয়েন, ছোট্ট একটা ছুরি, তামাক আর একটা শান-পাথর। কোনটাই লোকটার পরিচয় বহন করে না, কিংবা কোন সূত্র দেয়ার মত নয়।

ঢালের দিকে তাকাল হেভেন। ঘোড়াটা বোধহয় ওপরে কোথাও আছে, বুলিয়নের একটা বা দুটো বার স্যাডলে থাকার কথা। ঢাল বেয়ে উঠা শুরু করল ও, ট্র্যাক ধরে অনায়াসে চূড়ায় উঠে গেল। জমে থাকা তুষারের ওপর ক্লান্ত একটা সোরেল চোখে পড়ল। স্যাডল হর্নের সাথে দুটো গানি-স্যাক ঝোলানো।

থমকে দাঁড়াল হেভেন, একটা পরিকল্পনা এসেছে মাথায়। এলাকাটা খুব ভাল করে চিনত দুর্বৃত্ত, নইলে তুষার ঝড়ের মধ্যে প্রসপেক্টরের পরিত্যক্ত শ্যাকটা খুঁজে পেত না। সওয়ার ছাড়া ঘোড়াটা হয়তো ফিরে যাবে নিজের পরিচিত কোন জায়গায়।

ওকে এগোতে দেখার পরও উদাসীন দেখাল ঘোড়াটাকে। গানি-স্যাক দুটো ছাড়িয়ে নিল ও, তারপর হাঁটিয়ে ঢালের নিচে নামিয়ে আনল। পাছায় বেল্টের বাড়ি পড়তে এগোল সোরেলটা। ভাবভঙ্গিতে মনে হলো ভারী বোঝা থেকে মুক্তি পেয়ে কৃতার্থ বোধ করছে। প্রথমে এক নাগাড়ে কিছু দূর ছুটে গেল ঘোড়াটা, সামনের উপত্যকায় হারিয়ে গেল।

পাইপ বের করে তামাক ভরার ফাঁকে ওটার যাওয়া দেখল হেভেন, ভাবছে ওর ধারণা বাস্তবে ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু। সোরেলটা যদি টের পায় ও পিছু নিচ্ছে না কিংবা কোন রাইডার তাকে পরিচালিত করছে না, হয়তো পরিচিত করালে ফিরে যেতে পারে।

ফিরতি পথে নিজের ঘোড়ার কাছে চলে এল ও। আগুনের একটা কুণ্ড জ্বেলে পাইপ ধরাল। সকাল থেকে এই প্রথম খিদে অনুভব করছে, উত্তেজনা

আর উদ্বেগের মধ্যে মনে পড়েনি যে গতকাল সন্ধ্যায় সাপারের পর আর পেটে পড়েনি কিছু। অবিশোধিত তামাক খিদে বাড়িয়ে দিচ্ছে। একটা ভালুকের মত প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হলেও আপাতত কিছুই করার নেই।

আগুনের আঁচে গা গরম করে আধঘণ্টার মত কাটাল ও, তারপর স্যাডলে চেপে ট্রেইলের পথ ধরল। কয়েকশো গজ এসে দেখতে পেল ধীর গতিতে এগোচ্ছে সোরেলটা। ঘেসো এক উপত্যকায় থেমেছে কিছুক্ষণের জন্যে। ঘোড়াটার মধ্যে দ্বিধা এসেছিল, হলফ করে বলতে পারবে হেভেন, ক্ষুধার্ত থাকায় উপত্যকার পাশের বুনো ঝোপের কাছে গিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ছোট্ট লাগামের কারণে সফল হয়নি। ইতস্ততভাবে এরপর এগিয়েছে কিছুক্ষণ, তারপর গতি বেড়ে গেছে, সম্ভবত নিজের করালে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দুপুর পর্যন্ত ধৈর্য নিয়ে অনুসরণ করল হেভেন, খুব একটা আশা করছে না। মূল একটা ট্রেইলে চলে এসেছে ও, খেয়াল করল থামেনি ঘোড়াটা, কিংবা দ্বিধাও করেনি। অস্পষ্ট একটা ট্রেইল ধরে উত্তরে এগিয়েছে। আশান্বিত হলো হেভেন, স্পার দাবিয়ে দ্রুত ছোটাল নিজের ঘোড়াকে, যতক্ষণ না মাইল খানেক দূরে উঁচু ঢালের ওপর সোরেলটাকে দেখতে পেল। ছোটখাট্ট একটা বনের শুরু হয়েছে এখানে, প্রচুর সিডার আর বার্চের ঝাড় ট্রেইলটাকে আড়াল করেছে আশপাশ থেকে। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে সোরেলটা যাতে সতর্ক হয়ে না যায়, বাধ্য হয়ে গতি কমিয়ে আনল।

তারপর, ফের মাইল খানেক এগিয়ে ঘোড়াটাকে দেখতে পেল হেভেন, ডানে মোড় নিয়ে পাইনের ঝাড়ের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। সেখানে পৌঁছতে উত্তেজিত হয়ে পড়ল হেভেন, ওয়্যাগন আর স্লেজের ট্র্যাকঅলা সরু একটা ট্রেইল ধরে এগিয়েছে সোরেলটা। মোড় নিতে সিকি মাইল দূরে ওটাকে দুলকি চালে এগোতে দেখতে পেল। একই দূরত্ব বজায় রাখল ও, মাইল খানেক, তারপর হঠাৎ করেই ওর দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে গেল ঘোড়াটা।

বাঁকের মুখে এসে আচমকা থেমে গেল ও। মেসার ওপর ওর অবস্থান, নিচে চওড়া বিস্তৃত এক উপত্যকা, কয়েকটা বিল্ডিং আর শেড দেখা যাচ্ছে। একপাশে লম্বা লগের বিল্ডিং, একনজর দেখেই হেভেন বুঝতে পারল স-মিল। মুহূর্তে সোল প্রিন্সের কথা মনে পড়ে গেল: 'ছয় মাইল উত্তরে উইন্ড রীভার রেঞ্জে পাহাড়ের ওপর আমার একটা স-মিল আছে'। *তাহলে প্রিন্সই কাজটা করেছে*, নিচু স্বরে শিস দেয়ার সময় ভাবল হেভেন, *নিজের স্টেজ লুঠ করিয়েছে এবং ড্রাইভারকে খুন করেছে। কিন্তু এটা কেবলই অনুমান*, নিজেকে বোঝাল ও, *প্রমাণ কোথায়?*

করাতের তীক্ষ্ণ শব্দে মিলের দিকে মনোযোগ দিল হেভেন। শেডের নিচে ওয়্যাগন থেকে মালামাল নামাচ্ছে দুই ক্রু। কাছের দালানটাকে অফিস মনে

হলো। পাশের বার্ন আর করালের সামনে দিয়ে পুবে চলে যাওয়া প্রশস্ত রাস্তা উপত্যকার মুখে আরেক ট্রেইলের সাথে মিলিত হয়েছে। হেভেন নিশ্চিত সাউথ পাস সিটিতে যাওয়া যাবে ও-পথে।

পাহাড় থেকে নেমে গেছে সোরেলটা, রাস্তা ধরে এগোচ্ছে এখন। অফিসের কাছাকাছি হলো, পেরিয়েও গেল, কোণের কাছে এসে বাঁক নিল। ঠিক সেই মুহূর্তে অফিসের দরজা খুলে দৌড়ে বেরিয়ে এল এক লোক, ছুটে গেল ঘোড়াটার দিকে। লাগাম চেপে ধরে প্রথম যে কাজটা সে করল ওটাই স্বাভাবিক মনে হলো হেভেনের কাছে, এবং নিজের সন্দেহের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল ও। ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে বুলিয়নের থলেগুলো নামাল লোকটা। অফিসের দরজায় আরেকজনকে দেখা গেল এবার, তাড়াহুড়ো করে বুলিয়নগুলো ভেতরে নিয়ে গেল সে। মগ্ন হয়ে দেখছিল হেভেন, নিজে যে ওদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে আছে টের পায়নি। সংবিৎ ফিরতে পিছিয়ে এল।

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে বনের কাছে চলে এল ও। মেসার একেবারে চূড়ার কাছে, জমে থাকা তুষার খসে পড়েছে ঢালু পাড় বেয়ে। স্লেজ চালাতে ব্যবহার করা হয় এরকম আধ-ডজন শেকল আর লগের তালা চোখে পড়ল রাস্তার পাশে।

আচমকা মেসার দিকে তাকাল লোক দু'জন, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন হেভেনের অবস্থানের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুরো মেসার ওপর চোখ বুলাল ওরা, মাথা নাড়ল একজন। দরজার কাছের লোকটি ফিরে তাকাল, ভেতরের কাউকে ডাকল বোধহয়। তৃতীয় একজন যোগ দিল ওদের সাথে। ক্ষণিকের জন্যে আলোচনা করল ওরা, তারপর সোরেলটাকে বার্নের দিকে নিয়ে গেল একজন।

হেভেন জানে ঘোড়াটাকে ব্যাক-ট্র্যাক করবে লোকগুলো, মুখোমুখি হওয়ার আগেই ওর সরে যাওয়া উচিত। ওর ট্র্যাক রয়েছে ট্রেইলে, যদিও প্রথমেই সন্দেহ করবে না ওরা—লগিং ট্রেইলটা ধরে বহু লোক যাতায়াত করে, তাদের কেউ বলে ভাবতে পারে ওকে। ট্র্যাক ধরে অনায়াসে মৃত লোকটির কাছে চলে যেতে পারবে। ওখানেও ট্র্যাক ফেলে এসেছে হেভেন, দু'য়ে দু'য়ে চার মেলাতে কঠিন হবে না—সঙ্গীর মৃত্যুর সাথে সহজেই ওর সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারবে।

তারপর, এখানে ফিরে আসবে ওরা, খুঁজতে শুরু করবে ওকে।

নিজের চারপাশে তাকাল হেভেন। ঠিক করল এখানেই থাকবে, কাভার হিসেবে মন্দ নয় জায়গাটা। ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে দক্ষিণে এগোল ও, ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সিডারের সারির ফাঁক দিয়ে। সতর্ক যাতে মিলের কাছ থেকে ওকে দেখে না ফেলে কেউ। হতাশার সাথে রাগও হচ্ছে ওর। সোরেলটা ফিরে আসায় সতর্ক এবং সন্দিহান হয়ে পড়েছে ওরা, এবং এর

পরিণতি ওর মৃত্যু পর্যন্ত গড়াতে পারে।

ট্রেইলের দিকে মনোযোগ দিল ও। এখান থেকে কেটে পড়ার চেষ্টা করলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ তাজা ঘোড়া নিয়ে ওকে অনুসরণ করবে লোকগুলো, আর এদিকে সকাল থেকে ছোটার মধ্যে থাকায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওর ঘোড়া। ইতোমধ্যেই খাবার আর বিশ্রাম পাওনা হয়েছে ওটার। বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে সচরাচর ব্যবহৃত হয় এমন একটা ট্রেইলে উঠে পড়া, তাহলে অন্য ট্র্যাকের সাথে মিশে যাবে ওর ঘোড়ার ছাপ। প্রয়োজনে নিজের ট্র্যাকও মুছে ফেলতে হবে।

এবং দ্রুত এগোতে হবে।

হালকা চালে ছুটছে ওর ঘোড়া, বাঁক ঘুরে একটা ওয়্যাগনকে এগিয়ে আসতে দেখল হেভেন। পিছিয়ে যাওয়ার কিংবা লুকিয়ে পড়ার সুযোগ নেই আর, ইতোমধ্যে ওকে দেখে ফেলেছে ড্রাইভার। স-মিলে যাচ্ছে লোকটা, এবং নিশ্চিতভাবেই ওর উপস্থিতির কথা জানাবে। মৃদু স্বরে খিস্তি করল হেভেন, একই গতিতে এগোল ওয়্যাগনের দিকে।

হঠাৎ মনে পড়ল, হতে পারে ফিনিক্স ইয়ার্ড থেকে সাপ্লাই নিয়ে এসেছে সোল প্রিন্সের কোন ফ্রেইটার। *ওরা কি বুলিয়ন লুঠের কথা জানে, কিংবা শুনেছে?* লাগাম টানল হেভেন, মাথায় একটা পরিকল্পনা দাঁড়া করানোর চেষ্টা করছে।

সামনে এসে থেমে গেল ওয়্যাগন, কৌতূহলী চোখে তাকাল বিশালদেহী ড্রাইভার। 'তুমি কি ইয়ার্ডের নতুন বস্ নও? গতকাল রওনা দেয়ার সময় দেখেছিলাম তোমাকে,' খরখরে গলায় জানতে চাইল লোকটা। হেভেন নড করতে বলল ফের: 'লম্বা যাত্রা, তারওপর এমন ঠাণ্ডা…'

'রাতে ক্যাম্প করেছ?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল হেভেন।

'এরকম তুষার-ঝড়ের মধ্যে না থেমে উপায় আছে?'

ওর অবস্থান অনুমোদিত হয়েছে, সন্তুষ্টচিত্তে ভাবল হেভেন। ঘোড়া থেকে নেমে খানিকটা এগোল। 'আমার ঘোড়াটা নিয়ে যাও। তোমার কাজটা করে দিচ্ছি আমি। কষ্ট করে মিল পর্যন্ত যেতে হবে না তোমাকে।'

সহাস্যে ধন্যবাদ জানাল ড্রাইভার, উত্তরে পাল্টা হাসল হেভেন। ড্রাইভারের ছদ্মবেশে মিলে প্রবেশ করবে ও, এখানকার কেউ চিনতে পারবে না ওকে এটাই স্বাভাবিক, এমনকি যে লোক স্টেজ লুঠ করেছে সে-ও নয়। কেবল সোল প্রিন্স বা মিক ম্যারিয়ন ওখানে না থাকলেই হলো।

এবং ওখানেই পাওয়া যাবে লুঠের প্রমাণ।

চার

দুটো বাফেলো ওভারকোট পরে ছিল ড্রাইভার, একটা ধার করল হেভেন। কোটের আস্তিন ওর লম্বা হাতের কনুই ছাড়িয়ে গেল কেবল, দেখে হেসে উঠল ড্রাইভার। সীটের ওপর চড়ে বসল ও, কয়েকবারের চেষ্টায় ওয়্যাগনটাকে নড়াতে সক্ষম হলো, এগোল ধীরগতিতে।

পরের আধ-ঘণ্টায়, জানে হেভেন, যে কোন কিছু ঘটতে পারে। ঝুঁকিটা বিচার করে দেখল। স্টেজ লুঠের সময় লুঠেরাদের চেহারা দেখিনি ও, সুতরাং ধরে নেয়া যায় ওকেও দেখতে পায়নি কোন তস্কর। ড্রাইভারের মত অন্য কেউ যদি ওকে গতকাল সাউথ পাস সিটিতে দেখে থাকে, এবং লোকটা এখানে থাকলে চিনতে পারবে ওকে, তাহলেই বিপদ হবে। কিন্তু ঝুঁকিটা নিতে চাইছে হেভেন, প্রমাণ পেতে হলে আর কোন উপায় নেই।

মিনিট বিশ পর স-মিলে পৌঁছল ও। ইয়ার্ডে ঢোকার পর এগিয়ে গেল খানিকটা, এমনভাবে থামল যেন এখানে একেবারেই অপরিচিত ও, সাপ্লাই নিয়ে আসা নতুন ড্রাইভার। কৌতূহলী চোখে চারপাশে তাকাল, ভাব দেখে মনে হলো প্রথমেই যাকে দেখতে পাবে, জানতে চাইবে কোথায় রিপোর্ট করতে হবে। অফিসের সামনে এসে ওয়্যাগন ছেড়ে নামল ও, হাত-পা ঝাড়ল অলস ভঙ্গিতে। অনিশ্চিত পদক্ষেপে এগোল অফিসের দিকে। পোর্চে উঠে এসে ইতস্তত করল ক্ষণিকের জন্যে, তারপর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

বড়সড় একটা কামরা, তিনটে আলাদা ডেস্ক চোখে পড়লেও একেবারে দূরের ডেস্কে নিচু স্বরে দু'জনকে আলাপ করতে দেখল হেভেন। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে আলাপ থামিয়ে, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বসে থাকা লোকটা। মাঝারি উচ্চতার লোক, বিশেষত্বহীন চেহারা; কিন্তু অস্থির চোখ দেখে ধূর্ত আর নীচ মনে হলো। সস্তা মোটা সূতির কাপড় পরনে, উঁচু বুট ঠাণ্ডা আবহাওয়ার জন্যে জুতসই। ধূসর চুলের নিচে সারা মুখে নিস্পৃহভাব, কুঁচকানো ভুরু দেখে বোঝা গেল খোশগল্পে ছেদ পড়ায় বিরক্ত হয়েছে।

'মালগুলো কোথায় রাখব?' জানতে চাইল হেভেন।

'যেখানে রাখো সবসময়।'

'এখানে নতুন আমি।'

দাঁড়ানো লোকটি ঘুরে তাকাল এবার। অপেক্ষাকৃত কম বয়েসী, সুদর্শন ফর্সা মুখের একপাশে বড়সড় একটা লাল জড়ুল, ঠিক কানের গোড়ার কাছে নোংরা শিপস্কিন কোট পরেছে। নির্বিকার মুখে দেখল ওকে, সঙ্গীর সাথে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে সরে এল ওখান থেকে। আরেক ডেস্কে গিয়ে বসে হেভেনের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকল যেন ওর ফ্রেইটিংয়ের গল্প সত্যি কি-না বোঝার চেষ্টা করছে। 'কি নিয়ে এসেছ?' চড়া, কর্কশ সুরে জানতে চাইল লোকটা।

'খাবারের সাপ্লাই বোধহয়। আমাকে বলেনি ওরা।'

'কূকের সাথে দেখা করো,' বলে টেবিলে রাখা কাগজপত্রের দিকে মনোযোগ দিল লোকটা।

বেরিয়ে এসে ওয়্যাগনের কাছে গেল হেভেন। অফিসের লোকগুলো ভাবল ও, হতে পারে লুঠেরাদের পাঁচজনের দু'জন, যারা স্টেজ লুঠ করা ছাড়াও গোডার্ডকে খুন করেছে। অন্তত একজন ওর গল্পে সন্দিহান হয়ে উঠেছে। *আগন্তুক হিসেবে এখানে আসা আমার নিজেরও পছন্দ হয়নি,* ওয়্যাগনের সীটে উঠার সময় ভাবল ও। ঠিকভাবে খেয়াল করলে হয়তো ওর গলার স্বর সনাক্ত করতে পারত ওরা, কিন্তু সেদিকে নজর দেয়নি কেউই।

অফিসের পেছনে ব্যারাকের মত লম্বা একটা দালানের কাছে ওয়্যাগন নিয়ে এল ও। বাঙ্ক আর কূকশ্যাক হিসেবে ব্যবহার করা হয় বোধহয়। নিচে নেমে এসে দুটো পেটমোটা ব্যারেল টপকে রান্নাঘরের দরজার সামনে এসে থামল। 'তোমার খাবার কোথায় রাখব, কূকি?' খানিকটা চড়া সুরে ওভেনের সামনে ঝুঁকে পড়া এক লোকের উদ্দেশে জানতে চাইল।

'পরের দালানে,' উত্তরে জানাল কূক।

গুদামে এসে মালামাল নামাল হেভেন। শেষ ব্যারেলটা ঢুকিয়ে ওয়্যাগনের কাছে ফিরে আসার সময় খিদে চাগিয়ে উঠল ওর, হালকা লাগছে মাথার ভেতরটা। একটা পেটি রয়ে গেছে, ফিরে গিয়ে সেটাও গুদামে ভরে রাখল। ওয়্যাগন নিয়ে মিল আর লগের তৈরি শ্যাক পেরিয়ে করালের কাছে চলে এল এরপর। হার্নেস থেকে ঘোড়াগুলোকে ছাড়িয়ে স্টলে নিয়ে এল, দানাপানি দিল। কূকশ্যাকের দিকে এগোল এবার। সারাক্ষণই চারপাশে নজর রাখছে, জানে গুরুত্বপূর্ণ বা দরকার হবে এমন কিছু নজরে পড়ে যেতে পারে।

রান্নাঘরে ঢুকতে ফিরে তাকাল কূক।

'সাথে খাবার নিয়ে আসতে কেউ বলেনি আমাকে,' দাঁত বের করে হাসল হেভেন। 'এত খিদে পেয়েছে, ইচ্ছে করছিল ব্যারেল খুলে খাবার খেয়ে ফেলি।'

হেসে উঠল লোকটা, চর্বিবহুল মুখে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব ফুটে উঠল।

এমনভাবে হেভেনের দিকে তাকাল যেন বাচাল কাউকে দেখছে। আঙুল তুলে দূরের জানালার কাছে টেবিলটা দেখাল, পাশেই সিঙ্কে বাসন-কোসন ধোয়ায় ব্যস্ত ইন্ডিয়ান একটা ছেলে। 'স্টু আর পাই হলে চলবে, বাছা?'

নড করল হেভেন, কোট খুলে চেয়ারে বসে পড়ল। দ্রুত, প্রায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকের মত খাবার খেল ও। অনুভব করল খাবার পেটে পড়ায় উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল, দেখল কৌতূহলী চোখে ওকে দেখছে কুক। দৃষ্টি আটকে আছে ওর দু'হাতের মুঠিতে। 'ফ্রেইট-রেসলিংয়ের নমুনা,' হালকা সুরে বলল ও।

'একমত হতে পারলাম না,' মাথা নেড়ে বলল সে। 'আমার কাছে বরং লড়াইয়ের চিহ্ন বলে মনে হচ্ছে। মিক ম্যারিয়নকে ধোলাই দিয়েছিল হয়তো তুমিই সেই লোক।'

'আরে না!' হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল হেভেন। 'ফাইটের পর মিককে শহরে দেখিনি আর।'

'গতকাল এখানে এসেছিল ও। যদি দেখতে ওর অবস্থা!'

মিক ম্যারিয়ন লুঠেরাদের একজন হতে পারে না, ভাবছে হেভেন, ওরকম দশাসই শরীরের কাউকে চোখে পড়েনি ওর। 'তোমাদের এখানে বস্ কে?'

'সাই ব্যানারম্যান।'

'জড়ুলঅলা লোকটা?'

নাক সিটকাল কুক। 'ওটা জ্যাক কেল্টন। দাগ বটে!' কেতলি থেকে কফি ঢালল কাপে, টেবিলের কাছে এসে চিনি ঢেলে নাড়তে লাগল ধীরে ধীরে। 'বয়স্ক লোকটা ব্যানারম্যান, চওড়া বিশালদেহী। এই মিল ছাড়াও গ্রীন রীভারের কাছে টাইক্যাম্পের বস্ ও। জীবনের অর্ধেক সময় কাটিয়েছে এই দুই জায়গায় যাতায়াত করে।' সশব্দে কফিতে চুমুক দিল সে, কোমরের পাশে আলতোভাবে পড়ে আছে একটা হাত।

জ্যাক কেল্টন যে ক্যাম্পে আছে লুঠ করার মত লোকের অভাব হবে না সেখানে, না জোগাড় করতে, না তাদেরকে সংগঠিত করতে। *সত্তরটা ইউনিফর্ম পরার মত লোকও কি জোগাড় করেছে?* দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল হেভেন।

জ্যাক কেল্টন।

'এই যে,' চড়া স্বরে ওর উদ্দেশে জানতে চাইল সে। 'আসার পথে কোন আরোহীর সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

'একটা ওয়্যাগন নিয়ে দু'জনকে দক্ষিণে যেতে দেখেছি, কিন্তু কোন রাইডারকে চোখে পড়েনি,' এত তাড়াতাড়ি ওরা জানল কিভাবে, ভাবছে হেভেন, ব্যাক-ট্র্যাক করে মৃত লোকটার কাছে পৌঁছে ফের এখানে ফিরে আসতে কমপক্ষে আধা-দিন লাগার কথা। খব সম্ভব মেসার ওপর ওর ট্র্যাক

খুঁজে পেয়েছে কেউ।

দরজা বন্ধ করে ফিরে গেল কেল্টন।

হেভেন অনুভব করছে সরে পড়া উচিত ওর। বাড়তি কিছু জানার আশায় থাকতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে আরও। প্রমাণের আশায় এখানে এসেছিল, না পেলেও লুঠেরাদের সাথে এই মিলের সম্পর্ক আছে, এটুকু নিশ্চিত হওয়া গেছে। এই বা কম কি! ওয়্যাগন থেকে মালামাল নামানোর সময় চারপাশে নজর রেখেও সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি। অফিসেই আছে বুলিয়নের ক্রেটগুলো, নিশ্চিত জানে ও, ওখানেই ক্রেটগুলো ঢোকাতে দেখেছে।

কুককে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়াল হেভেন, কোট পরে বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। করালে চলে এল এরপর, ঘোড়াগুলোকে হার্নেসের সাথে জুড়ে ওয়্যাগন নিয়ে রাস্তায় উঠে এল। বাঙ্ক হাউস পেরুনোর সময় দালানের কোণে দেখতে পেল কেল্টনকে। ওকে দেখে এগিয়ে এল সে, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল। *আসল সময় আসছে এবার,* অস্বস্তির সাথে ভাবল হেভেন।

একটা হাত তুলে ওকে থামাল জ্যাক কেল্টন।

নির্বিকার মুখে তাকে দেখল ও।

'শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কিছু জিনিস আছে এখানে। সিঁড়ির কাছে চলে এসো, ওয়্যাগনে তুলে নেবে।'

হেভেন আশা করল ওর মুখের স্বস্তিকর ভাবটা হয়তো নজরে পড়বে না কেল্টনের চোখে। নড করে ওয়্যাগন ঘুরিয়ে অফিসের কাছে চলে এল ও। দেখল রেইলের সাথে দুটো ঘোড়া বাঁধা। ক্লান্ত, লম্বা যাত্রার পর এইমাত্র ফিরেছে বোধহয়।

দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল ব্যানারম্যান। 'ভেতরে এসো,' মৃদু স্বরে বলল সে, প্রায় নির্দেশের মত শোনাল।

ভেতরে গেলে ওকে চেপে ধরতে পারে ওরা, ফাঁদে ফেলতে পারে ওর গল্পের সাথে বাস্তবের অমিল বের করে। কিন্তু না গেলে সন্দেহটাকে আরও উস্কে দেয়া হবে, ভাবল হেভেন। উল্টো পাশ দিয়ে লাগাম টপকে তুষারসিক্ত রাস্তায় নেমে এল ও। ঘোড়াগুলোর সামনে দিয়ে ঘুরে এগোল অফিসের দিকে। বাফেলো কোটের পকেটে রেখেছে ডান হাত।

ভেতরে ঢুকল ও। দু'জনকে চোখে পড়ল, ওকেই দেখছে লোকগুলো। প্রথমজন লালচুলো, লোহারঙা দাড়ির জঙ্গল মুখে। টেবিলের কিনারে নিতম্ব ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওভারকোটের কিনারা সরানো এক পাশে। কোমরের হোলস্টার থেকে উঁকি দিচ্ছে কোল্টের চকচকে বাঁট। অন্যজন একেবারে তরুণ, কুড়ি বা একুশ হবে বয়েস। নোংরা কাপড় পরনে, তবে কৌতুক

ছেলেটার চোখে। সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখছে হেভেনকে।

ডেস্ক ছেড়ে এগিয়ে এল ব্যানারম্যান। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে, ভেতরটা দেখে নেয়ার প্রয়াস পাচ্ছে যেন। পকেট থেকে দুমড়ানো একটা সিগার বের করে ঠিকঠাক করল যত্নের সাথে, চোখ সরায়নি মুহূর্তের জন্যেও। 'আসার পথে কোন রাইডারকে তাহলে দেখোনি তুমি, তাই না?' খানিকটা বাঁকা সুরে জানতে চাইল।

'আগেও বলেছি,' শ্রাগ করে বলল হেভেন। 'দেখিনি।'

'তুমি কি সজাগ ছিলে?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল সে।

'নিশ্চই। একটা ওয়্যাগন আর···সকাল আটটার দিকে একটা ইন্ডিয়ান ছেলেকে পুরে যেতে দেখলাম। ব্যস; এই। কোন রাইডারকে দেখিনি। কি ব্যাপার, বারবার এক রাইডারের কথা জানতে চাইছ, কিছু ঘটেছে নাকি?'

উত্তর দিল না ব্যানারম্যান, আসলে ভ্রূক্ষেপই করল না। দাড়িঅলার দিকে ফিরল সে। 'তুমি চলে যাওয়ার কয়েক মিনিট পর এখানে এসেছে ও। হয়তো আশপাশেই ছিল।'

'হতে পারে,' জানাল দাড়িঅলা। 'হয়তো টার্নারের ঠিক পিছন পিছন এসেছে।'

সবক'টা চোখ ঘুরে গেল ওর দিকে, খানিকটা বিস্ময় নিয়ে পাল্টা তাকাল হেভেন। 'হয়েছে কি, অ্যাঁ? এক রাইডারের সাথে দেখা হয়েছে, কথাটা যদি আমার মুখ থেকে শোনার এতই ইচ্ছে থাকে, তো ধরে নাও না! কিন্তু আসলে তেমন কিছু ঘটেনি।' মুখে যাই বলুক বা ভাব দেখাক না কেন, ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠেছে ও। শীতল অনুভূতিটা ক্রমশ জোরাল হচ্ছে।

কৌতুকের ঝিলিক দেখা গেল ব্যানারম্যানের ধূর্ত চোখে। দারুণ আমোদ পেয়েছে যেন ওর কথায়, ভ্রূকুটি করল। বাতিলের ভঙ্গিতে একটা হাত নাড়ল এরপর। 'বাদ দাও,' নিস্পৃহ সুরে বলল। নতুন দু'জনের উদ্দেশে নড করল। 'মালগুলো ওয়্যাগনে তুলে দাও তো।'

ফিরে যেতে উদ্যত হলো হেভেন, কামরার কোণে রাখা মালামালের দিকে তাকাল পলকের জন্যে। সদ্য তৈরি চারকোনা একটা কাঠের বাক্স চোখে পড়ল। বাইরে এসে ওয়্যাগনে চড়ে বসল ও, দস্তানা পরে লাগাম তুলে নিল হাতে। ওর ঠিক পিছু পিছু বেরিয়ে এসেছে ব্যানারম্যান, অন্যদেরকে বাক্সটা নিয়ে আসার সুযোগ দিতে দরজার একপাশে সরে দাঁড়াল। ধরাধরি করে বাক্সটা নিয়ে এল ওরা, তুলে দিল ওয়্যাগনের পাটাতনে। খুব সহজে নিয়ে এসেছে, কিন্তু পাটাতনের ওপর বাক্স রাখার শব্দে হেভেন নিশ্চিত হয়ে গেল ভারী কোন জিনিস রাখা হয়েছে।

'সোল প্রিন্সের জিনিস এগুলো। চেনো ওকে?' নির্বিকার মুখে জানতে চাইল ব্যানারম্যান।

'সেলুনের মালিক?'

নড করল সে। 'শহরে পৌঁছার পর তোমার প্রথম কাজ হবে বাক্সটা ডেলিভারি দেয়া। কেবল প্রিন্সকে, আর কাউকে নয়, বুঝেছ?'

নড করল হেভেন।

'একটা গিয়ার বক্স,' প্রায় বুঝ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল ব্যানারম্যান। 'ওকে বোলো শিগগিরই ঠিক করে না পাঠালে মিল বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।'

নড করল ও। ওয়্যাগন ঘুরিয়ে মূল ট্রেইলে চলে এল, ফের যখন ফিরে তাকাল দেখল চারজনই ভেতরে ঢুকে পড়েছে, ইয়ার্ড বা মিলের সামনেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

সঙ্গীর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে ওরা, জানে হেভেন, ওর ব্যাপারেও নিঃসন্দেহ হতে পারেনি। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে প্রিন্সের কাছে পাঠাতে পারে কাউকে এবং ওর আগেই শহরে পৌঁছে যাবে লোকটা। চিন্তাটা মাথায় আসতে অধৈর্য বোধ করল, তাড়া লাগাল ঘোড়াগুলোকে। আসার পথে যে পরিমাণ মালামাল নিয়ে এসেছে তার তুলনায় এখন হালকা বলা চলে ওয়্যাগনটাকে। কিছুটা হলেও গতি বাড়ল। উঁচু একটা মেসায় উঠে আসার পর পেছনের ঢালের ওপর এক ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল হেভেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল সওয়ারীকে, চিনল: জ্যাক কেল্টন। সাদা একটা স্ট্যালিয়নে চেপেছে সে। আড়াআড়িভাবে ছুটে গেল বুনো একটা ট্রেইল ধরে, দূর থেকে শুভেচ্ছা জানানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। মিনিট খানেকের মধ্যেই পেরিয়ে গেল ওকে, ট্রেইলের পাশে গজানো ঝোপ আর উইলোর আড়ালে হারিয়ে গেল একসময়।

ওয়্যাগনের গতি কমিয়ে আনল হেভেন, তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই আর। নিশ্চিতভাবেই ওর আগে পৌঁছে যাবে জ্যাক কেল্টন। মেসা পেরিয়ে লম্বা একটা উপত্যকা পড়ল, সামনে-পেছনে দু'দিকেই খোলা জায়গা। কেউ এলে দূর থেকে চোখে পড়বে। ওয়্যাগন থামাল ও, সীটের ওপর লাগাম রেখে নেমে পড়ল। টুল বক্স খুলে একটা হাতুড়ি আর একজোড়া পেরেক বের করল। তারপর ফের পাটাতনে উঠে এল। ধীরে, সতর্কতার সাথে একপাশ থেকে খুলে ফেলল বাক্সটা, ডালা সরিয়ে হাত বাড়াল ভেতরে। শীতল, কঠিন, মসৃণ বার হাতে ঠেকল—বুলিয়ন। মোট ছয়টা বার। ঢাকনাটা আগের মতই লাগিয়ে দিয়ে সীটের কাছে চলে এল হেভেন। লাগাম তুলে নিয়ে এগোল এবার। কিছুটা হলেও উৎসাহ বোধ করছে। *সোল প্রিন্সই আমার টার্গেট, ইউনিফর্মগুলো ওর কাছে আছে,* ভাবল ও।

পরবর্তী কাজ হবে ইউনিফর্মগুলো খুঁজে বের করা, জানে হেভেন।

লুঠেরাদের অনুসরণ এবং এক ক্রু-র মৃত্যুর ব্যাপারে ওকেই সন্দেহ করবে প্রিন্স। স্টেজ লুঠ হওয়ার পর থেকে ওর অনুপস্থিতির সাথে মূল ঘটনা যোগ

করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়, ঠিকই বুঝে নেবে ধূর্ত প্রিন্স। নিঃসন্দেহে বলা যায় এ অবস্থায় ওকে খুন করতে চাইবে সে, কারণ ওর মুখ বন্ধ করা ছাড়া উপায় নেই ব্যবসায়ীর। কিন্তু সেটা ঠেকানোর জন্যে একটা অস্ত্র আছে ওর, ধারণাটার ওজন বিচার করে দেখল হেভেন। হ্যাঁ, সোল প্রিন্সের রোষ থেকে বাঁচার উপায় একটাই, তাছাড়া ইউনিফর্মগুলোর খোঁজও পেয়ে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত কে বা কারা হতাহত হলো তাতে কি আসে-যায় ওর?

তীব্র ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে আসতে চাইছে আঙুল, দস্তানা পরার পরও কাজ হচ্ছে না। ঠাণ্ডা হিমেল বাতাস নাকে-মুখে দোলা দিয়ে যাচ্ছে, যেন এক গামলা বরফ-গলা পানি ঢেলে দিচ্ছে মুখে। পাহাড়ের বরফাকীর্ণ চূড়াগুলো চোখে পড়ল। তুষার পড়া শুরু হয়েছে আবার, বাতাসের সাথে পেঁজা তুলোর মত ভেসে এসে গায়ে পড়ছে। কোটের কলার আরও তুলে দিল ও, জুত হয়ে বসল আসনে। হাতগুলো কোটের পকেটে ঢোকাতে পারলে খুশি হত, কিন্তু রুক্ষ ট্রেইল ধরে এগোতে হলে ঘোড়াগুলোর ওপর খবরদারি করা ছাড়া উপায় নেই। টানা ছুটছে ওগুলো, ক্লান্ত দেহে থেমে পড়তে চাইছে মাঝে মধ্যেই।

ফের একটা মেসায় উঠে এল ও, আশপাশে পাইনের প্রচুর আড়াল। হঠাৎ করেই ডানে মোড় নিয়েছে ট্রেইল। সামনে ঢালু পথ, নিচে ঢালের ওপর পাইনের চূড়া চোখে পড়ছে। ওয়্যাগন থামাল হেভেন, সীটের সাথে লাগাম পেঁচিয়ে রেখে পেছনে বাক্সের কাছে চলে এল। মৃদু শিস দিতে মন্থর গতিতে এগোতে থাকল ঘোড়াগুলো। ঠেলে বাক্সটাকে একপাশে নিয়ে এল ও, ফেলে দিল পাশের ঢাল বরাবর। ভাল করে দেখে নিল জায়গাটা, যাতে পরে সনাক্ত করতে পারে। বাক্স গড়িয়ে পড়ার শব্দ কানে এল ওর। কয়েক সেকেন্ড বাদে গম্ভীর ভারী শব্দ শোনা গেল, হেভেন বুঝল নিচের উপত্যকায় গিয়ে পড়েছে ওটা।

আরও দুই মাইল এগিয়ে, ট্রেইল থেকে সরে এসে ঘোড়াগুলোকে আলাদা করে ফেলল ও। একটা মাসট্যাঙ পছন্দ করে ছেড়ে দিল অন্যগুলোকে। পথের ওপর পড়ে থাকল ওয়্যাগনটা, তবে মূল ট্রেইল থেকে দূরে থাকায় সহসাই কারও নজরে পড়ার সম্ভাবনা কম। ম্যাসট্যাঙে চেপে সাউথ পাস সিটির দিকে এগোল হেভেন।

ছোট্ট এক টুকরোর স্বাদ নিয়ে সন্তুষ্ট হলো মেরী জনসন, প্যানসুদ্ধ বড়সড় কেকটা ওভেন থেকে নামিয়ে টেবিলের ওপর রাখল ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে। রান্নার কাজ আপাতত শেষ। পুরো রান্নাঘরে নজর বুলাল ও, দেখল সবকিছুই পরিচ্ছন্ন এবং গোছানো আছে। নিশ্চিন্ত হয়ে পরনের অ্যাপ্রন খুলে ঝুলিয়ে রাখল দরজার পেছনে দেয়ালের আঙটার সাথে। মনে মনে একটা নতুন সুর আউড়াচ্ছে, লিভিংরুমে চলে এল এবার।

মেলোডিয়ন-টেবিলে বসে সকালে আসা স্বরলিপিটা তুলে নিল ও। কয়েক পাতা উল্টে পছন্দ করল একটা। দিনের এ সময়টুকু অনুশীলনে ব্যয় করে মেরী, এবং অন্য দিনের চেয়ে আজ কিছুটা উত্তেজিত, আশান্বিত ও। পিয়ানো কনসার্টো সিলেক্ট করে সুরটা তোলার চেষ্টা করল। নির্দিষ্ট এ সুরটা মেলোডিয়নে তোলার চেয়ে পিয়ানোই সহজ মনে হলো। যা আশা করেছিল তা অবশ্য হলো না, পুরো মনোযোগী হতে হলো ওকে। সুরটা মাত্র ঠিকমত তুলেছে, তখুনি দরজায় করাঘাতের শব্দে আঙুল থামিয়ে ফিরে তাকাল ও। মার্ক ব্রিস্টোকে চোখে পড়ল। অনুশীলনে বিরতি পড়ায় কিছুটা হলেও বিরক্তি বোধ করছে, অবাক হয়ে লক্ষ্য করল মেরী। পরমুহূর্তে লজ্জা পেল। 'ইন্ডিয়ান একটা এলাকায় আছ তুমি, মার্ক,' হবু বরের উদ্দেশে নড করে বলল ও, উঠে দাঁড়িয়ে মার্কের দিকে এগোল। 'পোস্টে কোন ল-ইয়ারকে পাঠাচ্ছে ওরা?'

ওকে চুমো খেল মার্ক ব্রিস্টো, কোট খুলে আলনায় ঝুলিয়ে রাখল। 'তোমাদের অফিসাররা যদি ক্যাম্পে গিয়ে জুয়ার আড্ডায় না বসত, আমারও এখানে আসার দরকার হত না,' হালকা সুরে বলল সে, কোন অভিযোগ নেই কণ্ঠে।

'কে, ফিল?'

'ফিল!' নাক সিটকাল মার্ক। 'টাকা দিয়ে কি করবে ও? টাকার অভাব নেই ওর, এবং প্রচুর রোজগার করতে জানে এমন বহু লোকের সাথে খাতির আছে ওর,' পরস্পরের সাথে হাতের তালু দুটো ঘষল সে, ঝুঁকে স্বরলিপিতে চোখ বুলাল, তারপর ফিরল মেরীর দিকে। 'কালো জবরজং হরফ সব, কঠিন এবং দুর্বোধ্য।'

উত্তরে কিছু বলল না মেরী, হাসল কেবল। কপালের ওপর এসে পড়েছে সোনালি চুলের কয়েক রাশি, সঙ্গীতের প্রশান্তি আর অনুরাগ এখনও লেগে আছে সবুজ চোখে। অস্বস্তির সাথে হাসল ও, দেখল মার্কের দৃষ্টি লেগে আছে ওর মুখে, তাতে অস্থিরতা আর অনুমোদনের চাহনি। বুক টানটান করে দাঁড়িয়ে বাতাসে গন্ধ শুঁকল সে। 'কেকের গন্ধ পাচ্ছি মনে হয়?' হালকা সুরে জানতে চাইল মার্ক।

'আসলে আঁচ করছ তুমি, গন্ধ পাওনি।'

এগিয়ে এল মার্ক, মেরীর কাঁধ চেপে ধরে আলতোভাবে গালে চুমো খেল। 'আমাদের যখন বিয়ে হবে, প্রতিদিন কেক তৈরি করবে তুমি, যদ্দিন না আমার চিবুক বড় হয়ে গলার টাই ঢেকে ফেলে।'

'বরং বলো চিবুকজোড়া,' সংশোধন করে দিল মেরী। 'একটা চিবুকে তোমার হবে না।'

অস্বস্তির সাথে ওকে দেখল মার্ক। 'তুমি কি বলতে চাও আমার থুতনি দুর্বল কিংবা পুরো শরীরই ওরকম কিছু?'

'নিশ্চই নয়,' হেসে বলল মেরী, গলায় আপসের সুর। 'আমি বলতে চেয়েছিলাম ঠিক রুগ্ন নও তুমি, আবার একেবারে স্বাস্থ্যবানও নও। আরেকটু মোটাসোটা হওয়া উচিত তোমার।'

অদ্ভুত একটা সন্দেহ দেখা গেল মার্কের চোখে, অবাক হয়ে দেখল মেরী।

'মাইনিং ক্যাম্পের কুখ্যাত কুকুরের মাংস খাওয়ার কথা বলছ না তো যেগুলো খেয়ে দ্রুত মোটাসোটা হওয়া যায়?' প্রায় চাপা স্বরে, অসন্তোষের সাথে বলল মার্ক। জানালার কাছে চলে গেল সে, বাইরে দৃষ্টি রাখল।

রাস্তার তুষারে পড়া প্রতিফলিত আলো এসে পড়েছে মার্কের মুখে, মুখের অস্থিরতা আর ভাঁজগুলো স্পষ্ট দেখতে পেল মেরী। প্রবল একটা ধাক্কার মত এল চিন্তাটা—একজন অস্থির মানুষ সাধারণত অতৃপ্ত ও অধৈর্য হয়ে থাকে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকে দেখল মেরী, বোঝার চেষ্টা করল ওর কোন ভুল হচ্ছে কি না। 'রাত জেগে কাজ করছ?' কোমল সুরে জানতে চাইল শেষে।

ফিরে তাকাল মার্ক, ফের সন্দেহটা দেখা গেল চোখে। সামলে নিয়ে অস্বস্তির সাথে হাসল। 'কিছুটা। আবার বোলো-না যে ক্লান্ত দেখাচ্ছে আমাকে।'

'অস্থির এবং কিছুটা হলেও বিপর্যস্ত, আমার ধারণা তুমি নিজেও জানো।'

'জঘন্য এবং সৌভাগ্যময় এই ক্যাম্পে,' তিক্ত শোনাল মার্কের কণ্ঠ 'সবাই টাকা বানাচ্ছে, কেবল আমি ছাড়া।'

'তুমি যদি কেয়ার না করো, তাহলে আমিও করি না। বাবা খুব বেশি বেতন পায় তা কিন্তু নয়, এবং এভাবেই চলে যাচ্ছে আমাদের। আমার বা বাবার, কারও বেশি চাহিদা নেই।'

'পুরানো এই পিয়ানো আর মেলোডিয়নে সন্তুষ্ট তুমি, মেরী?' তিক্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল মার্ক। 'পুবের মোটাসোটা কোন মহিলার ফেলে দেয়া ড্রেস কাটছাঁট করে পরার বদলে আনকোরা দামী ড্রেস পরার ইচ্ছে হয় না ঝলমলে নাচের ড্রেস চাও না? ইন্ডিয়ান স্কাউটদের কাছ থেকে অল্প দামে কেনা টার্কির বদলে হরিণের মাংস খেতে কখনও ইচ্ছে করে না তোমার?'

'ঈর্ষায় ভুগছ তুমি, মার্ক!' প্রবল বিস্ময় চেপে রাখতে কষ্ট হলো মেরীর।

'খুব বেশি দিন নয়,' জোর গলায় বলল মার্ক, আত্মবিশ্বাসী দেখাল ওকে 'তোমার জন্যে দামী ড্রেস, পিয়ানো কিংবা মেলোডিয়ন···সবকিছুর ব্যবস্থা শিগগিরই হয়ে যাবে।'

'কিন্তু তুমি এতটা গরীব নও যে এভাবে হতাশা প্রকাশ করতে হবে, বিস্ময়ের সাথে প্রতিবাদ করল মেরী। 'খিদেয় কষ্ট পেতে হচ্ছে না তোমাকে অথচ এমনভাবে বলছ যেন খাবারের দোকানের বাইরে থেকে হাভাতের মত খাবারের দিকে তাকিয়ে আছ!'

'না। তবে ওই অভিজ্ঞতা সত্যিই হয়েছিল আমার। একসময়, বালব

বয়সে হপ্তাখানেকের জন্যে মাত্র সিকি ডলারের বিনিময়ে ধনী লোকের বাড়িতে রুটি পৌঁছে দেয়ার কাজ করেছিলাম।'

আর্ম চেয়ারে বসে শরীর এলিয়ে দিল মেরী, বিস্ময় দূর হয়নি ওর চোখ থেকে। এখনও তাকিয়ে আছে মার্কের মুখের দিকে। 'বাবা যখন এভাবে কথা বলে, আমি তখন ধরে নিই আগের রাতে হয়তো খুব বেশি পান করে ফেলেছে কিংবা আসার পথে একটা কুকুরকে হয়তো লাথি মারতে হয়েছে ওঁর। নিজেকে করুণা করতে শুরু করে ও তখন, অকৃতজ্ঞ কংগ্রেসের চোদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করে ছাড়ে। ওঁর ধারণায় এদের কারণেই সৈন্যরা কঠিন, সংগ্রামী জীবন যাপন করছে। প্রতিবার পদত্যাগ করার হুমকি দিয়ে শেষ করে বাবা। কিন্তু খাবার টেবিলে পছন্দের দু'একটা জিনিস পেলেই ভুলে যায় সব, এসব বলেছে কি-না রীতিমত অস্বীকার করে বসে।' থেমে মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল মেরী। 'কেক আনব?'

হেসে উঠল মার্ক। এগিয়ে এসে দু'হাতে বেষ্টন করল মেরীকে। 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কোন পুলিশকেই বোধহয় বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

'বাচ্চা ছেলের মত বলছ তুমি,' কৌতুক দেখা গেল মেরীর চোখে। 'হয়েছে, আর তর্ক করতে হবে না!' মার্ক কিছু বলতে উদ্যত হতে হাত তুলে থামিয়ে দিল। 'কেক আনব?'

'বরং গরুর মাংসের সাথে লেগে থাকব আমি,' প্রায় বিদ্বেষের সুরে বলল মার্ক, বিদ্রূপ দেখা গেল চোখে। কোট আর হ্যাটের দিকে এগিয়ে গেল।

'সাপার পর্যন্ত থেকে যাও, মার্ক!'

'পারব না। সকালে লারামিতে গেছে মি. শেপার্ড, আমাকেই অফিস বন্ধ করতে হবে আজ,' কোট পরে শ্রাগ করল সে, দরজার দিকে এগোল।

পিছু নিল মেরী, দরজার কাছে এসে মুখ তুলে চুমো খাওয়ার সুযোগ দিল মার্ককে, এক হাতে দরজা খুলে ধরল। 'মামলাগুলো যেন ঠিকভাবে সামলাতে পারো!' উইশ করল ও, দেখল মৃদু নড করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেল মার্ক, বাগিতে চড়ে এগোল প্যারেড গ্রাউন্ডের দি

একটু পরে, মেলোডিয়নের টুলে বসল মেরী, কিন্তু হাঁটুর ওপর পড়ে আছে হাতজোড়া। সামনে স্বরলিপির পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে থাকল, বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করছে না। মার্কের কথাগুলো কানে বাজছে এখনও, অস্বস্তি আর দ্বিধা সৃষ্টি করেছে মনে। সারা জীবন কারও একরকম যায় না, কোন একটা সময়ে হতাশা বা অতৃপ্তি আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু মার্কের অসন্তোষ ভিন্নরকম, জানে মেরী। আরও কি যেন আছে এরমধ্যে, ভুল আর নোংরা মনে হয়েছে ওর কাছে। এটা এমন এক অনুভূতি যা ছাপ ফেলে যায় লোকের মধ্যে, অদ্ভুত তিক্ততা ছাড়া আর কিছু থাকে না। জিনিসটা মার্কের মধ্যে আগে কখনও চোখে পড়েনি ওর, মেরী বুঝতে পারছে না এটা ক্ষণিকের দুর্ভাগ্য কিংবা খারাপ সময়ের কারণে

নাকি প্রথম থেকেই ওর মজ্জাগত। কৌতূহল অনুভব করছে মেরী জনসন, জানার ইচ্ছে কোন্‌টা সত্যি।

গেটের কাছে এসে সেন্ট্রির উদ্দেশে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মার্ক ব্রিস্টো, মৃদু স্পার দাবাল। রোদ উঠেছে কিন্তু তারপরও ঠাণ্ডা লাগছে ওর, সেন্ট্রি পোস্ট কিংবা আশপাশের ছোট ছোট বাড়িগুলোকে পড়ন্ত তুষারের আস্তরের নিচে ধূসর, স্যাঁতস্যাঁতে মনে হচ্ছে। মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে ওর, মেজাজ ঠিক রাখতে পারছে না। মেরীর সাথে এসময় দেখা করতে যাওয়া উচিত হয়নি, বিষণ্ন মনে ভাবল ও।

ক্যাপ্টেন জনসনের কোয়ার্টারে যাওয়ার আগে লেফটেন্যান্ট বাওয়ারের কাছে গিয়েছিল মার্ক, রসিদ ছাড়াও আটশো তিন ডলারের চেক হস্তান্তর করেছে–খনির শেয়ার বাবদ এ মাসে লেফটেন্যান্টের পাওনা। তার অংশীদার, মরগান ব্রেটন, সাউথ পাস সিটির এক নাপিত। মার্কের মনে পড়ল গত অগাস্টের এক সন্ধেয় চুল কাটাতে গিয়ে নাপিতের সাথে চুক্তি করেছিল লেফটেন্যান্ট, বছর খানেকের জন্যে লীজ নিয়েছিল খনিটা। পনেরো দিনের মধ্যে নতুনভাবে আকরিক পাওয়া শুরু হয় খনিতে, সেই থেকে প্রতি মাসে প্রায় হাজার ডলার পায় লেফটেন্যান্ট। অ্যাটর্নি শেপার্ড এন্ড ব্রিস্টোর মাধ্যমে টাকাটা পৌঁছে যায় তার ডেস্কে। ভাগ্য আর কাকে বলে, তিক্ততার সাথে ভাবল মার্ক ব্রিস্টো, পড়ে থাকা একটা ক্লেইম লীজ নেওয়ার পর থেকে কপাল খুলে গেছে বাওয়ারের, এবং এ জিনিসটাই ওকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। নিছক খেয়ালের বশে টাকা খাটিয়ে কয়েকগুণ রোজগার করতে পারছে ওরা, অথচ তার ক্ষেত্রে তাস কিংবা যে কোন বিনিয়োগে ভাগ্য সবসময়ই মুখ ফিরিয়ে থাকছে।

আটলান্টিক গাল্‌শ হয়ে সাউথ পাস সিটিতে এল সে, লিভারি স্টেবলে বাগি রেখে অফিসের দিকে এগোল। সন্ধে ছ'টার সময় খনি শ্রমিকদের শিফট বদলি হওয়ায় ভিড় লেগে আছে সরু রাস্তায়, বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হলো ওকে। অফিসের সিঁড়ি ভেঙে উঠার সময় প্রিন্স ম্যারিয়নে জুয়ার টেবিলে নিজের মন্দ ভাগ্যের কথা মনে পড়ল ওর, *জঘন্য!*

করিডর ধরে নিজের কামরার সামনে আসতে দেখল আলো জ্বলছে ভেতরে, বাতি ধরিয়েছে কেউ। ধারণা করল কেরানি মেকেঞ্জি হয়তো ভুল করে জ্বালিয়ে গেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকাতে অজান্তে থেমে গেল ও। বিস্ময়ের ধাক্কা এতটাই প্রবল হলো যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল, কিছু বলতেও পারল না।

একটা চেয়ারে বসে আছে জন হেভেন।

সন্তুষ্টি আর উল্লাস বোধ করল মার্ক, কিন্তু নিজের প্রতিক্রিয়া সযত্নে চেপে রাখল। 'কেমন আছ, হেভেন?' হালকা সুরে জানতে চাইল যেন ভদ্রতাবশত সেটাই স্বাভাবিক, তবে কিছুটা হলেও আন্তরিকতা বা সাদর অভ্যর্থনার সুর

থাকল। 'বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি বোধহয়? পোস্টে গিয়েছিলাম আমি।'

'না, মাত্র এলাম।'

কোট-হ্যাট খুলে রেখে দরজা বন্ধ করল মার্ক। ডেস্ক পেরিয়ে ওপাশে গেল, নিজের চেয়ারে বসে সামনের দীর্ঘদেহী লোকটির দিকে তাকাল। কিভাবে আলাপ শুরু করা যায় ভাবছিল মনে মনে, স্টেজ লুঠের ঘটনা মনে পড়তে স্বস্তি বোধ করল। 'শুনলাম প্রথম শিপমেন্টেই ভাগ্য খারাপ গেছে তোমার?'

নড করল হেভেন। সরাসরি তাকাল মার্কের দিকে, পলক পড়ছে না চোখের। 'প্রস্তাবটা নিয়ে ভেবে দেখলাম, মি. ব্রিস্টো, কামারের সাথে ফাইটের ব্যাপারে···চ্যালেঞ্জটা নেব আমি।'

উল্লাস চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো মার্ক, নড করল সমঝদারের ভঙ্গিতে।

'কিছু শর্ত আছে আমার।'

'তুমি কি চাও তোমার হয়ে বাজি ধরি আমি?' ধারণা করল মার্ক।

'না, ওভাবে তোমাকে ঝামেলায় ফেলার ইচ্ছে নেই আমার। ভিন্ন কিছু।'

সতর্কতা দেখা গেল মার্কের মুখে, সরু হয়ে এল চোখ, বোঝার চেষ্টা করল ব্যাপারটা কি হতে পারে। কিন্তু হেভেনের নির্লিপ্ত মুখ দেখে কিছুই আঁচ করতে পারল না। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল ও, মনোযোগী দেখাচ্ছে আগের চেয়ে।

ভ্রূকুটি দেখা গেল হেভেনের চোখে, এখনও একদৃষ্টিতে দেখছে আইনজ্ঞকে। 'মি. ব্রিস্টো, একটা স্বীকারোক্তি লেখাতে চাই আমি। তুমিই লিখবে এবং নোটারি করবে, বিধিসম্মতভাবে। কিন্তু তার আগে আমি নিশ্চিত হতে চাই জবানবন্দিটা নিরাপদে রাখতে পারবে। তোমার সেফের কথা বলছি না, কিংবা ব্যাংকের সেফের ব্যাপারেও নিশ্চিত নই আমি। নিরাপদ একটা জায়গা চাই যেখান থেকে ওটা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই থাকবে না।'

ভুরু কুঁচকে উঠল মার্কের। 'এমনভাবে বলছ যেন চুরি যাওয়ার ভয় করছ?'

'ঠিকই ধরেছ, চুরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মার্ক, মনে মনে কথাগুলো উল্টেপাল্টে দেখল। ব্যাংকের সেফের চেয়ে নিরাপদ জায়গা বোধহয় আর নেই, মনে হলো ওর, যদি না একজন গার্ড চব্বিশ ঘণ্টাই কাগজগুলোর ওপর নজর রাখে। তারপর, সহসাই মনে পড়ল উত্তরটা জানে। এবার প্রসন্ন হাসি দেখা গেল ওর মুখে। 'মনে হয় একেবারে নিশ্ছিদ্র একটা জায়গার নিশ্চয়তা দিতে পারব তোমাকে,' মৃদু স্বরে বলল ও, মিটিমিটি হাসি লেগে থাকল মুখে।

'কোথায়?'

'স্ট্যামবার্গে। ব্যক্তিগত ফাইল রাখার জন্যে সেফ আছে কমান্ডিং অফিসারের। ওই সেফের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তুমি।'

ক্ষণিকের জন্যে ভেবে দেখল হেভেন, মাথা দোলাল এরপর। 'সত্যিই সম্ভব? আর্মির সেফে সাধারণ লোকের গোপন কাগজ···'

'বিশেষ আনুকূল্যে রাখা যাবে।'

'চলবে। এবার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পালা। একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি লড়াইয়ে আমাকে হারাবে লফটাস, চলবে?'

লাল হয়ে গেল মার্কের ফর্সা মুখ। 'মনে হয় না তার দরকার আছে।'

'ঠিক আছে। কাগজ-কলম নাও। সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি।'

ড্রয়ার থেকে কাগজ বের করে কলম তুলে নিল মার্ক ব্রিস্টো, তাকাল হেভেনের দিকে।

'আমি, জন হেভেন, সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে শপথ করে বলছি···' শুরু করেও থেমে গেল ও। 'সব লিখছ তো?'

'যতটুকু দরকার হবে, তার সবই।'

'সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে শপথ করে বলছি গত বৃহস্পতিবার, যে স্টেজকোচে বুলিয়ন নিয়ে যাচ্ছিলাম, রাত এগারোটার দিকে লুঠ হয় স্টেজটা।···' সবিস্তারে বলে গেল হেভেন, কিছুই বাদ দিল না।

দ্রুত লিখে যাচ্ছে ব্রিস্টো, মাঝে মাঝে বিস্ময়ের সাথে দেখছে হেভেনকে।

স্টেজ লুঠ থেকে স-মিলে পৌঁছানো পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করল হেভেন, মিলের লোকগুলোর নাম জানাল। মিল থেকে বেরুনোর পর বুলিয়ন আবিষ্কারের ঘটনায় এসে শেষ করল। জানালা থেকে চোখ ফিরিয়ে দেখল লিখছে না মার্ক, বরং তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বিস্ময়ে কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁটজোড়া, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখ।

'তারপর, কি করলে তুমি?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল মার্ক।

'নিরাপদ জায়গায় রেখে এসেছি বুলিয়নগুলো। শহরে ফিরে তোমার সাথে দেখা করতে এলাম।'

কলম তুলে কাগজের ওপর রাখল মার্ক, আলতোভাবে যেন ওটা ডিনামাইট কিংবা কোন বিস্ফোরক পদার্থ। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে তাকাল হেভেনের দিকে, চোখের পাতা কেঁপে উঠল। প্রশ্নের ঝড় বইছে মনে, কিন্তু মাথায় আসা প্রথম প্রশ্নটাই করল সে। 'গুড গড! তুমি কি ভেবেছ এতেই সোল প্রিন্সকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারবে?'

'খুব শিগগিরই কোন একদিন।'

কাগজের ওপর পড়ে আছে মার্ক ব্রিস্টোর লম্বা আঙুল, চিন্তিত। হেভেনের কথার বাস্তবতা যেন এই মাত্র স্পর্শ করেছে ওকে। আঙুল চালিয়ে মৃদু ছন্দ তুলল, জানালা ধরে তাকিয়ে থাকল শহরের দিকে, সেলুনের সামনের বাতির

হলদে আভা চোখে পড়ছে। 'এই ক্যাম্পেও বোধহয় এরাই লুঠ করছে। এদের খোঁজেই সারা তল্লাট তোলপাড় করতে বাকি রেখেছে শেরিফ। আমার মনে হয় শেরিফকে জানানোই উচিত হবে তোমার।'

'না।'

এটাই শেষ কথা, কোন নড়চড় হবে না, বুঝতে পারল মার্ক ব্রিস্টো। হেভেনের দৃঢ়তা নাড়া দিয়ে গেল ওকে, অজান্তে কেঁপে উঠল চোখের পাতা। জন হেভেনের গম্ভীর মুখের দিকে তাকাল। কি একটা ব্যাপার আছে এরমধ্যে, বুঝতে পারছে না, বলেওনি হেভেন। তবে ধারণা করতে পারছে মার্ক। 'শেরিফের কাছে স্বীকারোক্তি দেয়ার বদলে আমার কাছে এলে কেন?' প্রায় অস্ফুট স্বরে জানতে চাইল ও।

'এ ব্যাপারে পরে আসছি। জবানবন্দিটা এমনভাবে সাজাতে চাই যেন কোর্টে সাক্ষ্য হিসেবে টেকে।'

'অন্য আইনজ্ঞ আছে এখানে,' অধৈর্য স্বরে মনে করিয়ে দিল মার্ক।

'কিন্তু এমন কেউ নেই মুখ বন্ধ করার বিনিময়ে যে একটা লড়াই থেকে কিছু টাকা কামিয়ে নিতে চায়।'

অপমান বোধ করছে মার্ক ব্রিস্টো, জানে শুনতে বা বুঝতে ভুল হয়নি। হেভেন সরাসরি ঘোষণা করেছে ওর সম্পর্কে কি ভাবছে। একাধারে অসহায় এবং বেপরোয়া একটা অনুভূতি হলো ওর। 'তোমার ঘাড়ে চেপে থাকা শয়তানটাকে নিয়ে, বন্ধু,' তীক্ষ্ণ, অসন্তুষ্ট স্বরে বলল মার্ক। 'এবং তোমার ঝামেলাগুলো নিয়ে অন্য কোথাও যাও।'

'তাহলে ফাইটটার কথা বরং ভুলেই যাই আমরা,' বিড়বিড় করে বলল হেভেন।

রাগ হলো মার্কের, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। কোন ভাবান্তর নেই লোকটার মধ্যে, সে নিশ্চিত জানে রাজি না হয়ে উপায় নেই ওর। ওর অবস্থান, ধাত পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে, নিশ্চিত জেনেই এসেছে। অন্তস্তল থেকে সতর্ক হওয়ার তাগাদা অনুভব করল মার্ক, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না। *কিছু টাকা রোজগার করার জন্যে আর কোন উপায় তুমি খুঁজে পাবে না, বাছা,* নিজেকে শুধাল। চোখ বন্ধ করে দু'হাতে চোখ ঘষল ও, অনেকক্ষণ পর হেভেনের দিকে ফিরল। 'ঠিক আছে, পরস্পরকে বোঝা যাক,' আপসের সুরে বলল এবার। 'তোমার জবানবন্দি নেব আমি। নিরাপদ জায়গায় রাখব, সাথে আমার মুখও বন্ধ রাখব। কিন্তু আমার মুখ বন্ধ রাখার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার দরকার কি? কি পরিকল্পনা করেছ তুমি?'

'সহজ ব্যাপার। সোল প্রিন্সের কাছ থেকে কিছু টাকা খসানোর দারুণ সুযোগ এটা, বিশেষ করে তোমার জন্যে।'

উঠে দাঁড়াল মার্ক ব্রিস্টো, প্রায় আতঙ্কিত। সামনে বসা লোকটির ধৃষ্টতা,

নিস্পৃহ সুরে বলা কথাগুলোর মধ্যে অশুভ কি একটা আছে, নীরবে চেয়ে থাকল ও। আড়ষ্ট, বিব্রত এবং বিস্মিত। 'যদি সত্যিই তাই করতে চাও, আমাকে এসব বলছ কেন?'

'কারণ একটু পরে যখন রাস্তায় নামব, চাই না আমার পিঠে গুলি করুক কেউ,' ক্ষীণ হাসল হেভেন, কিন্তু হাসিতে কৌতুক বা রসবোধ নেই। 'আমাকে খুন করতে পারে প্রিন্স। নিজের ইচ্ছেকে যাতে গলা টিপে হত্যা করতে বাধ্য হয় সে···পিঠ বাঁচানোর আর কোন বুদ্ধি দিতে পারবে? আমাকে খুন করলে ওকে ঝোলানোর জন্যে কাজ করবে জবানবন্দিটা।'

চেয়ার ছেড়ে জানালার কাছে চলে গেল মার্ক, ভয় ওর চোখে-মুখে। চেষ্টা সত্ত্বেও ঢেকে রাখতে পারছে না। 'কিন্তু তুমি যা জানো আমারও জানা হয়ে গেছে এখন, এবং আমাকেও খুন করতে পারে সে!'

'ঠিক, ভাবছিলাম কখন চিন্তাটা তোমার মাথায় আসবে,' মার্কের দিকে তাকাল হেভেন, খানিকটা কৌতুক আর বিদ্বেষ দেখা গেল চোখে। 'হয়তো আমরা দু'জনে মিলে ওকে বাধ্য করতে পারব। আমার বা তোমার, যে কোন একজনের মৃত্যু হলে কাউন্টি শেরিফের কাছে সাক্ষ্যটা পৌঁছে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।'

'তুমি একটা ধূর্ত শয়তান, হেভেন!' তিক্ত গলায় বলল মার্ক, রেগে গেছে। 'শেরিফের কাছ থেকে লুকিয়ে তথ্যগুলোর সাহায্যে আসলে আমাকেই অপরাধী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছ, মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য করে প্রিন্সের কুকর্মের সহযোগী বানাচ্ছ। তোমাকে সাহায্য করতে রাজি হওয়ার পরও, ধারণা করতে পারছি, প্রিন্সের মাধ্যমে আমাকে খুন করতে পারবে তুমি!'

'এবং একটা লড়াইয়ে ইচ্ছে করে হেরে গিয়ে বড়লোক বানিয়ে দিচ্ছি তোমাকে,' সোজাসাপ্টা বলল হেভেন, খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ পেল কণ্ঠে।

যথেষ্ট, তিক্ত মনে ভাবল মার্ক। জানালার কাছে গিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকাল। খেয়াল করল এই ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘামছে, ভয় ধরে গেছে মনে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে কি রকম চাতুর্যের সাথে পুরো ব্যাপারটা সামাল দিয়েছে হেভেন, গুছিয়েছেও নিজের মন মত। ওর মধ্যে প্রাচুর্যের মোহ দেখতে পেয়ে কাজে লাগিয়েছে, এবং এখন, টাকা পেতে হলে আইন ব্যবসার সব রীতি-নীতি বিসর্জন দিয়ে, সব শিষ্টাচারকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে ওকে। নগদ লেনদেনের ব্যাপারটা এড়িয়ে হেভেনের সাক্ষ্য নিরাপদ জায়গায় রাখতে পারে, তাহলে ওর নিজের জীবনের কোন আশঙ্কাও থাকবে না, কিন্তু সেটা বিচক্ষণতা হলেও কাঁধ থেকে দেনার দায় কমাতে পারবে না।

হেভেনের দিকে ফিরল মার্ক। দক্ষ হাতে পাইপে তামাক ভরছে সে, নির্বিকার, ওর সিদ্ধান্ত জানার অপেক্ষায় আছে। আঙুলের গাঁটে মলিন হয়ে যাওয়া ব্যান্ডেজ, কিন্তু দুর্বল মনে হচ্ছে না মুঠিগুলোকে, এবং লোকটার সব

কিছুতেই আত্মবিশ্বাস ঠিকরে পড়ছে। আস্থা রাখা যেতে পারে ওর ওপর, ভাবল মার্ক, লোকটি বোকা নয় এবং সম্ভবত বেঈমানও নয়। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও, দ্বিধা করার কি আছে? হেভেনের জবানবন্দি নিরাপদে রেখে, ফাইট শেষ হওয়ার পর, সোল প্রিন্সকে নিজের দেনা শোধ দিয়ে এখান থেকে চলে যেতে পারবে ও আর মেরী, অন্য কোথাও নতুন একটা জীবন শুরু করতে অসুবিধে কি?

তারপর সহসাই মাথায় এল চিন্তাটা: *হেভেন যদি পারে তো আমিও সোল. প্রিন্সকে ব্ল্যাকমেল করতে পারি! দেনা শোধ করতে হবে না তাহলে!* ফাইটের সময় জেতা টাকা দিয়ে অন্য কোন শহরে অনায়াসে গুছিয়ে নিতে পারবে, সবচেয়ে বড় কথা জঘন্য সাউথ পাস সিটি ছাড়তে পারবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে হেভেনের দিকে ফিরল মার্ক। 'ঠিক আছে, কাজটা করব আমরা,' মৃদু স্বরে জানাল। আত্মবিশ্বাস দেখা গেল তার মধ্যে, এত বেশি যেন ঠিকরে পড়ছে চোখে-মুখে, খেয়াল করল হেভেন।

পরের আধ-ঘণ্টায় জবানবন্দিটা লিপিবদ্ধ করল ওরা। শপথ করার পর হেভেনের অনুরোধে মুখবন্ধ খামের ওপর দু'জনের নামই লেখা হলো যাতে যে কেউ ওটা চাইতে পারে। খামটা নিয়ে স্ট্যামবার্গের উদ্দেশে বেরিয়ে গেল মার্ক।

ব্রিস্টোর পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে দরজার দিকে এগোল হেভেন, বন্ধ করে দিল। বাতি নিভিয়ে চেয়ারটা স্টোভের দিকে ফিরিয়ে বসল। ঠোঁটে নিভে যাওয়া পাইপ, স্টোভের চিমনির সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে চোখে পড়া সরু আলো দেখছে। ক্ষীণ হতাশা বোধ করছে ও। মার্ক ব্রিস্টোর দুর্বলতাকে পুঁজি করে জুয়া খেলতে চেয়েছে, তাতে জয়ী হলেও কোন আনন্দ পাচ্ছে না। ব্রিস্টোর সাথে নির্মম ও চাঁছাছোলা আচরণ করেছে, সূক্ষ্মভাবে অপমান করেছে, চোখে আঙুল দিয়ে চারিত্রিক ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিয়েছে। সংশোধন করার চেষ্টা তো করেনি, বরং লোকটাকে একরকম কিনে নিয়েছে এবং পরে ব্যবহারও করবে। যা করতে চাইছে তার গুরুত্ব বরং এই লোকটির চেয়ে বেশি। তবে এটা ঠিক, ব্রিস্টোকে কলুষিত করেনি ও, দুর্নীতি জিনিসটা তার মধ্যে আগে থেকেই, কেবল ব্যবহারের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু এ ভাবনাও স্বস্তি দিতে পারল না ওকে। ব্রিস্টো সম্পর্কে হয়তো কিছুটা জানে ক্যাপ্টেন জনসন, সব জানার পর বিস্মিত না হলেও হতাশায় পুড়তে হবে তাকে। তবে বড়সড় ক্ষতটা তৈরি হবে মেরী জনসনের মনে, ভেঙে পড়বে মেয়েটি। ইচ্ছে থাকলেও মন থেকে চিন্তাটা সরাতে পারছে না হেভেন, যেহেতু জানে ওর বোঝা বা জানার মধ্যে কোন ভুল নেই। তিক্ত, শূন্য অনুভূতি হচ্ছে। স্টোভের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। উষ্ণ কামরার নীরবতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তন্দ্রালু হয়ে এল চোখ, অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

দরজায় করাঘাতের শব্দে ঘুম টুটে গেল ওর, শুনতে পেল নিচু স্বরে ওকে

ডাকছে মার্ক। অনুভব করল ক্লান্তি লাগছে, উঠতে ইচ্ছে করছে না। মাথা নেড়ে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করল। তারপর অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়ে হ্যাট, কোট তুলে নিয়ে এগোল দরজার দিকে।

করিডরে পা রাখতে ঠাণ্ডা বাতাস লাগল গায়ে, ব্রিস্টোকে পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল হেভেন। 'আরেকটা কাজ বাকি আছে, মি. ব্রিস্টো,' বলে অপেক্ষা করল না, নিচে নামতে শুরু করল। ফুটপাথে নেমে আসতে ঠাণ্ডা বাতাসে পরিষ্কার হয়ে গেল মাথা। পাশের গলি ধরে ঘুরপথে এগোল ও। মূল রাস্তা ধরে গেলে সোল প্রিন্সের ক্রুদের চোখে পড়ে যেতে পারে। হয়তো ওর ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে সেলুন মালিক, দেখা মাত্র খুন করে ফেলার আদেশ দেয়াও বিচিত্র নয়। স্টেজ লুঠের ঘটনা একে তো জানা হয়ে গেছে হেভেনের, তাছাড়া বুলিয়নগুলোও পৌঁছে দেয়নি।

গলির মুখে এসে থামল ও, চোখ বুলাল সামনের ব্যস্ত রাস্তা আর বাড়িগুলোর ওপর। পাশে এসে দাঁড়াল আইনজ্ঞ। 'স্ট্যামবার্গে রেখে এসেছ ওটা?'

মাথা দোলাল মার্ক। 'কতক্ষণ লাগবে? ওদিকে অপেক্ষা করছে আমার ফিয়াসেঁ!' অধৈর্য শোনাল গলা।

'তোমার জীবনের নিশ্চয়তা আদায় করতে যতক্ষণ লাগে।'

তেরছা ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকাল মার্ক, কিন্তু পাত্তা দিল না হেভেন। তাহলে মেরীও ব্যাপারটা জেনেছে, আঁচ করল ও, জেনি ক্যাসলনও জানবে। যেভাবেই হোক আগামীকাল দেখা করতে হবে মহিলার সাথে, ক্যাপ্টেনকে কাজের অগ্রগতি জানানো ছাড়াও মার্ক ব্রিস্টোর ব্যাপারটা খোলসা করতে হবে, নইলে পরে ওকেই দুষতে পারে এদের যে কেউ। *আমার চেয়ে ব্রিস্টোই বরং ওদের কাছে বেশি অন্তরঙ্গ, কাছের মানুষ,* তিক্ত মনে ভাবল হেভেন।

'প্রিন্স তোমার খোঁজ করছে নাকি? আমার তো ধারণা অযথাই সন্দেহ করছ।'

'হতে পারে।'

পেছন দিক দিয়ে স্টোররুমে ঢুকল ওরা। ফাঁকা। পোস্টে বাতি জ্বলছে। হেভেনকে অনুসরণ করছে মার্ক। সেলুন থেকে পিয়ানোর শব্দ ছাড়াও শ'খানেক গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

সতর্কতার সাথে দরজা খুলল হেভেন, বিপদের সম্ভাবনা নেই দেখে ঢুকে পড়ল। মার্কের জন্যে অপেক্ষা না করে ড্যান্স ফ্লোর পেরিয়ে বারের দিকে এগোল। ওকে চিনতে পেরে ছুটল এক ফ্লোরম্যান, সহকর্মীর তাড়া দেখে ফিরে তাকাল আরেকজন, এগিয়ে আসতে শুরু করল। বারের কোণে এসে থামল হেভেন, কোটের পকেটে একটা হাত, মুঠিতে অস্ত্র ধরে রেখেছে।

'সোলকে বলো ওর অফিসে দেখা করতে চাই আমরা, এখুনি,' প্রথম

ফ্লোরম্যান হন্তদন্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল হেভেন।

বিস্ময় দেখা গেল লোকটার চোখে, তবে বেতাল কিছু করল না। হেভেন ধারণা করল ওকে দেখা মাত্র রিপোর্ট করার নির্দেশ দেয়া আছে এদের ওপর। সামনে দাঁড়িয়ে থাকল দ্বিতীয়জন, একচুলও নড়ছে না। স্থির দৃষ্টিতে দেখছে, সতর্ক এবং তৈরি। মাঝে একবার চোখ বুলিয়েছে মার্কের ওপর, ফিরে তাকায়নি আর। বোঝা গেল হিসেবের মধ্যে ধরছে না আইনজ্ঞকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এল প্রথমজন। 'যেতে বলেছে তোমাকে, একা।'

'ফিরে গিয়ে ওকে জানাও—আরেকজন আছে আমার সাথে।'

'তোমার সাথে একা দেখা করবে ও, এবং ঠিক এরকম নির্দেশই দিয়েছে আমাকে।'

'কিন্তু আমি বলছি একসাথে যাব আমরা।'

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই ফ্লোরম্যান, কি করা উচিত বুঝতে পারছে না। তারপর মাথা দোলাল দ্বিতীয়জন। 'ঠিক আছে, পিট, ওকে সামলাতে পারব আমরা। তাছাড়া এখানে বেতাল কিছু করার সাহস ওদের হবে না।'

সন্তুষ্ট দেখাল প্রথমজনকে, ঘুরে ভিড় ঠেলে এগোল। চলার মধ্যেই কিছু মাইনার আর শহরের লোকজনের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করল হেভেন। বারের পেছনে এসে সিঁড়ির দিকে এগোল ওরা, থেমে অপেক্ষা করল হেভেন। ওকে ছাড়িয়ে সিঁড়ির ধাপে পা রাখল ফ্লোরম্যানদের একজন, ওপরে সোল প্রিন্সের কামরা থেকে আসা আলো এসে পড়েছে। দূর থেকেই প্রিন্সকে নিজের ডেস্কে বসে থাকতে দেখতে পেল হেভেন। মৃদু হাসি তার মুখে, অভিবাদনের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল।

পেছনে ব্রিস্টোর বিস্ময়সূচক চাপা গোঙানি কানে এল হেভেনের। তারপরই ওর গায়ের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল মার্ক। সশব্দে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো। হেভেন ধারণা করল সন্ত্রস্ত আইনজ্ঞকে ঠেলে কামরায় ঢুকিয়ে দিয়েছে ফ্লোরম্যান, তারপর সপাটে দরজা আটকে দিয়েছে। মার্কের আতঙ্কের কারণটা দেখতে পেল—দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মিক ম্যারিয়ন, হাতে শটগান। বিশাল হাতের তুলনায় ছোটই দেখাচ্ছে ওটাকে। উল্টো দিকে দেয়ালের কাছে চলে গেল দ্বিতীয় ফ্লোরম্যান, সোল প্রিন্সের ডেস্কের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রুমের মাঝখানে দাঁড়ানো মার্ক আর হেভেনের দিকে।

মিক ম্যারিয়নকে দেখল হেভেন। দাড়ির জঙ্গলের ওপর মুখটা ফুলো দেখাচ্ছে, জায়গায় জায়গায় কালসিটে দাগ। আগ্রহ হারিয়ে প্রিন্সের দিকে তাকাল ও। এখনও বসে আছে সে, রুগ্ন ফ্যাকাসে মুখ কঠিন আর হাসিবিহীন। 'বেরিয়ে যাও, মার্ক!' চাপা, প্রায় হুমকির সুরে বলল। 'এবং এখানে যে এসেছ,

ভুলে যাও!'

'সবই জানে ও,' শান্ত স্বরে বলল হেভেন। 'সবকিছু আইনসম্মত ভাবে লেখা হয়েছে, সোল, শেষে কাগজগুলো নিরাপদ একটা সেফে রেখে এসেছি আমরা। মিক যদি শটগানটা আমাদের ওপর খালি করে, ফাঁসিতে ঝুলবে তুমি।'

পুরো একমিনিট ধরে ওকে দেখল প্রিন্স, ঘোলাটে চোখে কৌতূহল। 'নিচে চলে যাও, এড,' ফ্লোরম্যানের দিকে না তাকিয়েই নির্দেশ দিল। 'সিঁড়ির ওপর নজর রাখো। কাউকে এদিকে আসতে দিয়ো না।'

দ্রুত সরে গেল লোকটা, বেরিয়ে গিয়ে দরজা আটকে দিল।

মুহূর্তের জন্যেও হেভেনের ওপর থেকে চোখ সরায়নি প্রিন্স। 'কি লেখা হয়েছে?'

শোনার পর আরও কঠিন হয়ে গেল সোল প্রিন্সের মুখ। ক্ষণিকের জন্যে খুনের নেশা দেখা গেল চোখে, তারপর নিজেকে সামলে নিল সেলুন মালিক। নড়েচড়ে বসল চেয়ারে। টেবিলের ওপর রাখা হাত দুটো চেপে বসল, আক্রোশ ফুটে উঠল মুখে। 'আর কাকে বলেছ?' চেষ্টাকৃত শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল।

'বোকার মত আচরণ কোরো না, সোল। কিছু টাকা কামানোর সুযোগ ছাড়ব কেন আমি, কিংবা অন্য কাউকে সুযোগ দেব কেন?' থেমে প্রিন্সকে নিরীখ করল হেভেন। 'দেখতেই পাচ্ছ, জায়গামত তোমাকে আটকে ফেলেছি আমি,' সৌহার্দ্যপূর্ণ স্বরে বলল এবার। 'রাজি না হয়ে উপায় নেই, কিংবা আমার ক্ষতি করার সাহসও তোমার হবে না। দর কষাকষি করার মত অবস্থায় নেই তুমি।' সোল প্রিন্সকে সংবাদটা দিয়ে ভয় পাইয়ে দেয়ার কিংবা নিদেনপক্ষে চমকে দেয়ার ইচ্ছে ওর মাঠে মারা গেছে, ভাবল ও। খুব সাধারণভাবে নিয়েছে সে। ভয় তো পায়ইনি, বরং খেপে গেছে আরও।

'ও এসবের মধ্যে আসছে কিভাবে?' অবজ্ঞার সুরে মার্কের প্রসঙ্গে জানতে চাইল প্রিন্স।

'ও আমার বীমা। জবানবন্দি লেখার পর নিরাপদ একটা জায়গায় রেখেছে ও। তোমাকে জানাতে আপত্তি নেই। স্ট্যামবার্গের সেফে—কেবল আমার বা ওর মৃত্যু হলেই খামটা খোলা হবে, এবং শেরিফের টেবিলে পৌঁছে যাবে।'

অবজ্ঞার দৃষ্টিতে মার্কের দিকে তাকাল সে। 'তোমার হবু শ্বশুরের সৌজন্য?'

'ঠিক,' দৃঢ় স্বরে বলল মার্ক ক্রিস্টো, সাহস ফিরে পেয়েছে। কিন্তু অত্যধিক উত্তেজনায় চড়া শোনাল গলা। 'ব্যক্তিগত বৈধ প্রমাণপত্র, ক্যাপ্টেনকে বলেছি আমি,' কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সে, সন্ত্রস্ত ভাবটা পুরোপুরি বিদায় নেয়নি চেহারা বা চোখ থেকে, এবং সেটা ঠিকই ধরা পড়ল সোল প্রিন্সের চোখে, বাঁকা হাসি দেখা গেল ঠোঁটে।

'ধাপ্পা দিচ্ছে ওরা,' রোষের সাথে ঘোষণা করল ম্যারিয়ন। বরাবরের মত শান্ত শোনাল কণ্ঠ।

'না,' ভিন্নমত পোষণ করল প্রিন্স, হেভেনের দিকে তাকিয়ে আছে। 'অবশ্য তাতে কিছু যায়-আসে না।' তাচ্ছিল্যের হাসি দেখা গেল মুখে। 'তোমরা দু'জনেই যেতে পারো এবার। এখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারবে, আমার লোকেরা যাতে তোমাদের কিছু না করে সেটা দেখব আমি। কিন্তু তারপর,' শেষ শব্দটার ওপর জোর দিল সে। 'তারপর, ছুটতে থেকো। ব্যস্ত মানুষ আমি, আরেকবার যেন তোমাদের দেখতে না পাই।'

কিছুটা বিস্মিত হেভেন, দেখছে সোল প্রিন্সকে। 'শেরিফের কাছে?'

'ইচ্ছে হলে যেতে পারো। তবে মনে হয় না গ্রীনের কাছে যাচ্ছ তোমরা।'

'কেন?' রাগে চেঁচিয়ে উঠল মার্ক।

হাসল প্রিন্স, কৌতুক আর বিদ্রূপ দেখা গেল চোখে। 'কারণ তোমাদেরকে কোন টাকা দিচ্ছি না আমি, কিংবা তোমরা যাতে টাকা কামাতে পারো সেই সুযোগও রাখব না।' সামনের দিকে ঝুঁকে এল সে, সরাসরি তাকাল হেভেনের চোখে। 'তুমি খুব চালাক, হেভেন। ভালই করছিলে, আমার ধারণা চালিয়ে যেতে পারতে শেষতক। মত পাল্টালে কেন, অনেক টাকার লোভে?'

নড করল হেভেন।

'তুমি, মার্ক ব্রিস্টো,' বিতৃষ্ণার সাথে বলল প্রিন্স। 'বুদ্ধিমান একটা ছেলে, কিন্তু জানো না কিভাবে জুয়া খেলতে হয়। টাকার জন্যে পাগল হয়ে গেছ তুমি। আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছ, হয়তো আমার পাওনা বারো হাজার ডলারের নোটগুলো একটু পরেই ফেরত চাইবে। ঠিক বলেছি?'

মার্ক কিছু না বলায় চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল প্রিন্স। 'যদি তোমাকে টাকা দেই নির্লজ্জের মত নেবে তুমি, কিন্তু তারপরও মুখ বন্ধ করবে না। এর কোন শেষ নেই। আমাকে শুষে নিঃস্ব করে ফেলবে একসময়, তারপর আইনের হাতে তুলে দেবে। এরকম কোন ব্যবসা আমি করি না, করবও না।'

'ব্যবসা!' অবজ্ঞাভরে জানতে চাইল মার্ক। 'তাহলে কেমন ব্যবসা করে তুমি, সোল?'

'মুগুর চেনো, মার্ক? ওরকম একটা জিনিস দিয়ে আমাকে কোণঠাসা করতে চাইছ তোমরা, ঠিক একই রকম একটা জিনিস চাই আমার। তারপর ব্যবসা করব আমরা।'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে সোল প্রিন্সকে দেখছে হেভেন, মেজাজ খারাপ হয়ে গেলেও মনে মনে লোকটার বিচক্ষণতা আর সাহসের প্রশংসা করছে। ওদের ধাত ঠিকই বুঝে নিয়েছে প্রিন্স—অসৎ এবং লোভী হিসেবে। যে জিনিস দিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে তার নৈতিকতা বা বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি। প্রিন্সকে আইনের হাতে ধরিয়ে দিতে পারে ওরা

কিন্তু তাতে নিজেদের স্বার্থ হারাতে হবে। সে জানে শেরিফের কাছে যাবে না ওরা, সুতরাং প্রিন্সের কাছ থেকে কিছু টাকা খসাতে হলে তার দয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে, প্রিন্স নিজে যেমন নির্ভর করছে ওদের দয়ার ওপর। নোংরা, বুনো একটা কৌশল, কিন্তু কার্যকরী।

মার্কের মুখে রাগ, হতাশা আর উন্মাদনা দেখতে পেল হেভেন। ভ্রুক্ষেপ করল না ও, সোফায় বসে তাকাল প্রিন্সের দিকে। 'ঠিক আছে, তোমার সাথে রফা করতে আপত্তি নেই আমাদের,' কিছুটা ক্লান্ত সুরে জানাল।

নড করল প্রিন্স, অপেক্ষায় থাকল।

'ব্রিস্টোকে ওর সার্ভিসের জন্যে টাকা দিতে হবে, সোল। তুমি হয়তো শুনতে চাইবে পরিমাণটা কত। হাতের ক্ষতগুলো সেরে উঠলে সার্জেন্ট লফটাসের সাথে ফাইট করতে যাচ্ছি আমি। ব্রিস্টো বলেছে চার-এক বাজির দর থাকবে আমার পক্ষে। নিজের শেষ ডলারটি পর্যন্ত লফটাসের পক্ষে বাজি ধরতে চাইছে ও। আমাকে হয়তো বেশ মার খেতে হবে, কি বলো?' থেমে হাসল হেভেন। 'এরকম একটা রফা চাও তুমি?'

নড করল সোল প্রিন্স। 'হ্যাঁ, এরকম হলে পোষাবে আমার। এই ক্যাম্পের লোকজন লড়াই দেখতে পছন্দ করে, বাজিও ধরে। কিছু টাকা কামানোর সুযোগ আমারও আছে। তোমার পেছনে খরচ হওয়া টাকার কথা নতুন করে বললাম না।'

উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রিন্সকে নিজের দিকে তাকা[illegible] হয়ে গেল মার্কের মুখ।

'মনে হচ্ছে আইডিয়াটা তোমার মাথা থেকে [illegible] হালকা সুরে জানতে চাইল প্রিন্স।

'ঠিক,' রাগের সাথে উত্তর দিল আইনজ্ঞ। 'খবরটা [illegible] বলে বেড়াও, তোমাকে খুন করব আমি!'

বিদ্রূপের সাথে হাসল প্রিন্স, বোঝা গেল আইনজ্ঞকে মোটেও কেয়ার করে না। মিক ম্যারিয়ানের দিকে ফিরল। 'নিচে যাও তো, মিক। লফটাসকে চ্যালেঞ্জ করেছে হেভেন—কথাটা যেন ছড়িয়ে দেয় চার্লি, বারের আয়নায় সাবান দিয়ে লিখে রাখতে বলো। কোন শর্ত নেই, একেবারে শেষ পর্যন্ত লড়বে ওরা, মাইনাররা যা দেখতে পছন্দ করে।'

ম্যারিয়ন বেরিয়ে যেতে শীতল দৃষ্টিতে মার্কের দিকে তাকাল প্রিন্স। 'আগে তোমার ব্যাপারে আলাপ করা যাক।'

'নোটগুলো চাই আমি,' সোজাসাপ্টা দাবি করল ব্রিস্টো।

'পরে।'

'না, এখুনি। ওই লড়াইয়ে টাকা জেতার সম্ভাবনা আমার একেবারেই কম, সুতরাং তোমার দেনা শোধ করার সুযোগ আমি পাচ্ছি না।'

অলসভাবে উঠে দাঁড়াল প্রিন্স, সেফের দিকে এগোল। ড্রয়ার থেকে একতাড়া ছোট্ট কাগজ বের করে উল্টে-পাল্টে দেখল। বাঁকা হাসি নিয়ে তাকাল মার্কের দিকে, ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে ফেলল কাগজগুলো।

লাল হয়ে গেল মার্কের মুখ, কিন্তু ত্রস্ত পায়ে এগোল, বুনো তাড়া প্রকাশ পেল চলার মধ্যে। নোটগুলো একনজর দেখেই পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। বেরিয়ে গেল এরপর, হেভেনের দিকেও তাকানোর গরজ দেখাল না।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সোল প্রিন্স, বন্ধ করল, তারপর ঘুরল হেভেনের দিকে। সমালোচকের ভঙ্গিতে তাকাল। 'এরকম মেরুদণ্ডহীন একটা লোককে পার্টনার হিসেবে বেছে নিলে কেন?'

'কঠিন দেশ এটা,' দার্শনিক সুরে বলল ও। 'যা পাওয়া যায় তাই নেয়া উচিত।'

'কিন্তু নিজেও পছন্দ করতে পারছ না তুমি,' চেয়ারে গিয়ে বসল সে। 'স-মিলে বেশি ঝুঁকি নিয়েছিলে,' নরম হয়ে এল কণ্ঠ। 'ভাগ্য ভাল ছিল তোমার। ফাইটের দিন তোমাকে দেখেছে, এমন কেউ যদি ওখানে উপস্থিত থাকত?'

'ধরা পড়তাম।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে নড করল প্রিন্স। বোঝা যাচ্ছে হেভেনের নির্বিকার ভঙ্গি আর সহজ আচরণ পছন্দ হয়েছে। 'পুরো ব্যাপারটা অবশ্য জানি না আমি। তোমার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে জানতে চাইল কেল্টন। ওয়্যাগনের ড্রাইভার হিসেবে যার বর্ণনা ওকে দিয়েছিলাম, তার সাথে স-মিলে যাওয়া লোকটার চেহারা মেলে না,' থামল সে, দেয়ালে ঝোলানো ঘোড়ার ছবির দিকে তাকাল। 'বুলিয়নগুলো কোথায়?' প্রায় দ্বিধার সুরে জানতে চাইল, হেভেনের দিকে ফিরল না।

'নিরাপদ জায়গায় রেখে এসেছি। এতক্ষণ ওগুলোর কথাই ভাবছিলাম।'

'নিজেই মেরে দেওয়ার তালে আছ?'

'না, বরং তোমার জন্যে ওগুলো নিয়ে আসব আমি।' হাতের তালু দিয়ে থুতনি ঘষল ও যেন গভীরভাবে কিছু ভাবছে। 'যদি বুলিয়নগুলো আসল মালিককে ফেরত দেই?'

'তাহলে চুরি করলাম কেন?'

'স্টেজ লুঠের ব্যাপারটা সামলে নেয়ার সুযোগ এখনও আছে আমাদের। বুলিয়নগুলো গন্তব্যে পৌঁছে দিলে মিল আর খনির লোকদের আস্থা অর্জন করতে পারব। পরবর্তী শিপমেন্টের অর্ডার পাবে কোম্পানি, ওয়েলস ফারগোর বদলে তোমার সাথেই চুক্তি করতে পছন্দ করবে ওরা।'

'এখনও স্টেজের ব্যবসা চালিয়ে যেতে চাও তুমি?'

'আরও শিপমেন্ট, তাই না?'

'কিন্তু আমি চাই না গন্তব্যে পৌঁছাক ওগুলো, এবং তা নিশ্চিত করতে বহু ঝামেলা পোহাতে হয়েছে আমাকে।'

কেবল স্বেচ্ছায় কারণটা যদি জানায় তবে আমার পক্ষে জানা সম্ভব, ভাবল হেভেন। মুহূর্তের মধ্যে হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল ওর। ভান করল বুঝতে পারেনি, বিস্মিত আর বোকাটে দৃষ্টিতে তাকাল সেলুন মালিকের দিকে। 'কিন্তু খনিগুলে যদি শিপমেন্ট না চায়, বুলিয়ন পাব না আমরা। ওরা যাতে শিপমেন্ট চালিয়ে যায় সেটাই কি করা উচিত নয়?'

'পঞ্চাশবার ঝুঁকি নেয়ার দরকার কি যখন একবারেই কাজ সারা সম্ভব?'

ভ্রূকুটি করল হেভেন, ভাবছে। *এবং এই একমাত্র ঝুঁকি হচ্ছে স্ট্যামবাগে রেইড করা।* 'একবার ঝুঁকি নেয়ার মানে?' ফাঁকা স্বরে জানতে চাইল ও।

উঠে দাঁড়াল সোল প্রিন্স, অদ্ভুত একটা ছায়া খেলে গেল কালে চোখে–রুগ্ন, ফ্যাকাসে মুখের পেছনে অস্থির অদম্য একটা শক্তি যেন। 'প্রশ্নট জিজ্ঞেস করার সময় আসেনি এখনও, বন্ধু। তোমার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে যখন নিশ্চিত হতে পারব, তখন উত্তরটা পাবে। কোনভাবেই তার আগে নয়।' মোট ভুরুর নিচে কালো চোখ কৌতুকে নেচে উঠল। 'ধৈর্য ধরো, হেভেন। সময়ট হয়তো বেশি দূরে নয়। এ পর্যন্ত সার্ভিস হিসেবে তোমার কাছ থেকে কিছুই পাইনি আমি। তারপরও আস্থা রেখেছি, কারণ আমার ধারণা ঠিকই তোমাকে ব্যবহার করতে পারব আমি। লেগে থাকো।'

নিশ্চিত হওয়া গেল, ভাবছে হেভেন, যার জন্যে এত আয়োজন সেট উদ্ধার করা না গেলেও নিশ্চিত হওয়া গেছে। 'আগামীকাল বুলিয়নগুলো নিয়ে আসব,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল ও। 'কোথায় পৌঁছে দিতে হবে?'

ক্ষণিকের জন্যে ভাবল প্রিন্স। 'ইয়ার্ডে।'

নড করে দরজার দিকে এগোতে শুরু করেছিল হেভেন। 'এক মিনিট, বলে ওকে পেছন থেকে ডাকল সে। কেশে উঠতে লাল হয়ে গেল দুই গাল একটা হাত তুলে কাশির সময় মুখ ঢাকল। এগিয়ে এল এরপর, প্রিন্সকে এতটাই রুগ্ন দেখাচ্ছে যে গায়ের চামড়া পর্যন্ত ফ্যাকাসে দেখাল। পুরোপুরি অসুস্থ একজন লোক, মনে হলো হেভেনের কাছে। সারা শরীরের মধ্যে কেবল চোখেই প্রাণের সঞ্চার চোখে পড়ে; গভীর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেখানে–বিচক্ষণতা চাতুরি আর কৌতুক প্রকাশ পায়; কোন সহানুভূতি বা মমতা নেই।

'গতকাল নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলছিলে তুমি। সত্যি?'

'কেন?'

'পরাজিত লোকদের পছন্দ করি না আমি। সারা জীবন ধরে অসুস্থ আমি, কিন্তু দেখো, কোথাও ব্যর্থ হইনি। ব্যর্থ কিংবা পরাজিত লোকেরা কাজ করে আমার অধীনে; কিন্তু একসাথে কাজ করার সুযোগ ওরা পায়নি কখনও। লারামিতে সত্যিই তুমি বিপর্যস্ত ছিলে?'

'না।'

'আমিও তাই ভেবেছি। ঠিক আছে, কাল দেখা হবে।'

নিচে নেমে এল হেভেন। নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে ও, এবং সম্ভবত সোল প্রিন্সের নিজস্ব লোক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেকে। ওকে পছন্দ করেছে প্রিন্স এবং কিছুটা হলেও বিশ্বাস করে। লফটাসের সাথে ফাইট শেষে হয়তো ওর ওপর পুরো আস্থা হবে লোকটার এবং ইউনিফর্ম বিষয়ক নিজের পরিকল্পনার কথা বলতে পারে তখন।

ভিড় ঠেলে এগোতে হলো ওকে, কিন্তু সুবিধা করতে পারছে না। খ্যাতির বিড়ম্বনা ভালই পোহাতে হচ্ছে, উৎসুক মাইনার আর শহরবাসীর প্রবল আগ্রহ দেখে ভাবল হেভেন। প্রায় কনুই চালিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে।

দূর থেকে বারের কাছে ফিল স্টিলম্যানকে চোখে পড়ল। এগোনোর সময় পরিচিতির কোন চিহ্ন ফুটল না ওর চোখে-মুখে। যেন শুধুই একটা ড্রিঙ্ক নিতে এসেছে, এমনভাবে লেফটেন্যান্টের পাশে বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ভাবছিল কিভাবে কথা শুরু করা যায়, কিন্তু স্টিলম্যানই উদ্ধার করল ওকে। মৃদু কেশে ওর মনোযোগ আকর্ষণ করল, ভরাট স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকভরা কণ্ঠে বলল: 'নিজেকে তোমার সাথে পরিচিত করার সুযোগ দাও আমাকে, মি. হেভেন। আমি লেফটেন্যান্ট ফিল স্টিলম্যান।' বারের পেছনে আয়নার দিকে ইঙ্গিত করল। 'সত্যিই লফটাসকে চ্যালেঞ্জ করেছ?'

সতর্ক দৃষ্টিতে তাকে দেখল হেভেন, বোঝার চেষ্টা করছে লেফটেন্যান্টের উদ্দেশ্য। 'হ্যাঁ।'

'খুশি হবে সার্জেন্ট লফটাস, নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করবে ও। আমার মনে হয় ওর হয়ে আমিই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করতে পারি। কাল স্ট্যামবার্গে একবার আসবে নাকি?'

'যেতে পারি,' নিখাদ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল হেভেন। আশপাশের লোকজন ওদের প্রতিটি কথা গিলছে, সে-সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন।

'লড়াইয়ের ব্যাপারে বিশদ আলাপ করা যাবে তখন। তুমি হয়তো জানো, লড়তে হলে কমান্ডিং অফিসারের অনুমতি লাগবে লফটাসের, যদি না তুমি এখানে কোন গলির মধ্যে ওর সাথে লড়তে চাও।'

'জায়গাটা ওকেই পছন্দ করতে বলো।'

'তাহলে কাল আবার দেখা হচ্ছে?'

নড করল হেভেন।

উত্তরে হাসল স্টিলম্যান, ঘুরে এগোল দরজার দিকে।

বাহ্যত স্ট্যামবার্গে যাওয়ার একটা উসিলা বের করে দিয়েছে ফিল, সন্তুষ্টচিত্তে ভাবল হেভেন, এবং তাড়া প্রকাশ পেয়েছে তার ভঙ্গিতে। বোঝা যাচ্ছে ওর সাথে দেখা করার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে ক্যাপ্টেন। স্বাভাবিক,

খুবই যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। ভিড় ঠেলে এগোনোর সময় মাথায় কেবল একটা ব্যাপারই থাকল–মার্ক ব্রিস্টোর ভূমিকা সম্পর্কে কিভাবে জানাবে ক্যাপ্টেনকে।

কাজটা সহজ নয়, এবং সহজ কোন পথ নেইও, জানে ও।

পাঁচ

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে ফিনিক্স ইয়ার্ডে গেল হেভেন। হার্নেসরুমে নিরীহ ড্রাইভার আর শ্রমিকরা ঘিরে ধরল ওকে, বাধ্য হয়ে স্টেজ লুঠ, গোডার্ডের মৃত্যু আর ওর ব্যর্থ মিশনের কথা জানাতে হলো। তারপরও কিছু প্রশ্ন করল ওরা, মূল ঘটনা থেকে ভিন্ন কিছু শুনেছে। কৌতূহল নিবৃত্ত হতে বিরস মুখে কাজে ফিরে গেল সবাই, গোডার্ডের মৃত্যুতে কিছুটা হলেও শোকাহত।

অ্যালেক্সের খোঁজে ইয়ার্ডের দিকে তাকাল হেভেন, দেখল ওয়্যাগনে জুড়ার জন্যে ঘোড়া নিয়ে আসছে সে। হার্নেসের সাথে লাগাম জুড়ার সময় ওর দিকে তাকাল ছেলেটি, নির্বিকার চাহনি। মুহূর্ত খানেক, তারপর নিজের কাজে মনোযোগ দিল। এগিয়ে গেল হেভেন, কাছে গিয়ে ছেলেটার ঋজু, হাড়সর্বস্ব কাঁধে হাত রাখল। 'জিমের জন্যে সত্যি দুঃখিত আমি, অ্যালেক্স,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল ও। অনুভব করল হাতের নিচ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল ছেলেটা, ঝুঁকে পড়ে হার্নেস জুড়ল জুত করে। কাজ শেষ করেও ফিরে তাকাল না। 'অ্যালেক্স, আমার দিকে তাকাও!' টা চলে যাচ্ছে দেখে ডাকল ও।

ধীরে ধীরে ঘুরল অ্যালেক্স। আড়ষ্ট, কঠিন দেখাচ্ছে মুখ, ছোট ছোট চোখে হতাশা দেখে অপরাধবোধের অনুভূতিটা ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠল হেভেনের। ছেলেটাকে কি বলতে পারে ও? 'স্টেজ ড্রাইভারের কাজটা বিপজ্জনক এবং তা জানত জিম,' একসময় বলার মত এটুকুই খুঁজে পেল ও। 'ঝুঁকিটা আমাদের দু'জনের জন্যেই সমান ছিল, এবং তা নিয়েছি আমরা।'

'তুমিই ওকে পাঠিয়েছ, এবং জানতে খুন হবে ও!' তিক্ত স্বরে অভিযোগ করল অ্যালেক্স।

'স্বেচ্ছায় কাজটা নিয়েছে ও। যাওয়ার আগে ওকে সতর্ক করেছিলাম আমি। নিজের দায়িত্ব বুঝত ও, জানত কাউকে তো যেতেই হবে। বিপদের

ভয়ে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ ছিল না জিম।'

'ঠিক। তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল ও, শুধু তোমাকে নয় সবাইকেই সাহায্য করতে চেয়েছে জিম!' হঠাৎ কঠোর হয়ে উঠল ছেলেটার মুখ। পরমুহূর্তেই ভেঙে পড়ল, ছলছল করে উঠল চোখ। 'আমাকে একা থাকতে দাও! দূর হও আমার সামনে থেকে!'

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল হেভেন, বুঝতে পারছে না কি করা উচিত। তারপর এগোল ফিরতি পথে। ছেলেটার অভিযোগ আর অভিমানকে নিজের পাওনা হিসেবে নিল ও। গোডার্ডের মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে দীর্ঘ সময় লাগবে অ্যালেক্সের।

হার্নেসরূমে এসে একটা বাকবোর্ড জুড়ার নির্দেশ দিল ও, আন্ডারটেকারের অফিসে এসে গোডার্ডের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করল। ল-অফিসের দিকে এগোল এরপর।

ভিড় লেগে আছে ল-অফিসে। সারা ঘরে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে ত্রিশজন লোক, মনোযোগ দিয়ে বিজনেস স্যুট পরা উত্তেজিত এক নাগরিকের বক্তব্য শুনছে। ওপাশের দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে সমানে বকবক করছে লোকটা, পাশেই ডেস্কের পেছনে আরাম করে নিজের চেয়ারে বসে আছে ধূসর চুলের মাঝবয়সী এক লোক। খোলা ভেস্টের ফাঁক দিয়ে শার্টের বুক পকেটের ওপর আঁটা তারাটা পরিচয় জানান দিচ্ছে। ধৈর্য ধরে কথা শুনছে সে, মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখছে বক্তাকে, এবং অসন্তোষের ভঙ্গিতে বাম হাতটা নাড়ছে। অন্য হাতে একটা পেপার ওয়েট ধরে রেখেছে। এককোণে দাঁড়িয়ে আছে এক ডেপুটি, নির্বিকার মুখে বক্তার অভিযোগ শুনছে।

নিজের পালা আসতে শেরিফ গ্রীনকে পরিচয় জানাল হেভেন, জানাল স্টেজ লুঠ সম্পর্কে। কিন্তু খেয়াল করল খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছে না শেরিফ, এখনও পেপার ওয়েট নিয়ে খেলছে। নির্বিকার মুখে লুঠ আর ওর অনুসরণ সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করল, যেন রুটিন মাফিক কাজ। শেরিফের প্রশ্ন বা ভাবচক্কর কোনটাই উৎসাহিত করার মত নয়। হেভেন অনুভব করল ওর গল্প এদের কারও কাছেই নতুন নয়, পুরানো এবং অতি চেনা গল্প। ছোট্ট একটা কাগজে কিছু নোট নিল গ্রীন, গোডার্ডের ওয়ালেট নিয়ে ধন্যবাদ জানাল। তারপর ফিরে তাকাল লাইনের পরের লোকটির দিকে, উত্যক্ত এবং ব্যস্ত নাপিতের মত। হেভেন বুঝতে পারল লুঠের ঘটনা এখানে খুব সাধারণ এবং সুরাহাহীন একটা ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। হয়তো বৃথাই এর পেছনে অনেক সময় ব্যয় করেছে শেরিফ এবং কার্যত নতুন করে তদন্ত শুরু করার আগ্রহ তার নেই।

বেরিয়ে এসে স্ট্যামবার্গের রাস্তা ধরল ও। দূর থেকে পোস্টটাকে একটা

তুষার-দ্বীপের মত মনে হচ্ছে। ঢালের ওপর জমে থাকা তুষারের মাঝখানে ছোট ছোট অনেকগুলো বাড়ি, পেছনে দৈত্যাকার পাহাড়ে বরফের চাঙড়। নীল আকাশের পটভূমিতে মূল দালানের সামনে উত্তোলিত পতাকা কিংবা পেঁজা তুলোর মত দোল খেয়ে ওপরে উঠে যাওয়া চিমনির ধোঁয়া···সব মিলিয়ে নিরাপত্তা আর আস্থার একটা আবহ ফুটিয়ে তুলেছে। কিন্তু মরীচিকার মতই চোখের ভুল ওটা, ওর মন ভুল ঠাওরাচ্ছে, জানে হেভেন–শান্ত কোমল একটা ছবির মত। কিন্তু এখানেই অনেক অশান্তির বীজ লুকিয়ে আছে, অন্তত কারও কারও জন্যে, ভাবল ও, ক্যাপ্টেন জনসন তাদের একজন।

বাকবোর্ড নিয়ে সেন্ট্রি গেটের কাছে পৌঁছতে সহাস্যে ওকে স্বাগত জানাল সেন্ট্রি। এক ধরনের আকুল আকাঙ্ক্ষা নিজের মধ্যে আবিষ্কার করল হেভেন–সৈনিকদের ব্যাপারে, নিজের লোকদের ব্যাপারে। কবে এখানে একজন সৈনিক হয়ে সবার সাথে কাজ শুরু করতে পারবে ও? নাকি এ কাজটা শেষ হলেই আবার ছুটতে হবে অন্য কোথাও, যেখানে পদাবনতি পাওয়া এক সেকেন্ড লেফটেন্যান্টের সার্ভিস দরকার হবে? ব্যক্তিগত হতাশার বদলে স্ট্যামবার্গের ভবিষ্যৎ ভাবিয়ে তুলল ওকে। এখানকার সৈন্যরা বিশ্বাস করে বৈরী ইন্ডিয়ানদের হাত থেকে শহরবাসীদের রক্ষা করার জন্যে নিয়োজিত আছে ওরা, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে তাদের কাছ থেকেই বিপদের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। চিন্তাটা মাথায় আসতে তাগাদা অনুভব করল ও। সময় নেই হাতে, যে কোন দিনই রেইড হতে পারে এখানে।

ইট বিছানো রাস্তা ধরে এগোল হেভেন, আশপাশের দালান আর দেখা হওয়া কিছু সৈনিককে দেখছে ওর অভিজ্ঞ পেশাদার চোখ। অন্য পোস্টের তুলনায় ভালই এখানকার পরিবেশ, আড়ম্বর বন্ধুত্বপূর্ণ, এক নজর দেখেই বুঝতে পারল ও। সবকিছু নিখুঁতভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, দালানগুলো মজবুত। অ্যাডজুটেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনে এসে বাকবোর্ড থেকে নামল ও, হিচিং রেইলের সাথে লাগাম বেঁধে পোর্চে উঠে এল। প্রথম কামরায় ঢুকে লেফটেন্যান্ট স্টিলম্যানকে কোথায় পাওয়া যাবে জানতে চাইছিল এক করপোরালের কাছে, ঠিক এসময় কামরায় ঢুকল অ্যাডজুটেন্ট।

'সুপ্রভাত, হেভেন। ভেতরে এসো,' বামের একটা দরজা দেখাল সে। 'তোমার অপেক্ষায় আছেন ক্যাপ্টেন।'

অনুসরণ করল ও।

হেভেন ভেতরে ঢোকার পর একপাশে সরে দাঁড়াল সে, নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

ক্যাপ্টেনকে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে দেখল হেভেন, স্যালুট বিনিময়

করল ওরা, হাত মেলাল। 'যেয়ো না, ফিল,' বেরিয়ে যেতে উদ্যত হওয়া অ্যাডজুটেন্টের উদ্দেশে বলল জনসন। 'আমি চাই তুমিও থাকো, বরাবরই তো ছিলে।' তারপর ফিরল হেভেনের দিকে। 'তোমার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলাম আমরা।'

'গতরাতে একা ছিলে না মিসেস ক্যাসলন। ওই অবস্থায় কথা বলার সাহস হলো না আমার।'

'জানি। সেজন্যেই তোমার খোঁজে ফিলকে পাঠিয়েছিলাম, এখানে আসার একটা অজুহাত তৈরি করল। বোসো, বাছা।'

একটা চেয়ারে বসার সময় হেভেন দেখল ডেস্কের কোণে বসেছে ক্যাপ্টেন। অধৈর্য এবং কিছুটা নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে তাকে। এ জন্যে দোষ দেয়া যাবে না তাকে, ভাবল ও। কারণটা অবশ্য শিগগিরই উন্মোচিত হলো।

'শুনলাম আরেকটা ফাইটে লড়তে যাচ্ছ তুমি?'

'জ্বী, স্যার। কারণটা আপনার সেফে রাখা ওই কাগজে পাওয়া যাবে,' উত্তরে বলল হেভেন, ক্যাপ্টেনের হতবুদ্ধি অবস্থা দেখে খেই ধরল: 'মার্ক ব্রিস্টো কি গতকাল আপনার সেফে রাখার জন্যে একটা খাম নিয়ে আসেনি?'

'হ্যাঁ, বাসায় দেখা করেছিল ও। বলেছে ব্যাংকের সাথে ঝামেলাপূর্ণ এবং সহজে সমাধান হবে না এরকম একটা ব্যবসার কাগজ রাখতে চাচ্ছে। ব্যাংকের চেয়ে নিরাপদ একটা জায়গা দরকার ওর, আমি যদি সেফে এনে রাখি তো নিশ্চিন্ত বোধ করবে সে। সকালে ওটা নিয়ে এসেছি।'

'খামটা বের করতে পারবেন, স্যার?'

'এবং খুলে পড়ে দেখব? নিশ্চয়ই নয়!'

'খামে আমার নাম লেখা আছে, স্যার। ব্যাংকের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, বরং ব্রিস্টো আর আমার ব্যাপার।'

বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকল জনসন, শ্রাগ করে পাশের কামরায় চলে গেল এরপর। একটু পরেই ভারী, সীল করা একটা খাম নিয়ে ফিরে এল। 'খামের ওপরটাও দেখিনি আমি। তুমি তাহলে চাইছ আমি এটা পড়ে দেখি?'

নড করল হেভেন।

খাম খুলে কাগজের তাড়া বের করল জনসন, মুখে একইসাথে কৌতূহল আর উত্তেজনা খেলা করছে। এক পলক দেখল প্রথম পৃষ্ঠাটা, তারপর একেবারে শেষ পাতায় চলে গেল, চোখ বুলাল। 'তোমার স্বাক্ষর আছে দেখছি।'

'পড়ুন, স্যার।'

পড়ল ক্যাপ্টেন জনসন। একেক সময়ে একেক প্রতিক্রিয়া দেখা গেল মুখে–কখনও নিখাদ বিস্ময় আর অবিশ্বাস, কখনও হতাশা ও আশাভঙ্গের কারণে

কিছুটা বিবর্ণ দেখাল মুখ, এবং সবশেষে জেদ দেখা গেল চোখে। দৃঢ় হয়ে গেছে উঁচু চোয়াল। পড়ার ফাঁকে থেমে দেখল হেভেনকে, অপ্রতিভ অচেনা দৃষ্টিতে। কিন্তু সরাসরি তার চোখের দিকে তাকাল না হেভেন, কামরাটার সাথে পরিচিত হওয়ার অবকাশ হিসেবে নিল ও সময়টাকে। জনসনের ওয়েস্ট পয়েন্টের ছবি দেখল, অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকল। ক্ষীণ ক্ষোভ আর কাঠিন্য দেখা গেল ওর মুখে, কিন্তু অন্য দু'জনের কেউই [redacted]ল করল না।

পড়া শেষ করে স্টিলম্যানের দিকে কাগজের তাড়া বা[redacted] ধরল ক্যাপ্টেন, অনুভূতিশূন্য দেখাচ্ছে মুখ। অ্যাডজুটেন্টের পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলল না। 'তাহলে সোল প্রিন্সই আছে এর পেছনে!' পড়া শেষ করে ডেস্কের ওপর জবানবন্দি নামিয়ে রাখার সময় প্রায় মোহগ্রস্তের মত বলল স্টিলম্যান।

নড করল হেভেন, জবানবন্দির শেষে সোল প্রিন্সের সাথে দেখা হওয়া থেকে শেরিফের সাথে আলাপের ফিরিস্তি দিল।

'ব্রিস্টো! প্রিন্স ম্যারিয়নে তোমার সাথে কি করছিল ও?' তীক্ষ্ণ, কঠিন সুরে মাঝপথে ওকে বাধা দিল ক্যাপ্টেন।

মার্কের সাথে চুক্তির কথা জানাল হেভেন। যা ভেবেছিল, বলার সময় তারচেয়েও নোংরা আর হীন একটা কাজ মনে হলো। দ্রুত শেষ করল ও, যেন যত আগে শেষ করবে তত তাড়াতাড়ি ওর কলুষ কিছুটা হলেও কমবে। প্রাণপণ চেষ্টা করল যাতে নিজের কণ্ঠ নিরপেক্ষ শোনায়। মার্ক যে জুয়ার দেনার নোটগুলো হাতিয়ে নিয়েছে, উল্লেখ করল না। সবশেষে, সামনে বসা লোকটির প্রতি করুণা হলো ওর। 'আমি দুঃখিত, স্যার,' যোগ করল ও। 'মার্ক ব্রিস্টোকে ব্যবহার করেছি আমি, মিসেস ক্যাসলন আপনার মেয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করার পরও। নিজেকে বাঁচাতে ওকে ব্যবহার করা ছাড়া উপায় ছিল না আমার।'

'তাতে কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না আমি, বরং তোমার বুদ্ধি আর কৌশলের প্রশংসা করছি,' কাটখোট্টা স্বরে বলল ক্যাপ্টেন। 'আমার বা আমার মেয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপারের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।' রাগ আর অসন্তোষ দেখা গেল চোখে। পুরো দুই মিনিট নীরব থাকার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'তো, এটা নিয়ে কি করব আমরা, শেরিফের কাছে যাব?'

'ন্যা, স্যার,' দৃঢ় স্বরে জানাল হেভেন।

'তুমি জানো প্রিন্সের কাছে আছে ইউনিফর্মগুলো। ওকে আটকাতে পারলে...'

'ওগুলো উদ্ধার কিংবা ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ ছিল আমার ওপর। চেষ্টা করে দেখতে চাই আমি। তাছাড়া আমরা এখনও জানি না ঠিক কোথায় আছে ইউনিফর্মগুলো। প্রিন্সকে আটকালেও অস্বীকার করবে সে, হয়তো ওকে

শিকের ভেতরে ঢোকাবে শেরিফ, কিন্তু এই ফাঁকে জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলবে ওর লোকেরা।'

'মানছি তোমার যুক্তি। কিন্তু নির্দেশটাকে অনুমোদন দিতে যথেষ্ট আপত্তি আছে আমার এখন,' ডেস্কের দিকে তাকিয়ে থাকল জনসন, অনেকক্ষণ পর মুখ তুলল। স্টিলম্যানের দিক থেকে ঘুরে হেভেনের মুখে স্থির হলো দৃষ্টি। 'তোমাকে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবছি আমি।'

'কেন, স্যার?' জানতে চাইল ফিল।

'কেন, দেখতে পাচ্ছ না?' প্রায় গর্জে উঠল ক্যাপ্টেন, বিরক্ত। 'হেভেনকে যদি ওর পরিকল্পনামত কাজ করতে দেই তাহলে লফটাসের সাথে লড়বে ও, এভাবে হয়তো প্রিন্সের আস্থাভাজনও হতে পারবে। কিন্তু একইসঙ্গে ব্রিস্টোর ভাগ্যও খুলে যায়, নোংরা উপায়ে কিছু টাকা কামাবে ও এবং,' তিক্ত সুরে যোগ করল: 'মনে হচ্ছে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সে।'

পরস্পরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল হেভেন আর ফিল, কিছুই বলল না ফিল। 'আমিই স্বেচ্ছায় কাজটা করতে চাইছি, এবং তা অনুমোদিত হয়েছে–রেকর্ড হিসেবে ব্যাপারটাকে এভাবে দেখানো সম্ভব?' বিকল্প বাতলে দিল হেভেন।

'সবকিছু ভেস্তে গেলে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে, কিন্তু তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই আমার,' কর্কশ শোনাল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ, সরাসরি তাকিয়ে আছে হেভেনের চোখে। 'আমার নির্দেশের কারণে পরোক্ষভাবে হলেও লাভবান হবে মার্ক ব্রিস্টো, শুধু এই ব্যাপারটা মানতে পারছি না।'

'বুঝতে পেরেছি, স্যার,' কোমল সুরে বলল হেভেন। অনুভব করছে মার্ক ব্রিস্টোর ব্যাপারে বিষিয়ে উঠেছে ক্যাপ্টেনের মন। খানিকটা অপরাধবোধ গ্রাস করল ওকে, নোংরা আর নিকৃষ্ট মনে হচ্ছে নিজেকে। কঠিন ঘৃণ্য কাজটা ওকেই করতে হয়েছে–মার্ক ব্রিস্টোর চরিত্র উন্মোচিত করেছে। ক্যাপ্টেন জনসনের আক্রোশ আর হতাশার পেছনে আশাভঙ্গের বেদনা যে অনেক বেশি পরিমাণে আছে তা ওকে বলে দিতে হবে না কারও। মেরী জনসনের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? আনমনে ভাবল ও, নিশ্চই ওকে ঘৃণা করবে মেয়েটি। অন্তর থেকে অভিশাপ দেবে ওকে। মোহমুক্তি পছন্দ করে না কেউই, এবং যার কারণে সেটা ঘটে তার কপালে ঘৃণা কিংবা বুনো আক্রোশ ছাড়া আর কিছু জোটার কথা নয়।

নড় করল জনসন, মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল যেন উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না। 'যাই হোক,' একসময় বলল সে। 'তারপরও ঝুঁকিটা নিচ্ছি আমি। কোন কোর্ট-মার্শাল আমার ভূমিকা সম্পর্কে যা-ই ভাবুক বা সিদ্ধান্ত নিক না কেন, সত্যি কথা হচ্ছে অধীন সৈন্যরা আমার কাছে নিজের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

কথাটা বিশ্বাস করলে খুশি হব, বাছা। তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল,' এবার পুরোপুরি অফিশিয়াল শোনাল গলা। 'সব আগের মতই আছে। ইউনিফর্মগুলো উদ্ধার অথবা নষ্ট করে ফেলবে তুমি, যেটাই সম্ভব।' দৃঢ়, আপসহীন কণ্ঠ, কিন্তু তা ছাপিয়েও লোকটির অসহায়ত্ব এবং হতাশা ঠিকই প্রকাশ পেল।

উঠে দাঁড়াল হেভেন। পরের কয়েকটা দিনে আলোচনা করার মত তেমন কোন বিষয় নেই, অন্তত ফাইটের আগে, জানে ও, যদি না সৌভাগ্যক্রমে কিছু ঘটে যায়। বিদায় নেয়ার সময় ওর হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ক্যাপ্টেন, আর বাইরে অপেক্ষমাণ বাকবোর্ড পর্যন্ত ওকে পৌঁছে দিল ফিল স্টিলম্যান।

আসনে চড়ে বসল হেভেন, দস্তানা পরল হাতে। 'মার্ক ব্রিস্টো কি করছে বা করতে যাচ্ছে, সে-সম্পর্কে কোন ধারণা আছে মেরীর?'

'না।'

'কিন্তু থাকা উচিত, তাই না?'

'কিন্তু আমার কাছ থেকে নয়,' নিস্পৃহ স্বরে বলল ফিল। 'ওকে বলার চেয়ে বরং কমিশন থেকে পদত্যাগ করব।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল দুই যুবক, তারপর সহসাই কারণটা বুঝতে পারল হেভেন: মেরী জনসনকে ভালবাসে ফিল স্টিলম্যান, এবং মার্কের প্রতি মেরীকে আকৃষ্ট হতে দেখে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে সে, নিজের আবেগ প্রকাশ করেনি। ব্রিস্টোর চরিত্র সম্পর্কে জানার পরও, সে এতটাই ভদ্রলোক খবরটা জানিয়ে মেরীর কাছ থেকে সুবিধা নেয়ার ঘোরতর বিরোধী। কাজটা কখনও করতে পারবে না সে, এবং এ কাজটাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে লোকটি, ওর মতই।

'সত্যিকার বন্ধুর মতই কাজ,' শুকনো কণ্ঠে বলল হেভেন। লাগাম টেনে ধরার আগে ফের যখন স্টিলম্যানের দিকে তাকাল, দেখল রক্তের মেলা বসেছে তার ফর্সা মুখে।

'এটাই আমার রাস্তা, হয়তো অনেকেরই পছন্দ হবে না। তবু এতেই সন্তুষ্ট আমি,' মৃদু স্বরে সাফাই গাইল ফিল।

নড করল হেভেন, নিচু স্বরে ঘোড়াগুলোর সাথে কথা বলল। হালকা চালে এগোল ফিরতি পথে। সূক্ষ্ম রাগ হচ্ছে সবার ওপর—জেনি ক্যাসলন, ফিল এবং স্বয়ং ক্যাপ্টেনের ওপরও। চুপ করে বসে থাকবে সবাই এবং প্রচণ্ড ভালবাসে এমন একটা মেয়েকে অসৎ একজন লোককে বিয়ে করতে দেবে? মেরীকে কি এভাবেই রক্ষা করতে চাইছে ওরা? অদ্ভুত একটা উপায়, বিরক্তির সাথে ভাবল হেভেন, মেরীর প্রতি দায়িত্ববোধ কিংবা আবেগ কোনটাই এভাবে প্রকাশ পায় না। হেভেন জানে এটা ওর কোন ব্যাপার নয়। *নাকি কোন ব্যাপার?* নিজেকেই

প্রশ্ন করল ও।

সাউথ পাস সিটিতে এসে শহরের ভেতর দিয়ে এগোল ও, গাল্‌শ হয়ে প্রায় মাইল খানেক পেরিয়ে খোলা জায়গায় চলে এল। স-মিলের ট্রেইল ধরে পশ্চিমে এগোল এবার। ঝকঝকে ঠাণ্ডা একটা সকাল, মেঘ নেই আকাশে। উজ্জ্বল নীল আকাশের দিকে তাকাল উদ্দেশ্যহীনভাবে। ধূমপানের সরঞ্জাম বের করে আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মাথা থেকে মেরী জনসনের চিন্তা তাড়াতে পারছে না। সত্যি কথাটা মেয়েটিকে না জানিয়ে অন্যায় করছে ওরা, অনুভব করছে হেভেন, কিন্তু তাদের অসহায় অবস্থাও আঁচ করতে পারছে। মেয়েটি সম্পর্কে ওর ধারণা একেবারেই অস্পষ্ট, তবে যতটুকু বুঝেছে তাতে এটুকু নিশ্চিত যে স্বচ্ছ কোন ক্রীকের পানিতে মার্ক ব্রিস্টোকে হাজারবার ধুলেও মেরী জনসনের স্বামী হওয়ার যোগ্য হবে না সে। অদ্ভুত ব্যাপার, ফিল স্টিলম্যানকে এড়িয়ে কিভাবে ব্যক্তিত্বহীন মার্ক ব্রিস্টোর প্রতি আগ্রহী হলো মেরী? এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই ওর, জানার ইচ্ছেও নেই। স্টিলম্যান আদর্শ মানুষ, যে কোন বিচারে মেরীর পাশে দাঁড়ানোর যোগ্যতা রাখে। মেরী কি ওকে কেবল বাপের অধীন একজন অফিসার হিসেবে দেখে এসেছে, কিংবা শুভাকাঙ্ক্ষী বড় ভাইয়ের মত?

মেরীকে সংবাদটা জানাতে এত দ্বিধা করছে কেন ওরা? মেয়েটিকে উগ্র, উদ্ধত মনে হয়নি যে খবরটা শোনার পর খেপে যাবে ওদের ওপর এবং সেই ভয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে ওরা। বরং উল্টোটা বোধহয় সত্যি, দ্বিতীয় একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়···মেয়েটিকে এরা এতই ভালবাসে ওকে দুঃখ দেয়ার কথা চিন্তাও করতে পারছে না। কিন্তু বিয়ের পর মার্ক সম্পর্কে জানতে পারলে, মেরী কি তাদেরকে ক্ষমা করতে পারবে? কিংবা বিয়েটা এড়ানোর সুযোগ ছিল জেনেও সেটা হারানোর কারণে তারা নিজেরাও কি নিজেদের ক্ষমা করতে পারবে? মেরী জনসন যে সুখী হবে না সেটা নিশ্চিত।

তুমি কি করে জানো মেয়েটা সুখী হবে না? অনধিকার চর্চা করছি আমি, খুব বেশি এবং ওপরঅলার মেয়ে সম্পর্কে। এমনিতেই মেয়েটির জীবনের সবচেয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি। কোনভাবে আমি কি সেটা শোধরাতে পারি? মেয়েটিকে আসল সত্যটি কি আমিই জানিয়ে দেব?

সহসাই নিজের মধ্যে দুর্বলতা আবিষ্কার করল হেভেন, সাহস হারিয়ে ফেলেছে। বুঝল কেন সংবাদটা মেরীকে দিতে চাইছে না অন্যরা। ওর অবস্থান ওদের চেয়েও খারাপ–ব্রিস্টোর অসততার খবর কেবল আবিষ্কারই করেনি, উপরন্তু নোংরাভাবে ব্যবহার করেছে তাকে। মেয়েটাকে তা জানানো পাপের চেয়েও বেশি হবে। *ভয় পাচ্ছ, জন হেভেন?*

মনের গভীরে মেরী জনসনের কোমল, অপূর্ব সুন্দর মুখটা ভেসে উঠল

ওর–সপ্রতিভ, স্পষ্টভাষী একটা মেয়ে, সবুজ চোখের কৌতুক ভরা উষ্ণ গভীর চাহনি ভুলতে পারছে না হেভেন। কষে নিজেকে গাল দিল ও, *এভাবে ভাবতে থাকলে শেষ পর্যন্ত হয়তো ফিল স্টিলম্যানই হয়ে যাব আমি।*

ভাবনার রাশ টেনে ট্রেইলের দিকে মনোযোগ দিল ও। পাইপ জ্বেলে বুক ভরে ধোঁয়া টেনে নিল। সামনে ক্যানিয়নের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া ট্রেইলে নিঃসঙ্গ এক রাইডারকে দেখতে পেয়েছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে কালো একট ঘোড়া আর রাইডারের পরনের সবুজ কাপড় এক ঝলকের জন্যে চোখে পড়ল কিছুটা জড়সড় হয়ে স্যাডলে বসেছে লোকটি।

প্রেয়ারি থেকে ঠাণ্ডা বয়ে আনছে বাতাস, গায়ে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে বাফেলো কোটটা ভাল করে গায়ের ওপর চাপিয়ে দিল ও, জুত হয়ে বসল আসনে। দস্তানা পরা হাত দুটো রাখল কোলের ওপর, ঘোড়াগুলোকে নিজেদের ইচ্ছেমত চলতে দিয়েছে। ফের পাইনের সারির দিকে তাকাল ও, কিন্তু রাইডারকে চোখে পড়ল না। ক্যানিয়নের পাশে মূল ট্রেইলে এসে মিলিত হয়েছে শাখা ট্রেইলটা, মোড়েই হয়তো দেখা হবে আরোহীর সাথে, ভাবল হেভেন।

একটু পরে মোড়ে পৌঁছে আরোহীকে দেখতে পেল–একটা মেয়ে। কিন্তু আরেকটু কাছে যেতে বিস্মিত হলো ও। মেরী জনসন। সবুজ পনি-স্কিন কোট পরেছে মেয়েটি, গলার ওপর হুড তুলে দেয়া। ঠাণ্ডায় রক্তিম হয়ে গেছে ফর্সা গোলাপী গাল। সাইড স্যাডলে রাইড করছে, জড়সড় হয়ে বসার কারণটা ধরা পড়ল ওর চোখে–ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে এসেছে শরীর।

ওকে চিনতে পারল না মেয়েটি, একেবারে সামনে আসার পর অবশ্য দ্রুত লাগাম টেনে ধরল, নিখাদ বিস্ময় দেখা গেল সবুজ চোখে।

'সুপ্রভাত, মিস্ জনসন!' হ্যাটের কিনারে আঙুল উঁচিয়ে উইশ করল হেভেন। প্রসন্ন মনে খেয়াল করল আনন্দের ঝলক মেয়েটির চোখের গভীরে।

হেসে পাল্টা শুভেচ্ছা জানাল মেরী। 'উফ্, স্বস্তি লাগছে তোমাকে দেখে আমার জন্যে সৌভাগ্য বয়ে এনেছ তুমি!' হেভেনের চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠতে দেখে ব্যাখ্যা করল মেয়েটি: 'যা ঠাণ্ডা! থেমে আগুন জ্বালাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সাথে দেয়াশলাই নেই।' মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা দেখা গেল ওর চোখে 'আমরা কথা বলতে পারি?'

'কেউ আমাদেরকে লক্ষ্য করছে কি-না জানা নেই আমার।'

'তবু স্পষ্টভাবে অনুমতি দিচ্ছ না তুমি। ইশশ, আমার সারা শরীর ঠাণ্ড হয়ে এসেছে!'

রাস্তার একপাশে বাকবোর্ড থামাল হেভেন। সতর্কতার খোড়াই কেয়ার করছে, জানে ট্রেইলে যাতায়াত করা যে কোন লোক দেখে ফেলতে পারে

ওদেরকে, এবং সোল প্রিন্সের কোন ওয়্যাগন চালকের হওয়ার সম্ভাবনা যে কারও চেয়ে বেশি, কারণ তার ওয়্যাগনগুলো সারাদিন ধরেই চলাচল করে এ ট্রেইলে। তেমন হলে শহরে গিয়ে প্রিন্সের কাছে রিপোর্ট করবে সে, ধূর্ত সাবধানী প্রিন্সের সন্দেহ দূর করতে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হবে ওকে।

ঝুঁকিটা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও।

মেরীর ঘোড়ার কাছে গেল হেভেন, নামতে সাহায্য করল মেয়েটিকে, তারপর ঘোড়াটাকে একপাশে সিডারের সাথে বাঁধল। রাস্তার চেয়ে কিছুটা তফাতে বোল্ডারের আড়ালে চলে এল ওরা, কিছু শুকনো ঝোপ আর ডাল সংগ্রহ করে জড়ো করল হেভেন, আগুন জ্বালাল। চওড়া একটা সিডারের কাটা গুঁড়ির শেষাংশ রয়েছে বোল্ডারের পাশে, ওটার ওপর থেকে জমে থাকা তুষার সরাল। গুঁড়ির ওপর বসে বুটগুলো আগুনের দিকে এগিয়ে দিল মেরী, হাত বাড়িয়ে আগুনের আঁচ নিল।

আগুনটাকে আরও উস্কে দিল হেভেন, বাড়তি কিছু ঝোপ আর ডাল জমিয়ে রেখেছে পাশে। দস্তানা খুলে নিজের হাত বাড়িয়ে ধরল ও এবার, গরম করে নিতে চায় হাতগুলো, তাকাল মেয়েটির দিকে। সোনালি চুলের রাশির ওপর থেকে হুড সরিয়ে দিল মেরী, যখন ফিরে তাকাল ওর দিকে, মৃদু হাসি দেখা গেল পুরুষ্টু পেলব ঠোঁটে। সবুজ চোখে চাপা কৃতজ্ঞতা।

'শীতের সময় কি প্রায়ই দেয়াশলাই ছাড়া রাইড করো তুমি, ম্যা'ম? আরেকটু সতর্ক থাকা উচিত তোমার।'

'শীতে অবশ্য খুব কমই রাইড করি আমি, পরেরবার তোমার কথা মনে থাকবে আমার,' অনুতাপের সাথে বলল মেরী, এমনভাবে হাসল যেন এটাই ওর দুশ্চিন্তা। 'মার্ক বলল সার্জেন্ট লফটাসের সাথে নাকি লড়াই করতে যাচ্ছ? ওটাও কি তোমার গোপনীয় কাজের অংশ?'

'হ্যাঁ।'

'ওহ্, সবকিছুই নিষিদ্ধ! তাহলে কি নিয়ে আলাপ করব আমরা?'

'পোস্টের ব্যাপারে,' মৃদু স্বরে বাতলে দিল হেভেন। 'সৈনিক জীবন, একটা পোস্টের গুজব, ইউনিফর্ম, মেয়ে এবং রুটিনমাফিক কাজ...সবই মিস্ করছি আমি।'

'আর্মির মেয়ে? শুনতে কি কটু লাগছে! স্ট্যামবার্গের মেয়েরা একেবারেই নীরস, প্রত্যেকেই, মার্ক বলেছে আমাকে।'

'এবং বিদ্বেষ,' তিক্ত স্বরে যোগ করল হেভেন। 'ওটাও মিস্ করছি আমি।'

পেছনে মাথা এলিয়ে দিল মেরী, হেসে উঠল উচ্ছল ভঙ্গিতে। মন্ত্রমুগ্ধের মত মেয়েটির স্বতঃস্ফূর্ত হাসি দেখছে হেভেন। হঠাৎ হাসি থামিয়ে ওর দিকে

তাকাল মেরী। 'মার্কের ধারণা তুমি খুব হিংস্র, কিন্তু আমার তা মনে হয় না।'

'মার্ক তো সুন্দরী কোমলমতী কোন মেয়ে নয়,' হালকা সুরে বলল হেভেন, মেয়েটির চোখে কৌতুক আর আনন্দের ছটা দেখতে পেল।

'দারুণ একটা সৌজন্য প্রকাশ করলে তুমি, মার্কও এত ভাল করে বলতে পারে না!' শেষ কথাটার ওপর জোর দিল মেয়েটি।

'মার্কের অনেক কথা আসছে আমাদের মধ্যে, শুনতে হয়তো বেসুরো লাগবে তোমার,' বলল হেভেন, তাকিয়ে আছে মেরীর চোখে, প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছে।

'মার্কের অনেকগুলো ব্যাপার আছে যার যৌক্তিকতা বা সামঞ্জস্য আমি নিজেও খুঁজে পাই না,' ম্লান এবং স্বগতোক্তির সুরে বলল মেরী।

'তাহলে কেবল তিরস্কারই পাওনা আছে আমার।'

আভা ছড়াল মেরী জনসনের মুখে। 'আমি তা মনে করি না!' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ করল ও। থেমে হেভেনকে দেখল, যা বলতে চাইছে তার গুরুত্ব কিংবা বিচক্ষণতা সম্পর্কে তর্ক করবে যেন, এমন একটা ভঙ্গি করল। তারপর দ্রুত শেষ করল কথাটা। 'মার্ককে পছন্দ করো না তুমি, তাই না?'

এখন সুযোগ হয়েছে ওর যে-কাজটা মেয়েটির বাবা, জেনি ক্যাসলন কিংবা ফিল স্টিলম্যান করতে পারেনি, ভাবল হেভেন। এবং জানে, নিজেও করতে পারবে না। 'এরকম কিছু বলিনি আমি,' কৌশলে এড়িয়ে গেল ও, নিজের কাপুরুষত্বে নিজের ওপরই রেগে উঠল। 'ওর সম্পর্কে আমি কি ভাবি সেটাকে গুরুত্ব দিচ্ছ কেন?' প্রায় নিরুত্তাপ সুরে জানতে চাইল।

'জানি না কেন, তবে জানব।'

চমকে মেয়েটিকে দেখল হেভেন, তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে আগুনের দিকে তাকাল। ফের যখন কথা বলল ও, অদ্ভুত তিক্ততায় নিচু শোনাল কণ্ঠ। 'আহ্, মেরী, কারণটা জানতে চাওয়া উচিত নয় তোমার।'

'জানি আমি। আনন্দটা তাতে নষ্ট হয়ে যায়, তাই না? অন্য কেউ ওর সম্পর্কে কি ভাবছে সেটাকে যদি গুরুত্ব দেই, তাহলে বোঝা যায় ওর ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।'

নিরুত্তর থাকল হেভেন।

'ওর সম্পর্কে অন্যরা কি ভাবছে সেটাকে কখনও গুরুত্ব দেইনি আমি···তুমি আসার আগে।'

'আমি একজন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট, তোমার কাছে একেবারেই নতুন, মেরী। এরকম অফিসার এখানে আরও আছে এবং ভবিষ্যতে আরও আসবে।'

মাথা নাড়ল মেরী, কিঞ্চিৎ কুঞ্চন দেখা গেল কপালে। 'হ্যাঁ, এখানে আরও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আছে, কিন্তু মার্ক সম্পর্কে ওরা কি ভাবছে তা নিয়ে

মাথাব্যথা নেই আমার। এই পোস্টে আরও অফিসার আসবে, এবং তারা কি ভাববে তা নিয়েও আমার কৌতূহল নেই। অদ্ভুত, তাই না?'

'কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

আগুনের আঁচ থেকে হাত সরিয়ে নিল মেরী, তাকাল না ওঁর চোখে। হাতের এনগেজমেন্ট রিংটা আলতোভাবে স্পর্শ করল, এবং ওর দিকে তাকানো ছাড়াই পরের কথাগুলো বলল: 'ঠিক বলেছি না? তাহলে এখনও কেন আমি অপেক্ষায় আছি মার্কের পক্ষে বা বিপক্ষে একটা শব্দ উচ্চারণ করবে তুমি?' তারপর সহসাই চোখ তুলে তাকাল। 'কিন্ত বলছ না তুমি, যদিও ঠিকই বুঝতে পারছ।'

'পারছি,' স্বীকার করল ও।

সময় যেন আটকে থাকল। নীরবতার মধ্যে কেটে গেল কয়েকটা মিনিট, অপেক্ষা করছে হেভেন। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, যতক্ষণ না দৃষ্টি সরিয়ে নিল মেরী জনসন।

'উত্তর দিয়েছ তুমি,' উঠে দাঁড়ানোর সময় বলল মেরী, চেষ্টাকৃত হাসি দেখা গেল মুখে। 'ওটা কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না।...আমার জন্যে উইশ করবে না?'

'সবসময়।'

'এজন্যে যে আমার দরকার হবে?'

তাকিয়ে থাকল হেভেন, কিছুটা হতচকিত। 'আমার ঠোঁটে অচেনা সব শব্দ ফুটিয়ে তুলছ তুমি, মেরী। এমন অনেক কথা বলছি...'

'কিন্তু আমি যা শুনতে চাই তা নয়!'

মেরী জনসনের চোখে পরিচিত কৌতুক দেখতে পেল ও, সাথে বিষাদ আর কিছুটা আশাহতের যন্ত্রণাও আছে যেন। চটজলদি নিজেকে সামলে নিল মেয়েটি। মুহূর্তের জন্যে নিজের অসহায়ত্ব, নির্ভরতার অভাব আর সাহায্যের চাহিদাটুকু প্রকাশ করে ফেলেছিল। কিন্তু মেরেডিথ জনসনকে নিরাশ করেছে হেভেন–প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে, এজন্যে যে ওর স্থির বিশ্বাস দ্বিধার কারণটা মেরীর নিজেকেই জেনে নিতে হবে, আবিষ্কার করতে হবে নিজের উদ্যোগে, হয়তো ঠেকে শিখে। পুরো ব্যাপারটাই নিষ্ঠুরতা, কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। অথবা, সে প্রত্যাখ্যান করেছে কারণ বলার মত সাহস ওর নেই, মনে হলো হেভেনের।

দ্রুত হাতে দস্তানা পরল মেরী, চুলের ওপর হুড চাপিয়ে দিল। একবারের জন্যেও তাকাল না হেভেনের দিকে। পরস্পরের সাথে চেপে বসেছে ওর সরু ঠোঁটজোড়া, রক্ত সরে যাওয়ায় কিছুটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, কিংবা ঠাণ্ডায়, কোন্‌টা ঠিক বুঝতে পারল না হেভেন। মেয়েটির দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি, ওর

সাথে চোখাচোখি না হওয়ার প্রয়াসের মধ্যে অদম্য জেদ দেখতে পেল। কোন কথা ছাড়াই ঘোড়ার কাছে চলে গেল মেরী, তবে হেভেনের এগিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করল। ওকে স্যাডলে চড়তে সাহায্য করল হেভেন। পা আর বুটের ওপর কোটের প্রান্ত ছড়িয়ে দিল মেরী, লাগাম তুলে নিল হাতে। অনেকক্ষণ পর যখন চোখ নামিয়ে ওর দিকে তাকাল কিছুটা সুস্থির দেখাল। 'সেদিন রাতে রান্নাঘরে জেনিকে কি বলেছ যে এত বিষণ্ন হয়ে গেল ও?'

'মনে করতে পারছি না,' মিথ্যে বলল হেভেন।

'নিজের জন্যে দুঃখ হয়নি ওর, ক্যাপ ভালবাসে ওকে। তোমার জন্যেও ওর দুঃখ করার কথা নয়, কারণ তোমাকে চেনে না ও, মানে এর আগে চিনত না; আর এ ক'দিনে এমন কিছু ঘটেনি যে তোমার জন্যে বিষণ্নতায় মুষড়ে পড়বে ওর মত হাসিখুশি মহিলা।' থেমে উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। হেভেন বুঝতে পারল কি আসছে এরপর। 'ও আসলে আমার জন্যে দুঃখ করেছে। কেন, জন? কারণটা জানতে ইচ্ছে করছে আমার। বিশ্বাস করো, জানাটা আমার জন্যে খুব জরুরী।'

কেবল মাথা নাড়ল হেভেন, কিছুই বলতে পারল না। দেখল উত্তরের অপেক্ষায় থেকে ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়ল মেয়েটা। যখন বুঝতে পারল পাবে না, লাগাম টেনে ধরল। চাপা হাসি দেখা গেল মুখে, দ্বিধাজড়িত কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ। 'তুমি আসার আগে মার্ক সম্পর্কে অন্য কেউ কি ভাবল তা নিয়ে পরোয়া করিনি আমি, ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়?'

এবার আর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না মেরী জনসন, ঘোড়া ছুটিয়ে দিল রুক্ষ ট্রেইল ধরে।

বাকবোর্ডে চড়ে লাগাম তুলে নিল হেভেন। মেরী জনসনের চিন্তা যাচ্ছে না মাথা থেকে। ধীরে ধীরে নিজের প্রশ্নের উত্তরগুলো খুঁজে পাচ্ছে মেয়েটা, তিক্ততা আর নিরুত্তাপ বিস্ময়ের সাথে ভাবল ও। পাইপ বের করে ধরাল, গতি বাড়াল বাকবোর্ডের। মার্কের কথা মেরীকে জানাল না কেন?–চিন্তাটাই পীড়া দিচ্ছে ওকে। না বলায় যে তিক্ততার জন্ম হলো এখন, বললে কি তারচেয়ে বেশি হত? হয়তো, ভাবল হেভেন, তবে বলেই দেখা যেত। নিজের কাছে সৎ থাকতে পারলেও মেয়েটাকে বলতে দ্বিধা হত, কারণ সব জেনে ওকে ঘৃণা করত মেরী। কিন্তু উল্টোটা চেয়েছে হেভেন, আশা করেছে ওকে পছন্দ করুক মেরী, অন্তত ঘৃণা যাতে না করে। মার্ক ব্রিস্টোর স্বরূপ উন্মোচন করার বিনিময়ে যে কোন লোকই ওর কাছে ঘৃণার পাত্র হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিনিময়ে কি পেত মেয়েটি? তিক্ত প্রতারণার কষাঘাতে বোধশূন্য হয়ে পড়ত, লজ্জা আর করুণার পাত্র বলে মনে করত নিজেকে। সেটা কি ভাল লাগত ওর? নিশ্চই না। হয়তো পিছিয়ে যাওয়ার এটাও একটা কারণ। তবে অন্তর থেকে জানে

হেভেন, সহজ সরল এ মেয়েটিকে নিরাশ করার সাহস ওর আদৌ হত না, এমনকি বছর খানেক পরে মিসেস ব্রিস্টো হিসেবে ওকে খবরটা দিতে হলেও কিংবা বছর খানেক আগেও, ওদের দু'জনের সম্পর্কের শুরুতেও যদি একই ব্যাপার ঘটত। আসলে কোন মেয়েকে এমন একটা সংবাদ দেয়া সত্যিই কঠিন কাজ। খুব কম লোকই এটা করতে পারবে।

পরোক্ষভাবে হলেও কিছুটা সুবিধা ঠিকই পেয়ে যাচ্ছে মার্ক ব্রিস্টো।

বুলিয়নগুলো যেখানে ফেলে রেখে গেছে, ঘণ্টাখানেক পর জায়গাটায় পৌঁছল হেভেন। রাস্তা থেকে কিছুটা সরে এসে বাকবোর্ড দাঁড় করাল ও, তবে তার আগে ট্রেইলের দু'দিকেই তীক্ষ্ণ নজর বুলাল কোন আরোহী বা ওয়্যাগন দেখার আশায়। তেমন কিছু চোখে পড়ল না। বাকবোর্ড থেকে নেমে একটা ছালা আর কুঠার হাতে রাস্তার কিনারে চলে এল ও। তুষারাবৃত ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। ক্রেট গড়িয়ে পড়ার দাগ স্পষ্ট ফুটে আছে তুষারের ওপর, দেখল ও, নিচের উপত্যকায় সিডারের গোড়ায় শেষ হয়েছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ক্রেটগুলো দেখা যাচ্ছে।

নিচে নেমে এসে দেখল ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ায় কিছুটা নাজুক হয়ে গেছে কাঠের বাক্স, চিড় ধরেছে কয়েক জায়গায়। কুঠার দিয়ে কাজটা শেষ করল ও। ভেতর থেকে বারগুলো বের করার সময় দুটো ট্রিপে তুলে নেয়ার পরিকল্পনা করল। তিনটে বার ঢোকাল ছালার মধ্যে, ফিরতি পথে খাড়া ঢাল বেয়ে উঠা শুরু করল এবার। মাঝপথে থেমে বিশ্রাম নেয়ার ফাঁকে দূরের ট্রেইলের দিকে তাকাল, কিন্তু এবারও কাউকে চোখে পড়ল না। ওপরে এসে বাকবোর্ডে বারগুলো তুলে রেখে একটা রোব দিয়ে ঢেকে দিল, তারপর ফের ঢাল বেয়ে নামা শুরু করল।

এবার আগের চেয়ে কিছুটা কঠিন হলো উঠে আসার কাজটা, ভারী বুলিয়েনের ক্রেট নিয়ে ঢাল বেয়ে উঠতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হচ্ছে। খাড়াইয়ের মত ছোট্ট একটা জায়গায় বিশ্রাম নিতে থামল ও, ট্রেইল থেকে কিছু উঁচুতে টিলার মত জায়গাটার ওপাশে। কাঁধের ওপর ছালা রেখে তুষারের গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল, বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে। হাপরের মত ওঠা-নামা করছে ওর প্রশস্ত বুক।

মিনিট পাঁচ পর বাকি পথটুকু উঠে এল ও। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে যখন ঢাল বেয়ে উঠে এসেছে, পিঠে বুলিয়নের ভারী বোঝা, ঠিক সামনেই পাঁচ হাত দূরে একটা শটগানের ভয়াল দর্শন নল চোখে পড়ল। ওটার পেছনে অ্যালেক্স ড্যানিয়লসের কচি মুখ। কিন্তু সেখানে কোন তামাশা বা কৌতুক নেই, কঠিন চাহনিতে ওকে দেখছে ছেলেটা। আড়ষ্ট, দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল।

শটগানের নিচু করা নল খানিকটা তুলে ওর মুখের ওপর স্থির করল

অ্যালেক্স। ছেলেটার চোখে খুনের নেশা দেখে অজান্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল হেভেনের শরীর, চার হাত-পায়ের ওপর স্থিরভাবে বসে থাকল। শুধু খানিকটা নড়ে কাঁধের ওপর থেকে ছালাটা সরিয়ে রাখল একপাশে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টিপে দিল অ্যালেক্স, আতঙ্কের সাথে দেখল হেভেন। খাবলা মেরে ঢালের শরীর থেকে কিছু তুষার তুলে নিল পিলেটগুলো, কয়েকটা এসে ওর বাফেলো কোটে হুল ফোটাল। গড়িয়ে পড়ে গেল ও, দশ ফুটের মত নেমে এল দেহ। একটু আগে যেখানে বিশ্রাম নিয়েছিল, ওখানে এসে থামল।

ওপরে অ্যালেক্সের দৌড়ে আসার শব্দ শুনতে পেল হেভেন। দ্রুত, স্রেফ রিফ্লেক্সের বশে কোটের পকেটে হাত চালান করে দিয়েছিল পিস্তল বের করার উদ্দেশে, থেমে গেল হাতটা। *আমি এটা করতে পারব না,* ভাবল ও। কিন্তু তিক্ততার সাথে আশঙ্কা জাগল যখন টের পেল ওপরে ঢালের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে অ্যালেক্স।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল হেভেন, ঘুরল তারচেয়েও ধীরে, তাকাল অ্যালেক্সের দিকে। 'আমি তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি না, অ্যালেক্স। ঠিক আছে, গুলি করো।'

মুহূর্তের জন্যে আশঙ্কা হলো জুয়ায় হেরে গেছে ও। ঝটিতি কাঁধের ওপর উঠে গেল শটগানটা, কিন্তু হেভেন যখন দৌড়ে পালানোর কিংবা নড়ার চেষ্টা করল না, নলটা নামিয়ে আনল অ্যালেক্স। 'তোমাকে অনুসরণ করছিলাম, এবং ঠিক এখানেই এলে তুমি!' বুনো আক্রোশ ফুটে উঠল ওর কণ্ঠে, কিছুটা হতাশাও প্রকাশ পেল। 'এই বুলিয়নের জন্যে ওকে খুন করেছ, তাই না? স্টেজ লুঠের গল্পটা সাজানো, ওকে খুন করে তুমি নিজেই সব বুলিয়ন সরিয়ে ফেলেছ!'

অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়েছে, অনুভব করছে হেভেন। অপ্রত্যাশিত একটা পরিস্থিতি। অ্যালেক্সের কাছে নিজের সততা প্রমাণ করার উপায় নেই ওর, কারণ তাহলে পুরো সেটআপটা প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু এটাও নিশ্চিত ওকে আত্মবিশ্বাসী না দেখালে প্রভাবিত হবে না ছেলেটা। 'ঠিক আছে, তুমি যদি তাই ভেবে থাকো,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'দেরি করে লাভ নেই, অ্যালেক্স, গুলি করো।'

অপেক্ষা করল হেভেন, অ্যালেক্সকে অনড় দেখে দৃষ্টি নামিয়ে পায়ের দিকে তাকাল। তুষারে লাথি মারতে শুরু করল, যেন কিছু একটা খুঁজছে ও। পড়ে যাওয়া বুলিয়নগুলো খুঁজে পেয়ে ছালার মধ্যে ঢুকিয়ে পিঠে চাপাল। উঠতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। একবারের জন্যেও অ্যালেক্সের দিকে তাকাল না, কিন্তু ছেলেটা যে ওকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে সে-সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। না দেখলেও জানে দ্বিধায় ভুগছে অ্যালেক্স, যে কোন মুহূর্তে চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে

ফেলতে পারে।'

'পিছিয়ে যাও, অ্যালেক্স। উঠে আসতে দাও আমাকে,' ঢালের একেবারে কিনারে এসে বলল ও, সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা।

পিছিয়ে রাস্তার ওপর চলে গেল অ্যালেক্স, হাতের অস্ত্র তৈরি। ঢাল বেয়ে উঠে এল হেভেন, মুহূর্তের জন্যে থেমে দেখল অ্যালেক্সকে, ছালা তুলে নিয়ে বাকবোর্ডের দিকে এগোল এরপর। বারগুলো তুলে রাখল পাটাতনে, রোব দিয়ে ঢেকে দিল। চাকার কাছে এসে দাঁড়াল ও এবার, দেখল সতর্ক দৃষ্টিতে ওর কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে অ্যালেক্স। দুই আঙুলে ঠেলে কপালের ওপর থেকে হ্যাট সরিয়ে দিল হেভেন, হাতের তালু দিয়ে মুখ মুছল। 'বলো, কি করতে হবে এখন?'

'তোমার কাছে বন্দুক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা দাও আমাকে।'

'যদি তা করি তো গজব পড়ুক আমার মাথায়!' ঠাণ্ডা সুরে বলল হেভেন। 'এখানে কেবল একজনই আছে যে অস্ত্র ব্যবহার করতে চাইছে। ওরকম কোন ইচ্ছে আমার নেই।' অপেক্ষা করল ও, দেখছে অ্যালেক্সকে। ছেলেটার মনে সংশয়ের ঝড় বইছে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। তবে দ্বিধা ছাপিয়ে ছোট ছোট চোখে দৃঢ় সঙ্কল্প দেখতে পেল হেভেন। সুবিধাটা পেয়েছে ও, তা কার্যকর করা উচিত। রাগ কমেছে ছেলেটার, বোকার মত কিছু করবে না এখন, যদিও ক্ষোভটা ঠিকই রয়ে গেছে। ওকে বোঝানো সহজ হবে এবার। কিন্তু পুরো পরিকল্পনাই যেখানে কেবল সন্দেহের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে ছেলেটাকে প্রভাবিত করবে কিভাবে? 'ঠিক আছে, অ্যালেক্স,' নিচু কোমল সুরে বলল ও। 'তোমার সমস্যাটা কি বলো তো?'

'তোমাকে বিশ্বাস করি না আমি! জিমকে স্টেজ যাত্রায় সঙ্গী হিসেবে চেয়েছ তুমি, কিন্তু সাপারের আগে বলোনি ওকে। কেন?'

'শিপমেন্টের খবর গোপন রাখতে চেয়েছিলাম আমরা।'

'কিন্তু জিম কেন?' নিদারুণ যন্ত্রণা আর ক্রোধোন্মত্ত কণ্ঠে জানতে চাইল অ্যালেক্স। 'আরও ড্রাইভার ছিল, কিন্তু জিমকে বেছে নিলে কেন?'

'ও-ই ছিল সেরা।'

'আসলে ওর মৃত্যু চেয়েছিলে তুমি!'

'কেন তা চাইব?'

'কিছু একটা জানত ও!' তিক্ত স্বরে বলল অ্যালেক্স। 'আমাকে একবার বলেছিল যদি কখনও সে মারা যায় আমি যেন ওর সাথের লোকটার ওপর চোখ রাখি। তোমার সাথেই কাজ করছিল ও, তাই না? তুমিই ওকে শিপমেন্টে

যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলে, ঠিক? যে বুলিয়নগুলো চুরি হওয়ার কথা বলেছ তুমি, সেগুলোই এখন বের করে আনলে।'

নিজের কাজের ক্ষেত্রে জিম গোডার্ডের সৎ আর সাহসী পদক্ষেপের কারণেই ফাঁদে পড়ে গেছে ও, জানে হেভেন, এবং জিমের প্রতি এ ছেলেটির অন্ধ বিশ্বাসও কিছুটা দায়ী। অ্যালেক্স শেরিফের কাছে ওকে উপস্থিত করতে পারলে নিরাপত্তার পুরো ব্যবস্থাই ধসে পড়বে, কারণ ওর ব্যাপারে শেরিফ সন্দিহান হলে আর কোন কাজ দেবে না প্রিন্স। বরং ওকে খুন করে মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করবে। জিম গোডার্ডের পক্ষে ছিল ও, ন্যূনতম উপায়ে অ্যালেক্সকে বোঝানো সম্ভব? ছেলেটার চোখের তিক্ততা আর বেদনা দেখে হেভেন নিশ্চিত হলো ভাসা ভাসা ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হবে না অ্যালেক্স, পুরোটাই জানতে চাইবে। চিন্তাটা মাথায় আসতে নতুন করে ভাবল ও, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল করে দিল। জিম গোডার্ড যদি অ্যালেক্সকে বিশ্বাস করে থাকেও, তারপরও গোডার্ডের আসল পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুখ খোলার অধিকার নেই ওর, এমনকি অ্যালেক্স মরিয়া হয়ে উঠলেও।

আরেকটা উপায় বাকি আছে, এবং তাই করল হেভেন। 'বুলিয়নগুলো নিতে এসেছি আমি, এই তো?' শুকনো কণ্ঠে বলল ও, হতাশা ফুটে উঠল গলায়। 'দিনের আলোয়, অ্যালেক্স, যখন কারও চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ষোলোআনা।'

'কিন্তু ঠিকই ওগুলো তুলে এনেছ তুমি।'

'নিশ্চই,' বিস্ময়ের ভান করল ও। 'মিলের জিনিস, ওখানেই ফেরত যাবে ওগুলো।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল না অ্যালেক্স, যদিও শীর্ণ মুখ থেকে সন্দেহের ছায়াও পুরোপুরি উবে গেল না। হেভেনকে পাইপ বের করে ভরে, জ্বালাতে দেখল সে, এই ফাঁকে হেভেনের কথাগুলো মনে মনে উল্টে-পাল্টে দেখল। 'তাহলে শেরিফের কাছে সব খুলে বললে না কেন?' বিস্ফোরণের মত গর্জে উঠল ও। 'শহরের সব লোক জানে সত্যিই চুরি হয়েছে বুলিয়নগুলো।'

'আমি চেয়েছি বুলিয়নগুলো নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত ওরকমই ভাবুক ওরা, তাহলে আবার চুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তাই না? আর কি জানতে চাও, বাছা?'

'এগুলোর কথা জানলে কিভাবে?'

'লুঠেরাদের একজনকে অনুসরণ করেছিলাম, লোকটার কাছে দুটো বার ছিল। ওদের হাউড-আউটে যায় সে, বাকি বুলিয়নগুলো ওখানেই ছিল। লোকটাকে মেরে বুলিয়ন নিয়ে চলে এসেছি। একটা স্যাডলহীন ঘোড়ার পিঠে ছয়টা বার নিয়ে কিভাবে সাউথ পাস সিটি পর্যন্ত রাইড করতে তুমি?'

'জানি না।'

'সম্ভব নয়, তাই না? সুতরাং, অ্যালেক্স, বুঝতেই পারছ জিনিসগুলো চুরি করিনি আমি এবং এতদূর নিয়ে আসাও সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। এখানে ফেলে গিয়েছিলাম যাতে পরে এসে তুলে নিতে পারি,' পাইপ দিয়ে নিচের উপত্যকার দিকে ইঙ্গিত করল হেভেন, বাকবোর্ডের চাকার কাছ থেকে সরে গেল। ওর ভঙ্গিতে অ্যালেক্সের কাছে মনে হলো ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সে। 'এবার, অ্যালেক্স, ফিরে যাচ্ছি আমি। তুমি যদি সরে দাঁড়াও, বাকবোর্ডটা ঘুরাতে পারি।' আসনে চড়ে বসল হেভেন, লাগাম তুলে নিল।

শীর্ণ হাতের ভাঁজে শটগান রেখে, পথ থেকে সরে গিয়ে ওকে বাকবোর্ড ঘুরানোর সুযোগ করে দিল অ্যালেক্স।

'কি করবে তুমি?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল হেভেন।

'অনুসরণ করব তোমাকে, দেখব ওগুলো নিয়ে কোথায় যাও। সেজন্যে যদি আমাকে গুলি করো, তবু!'

'যেখানে খুশি যাওয়ার ইচ্ছে তোমার নাগরিক অধিকার এবং সেজন্যে কেউ গুলি করবে না তোমাকে,' মৃদু হাসল হেভেন, ছেলেটার সাহস ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ, সাথে করুণাও হলো। 'তুমি জানো, আমিও জিমকে পছন্দ করতাম, অ্যালেক্স।' লাগাম ঢিলে করতে এগোল বাকবোর্ড। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল হেভেন, দেখল পিছু পিছু আসছে ছেলেটা। হাড়সর্বস্ব একটা মেয়ারে চেপেছে, ওটার গলার কাছে একটা ক্ষত, খুব সম্ভব ইয়ার্ডে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে ফেলে রাখা হয়েছিল ঘোড়াটাকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হেভেন, স্প্যাশবোর্ডের সাথে বাড়ি মেরে অবশিষ্ট তামাক ফেলে দিয়ে পাইপটা পকেটে ঢোকাল। সত্যিকার ঝামেলা শুরু হলো এখন, ভাবল ও, এবং পরিস্থিতিটা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে দেখল। অ্যালেক্সকে যা বলেছে সেই গল্পে শেরিফ বা আকরিকের ম্যানেজমেন্ট সন্তুষ্ট হবে বৈকি, কিন্তু খেপে যাবে সোল প্রিন্স। বুলিয়নগুলো প্রিন্সের লুঠের মাল, এবং গতরাতে হেভেনের বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আসল ঘটনা বিশ্বাস করবে না প্রিন্স, মনে সন্দেহ থেকেই যাবে বুলিয়ন বেহাত হওয়ার ঘটনা আদৌ দুর্ঘটনাবশত ঘটেছে কি-না। নিশ্চিতভাবেই, যতদিন পর্যন্ত প্রিন্সের মনে সন্দেহ থাকবে, ইউনিফর্ম সম্পর্কে ঘুণাক্ষরেও মুখ খুলবে না।

ঠিক ছ'টার কিছু আগে প্রিন্স ম্যারিয়নে ঢুকল হেভেন, বারের পেছনে এসে সিঁড়ির দরজার কাছে এল। কিন্তু বন্ধ দেখে ফিরে এসে বারের কাছে দাঁড়াল ও, ভিড়ের মধ্যে ইতিউতি তাকাল চার্লির খোঁজে। ঘরের অন্য লোকদের তুলনায় যথেষ্ট লম্বা ও, প্রায় সবার মাথা ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে ওর মুখ। ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল মাইনাররা। বিরক্তি বোধ করছে হেভেন,

ইচ্ছে থাকলেও সরে যাওয়ার উপায় নেই, চারপাশে উৎসুক মাইনারদের ভিড়।

'বোর্ডটা দেখলাম, হেভেন?' পাশ থেকে ওকে শুধাল এক মাইনার।

ঘুরে তাকাল হেভেন, বারের পেছনের আয়নার দিকে ইঙ্গিত করল মাইনার। আয়নার নিচে দেয়ালের সাথে হেলিয়ে রাখা কালো বোর্ডটা দেখতে পেল, লফটাসের সাথে ওর লড়াইয়ের বাজির দর লিখে রাখা হয়েছে। ওর পক্ষে তিন হাজার ডলার বাজি ধরেছে সোল প্রিন্স। ছয়-এক অডসে। মুহূর্তে মার্ক ব্রিস্টোর চিন্তা চলে এল মাথায়, আইনজীবী বিশাল অঙ্কের টাকা কামানোর সুযোগ পাচ্ছে বুঝতে পেরে উত্তেজিত বোধ করল। 'সোল কি আশপাশেই আছে, চার্লি?' বারের পেছনে চার্লিকে দেখে জানতে চাইল ও।

'বিলিয়ার্ড টেবিলে।'

সেলুনের পেছন দিকে এগোল হেভেন। চলার পথে মাইনারদের উদ্দেশে নড করল, তবে কারও প্রশ্নের উত্তর দিল না। এই বিড়ম্বনার শেষ হবে লফটাসের সাথে লড়াইয়ে হারার পর, তিক্ত মনে ভাবল ও। ভিড় ঠেলে বিলিয়ার্ড টেবিলের দিকে এগোনোর সময় ফের মাথায় এল চিন্তাটা, বুলিয়ন বেহাত হওয়ার খবর কিভাবে নেবে সোল প্রিন্স? ঘণ্টাখানেক আগের কথা মনে পড়ল ওর: সুপারিনটেনডেন্ট সহজভাবেই নিয়েছে ব্যাপারটা, যেমন আশা করেছিল হেভেন, বুলিয়নগুলো ফেরত পেয়ে রীতিমত উল্লাস প্রকাশ করেছিল। কিভাবে উদ্ধার করা হলো তা নিয়ে সামান্য কৌতূহলও প্রকাশ করেছে। কিন্তু সারাদিনে শোনা নীরস অভিযোগগুলোর মত একেবারেই আমল দেয়নি শেরিফ। ল-অফিস থেকে বেরুনোর পর খুশি দেখাচ্ছিল অ্যালেক্স ড্যানিয়েলসকে, প্রসন্ন মনে হেভেনের আগেই ফিনিক্স ইয়ার্ডে ফিরে গেছে সে।

পুরো সেলুনের হৈ-হল্লার সমুদ্রের মধ্যে বিলিয়ার্ড টেবিলগুলোকে শান্তিপূর্ণ নিঝুম দ্বীপ মনে হলো হেভেনের কাছে। দেয়ালের লাগোয়া চেয়ারগুলোতে বসে আছে জনা ছয়েক লোক, মিক ম্যারিয়ন তাদের একজন, প্রিন্স আর বার্নসের খেলা দেখছে। উঁচু দরের টেবিলগুলোর ডিলার ফ্রেডারিক বার্নস। কালো একটা স্যুট পরে আছে সোল প্রিন্স, একই রঙের মাফলারের দুই প্রান্ত গলা হয়ে বুকের কাছে ঝুলছে। একজন যাজকের মত দেখাচ্ছে ওকে, ভাবল হেভেন, দেয়ালের সাথে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়ানোর সময় চিন্তাটার সাথে বাস্তবের ফারাক অনুধাবন করে মৃদু হাসল ও।

খেলাটায় দু'জনেই দক্ষ, পুরোপুরি নীরবতার মধ্যে খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। হেভেন দেখল কালসিটে পড়া চিকবোনের পেছন থেকে শীতল অনুসন্ধানী চোখে ওকে মাপছে মিক ম্যারিয়ন। এক দান শেষ হতে মিকের ওপর চোখ পড়ল প্রিন্সের, হেভেনের উদ্দেশে ম্যারিয়ন নড করতে ফিরল ওর দিকে। কিন্তু এগিয়ে এল না, বার্নসের দান শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকল। তারপর দ্রুত,

দক্ষতার সাথে খেলাটা শেষ করল, যেন এর আগে নিতান্ত অবহেলায় শেষ করছিল না। 'চলো আরেক দান খেলা যাক,' বার্নসের উদ্দেশে শুধাল প্রিন্স, হাতে বিলিয়ার্ড কিউ নিয়ে এগিয়ে এল হেভেনের দিকে। সামনে এসেও থামল না, স্টোররুমের দিকে এগোনোর সময় অনুসরণ করতে বলল ওকে।

স্টোররুমে এসে বাতির পোস্টের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল প্রিন্স, আলসেমির সাথে নাড়তে থাকল হাতের কিউটা। তার পেছনে বিয়ারের ব্যারেলগুলো একটার ওপর আরেকটা একেবারে ছাত পর্যন্ত সাজিয়ে রাখা।

দরজা বন্ধ করে মুখোমুখি হলো হেভেন।

'কোন একটা সমস্যা হয়েছে, তাই না?' মৃদু শব্দে বিড়বিড় করল সেলুন মালিক।

নড করল ও, জানাল যে সকাল থেকেই অনুসরণ করছিল অ্যালেক্স, জায়গামত উপস্থিত হয়ে ওকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে বুলিয়নগুলো সুপারের কাছে পৌঁছে দেয়ার কথা জানাল।

'অ্যালেক্স ড্যানিয়েলসটা কে?'

'স্টেবলের একটা ছেলে, জিম গোডার্ডের সাথে থাকত।'

'কত যেন বললে ছেলেটার বয়স?' বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইল সে।

'একটা শটগান থেকে গুলি করার জন্যে যথেষ্ট বয়স।'

উত্তর দিল না সোল প্রিন্স, শীতল দৃষ্টিতে মাপছে ওকে। কামরার ওপাশে সরে গেল, পেছনে কোমরের কাছে দু'হাত বাঁধা, বিলিয়ার্ড কিউটা ছেঁচড়ে এগোল পায়চারি করার সময়। তারপর হেভেনের সামনে এসে থামল হঠাৎ, বুট দিয়ে লাথি মারল মেঝেতে। 'কি করে বুঝব ছেলেটা আর তুমি মিলে এসব করোনি? ক'দিন পর যদি দেখি বেশ কিছু টাকা কামিয়ে নিয়েছ, তাহলে তোমাকে সন্দেহ করা কি ভুল হবে?'

'আমার কোটের পেছনটা দেখো,' ঘুরে দাঁড়াল ও, 'দেখতে পাচ্ছ?'

'ছিদ্র।'

'বাকশটের,' বলল হেভেন, পোস্টের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে সোল প্রিন্স। 'বুঝলাম, আর কোন কাজে আসছ না তুমি।'

'শুধু বাম হাতের কাজে,' বিড়বিড় করে বলল হেভেন। 'আমি গুলি খেলাম, তবু তোমার অফিসে তদন্ত করতে আসেনি শেরিফ, অস্বীকার করতে পারবে?'

'সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত?' উপহাস ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে।

'ঠিক।'

ঘুরতে শুরু করেছিল সে, থেমে কৌতূহলী চোখে ফিরে তাকাল। অশুভ একটা ছায়া দেখা গেল চাহনিতে। 'তোমার হাতগুলো দেখি তো?'

হাত বাড়িয়ে ধরল হেভেন।

ব্যান্ডেজ খুলে ক্ষতগুলো নিরীখ করল সোল প্রিন্স, দৃষ্টি স্থির হলো ওর চোখে। 'শনিবার রাতে ফাইট করতে পারবে?'

'না।'

'কেন নয়? তুমি তো এমনিতেই মার খেতে যাচ্ছ।'

'কিন্তু পাল্টা কিছু মার দেয়া ছাড়া লড়তে পারব না।'

'ঠিকই পারবে তুমি,' প্রায় প্রস্তাবের সুরে বলল সে।

কারণটা বোঝার চেষ্টা করল হেভেন। 'এত তাড়াহুড়োর কি আছে?'

'তোমার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই আমি।'

শ্রাগ করল ও। 'ঠিক আছে, তাই হবে।'

'শুনলাম সকালে স্ট্যামবার্গে গিয়েছিলে? কি ঠিক করলে ওখানে?'

'বেশি কিছু নয়। ক্যাপ্টেন জনসনের সাথে দেখা হলো। লোকটা কে?'

'ফোর্টের কমান্ডিং অফিসার। কি চায় সে?'

'সে চায় ফাইটটা ফেয়ার হোক, বাররুমের মারামারির মত যাতে না হয়।'

'ফাইটের সময় বা জায়গা স্থির করে দিয়েছে?'

'না। ক্ষতগুলো সেরে গেলে আবার যেতে বলল, স্থান আর সময় স্থির করে নেবে তখন।'

হাসি দেখা গেল প্রিন্সের মুখে। 'ভাল। তারিখটা শনিবার রাত। ফিনিক্স ইয়ার্ডে লড়াই হবে।'

'ফিনিক্স ইয়ার্ড?' প্রতিধ্বনি করল হেভেন। ফাইটের জায়গা সম্পর্কে ভাবেনি ও, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছে স্থান হিসেবে জুতসই কোন জায়গা নয় ফিনিক্স ইয়ার্ড।

'জায়গাটা বড়। অনায়াসে পোস্ট আর ক্যাম্পের সব লোকের জায়গা হয়ে যাবে। লড়াই দেখার জন্যে মাথাপিছু পাঁচ ডলার চাঁদা ধরা হবে। এরচেয়ে বড় জায়গা আছে নাকি এখানে?'

'জানি না। কিন্তু জায়গাটা পছন্দ করবে আর্মি?'

'গোল্লায় যাক ওরা! এখানকার চ্যাম্পিয়ন তুমি, নিয়ম অনুযায়ী তুমিই লড়াইয়ের স্থান নির্ধারণ করবে!' এগিয়ে এল সে, প্রায় নাকের ডগার কাছে এসে দাঁড়াল। 'শোনো, ফিনিক্স ইয়ার্ড কিংবা ওরকম বড়সড় কোন জায়গায় হবে লড়াইটা। বুঝেছ?' একটা হাত তুলল সে, অনামিকা দিয়ে খোঁচা মারল হেভেনের কপালে। দৃষ্টি লেগে আছে ওর মুখে। 'মাথায় ঢুকিয়ে নাও কথাটা, যে কোন জায়গায় হতে পারে, কিন্তু পোস্টে নয়। পরিষ্কার?'

মনে মনে কথাটা উল্টে-পাল্টে দেখল হেভেন, অদ্ভুত প্রস্তাবটার কার বোঝার চেষ্টা করছে। তারপর, সহসাই ভয়ঙ্কর সত্যটি অনুধাবন করতে পারল এবং চিন্তাটা তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দিল যাতে ওর মুখ দেখে সন্দেহ করতে ন পারে সেলুন মালিক। পোস্ট ছেড়ে সরে গেল ও, নড করল উদাসীন ভঙ্গিতে।

'সবাইকে বলে দিয়ো কথাটা। সেলুনে গিয়ে মিককে পাঠিয়ে দিয়ে এখানে।'

বিলিয়ার্ড টেবিলের কাছে এসে মিক ম্যারিয়নকে পেল হেভেন, প্রিন্সে বার্তা জানিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল ও।

স্টোররুমে এসে দরজা বন্ধ করে দিল ম্যারিয়ন। কাঠের মেঝেতে গম্ভী শব্দ তুলে এগোল ভারী শরীর নিয়ে। দেখল পোস্টের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সোল প্রিন্স, আলতোভাবে বিলিয়ার্ড কিউয়ের সূচাল প্রান্তে হাত বুলাচ্ছে। মুখ নির্বিকার। 'শনিবার রাতে হবে ফাইটটা,' মিক সামনে এসে দাঁড়াতে জানাল সে।

'তাই?' কোমল সুরে স্বগতোক্তি করল ম্যারিয়ন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পার্টনারকে দেখার ফাঁকে থুতনি চুলকাল।

'সামনে অনেক কাজ,' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল সোল। 'এখুনি শুরু করে দাও। পাঁচ-ছয়জন লোক জোগাড় করো, ভোর পর্যন্ত বারে আটকে রেখে ওদের। মাঝরাতে ফাইটের ঘোষণা হওয়ার পর বাজি ধরবে ওরা। আমিই টাকা দেব।'

'কি জন্যে?'

'লফটাসের ওপর এক হাজার ডলার বাজি ধরবে তোমার লোকদের একজন। তিন-এক দরে। হেভেনের পক্ষে বাজির দর নেমে যাওয়ায় কৌতূহল হবে অন্যদের, লোকটা জানাবে যে লফটাসের পক্ষে তিন-একে বাজি ধরতেই পছন্দ করবে সে, কারণ ওর ধারণা ফাইটের জন্যে প্রস্তুত নয় হেভেন, এখনও ভাল হয়নি ওর হাত। এ অবস্থায় অনায়াসে ওকে হারাতে পারবে লফটাস পরিষ্কার?'

নড করল ম্যারিয়ন।

'অন্যরা যেন সাপোর্ট করে ওকে। দর কষাকষি ছাড়াই লফটাসের পক্ষে ওই দরে বাজি ধরবে সবাই।'

'হেভেনের পক্ষে বাজির দর নেমে যাক, এটাই চাইছ তো?'

'আমি চাই দরটা ছয়-এক থেকে দুই-একে নেমে আসুক—এবং ভোরের আগেই। করতে পারবে?'

'প্রচুর টাকা লাগবে। নগদ টাকা কেমন আছে?'

'প্রচুর, এবং খরচও করব। কাল আরও পাবে।'

'কিন্তু অডস সম্পর্কে তোমার আগ্রহের কারণটা বুঝলাম না।'

হাসল সোল প্রিন্স, অস্বাভাবিক শান্ত শোনাল কণ্ঠ। 'কেন, মিক, এরমধ্যে মজাটা দেখতে পাচ্ছ না? হারামজাদা মার্ক ব্রিস্টোই এর কারণ। ছয়-এক অডসে টাকা কামানোর খায়েশ হয়েছে ওর! লড়াইয়ের তারিখ আগাম ঘোষণা করা হলে টাকা জোগাড় করতে পারবে না ও, আর দর নামতে থাকলে শেষ পর্যন্ত এক-একে বাজি ধরার সুযোগ থাকবে ওর। এক ডলার বাজি ধরে ওই এক ডলারই কামাতে পারবে, ছয়-এক অডসের সুযোগ আর পাবে না!' পুরো মুখ জুড়ে হাসি বিস্তৃত হলো তার। 'কেমন হবে ব্যাপারটা, মিক, ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া কেকের মত, তাই না?'

জেনিফার ক্যাসলনের বাড়ির দরজায় নক করে দরজা থেকে একপাশে সরে দাঁড়াল জন হেভেন, খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা আলো যাতে গায়ের ওপর না পড়ে। দূর থেকে জানালা দিয়ে দেখেছে একা নয় মহিলা, কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় নেই।

কিচেন থেকে নড়ে গেল বাতিটা, এগিয়ে এল দরজার দিকে। মৃদু শব্দে দরজা খুলে যেতে মিসেস ক্যাসলনকে দেখতে পেল ও। 'এক মিনিট সময় দিতে পারবে, জেনি? আশা করি কিছু মনে করবে না ওরা?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল হেভেন।

'না।...লিভারি থেকে এক লোকের আশার কথা। যাকগে, কি হয়েছে?'

অন্ধকারে আবছাভাবে তাকে দেখতে পাচ্ছে হেভেন, আরেকটু কাছে এগিয়ে যেতে মহিলার চুলের সৌরভ নাকে এল ওর। 'আজ রাতে ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা করতে পারবে?'

'একটু পরেই এখানে আসার কথা ওর।'

'দারুণ! তাহলে ওঁকে বলো যে রেইডটা শনিবার রাতে হবে।'

হেভেন সহসাই অনুভব করল শক্ত হাতে ওর কব্জি চেপে ধরেছে মহিলা, এমনভাবে যেন সাহায্যের আবেদন ঝরে পড়ছে। 'তুমি নিশ্চিত, জন? পুরোপুরি নিশ্চিত?' কাঁপা গলায় করল প্রশ্নটা।

'না। সোল প্রিন্স আমাকে নির্দেশ দিল যাতে শনিবার রাতে ফাইট করি। আরেকটা শর্ত ছিল ওর, ফাইটটা যাতে কোনভাবেই পোস্টে না হয়,' থেমে মহিলাকে তথ্যগুলো হজম করার সুযোগ দিল। 'এর মানে বুঝতে পারছ?'

মাথা নাড়ল মহিলা।

'পোস্টের প্রতিটি সৈনিক ফাইট দেখতে যাবে, একজন সৈনিক অংশগ্রহণ করছে বলেই ওদের আগ্রহ বেশি থাকবে। একদিনের হাজতবাস কিংবা এক মাসের বেতনের বিনিময়ে হলেও লড়াই দেখবে ওরা। কিছুই ওদেরকে

আটকাতে পারবে না।'

'এবং তাতে অরক্ষিত হয়ে পড়বে পোস্ট?'

'ঠিক। কেবল দু'একজন ভাল সার্জেন্ট হয়তো থাকবে, কিন্তু রেইড ঠেকানোর জন্যে যথেষ্ট নয়।'

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল। জেনিফার ক্যাসলনের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কানে এল হেভেনের। 'এ পরিস্থিতিতে ইউনিফর্মের কথা ভুলে যেতে হবে ক্যাপ্টেনকে। তোমার পক্ষে বাড়তি কিছু করার সময় আর নেই।'

'হ্যাঁ,' সম্মতি জানাল হেভেন। 'ক্যাপ্টেনকে বোলো সত্যিই আমাদের হাতে সময় খুব কম। সাধারণ পোশাকে কাল সকালে ফিলকে দরকার হবে আমার। সবকিছু নির্ভর করে ক্যাপ্টেনের ওপর, তিনি ঝুঁকি নিতে রাজি হলে…' শেষ করল না হেভেন।

'তুমি নিজেই ঝুঁকিটা নিতে চাইছ?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ভাবল হেভেন, তারপর শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে উত্তর দিল: 'নেব, এছাড়া আর কোন পথ জানা নেই আমার।'

ছয়

আটলান্টিক গাল্‌শ হয়ে সাউথ পাস সিটির দিকে এগোল লেফটেন্যান্ট ফিল স্টিলম্যান; সকাল আটটার মত বাজে। মুখে অনিদ্রার চিহ্ন, কালসিটে দাগ পড়েছে চোখের নিচে। সকালের সুগন্ধী সিগারগুলো গরম আর বিস্বাদ ঠেকছে আজ। এমনকি সূতীর দামী ট্রাউজার, উলের শার্ট, শিপস্কিন জ্যাকেটও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারছে না ওকে।

জেনি ক্যাসলনের কাছে হেভেনের দেয়া খবর শোনার পর প্রায় সারারাত ধরে আলোচনা করেছে ওরা, যদিও তর্কই হয়েছে বেশি, ওর আর মেরীর মধ্যে। সাত সকালে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ও হয়েছে। গতরাতেও ওর ধারণা ছিল ইউনিফর্মগুলো হয়তো খুঁজে বের করতে পারবে হেভেন, কিন্তু আজ সকালে নিশ্চিত হয়ে গেছে ভুল করেছিল ও। তর্কে জিতেছিল ঠিকই, অথচ তটস্থ হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে এখন।

ইতোমধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সাউথ পাস সিটি। লিভারি স্টেবল পর্যন্ত পৌঁছতে গলদঘর্ম হতে হলো ওকে, কিছুটা ধৈর্যচ্যুতি ঘটল ওর। ঘোড়াটাকে

ছেড়ে এসে মূল রাস্তার প্ল্যাঙ্কওঅক ধরে এগোল। টম হোলিঙারের জেনারেল স্টোর পেরিয়ে আসার সময় টের পেল ওকে ডাকছে কেউ।

নিজের অফিসের সিঁড়ির একেবারে তলার ধাপে দাঁড়িয়ে আছে মার্ক ব্রিস্টো।

ঘুরে দাঁড়াল ফিল, এমন ভাব করল যেন হাঁটায় বিরতি পড়ায় কৃতজ্ঞ বোধ করছে। আসলে মার্কের সাথে প্রয়োজনের চেয়ে একটা মুহূর্তও বেশি সদাচরণ করার ইচ্ছে নেই ওর–যতক্ষণ মার্ক ব্রিস্টোকে দরকার হবে হেভেনের। আইনজ্ঞের দিকে এগোল ফিল, কাছে যেতে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল মনে মনে। মার্ককে দেখে বোঝা যাচ্ছে অনিদ্রায় কেটেছে গতরাত, মুখের রেখা আর রক্তলাল চোখে ক্লান্তি ছাড়াও আরও কি যেন আছে। ফিলের কৌতূহলী চোখে ধরা পড়ল সেটা–রাগ আর হতাশা। কিছুটা হলেও কুৎসিত দেখাচ্ছে মুখটা। 'দীর্ঘ, ঠাণ্ডা একটা রাত, বন্ধু?' হালকা সুরে জানতে চাইল ও, কণ্ঠে সহানুভূতির সুর।

'কিছুটা,' হাসি দেখা গেল মার্কের মুখে, কিন্তু হাসিতে রসবোধ বা আনন্দ নেই। নিজেও বোধহয় সে-সম্পর্কে সচেতন, সেজন্যেই পরের প্রশ্নে রসবোধ আনার চেষ্টা করল কণ্ঠে। 'পোস্টে নতুন ইউনিফর্ম চালু হলো নাকি?'

'শিকারে যাচ্ছি। তুমি কি জানো ঠিক আমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে এমন একটা হরিণ কোথায় পাব?'

ফিলের হেঁয়ালির উত্তরে গতানুগতিক হাসি দেখা গেল মার্কের মুখে। 'শুনলাম ফাইটটাকে এগিয়ে আনা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, সেজন্যেই শহরে এসেছি আমি। তোমার ফাইটারের সাথে আলাপ করতে এলাম।'

'লফটাস শনিবার ফাইট করবে না জানোর জন্যে?'

'না। বরং রাজি হয়েছে ও।'

'উচিত হচ্ছে না,' তিক্ত স্বরে বলল মার্ক। 'হেভেনের ক্ষতগুলো শুকায়নি এখনও। ব্যাপারটা খেলোয়াড়সুলভ আচরণের মধ্যে পড়ছে না।'

মার্কের কণ্ঠের গাম্ভীর্য বিস্মিত করল ফিলকে। 'দেখো, মার্ক,' কোমল সুরে প্রতিবাদ করল ও। 'যে কোন দিন লড়ার জন্যে তৈরি আছে লফটাস। তারিখটা আমরা ঠিক করিনি, বরং তোমার লোকই শনিবার রাতে লড়তে চেয়েছে।'

'তারিখটা বদলাতে পারবে, ফিল?' প্রায় অনুনয়ের সুরে বলল মার্ক। ফিলের চোখে নিশ্চই বিস্ময় দেখে থাকবে, সঙ্গে সঙ্গেই লাল হয়ে গেল মুখ।

মাথা নাড়ল ও। 'ক্যাপ্টেনের অনুমোদন পেয়েছি আমি, শনিবার রাতেই হবে ফাইট। হেভেন নিজেই চেয়েছে। ফাইটের তারিখ ঘোষণায় কেবল

তোমাকেই দেখছি খুশি হওনি।'

'আমি শুধু চাইছি আমার লোক যেন সমান সুযোগ পায়,' চেষ্টাকৃত হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'ক্ষতগুলো শুকানোর আগে লড়তে যাওয়া মানে জেতার সম্ভাবনা কমে যাওয়া।'

তোমার লোক? ভাবল ফিল, *একটা জঘন্য প্রতারক তুমি।* 'সে কখনোই পায়নি তেমন সুযোগ,' বলে ঘুরে দাড়াল ও, কিন্তু ফের ওকে থামাল মার্ক।

ঘুরে তাকিয়ে দেখল লাল হতে শুরু করেছে মার্কের মুখ, নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল। 'জঘন্য একটা জিনিস, ফিল, কিন্তু চিন্তাটাই জ্বালাচ্ছে আমাকে। বোকার মত জিজ্ঞেস না করেও পারছি না।'

'তুমি? কি জ্বালাচ্ছে তোমাকে?'

ফিলের কণ্ঠে বিদ্রূপ ধরতে পারল না ব্রিস্টো, কিংবা এড়িয়ে গেল ইচ্ছে করেই। 'ফাইটে বাজি ধরে নিজের টাকা দ্বিগুণ করার একটা সুযোগ আছে আমার। দুপুরের আগেই টাকাটা জোগাড় করতে হবে,' বিষণ্ন হাসি দেখা গেল মুখে। 'কিন্তু এ মুহূর্তে নগদ টাকা নেই হাতে। আমার সব স্টক, শেয়ার বা ক্লেইমের বদলে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করতে অন্তত দশ দিন লাগবে, মানে যে পরিমাণ টাকা আমার দরকার, এবং ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যাবে।' অসহায় ভঙ্গিতে দু'হাত ছড়িয়ে দিল সে, হাসিতে মাপা আনন্দ দেখা গেল এবার, শেষ করল কথাটা। 'বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করা ছাড়া উপায় নেই।'

'এই ব্যাপার,' নিরপেক্ষ সুরে বলল ফিল। বুঝতে পারছে ফাইটের দিন এগিয়ে দেয়ায় বিপদে পড়ে গেছে মার্ক। পুরো আয়োজনই সে করেছে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্যে, কিন্তু এখন বিনিয়োগ করার মত টাকা নেই হাতে। লোকটির প্রতি করুণার পাশাপাশি বিদ্বেষও অনুভব করল ফিল, কিন্তু কথা বলার সময় আর্দ্র বন্ধুত্বপূর্ণ শোনাল ওর কণ্ঠ। 'ব্যাংকে কিছু টাকা আছে আমার, মার্ক। কিছুদিনের জন্যে হয়তো ধার দেয়া যেতে পারে তোমাকে।'

'কত?' দ্রুত জানতে চাইল মার্ক, নগ্ন আগ্রহ ঢাকার কোন চেষ্টাই করছে না।

ভুরু কুঁচকাল ফিল, যেন সঠিক অঙ্কটা মনে করার চেষ্টা করছে। 'মনে হচ্ছে একশো আটাত্তর ডলার হবে।'

একটু আগে যে প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল মার্কের চোখে, ধীরে নিভে গেল সেটা, বোঝা গেল প্রত্যাশার সাথে বিরাট অমিল ঘটে গেছে। 'পাঁচ হাজার দরকার আমার,' তিক্ত, ম্লান সুরে বলল সে।

'দারুণ! হয়তো সত্যি এবার ভাগ্য খুলে যাবে তোমার, হোক না ভিন্ন উপায়ে।'

অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। মার্ক ব্রিস্টোর চোখে নিখাদ হতাশা স্পষ্ট

পড়তে পারছে ফিল। 'আমাকে যেতে হচ্ছে, মার্ক। আশা করি টাকা জোগাড় করতে পারবে তুমি। বেস্ট অব লাক।' রাস্তার ভিড়ে মিশে গেল স্টিলম্যান। সরু গোঁফের নিচে ক্ষীণ হাসি ফুটে ওঠা ঠেকাতে পারল না, অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল। নিয়তি ছাড়বে না মার্ক ব্রিস্টোকে, জানে সে, আসলে কাউকে ছাড়ে কি? একটা ঘটনা থেকেই শিক্ষা নেয়া উচিত, দ্বিতীয়বার এরকম উদ্ধত, বেহায়া হওয়া উচিত নয়।

হোটেলে এসে ক্লার্কের কাছে হেভেনের খোঁজ জানতে চাইল ফিল। টাক মাথার বয়স্ক লোকটা জানাল রুমেই আছে হেভেন। ঘুরে করিডরের দিকে এগোতে পেছন থেকে ওকে ডাকল ক্লার্ক। 'ফাইটটা কেমন জমবে, মি. স্টিলম্যান?'

'নিশ্চিত থাকতে পারো জান দিয়ে লড়বে আমার বন্ধু লফটাস।'

'ভেবেছিলাম ছয়-এক অডসের সুযোগ নিয়ে আমারও কিছু টাকা কামানো উচিত।'

'বসে আছ কেন?'

'ফুঃ! বাজির দর সমান হয়ে গেছে এখন।'

খবরটা যেন ধাক্কা দিয়ে থামিয়ে দিল ফিলকে, চরকির মত আধ-পাক ঘুরল ও। 'সমান টাকার কথা বললে না?'

নড করল সে।

মাথা নেড়ে হাসল ফিল। মনে পড়ল চার-এক অডসের কথা বলেছিল মার্ক ব্রিস্টো, এবং তারওপর ভরসা করে নগদ টাকা জোগাড়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু দর পড়ে গেছে এখন। লড়াইয়ে কে জিতবে নিশ্চিত জানার পরও বাজি ধরার জন্যে টাকা নেই তার হাতে। মজাদার বটে!

করিডর ধরে এগোল ও, উদ্দিষ্ট কামরার সামনে এসে নক করল। ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল।

কোমর পর্যন্ত নগ্ন, ওঅশ বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ির জঙ্গল পরিষ্কার করছে হেভেন। দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর মৃদু স্বরে জানতে চাইল: 'তোমাকে পাঠানোর মানে কি আমাকে ফোর্টে ফিরিয়ে নিচ্ছেন না ক্যাপ্টেন?'

'ঠিকই ধরেছ,' বিষণ্ন সুরে বলল ফিল।

আয়নার দিকে ফিরে তাকাল হেভেন। 'ভয় পাচ্ছ?'

মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে বিছানার দিকে ছুঁড়ে মারল ফিল, শিপস্কিন জ্যাকেট খোলার সময় শুকনো কণ্ঠে বলল: 'এক্কেবারে উপযুক্ত শব্দ। কাল সারারাত মেরী আর আমি ক্যাপ্টেনকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম তোমাকে এগোতে দেয়া উচিত। ইউনিফর্মগুলো খুঁজে পাওয়ার এত কাছাকাছি পৌঁছে

গেছ তুমি, যদিও হাতে সময় খুব কম।' কোট পাশে রেখে বিছানায় বসে পড়ল সে। 'আমি নিশ্চই বেপরোয়া হয়ে পড়েছি।'

ক্ষৌরি করা নিয়ে ব্যস্ত থাকল হেভেন।

ওর নীরবতায় ক্ষীণ বিরক্তি বোধ করল ফিল। 'আমার ধারণা, ক্যাপ্টেনের ক্যারিয়ার এখন তোমার হাতের মুঠোয়, জন,' প্রায় ক্ষুব্ধ স্বরে বলল। 'তুমি যদি ব্যর্থ হও, কোর্ট মার্শাল হওয়ার আগেই পদত্যাগ করতে হবে ওঁকে।'

রেজর ধরা হাত থেমে গেল, ঘুরে তাকাল হেভেন। 'আমরা দু'জন আছি এখানে, শব্দটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও। দু'জন।'

প্রায় ভেঙচি কাটার মত মুখভঙ্গি করল স্টিলম্যান। পকেট হাতড়ে দুটো দামী সিগার বের করল। উঠে এসে হেভেনের সামনে ওঅশস্ট্যান্ডে রাখল একটা, হাতের তালুয় পুরে আনমনে রোল করতে থাকল অন্যটা। 'মানলাম। কিন্তু আমার ব্যর্থতার প্রসঙ্গ আসছে কি করে? ইউনিফর্ম ছাড়া কি করতে পারি আমি?'

শেষ কয়েক পোঁচ মেরে শেভিং শেষ করল হেভেন, বেসিনের ওপর ঝুঁকে মুখ পরিষ্কার করল। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে, ঘুরল ফিলের দিকে। সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর সুঠাম পেশীবহুল শরীরটা দেখল স্টিলম্যান—বুক আর পেটে কিছু কালসিটে দাগ, ধীরে শুকিয়ে আসছে। অপ্রতিরোধ্য একজন লোক, হেভেন সম্পর্কে ওই মুহূর্তে কেবল এ কথাটাই মনে এল ওর।

'লুঠের মাল থাকতে পারে এমন সম্ভাব্য তিনটা জায়গার কথা জানি আমি,' মুখ খুলল হেভেন। 'আরও দশটা থাকতে পারে, কিন্তু ওই তিন জায়গায় একটু খোঁজ করে দেখতে চাই।'

'কোথায়?'

'প্রিন্সের স-মিল, টাই-ক্যাম্প আর সেলুন।'

'তোমার কথায় মনে হচ্ছে ইচ্ছে করলেই আমাদেরকে তল্লাশি চালাতে দেবে ওরা, কোন প্রশ্ন করবে না কেউ কিংবা বাধাও দেবে না?' বাঁকা সুরে প্রশ্নটা করল ফিল।

'না। শেরিফ থাকবে আমার সাথে এবং সে-ও খোঁজ করবে, তবে লুঠ হওয়া বুলিয়ন খুঁজবে শেরিফ।'

'সত্যিই তোমার সাথে থাকবে গ্রীন, নাকি শুধুই আশা করছ?'

'থাকবে ও,' ঠাণ্ডা সুরে বলল হেভেন। 'স-মিল দিয়ে শুরু করতে চাই। মিলে ইউনিফর্ম খুঁজে না পেলে টাই-ক্যাম্পে যাব কাল। ওখানেও যদি না পাওয়া যায় তো বিকেলে প্রিন্স ম্যারিয়নে হানা দেব।'

'কিন্তু কোথাও যদি না থাকে?'

খাটের স্ট্যান্ডের সাথে তোয়ালে মেলে দিল হেভেন। নির্বিকার দেখাচ্ছে

ওকে, যদিও মনের গভীরে তীক্ষ্ণ কাঁটার মত বিঁধে থাকল প্রশ্নটা। 'তাহলে, শনিবার বিকেলে ব্যানারম্যানকে খুঁজে বের করব। স্টেজ লুঠের সময় ও-ই নেতৃত্ব দেয়। আমি নিশ্চিত স্ট্যামবার্গে রেইড করার সময় দায়িত্বটা সে-ই পাবে। ও যেখানে থাকবে, ইউনিফর্মগুলোও সেখানে থাকবে।'

সতর্ক ভঙ্গিতে সিগার ধরাল ফিল, সজাগ মনের ভাবনা যাতে মুখে ফুটে না উঠে। বুঝতে পারছে ক্ষীণ একটা সম্ভাবনার বিপরীতে সবকিছু হারানোর ঝুঁকি নিচ্ছে ওরা—বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে ইউনিফর্মগুলো নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেবে সোল প্রিন্স। 'কিন্তু আমাকে দরকার কেন তোমার?'

'আমি বা শেরিফ গ্রীন পৌঁছানোর আগেই প্রতিটা জায়গা চেক করে দেখবে তুমি। শেরিফকে নিয়ে তদন্তে বেরুনোর আগে প্রতিবার সোল প্রিন্সকে সতর্ক করে দেব আমি, যাত্রা করার ঠিক একঘণ্টা আগে। যথেষ্ট সময় প্রিন্সের জন্যে, নিজের কোন লোককে আমাদের আগেই ওখানে পাঠিয়ে দিতে পারবে সে, যাতে লুকানোর মত কিছু থাকলে সরিয়ে ফেলতে পারে।'

'ইউনিফর্ম?'

নড করল হেডেন।

'কিন্তু যদি এমন হয় যে বুলিয়ন লুকাতে চাইল ওরা?'

'সেরকম হওয়ার সম্ভাবনা নেই, অন্তত স-মিলে। বুলিয়ন রাখার হাইড-আউট হিসেবে জায়গাটাকে ব্যবহার করছে না ওরা। নইলে আমার মাধ্যমে ক্রেটগুলো সোল প্রিন্সকে ফেরত পাঠাত না সেদিন।'

'হয়তো। টাই-ক্যাম্পের ক্ষেত্রে কি বলবে?'

'একবারে একটা।'

'সোল প্রিন্সের মেসেজ পেলে কাজ শুরু করে দেবে ওরা। ধরো আমি সেটা দেখলামও, কি করব তখন?'

'খেয়াল রেখো ওরা কি করে, কোথায় যায়; কোন একটা দালান বা জায়গা নির্দেশ করতে পারে। ইউনিফর্মগুলো যদি মিলের কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকে, লোক পাঠিয়ে সতর্ক করে দিতে দ্বিধা করবে না প্রিন্স। যদি তা করে, ওগুলো নিরাপদ জায়গায় সরানোর চেষ্টা করবে ওরা, সম্ভবত অন্য কোথাও নিয়ে যাবে।'

'সত্তরটা ইউনিফর্মের সেট, ওগুলো রাখতে বেশ কয়েকটা বাক্স লাগবে।'

'ওদের ওয়্যাগন বা স্লেজগুলো বড়সড়, সাধারণ ওয়্যাগনের চেয়ে বেশি ওজন নেয়া যায়। তোমার কাজ হবে ওদের ওপর নজর রাখা, কি করে কোথায় যায়...'

'তারপর তোমাকে রিপোর্ট করব?'

'হ্যাঁ। স-মিলের উত্তরের পাহাড় থেকে চোখ রাখা সহজ হবে, লুকিয়ে

থাকার মত প্রচুর জায়গা পাবে। কিছু চোখে পড়লে বনের ভেতর দিয়ে পুবে চলে এসো, ট্রেইলে দেখা হয়ে যাবে আমাদের।'

'সোল প্রিন্স যদি খবর দিয়ে কোন লোক পাঠায়, কখন মিলের কাছে পৌঁছতে পারে সে?'

খানিকটা ভাবল হেভেন। 'এগারোটার দিকে।'

গায়ে কোট চাপিয়ে হ্যাট তুলে নিল ফিল, দরজার দিকে এগোল। দরজার নবে হাত রেখে থেমে, ঘুরল। ধূসর চোখে আনন্দের ঝিলিক দেখা গেল। 'আমার কাছে টাকা ধার চাইছিল তোমার পার্টনার, আজকের মধ্যে পাঁচ হাজার ডলার জোগাড় করার চেষ্টায় আছে ও। টাকা জোগাড় করতে পারলেও লড়াইয়ে বাজির দর এক-এক পাবে।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকাল হেভেন, ক্ষীণ হাসি দেখা গেল ঠোঁটের কোণে। 'ওকে সাহায্য করতে পারতে।'

হেভেনের মন্তব্য এতই অপ্রত্যাশিত ছিল যে আচমকা সতর্কতা অনুভব করল ফিল। 'তাই মনে করো তুমি?'

'আগাগোড়া একজন অসৎ লোককে মেরীর কাছাকাছি ভিড়তে দিয়েছ তুমি, এতটাই কাছে লোকটাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসে আছে মেয়েটা,' বিড়বিড় করে বলল হেভেন। 'টাকা দিয়ে ব্রিস্টোকে সাহায্য করলে হয়তো সুখী হতে পারবে মেরী। তুমি তো ওকে সুখীই দেখতে চাও, তাই না?'

রাগ অনুভব করল ফিল। 'আমরা দু'জন আছি এখানে, ভুলে যাওয়া উচিত নয় তোমার। এবং শব্দটা হচ্ছে–দু'জন।'

'ঠিকই বলেছ তুমি,' ম্লান স্বরে স্বীকার করল হেভেন। স্টিলম্যান বেরিয়ে যেতে বিষণ্ন দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ফিলের উপহাসটুকু পাওনা ছিল ওর, একইভাবে ওর পক্ষ থেকে ফিলের পাওনা ছিল যেমন, হয়তো তারচেয়ে বেশিই। নিজের ভালবাসা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নীরব থেকেছে ফিল স্টিলম্যান, কিন্তু ও নিজে নীরব থেকেছে সাহস হয়নি বলে।

আনমনে মাথা নাড়ল ও, চিন্তাটা পছন্দ করতে পারছে না যেন। কোট তুলে নিয়ে গায়ে চাপাল। ফিল স্টিলম্যানের রেখে যাওয়া সিগারের গন্ধ শুঁকল, দামী তামাকের সৌরভ ভাল লাগল ওর। *ঘুষ হিসেবে কাউকে দেয়ার জন্যে এটা রাখব আমি,* মন থেকে অদৃষ্টবাদকে সরিয়ে রাখার সময় ভাবল ও। জরুরী কোন মুহূর্তে এটা ওর ব্যক্তিগত হতাশার পরিমাপক হিসেবে কাজ করবে। এরকম একটা মুহূর্তের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা আছে একটু পরেই, জানে হেভেন। শেরিফ গ্রীন সত্যিই রাজি হবে কি-না জানা নেই ওর; শুধু তাই নয়, ওর ধারণা শেরিফের রাজি হওয়ার সম্ভাবনাও কম, কারণ সাফল্যহীন এমন অনেক তদন্তই করেছে সে, নতুন করে আর আগ্রহী হবে না। এ সত্যটি

ফিলের কাছ থেকে গোপন করেছে ও, নইলে ওকে নিরুৎসাহিত করত লেফটেন্যান্ট। সুতরাং কেবল আশাই করতে পারে ও।

হোটেল থেকে বেরিয়ে ল-অফিসে এল হেভেন। আগের দিনের মতই ভিড় চোখে পড়ল, অভিযোগ জানাতে সুযোগের অপেক্ষায় লাইনে দাঁড়িয়ে আছে বিশজন অধৈর্য লোক। প্রায় সবার মুখে চাপা অসন্তোষ।

পাইপ ধরাল হেভেন। ওর দিকে এগিয়ে এল এক ডেপুটি। শেরিফের সাথে কথা বলার ইচ্ছে প্রকাশ করতে বিরস মুখে ফিরে গেল লোকটা, অপেক্ষায় থাকতে হলো হেভেনকে। প্রায় বিশ মিনিট পর সুযোগ পেল ও, পৌঁছল শেরিফের টেবিলের সামনে। শীতল, নির্বিকার চাহনি অ্যামোস গ্রীনের। উৎসাহ হারিয়ে ও কেটে পড়লেই খুশি হবে বোধহয়।

'তোমার সাথে একা কথা বলব। সম্ভব?'

বিরক্তি দেখা গেল শেরিফের মুখে, কিন্তু উঠে দাঁড়াল সে। ডেস্কের পেছনে গিয়ে একটা দরজা খুলল। হেভেন যতটা ভেবেছিল তারচেয়ে লম্বা সে, হাঁটার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কিছুটা। চলাফেরায় বয়সের ছাপ পড়েছে, সবকিছুতে উদাসীন ভাব চলে এসেছে। শেরিফের পিছু নিয়ে একটা স্টোররুমে ঢুকল ও, দেখল ছোট্ট একটা ডেস্ক ছাড়াও এককোণে বাঙ্ক আছে। এছাড়া আর যা আছে সবই পরিত্যক্ত কিংবা ব্যবহারের অনুপযোগী—ভাঙা মই, বাথটাব, তলাবিহীন স্টোভ, হাতলহীন একটা কফি গ্রাইন্ডার। ডেস্কের ওপাশে গিয়ে বাঙ্কের ওপর বসল মার্শাল, একমাত্র চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে বিরক্তি চেপে রেখেছে লোকটা, বুঝতে পারল হেভেন। 'মনে হচ্ছে জঘন্য একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি,' মৃদু স্বরে বলল ও।

'এবার কি?' রূঢ় স্বরে জানতে চাইল সে।

'স্বপ্ন দেখছি এখনও।'

ধৈর্যের সাথে তাকিয়ে থাকল শেরিফ।

'লুঠেরাদের ব্যাপারটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। পাঁচজন ছিল ওরা, আমি অনুসরণ করেছি একজনকে। বাকি লোকগুলো কোথায় গেল? হয়তো ওখানে...'

'নিজের বুলিয়ন ফেরত পেয়েছ তুমি। বাকিগুলো উদ্ধারের স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে দাও।'

'সোল প্রিন্সের স্টেজ লাইন চালাই আমি, এবং এর আগেও লুঠ হয়েছে ওর স্টেজ। বুলিয়নগুলো খুঁজে বের করতে না পারলে আর কোন শিপমেন্ট আমরা পাব বলে মনে হয় না। বুলিয়ন লুকানো সহজ কাজ নয়, আমার ধারণা ওখানে হয়তো আরও বুলিয়ন আছে।'

'কোথায়?'

'স-মিল বা অন্য কোথাও,' বাতলে দিল হেভেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে শেরিফকে। 'লুঠেরারা সারাক্ষণই চেষ্টা করেছে ওদেরকে অনুসরণ করে আমি যাতে স-মিলে পৌঁছতে না পারি। বিভিন্ন ট্রেইল ধরে মিলের দিকে যাচ্ছিল ওরা, কিন্তু আমার উপস্থিতি টের পেয়ে সরে গেল মিলের ট্রেইল থেকে। এর মানে কি?'

কৌতূহল দেখা গেল লোকটার ফ্যাকাসে চোখে। 'যতদূর জানি মিলটার মালিক সোল প্রিন্স।'

'ঠিক, এবং এজন্যেই সোল চাইছে এর একটা কিনারা হোক।'

'তুমি যা বলছ, একেবারে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না।'

'এখানকার ক্যাম্পে কোন লোককেই সার্টিফিকেটের মাধ্যমে কাজে নেয়া হয় না। সোল ভাবছে ওর বেতনের তালিকায় নাম থাকা কোন লোকই লুঠের পেছনে দায়ী—দিনের বেলায় হয়তো বুলিয়ন লোড করছে কিন্তু রাতে ঠিক ওই স্টেজটাই লুঠ করছে এবং পরে স-মিলে লুকিয়ে রাখছে।'

'যদি তাই হয়ে থাকে, বলতেই হয় লোকগুলো অসম্ভব ধূর্ত।'

'এবং সন্দেহটা সবার আগে সোল প্রিন্সের ওপর পড়ে।'

নাক সিটকাল শেরিফ। 'ওকে দুষতে যাচ্ছে কে? ওকে বোলো এ ব্যাপারে যাতে চিন্তা না করে। কোন একদিন স-মিলে গিয়ে খোঁজ করব আমি।'

পকেট থেকে সিগারটা বের করল হেভেন। 'বিকেলে জিম গোডার্ডের ফিউনেরাল। ভাবছিলাম অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে, তোমার সাথে মিলে গিয়ে তল্লাশি চালালে যদি খুনী লোকটা ধরা পড়ে, তাহলেই বরং ওর আত্মা শান্তি পাবে।'

'বলেছি তো যাব আমি!' তীক্ষ্ণ, অধৈর্য স্বরে বলল শেরিফ।

'দারুণ! ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আরগাস স্ট্যাম্প মিলের পাশের উপত্যকায় মিলিত হতে পারি আমরা?' ইচ্ছে করেই শেরিফের কথার ভুল ব্যাখ্যা করল হেভেন, এবং খেয়াল করল ঠিকই তা ধরতে পেরেছে গ্রীন।

পরাজয়ের হাসি দেখা গেল শেরিফের ঠোঁটে। 'সত্যিই নাছোড়বান্দা লোক তুমি, হেভেন।'

'মানুষকে মরতে দেখতে পছন্দ করি না আমি, বিশেষ করে যখন তারা আমার বন্ধু। সোল প্রিন্সও পছন্দ করে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'ঠিক আছে, তোমার কথামতই স-মিলে তল্লাশি চালাব আমরা।'

এখন নয়, সিগারটা পকেটে ফেরত পাঠানোর সময় ভাবল হেভেন। শেরিফকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ল-অফিস থেকে, সরাসরি প্রিন্স

ম্যারিয়নের দিকে এগোল। অর্ধেক কাজ শেষ। ওর উদ্দেশে কি যেন বলল এক মাইনার, লোকটার প্রতি নড করে তুষারজমা রাস্তা ধরে সেলুনের সামনে পৌঁছে গেল ও। প্রশস্ত ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল।

সেলুনটা প্রায় ফাঁকাই, বারের কাছে টুলে বসে কাগজ পড়ছিল চার্লি। তাকে সুপ্রভাত জানিয়ে পেছনের দরজা খুলে সিঁড়িতে উঠে এল হেভেন।

সোল প্রিন্সের অফিসের দরজা খোলা। ডেস্কে বসে আছে সে, সামনেই টাকা গুনছে এক মন্টি ডিলার। ভেতরে ঢুকতে হেভেন দেখল লম্বা কৌচে শুয়ে আছে মিক ম্যারিয়ন, ঠোঁটে সিগার।

অপেক্ষা করল হেভেন, অধৈর্যের ভান করছে। মন্টি ডিলার চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো ওকে। তারপর সতর্কতার সাথে দরজা বন্ধ করে দিল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওকে দেখছে দু'জনেই। 'সোল, যতদূর মনে পড়ছে তুমি বলেছিলে কাজকর্মের ব্যাপারে অলস তোমাদের শেরিফ,' কিছুটা বিদ্রূপের সুরে বলল ও।

'ঠিকই বলেছি, তুমি আসার আগ পর্যন্ত তাই ছিল ও,' পাল্টা বিদ্রূপ করল সোল প্রিন্স।

'এবার গা-ঝাড়া দিতে যাচ্ছে ও। গোডার্ডকে গোর দেয়ার অনুমতি নেয়ার জন্যে ল-অফিসে গিয়েছিলাম। পেছনের রুমে আমাকে নিয়ে গেল ও। ধারণা করতে পারবে এরপর কি বলল? ও বলল: "হেভেন, অদ্ভুত শোনালেও সত্যি–স্বপ্ন দেখছি আমি, তবে ঘুমিয়ে নয়, ভাবনার মধ্যে। পাঁচ লুঠেরাকে যখন অনুসরণ করছিলে তুমি, মিলের দিকে যাচ্ছিল ওরা, কিন্তু তোমার উপস্থিতি টের পেয়ে তার ধারে-কাছেও গেল না!" '

ডিভান থেকে মেঝের ওপর প্রায় আছড়ে পড়ল মিক ম্যারিয়নের পা-জোড়া, ঘুরে বসেছে সে। সতর্ক, মনোযোগী।

'ঠিক এটাই বলেছে ও?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল সোল প্রিন্স।

'এর মানে কি, জিজ্ঞেস করেছিলাম ওকে। শেরিফের উত্তরটা ধাঁধার মত লাগল: যা বোঝাতে চেয়েছে, ঠিক তাই বলেছে। কথাটা হাস্যকর শোনাচ্ছে না? চেপে ধরতে খোলসা করল–লুঠেরারা হয়তো দারুণ ধূর্ত, এমনকি তোমার চেয়েও, সোল। বেতন নিয়ে তোমার অধীনে কাজ করছে, দিনে বুলিয়ন শিপমেন্টের সময় সাহায্য করছে এসব লোক, কিন্তু রাতে ওরাই স্টেজ লুঠ করছে। তারপর লুকিয়ে রাখছে মিলের কোথাও। ওর ধারণা লুঠ হওয়া বুলিয়ন থাকতে পারে ওখানে। আছে নাকি?'

'কি বললে?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল প্রিন্স, সতর্ক দৃষ্টি ফুটে উঠেছে চোখে।

'নিরপেক্ষ এবং উদার হতে হলো আমাকে,' খেই ধরল হেভেন, প্রিন্সের

সতর্ক দৃষ্টিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। 'বললাম ওর ধারণা ঠিকও হতে পারে। তোমার অনুমতি ছাড়াই তদন্ত করার প্রস্তাব দিলাম, কারণ ওকে বোঝাতে চেয়েছি আমরা নিজেরাই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি চিন্তিত, অন্তত তার চেয়ে। ঠিক করেছি না? সত্যিই কি বুলিয়ন আছে ওখানে?'

'না। তারপর, কি বলল ও?'

'আমার প্রস্তাবটা পছন্দ হলো ওর। বারবার জানাল যে তুমি, তোমার লোক কিংবা কারও বিরুদ্ধেই অভিযোগ করছে না ও, নিজের দায়িত্ব পালন করছে শুধু।'

'কখন যাবে ও?'

'এক ঘণ্টার মধ্যে।'

কর্কশভাবে হেসে উঠল ম্যারিয়ন, এই প্রথম মুখ খুলল। 'ভাল। দারুণ কাজ করেছ, হেভেন! ফলের কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছ মাছির দলকে। তাই না?'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল হেভেন। 'তুমি একটা মাথা-মোটা দানব, মিক। তোমার কি ধারণা মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার? ঠিকই সন্দেহ করেছে শেরিফ। ওর সাথে একমত হওয়া এবং ওকে পথ দেখানো উচিত আমাদের। স-মিলে বুলিয়ন না থাকলে কিছুই খুঁজে পাবে না গ্রীন, এবং ভবিষ্যতে মনে রাখবে ওকে সাহায্য করতে চেয়েছি আমরা। ওর প্রস্তাবে সায় না দিয়ে কিংবা ওকে সহযোগিতা না করে কি লাভ হত শুনি? নিশ্চয়ই একটা ওয়ারেন্ট নিয়ে আসত সে, এবং মিল আর সোলের ওপর নজর রাখার সুযোগ পেয়ে যেত।'

'ঠিকই বলেছে হেভেন,' নিজের সিদ্ধান্ত জানাল সোল প্রিন্স, চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'ভাল কাজ দেখিয়েছ তুমি, ঠিক পথেই চিন্তা করেছ,' বলে থেমে গেল, অনেকক্ষণ ধরে ভাবল কি যেন। 'কিন্তু ঝামেলাটা তোমার হাত দিয়েই শুরু হয়েছিল, হেভেন, একটা বাচ্চার কাছে বুলিয়নসহ হাতে-নাতে ধরা খেয়েছ তুমি! ওরকম না হলে সারা জীবনেও গ্রীনের মাথায় সন্দেহ ঢুকত না। স-মিলে তদন্ত চালানোর চিন্তা করার চেয়ে নিজের ডেস্কে বসে ঢুলতে পছন্দ করত ও।'

'তুমি কি করেছ, সোল? নিজহাতে জিম গোডার্ডের গর্দান দিয়েছ,' একই সুরে বলল হেভেন। 'জিম খুন না হলে অ্যালেক্সও আমাকে অনুসরণ করত না সেদিন।'

ক্ষীণ আভা দেখা গেল প্রিন্সের ফ্যাকাসে মুখে। অসন্তোষের সাথে তাকাল ওর দিকে, কিন্তু বলল না কিছুই। ম্যারিয়নের দিকে ফিরল। 'এক্ষুণি চলে যাও, মিক, যেভাবে পারো শেরিফের সাথে ভিড়ে যাও। মিল দেখিয়ে নিয়ে এসো ওকে।'

'মাথা খারাপ হলো নাকি তোমার, সোল?' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল হেভেন। 'আমিই যাব গ্রীনের সাথে।'

নীরবতা নেমে এল কামরায়।

'কেন?' প্রায় নির্দেশের সুরে জানতে চাইল প্রিন্স।

'কারণ গ্রীন জানে স্টেজের সাথে ছিলাম আমি, কারণ ও জানে স্টেজ লাইনটা আমিই চালাই। দুটো কারণ শুনলে। আরেকটা যদি জানতে চাও তো বলতে পারি, এবং ওটাই আসল কারণ,' নিজের বুকে টোকা মারল ও। 'আমার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না শেরিফ। আমাকে একজন ডেপুটি হিসেবে দেখবে ও, সন্দেহও করবে না। ভাবতেই পারবে না তোমার বা অন্য কারও সাথে সম্পর্ক আছে আমার। ঘাড়ের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকা কোন শেরিফকে ভুল পথে পরিচালিত করার সুযোগ মিকের চেয়ে আমারই বেশি।' ম্যারিয়নের দিকে ফিরল ও, চোখে নিখাদ রোষ ফুটে উঠল। 'গ্রীনের কাছ থেকে দূরে থেকো, মিক, নইলে ঘাড়ের ওপর তোমার গোবর ভরা ওই জিনিসটা লাথি মারতে মারতে তিন টুকরো করে ফেলব!'

ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল মিক ম্যারিয়ন। আক্রোশে ফেটে পড়বে যেন, ধকধক করে জ্বলছে চোখ দুটো। দ্রুত এগিয়ে এল হেভেনের দিকে, দু'হাত দূরে থাকতে সোল প্রিন্সের তীক্ষ্ণ স্বর থামাল দানবকে। কিন্তু আক্রোশ বা ঘৃণা কোনটাই মিলিয়ে গেল না চোখ-মুখ থেকে। 'একদিন ঠিকই তোমাকে খুন করব আমি!'

'থামো তোমরা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল প্রিন্স। উঠে দাঁড়িয়েছে।

ঘুরল না হেভেন, বরং ঘাড়ের ওপর দিয়ে উপহাসের দৃষ্টিতে তাকাল প্রিন্সের দিকে। 'আমাকে নিয়ে দ্বিধা বা সন্দেহ থাকলে বলে ফেলো, সোল, কিংবা ব্যাপারটা যদি তোমার মাথায় না ঢুকে থাকে, তা-ও জানাও। নিজের সুবিধাজনক পথটা যদি দেখতে না পাও তো বলতেই হবে যথেষ্ট হলুদ জিনিস নেই তোমার মাথায়, অন্তত আমার সাথে কাজ করার জন্যে, কারণ আমি মনে করি ওই জিনিসটা যথেষ্টই আছে আমার।'

'পরিষ্কার বুঝতে পারছি,' গোমড়ামুখে সম্মতি জানাল সে। 'এবার দয়া করে তোমাদের লম্ফ ঝম্ফ থামাবে?'

'নিশ্চই, যতক্ষণ পর্যন্ত...' শেষ করল না হেভেন, তাকিয়ে আছে বিহ্বল মিক ম্যারিয়নের দিকে। দানবের বিস্ময় দেখে দাঁত কেলিয়ে হাসল ও। *এখন*, ফিলের দেয়া সিগারটা পকেট থেকে বের করার সময় ভাবল, বাড়িয়ে দিল প্রিন্সের দিকে। 'শনিবারের ফাইটের শুভেচ্ছা ও অফিশিয়াল সম্মতি হিসেবে সকালে আমাকে এটা দিল লেফটেন্যান্ট স্টিলম্যান।'

সাগ্রহে সিগার নিয়ে গন্ধ শুঁকল প্রিন্স। লম্বা, গভীর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে চেয়ারে বসে পড়ল। তাকে যথেষ্ট সময় দিল হেভেন–ধরানোর পর সিগারের বিশেষত্ব যাচাই এবং উপভোগ করার সুযোগ। 'এবার একটা নোট লিখে দাও

আমাকে,' উষ্ণ, আন্তরিক কণ্ঠে বলল ও, যেন একটু আগে কিছুই ঘটেনি এখানে। 'স-মিলে আছে এমন কারও উদ্দেশে লেখো। আমাকে কয়েকবার দলবদল করতে দেখেছে ওরা, অবস্থা এমন হয়েছে একটা নোট বা ওরকম কিছু না হলে আমাকে দেখে গুলি করতেও বোধহয় দ্বিধা করবে না।'

হেসে স্যুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে ডেস্কের দিকে ফিরল প্রিন্স, ড্রয়ার থেকে কাগজ-কলম বের করে লিখতে শুরু করল।

সৌহার্দ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে ম্যারিয়নের দিকে তাকাল হেভেন। নিজের ওপর সন্তুষ্ট, দানবের আক্রোশ বা ঘৃণাভরা চোখ ওর সন্তুষ্টি কমাতে পারল না।

প্রিন্স ম্যারিয়নের বারের পেছনের দেয়ালে ঝোলানো কালো বোর্ডে লেখা বাজির দর হতাশা আর অসন্তোষই বয়ে নিয়ে এল মার্ক ব্রিস্টোর জন্যে। ইচ্ছে না থাকলেও ফের বোর্ডের দিকে চলে গেল দৃষ্টি, তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, এমনভাবে যেন মনে ক্ষীণ আশা কোনভাবে ওখানকার লেখাগুলো পাল্টে দিতে পারবে।

কিন্তু কিছুই বদল হলো না, এবং কিছুই বদল করা সম্ভব নয়, জানে মার্ক। দুই মাইনারকে পাশ কাটিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল ও, বাইরে ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে বোর্ডওঅকে এসে দাঁড়াল। নিজেকে অসুস্থ ও অক্ষম মনে হচ্ছে ওর, সকাল থেকে এ পর্যন্ত নাস্তা করেনি বলেই হয়তো, ভাবল সে। ইচ্ছেটাও অবশ্য নেই এখন। হিচিং রেইলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল সারি সারি দালান আর বাড়ির দিকে।

গতরাতে হাত ফস্কে বেরিয়ে গেছে সুবর্ণ সুযোগ। সারাটা রাত নিজের ভাগ্যকে কিভাবে বদলানো যায় তাই নিয়ে ভেবেছে, অথচ এদিকে ওর অজান্তে পেরিয়ে গেছে সুযোগটা। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে, রাতটা অফিসে না কাটালে হয়তো এমন কিছু ঘটত না। পুরানো এক বন্ধুকে চিঠি লিখেছে ও, এখানকার খনিতে টাকা খাটানোর আহ্বান জানিয়েছে। যাদের কাছ থেকে ধার করতে পারে এবং টাকা পাওনা আছে এমন লোকের একটা তালিকা তৈরি করেছে, কিন্তু তারচেয়েও লম্বা একটা তালিকা পাওনাদারদের। লারামিতে ভালই জমিয়েছে ওর সতীর্থ এক আইনজ্ঞ, চিঠিতে নিজের লাইব্রেরির সমস্ত বই কেনার প্রস্তাব দিয়েছে তাকে। ক্লায়েন্টদের গচ্ছিত স্টক সার্টিফিকেট ব্যবহার করে ব্যাংক থেকে ধার নেয়ার ফন্দি করেছে মার্ক। সারকথা, যে কোন সৎ ও অসৎ উপায়ে অল্প সময়ে পাঁচ হাজার ডলার জোগাড় করার পরিকল্পনা করেছে।

ও যখন পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত, এদিকে প্রিন্স ম্যারিয়নে ফাইটের তারিখ ঘোষণা করা হয়ে গেছে। মাঝরাতে গলা ভেজাতে সেলুনে গিয়েছিল মার্ক, ততক্ষণে দুই-একে নেমে এসেছে বাজির দর। আজ সকালে সমান-সমান হয়ে

গেছে। মাত্র দু'দিন পরই ফাইট, অথচ ওর কাছে কোন টাকা নেই! ফাইটে কে জিতবে নিশ্চিত জানার পরও তথ্যটা কোন কাজে আসছে না।

দূরের রাস্তার দিকে তাকাল ও, বুঝতে পারছে এসময়ে অফিসেই থাকা উচিত। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করছে না। সারারাত জেগেছে, ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাওয়ায় দোষারোপ করার চেষ্টা করেছে কাউকে, কিন্তু প্রতিবারই নিজেকে ছাড়া কাউকে পায়নি।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকল মার্ক ব্রিস্টো। হিচিং রেইলের কাছে, ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এক লোক। পোর্চ ছেড়ে নেমে গেল লোকটা, রেইল থেকে ঘোড়ার লাগাম খুলে নিল। লোকটার উপস্থিতি সম্পর্কে এবার সচেতন হলো মার্ক, চিনতে পারল। 'এক মিনিট, হেভেন,' তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকল ও। মার্ক দেখল ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই অসন্তোষ ফুটে উঠেছে হেভেনের চোখে। কোন কারণ ছাড়াই রেগে গেল মার্ক। পোর্চ ছেড়ে নেমে এল। 'গতরাতে কি ঘটেছে? শনিবার ফাইট করছ কেন?' রাগ চেপে সংযত, নিচু স্বরে জানতে চাইল।

'আমাদের চুক্তিতে কোন তারিখের কথা লেখা ছিল?' শীতল সুরে জানতে চাইল হেভেন।

'নিশ্চই···যখন তোমার হাতগুলো সেরে উঠবে!'

দস্তানা খুলে হাত বাড়িয়ে ধরল হেভেন, ব্যান্ডেজ নেই। আঙুলের গাঁটে কেবল শুকিয়ে যাওয়া চামড়াই চোখে পড়ল, কয়েক জায়গায় নতুন করে গজাতে খসে পড়ছে পুরানো ক্ষত-বিক্ষত চামড়া।

'কিন্তু ওরা বলছে প্রায় অক্ষম হয়ে আছে তোমার হাত! এ নিয়ে বাজিও ধরছে লোকজন!'

'গোল্লায় যাক ওরা!' শীতল, কঠোর শোনাল হেভেনের কণ্ঠ। 'গতকাল দুপুরে ছয়-এক অডস ছিল, সুযোগটা কি তুমি নিতে পারোনি?' প্রায় বিদ্বেষের সুরে বলল ও শেষ কথাটা।

'বাজি ধরার মত টাকা ছিল না আমার কাছে,' তিক্ত স্বরে বলল মার্ক, হতাশায় বুজে এল গলা।

'সৎ থাকার একটা উপায় পেয়ে গেছ তুমি।'

'আমার কাছে একটা জবানবন্দি আছে, ভুলে যাওনি নিশ্চই?' খেপা সুরে তড়পে উঠল মার্ক, চোখে নগ্ন ঘৃণা।

'না। শনিবার রাতের আগে ওটা যদি কাউকে দেখাও, খুন হয়ে যাবে তুমি।'

'একটা পয়সাও বাজি ধরতে পারিনি আমি! প্রমাণ ছাড়া ওরা কিছুই করতে পারবে না আমার!'

'আমি করব,' মার্কের চোখে চোখ রাখল হেভেন। নিরুত্তাপ, কঠিন শোনাল ওর কণ্ঠ। তারপর নিস্পৃহ সুরে ঘোষণা করল: 'প্রতিশ্রুতি রাখব আমি, ব্রিস্টো, তুমিও নিজেরটা রাখবে!' বলে আর দাঁড়াল না, ঘুরে স্যাডলে চাপল। একবারের জন্যেও ফিরে তাকাল না।

স্থির চোখে ওর যাওয়া দেখল মার্ক, ঘৃণা আর আক্রোশ ঝরে পড়ছে দৃষ্টিতে। *কিভাবে এরমধ্যে জড়িয়ে পড়লাম আমি,* তিক্ত মনে ভাবল। একাধিক খুনী লোকের সাথে রফা করতে চেয়েছে, কিন্তু তারা সবাই নিশ্চিতভাবেই ওর চেয়ে সেয়ানা এবং নিষ্ঠুর। হেভেন লোকটাও কম নয়, ওকে গুলি করতে একটুও কাঁপবে না লোকটার হাত, জানে মার্ক, সত্যিই যদি জবানবন্দিটা শেরিফের কাছে নিয়ে যায় ও।

এগোল মার্ক ব্রিস্টো। অফিসের সিঁড়িতে ভিড় চোখে পড়ল ওর। অনায়াসে আঁচ করতে পারছে লোকগুলোর পরিচয়, এবং চিন্তাটা মাথায় আসতে অসুস্থ বোধ করল। শেষ পর্যন্ত তাহলে ওর সৎ আইন ব্যবসার অবসান ঘটল, ক্লায়েন্টদের গোপন খবর প্রকাশ করার পরিণতিতে প্রাণনাশের হুমকি আসছে। সহসাই মনে হলো টাকা চেয়ে রাতে যেসব চিঠি লিখে সকালে পোস্ট করেছে, ওগুলোই ভবিষ্যতে তাড়া করে বেড়াবে ওকে। প্রিন্স, ম্যারিয়ন, হেভেন বা এরকম সুযোগসন্ধানী লোকগুলো ব্ল্যাকমেল করতে পারে ওকে। *এখানেই শেষ হয়ে গেছি আমি,* প্রবল হতাশার সাথে চিন্তাটা ঢুকল ওর মাথায়, *যেভাবেই হোক এ গ্যাঁড়াকল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।*

কিন্তু মেরী?

ঘুরে উল্টো দিকে এগোল ও, সরু গলিতে ঢুকে পড়ল। হোলিঙারের জেনারেল স্টোরের কাছে এসে বাঁক নিয়ে স্টেবলের দিকে এগোল, কিছুটা দৃঢ় ভঙ্গিতে। সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেবে মেরী? অবশ্য দু'দিন আগে কিছুটা আভাস দিয়েছিল মেয়েটাকে, পরোক্ষভাবে। এবার মেরীর ওপর সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব চাপিয়ে দেবে–শিগগিরই ওকে বিয়ে করতে হবে এবং এই ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাবে ওরা। হয়তো মানসিক আঘাত পাবে মেয়েটা। তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে ভবিষ্যৎ স্বামীকে হারাবে ও, এ ধারণা হয়তো মাথায় আসবে না। শক্ত ধাতের মেয়ে ও। এবং ভয়টা ওখানেই, বাপকে ছেড়ে যাওয়া কিংবা ভালবাসার মানুষটিকে পাওয়া, কোন্‌টা যে ও গ্রহণ করবে নিশ্চিত হতে পারল না মার্ক। সৌভাগ্য কি-না এখন আর নিশ্চিত নয় মার্ক ব্রিস্টো, একসময় এ এলাকার আশপাশে উজ্জ্বল এবং সম্ভাবনাময় একজন তরুণ আইনজ্ঞ হিসেবে পরিচিতি ছিল ওর। অন্য কোথাও নতুন করে শুরু করা কঠিন হবে না।

স্ট্যামবার্গের দিকে এগোনোর সময় উৎসাহ বোধ করল মার্ক, হয়তো উজ্জ্বল একটা দিন এবং স্টেবল থেকে ভাড়া করা তেজি ঘোড়াটা দ্রুত এগোচ্ছে

বলেই। তাছাড়া গত কয়েক ঘণ্টায় নিজেকে এ ভেবে প্রবোধ দিয়েছে, সুদর্শন তরুণ এক আইনজ্ঞ সে, যার কোন অতীত নেই বরং আছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি, এবং সামনেই ওর জন্যে অপেক্ষা করছে অসাধারণ একটা মেয়ে।

স্ট্যামবার্গকে কখনোই অপরিচিত কিংবা কোন কিছু বদ্‌লে গেছে মনে হয়নি ওর। আজ অবশ্য কোন দিকেই তাকাল না। সরাসরি প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশ দিয়ে চলে এল ক্যাপ্টেন জনসনের কোয়ার্টারের সামনে। স্যাডল ছেড়ে রেইলে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে পোর্চে উঠে এল। নিজের দিকে সমালোচনার দৃষ্টিতে তাকাল, টেনে-টুনে ঠিক করল জামা-কাপড়।

দরজায় নক্ করে সাড়া পেল না মার্ক। অজান্তে ভুরু কুঁচকে উঠল ওর, শ্রাগ করে দুই কোয়ার্টারের মাঝখানের প্যাসেজ ধরে শেষ প্রান্তে চলে এল। বামে মেরীদের কিচেনের দরজা। নক্ করল মার্ক। এবারও কোন সাড়া এল না। পিছিয়ে এল ও, স্টোভের পাইপের দিকে তাকিয়ে দেখল ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা উঠে যাচ্ছে আকাশে।

জুতো থেকে তুষার ঝেড়ে দরজার কাছে এল ও, নক্ করল আবার। এবার বেশ জোরেসোরে। মার্ক আবিষ্কার করল দরজাটা বন্ধ করা হয়নি, ঠেলা দিতে কবাট দুটো সরে গেল। ভেতরে ঢুকল ও। মেরীর বেডরুমের দরজা খোলা, কিচেন পেরিয়ে প্রায় নিঃশব্দে এগোল। মেরীর কামরার দরজায় এসে দাঁড়াতে দেখল ঘুমিয়ে আছে মেয়েটা। মেঝেতে গড়াচ্ছে একটা পা, লম্বা সোনালি চুলের রাশি ছড়িয়ে আছে বালিশের ওপর। ভঙ্গিটা দেখে মনে হলো ক্লান্ত হয়ে খানিকটা জিরিয়ে নিতে বিছানার কিনারায় বসেছিল মেরী, কিন্তু হঠাৎ করেই ঘুম নেমে আসে ওর চোখে।

নিঃশব্দে কামরায় ঢুকল মার্ক। ঝুঁকে মেরীর গালে চুমু খেল। ঘুমের মধ্যেই হাসল মেয়েটা, চোখ মেলে তাকাল। ভুরু কুঁচকে উঠল প্রথমে, তারপর ওকে চিনতে পেরে সজাগ হয়ে উঠল পুরোপুরি। হাসল লাজুকভাবে, কিন্তু কপালের কুঞ্চন পুরোপুরি দূর হলো না।

'গুণী গৃহিণী হবে তুমি, চুলোয় রান্না চড়িয়ে দিব্যি ঘুম দিচ্ছ!' উপহাসের সুরে বলল মার্ক, হাসছে। 'কিন্তু নিঃসন্দেহে সুন্দরী, এমনকি ঘুমের মধ্যেও।'

'অতীত তাড়া করছিল আমাকে,' ঘুম-জড়ানো কণ্ঠে বলল মেরী। 'ক্যাপ আর ফিল রাতে ঘুমাতে দিচ্ছে না, আর এদিকে তুমিও দেখছি দিনের বেলায় জ্বালাতন শুরু করেছ।' উঠে বসল ও, কপাল থেকে অবাধ্য চুলগুলো সরিয়ে দিল আলতো হাতে। হাসার সময় কৌতুক দেখা গেল চোখে। 'ঘুমের কথা বলছিলে, তুমি নিজেই চেষ্টা করে দেখোনি কেন?'

'রাতটা খুব উত্তেজনায় কেটেছে আমার। ব্যাপারটা চিন্তা করে ঘুম আসছিল না।'

'কোন ব্যাপার?'

'আমাদের বিয়ে।'

'খোদা! বিয়ের আগের দিন তাহলে কি অবস্থা হবে তোমার?'

'এখনকার মতই,' মেরীর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল মার্ক, ক্ষীণ কৌতূহলের হাসি দেখা গেল মেয়েটার চোখে। 'মেরী, খুব শিগগিরই বিয়েটা হোক, এই চাই আমি–আজকে, এবং এখুনি! হয়তো পাগলামির মত শোনাচ্ছে। কিন্তু পাগলামিই করব আমরা।'

অস্বাভাবিক রকম নীরব দেখাল মেরীকে, দেখছে ওকে। 'আমি কি জেগে আছি?'

'নিশ্চই। গতরাতে হঠাৎ করেই মাথায় এল চিন্তাটা–বোকার মত অপেক্ষা করছি আমরা। এই ক্যাম্পে কি এমন রোজগার করতে পারছি আমি? তাছাড়া শহরটা এখন অবনতির দিকে যাচ্ছে। খনি থেকে আগের মত আকরিক উঠছে না, দিন দিন কমছে কেবল। বছরখানেকের মধ্যে হয়তো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর স্ট্যাম্প মিলের পালা, মাইনাররাও থাকবে না। শেষে শূন্য একটা অফিসে বসে থাকতে হবে আমাকে, পুরো শহর খুঁজলেও বোধহয় একজন ক্লায়েন্ট পাব না।...তোমার নিজের কথাও চিন্তা করো।'

'আমার ব্যাপারে আবার কি?'

'একই ব্যাপার,' পুরো কামরায় চোখ বুলাল ও। 'কোন তরুণী মেয়ের উপযুক্ত কামরা নয় এটা–বাপের সংসার সামলাচ্ছে, একটা লগের তৈরি বাড়িতে থাকছে যেখানে কোন প্রাচুর্য নেই। আমরা কেন এটা মেনে নেব?'

'হতে পারে এজন্যে, বাড়িটা বরাবরই আমার পছন্দ।'

'কিন্তু আর পছন্দ করার দরকার নেই, কোরোও না!' উদ্দীপ্ত স্বরে বলে গেল মার্ক। 'চলো আমরা অন্য কোন শহরে যাই, নতুন কোথাও। ওখানে নতুনভাবে শুরু করতে পারব আমি, জমিয়ে তোলার সম্ভাবনা যেখানে এ শহরের চেয়ে অনেক বেশি থাকবে। চলো যাত্রা করি–এখুনি!'

তাকিয়ে থাকল মেরী, শান্ত এবং অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে। তারপর ঠাণ্ডা দেখাল ওর চাহনি। 'মার্ক, আমাকে কি চোরের মত দেখাচ্ছে?'

'গুড গড! কি অলক্ষুণে কথা বলছ!'

'তাহলে চোরের মত কিছু করতে বোলো না আমাকে!' মার্কের মুঠি থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মেরী, রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ। 'চোরের মত কোন প্রিচারের কাছে যাচ্ছি না আমি, কিংবা একটা স্টেজে চড়ে অচেনা কোথাও যাওয়ার আগে তার বাণীও শোনার ইচ্ছে আমার নেই। নতুন শহরটা কোথায়? নামটাও বলোনি তুমি! কোন কিছু থেকে পালিয়ে যাচ্ছি না আমি! যা আছি তাই থাকতে পছন্দ করি, এবং যা করছি তা-ও। তুমি কেন পছন্দ করতে পারছ না?'

'বলেছি তোমাকে।'

'যেভাবে বললে উচ্ছন্নে যাওয়া কোন বখাটে ছেলেও এভাবে বলবে না!' তপ্ত স্বরে বলল মেরী। 'কিসের ভয়ে পালাতে চাইছ তুমি, মার্ক? কেন তোমার সাথে যাব, যখন এমনকি জানিই না কোথায় যাচ্ছি?'

লাল হয়ে গেল মার্কের মুখ।

কিন্তু নির্বিকার দেখাচ্ছে মেরীকে। মার্কের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, যতক্ষণ না দৃষ্টি সরিয়ে নিল মার্ক। 'বুঝতে পারছ না তুমি, এবং বোধকরি কখনও বুঝবেও না,' কিছুটা কোমল হয়ে এল মেরীর কণ্ঠ। 'বিয়েটাকে ধীরভাবে গ্রহণ করছি আমি, তুমি পাশে থাকার সময় প্রতিটি মুহূর্তে তা অনুভব করেছি, কারণ একটা মেয়ের জন্যে ওটা সারা জীবনের ব্যাপার,' থেমে গেল ও, দ্বিধা দেখা গেল চোখে, তারপর খেই ধরল: 'কিন্তু শেষ দিকে আমার মনে হলো যেন পারদ ধরে আছি–ধরে রাখতে চাইছি, অথচ পারছি না। ওটাকে স্পর্শ করতে চাইছি কিন্তু আমার অনুভূতিতে শুধু ওজন হিসেবে ধরা দিচ্ছে। তোমার কথা বলছি, মার্ক, বুঝতে পারছ?'

অপ্রস্তুত হাসি দেখা গেল মার্কের মুখে। 'এরকম বিদ্বেষ পুষে রেখো না মনে, মেয়ে। এমন তাড়াহুড়োর কথা সত্যিই ভাবিনি আমি কিংবা বলিওনি, অন্তত তুমি যেভাবে বলছ।' ফের মেরীর একটা হাত টেনে নিল সে। 'চিন্তা কোরো না। জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব আমি।'

হাতটা ছাড়িয়ে নিল মেরী, সরাসরি চোখ রাখল মার্কের চোখে। 'জুনেও আমাদের বিয়ে হবে না, মার্ক, এবং পরেও না। কখনোই নয়।'

দেহের পাশে নেমে এল মার্কের বাড়ানো হাত। প্রবল বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেরী জনসনের চোখে ভান কিংবা তামাশা দেখতে পেল না সে, মেয়েটা সিরিয়াস এবং বুঝে-শুনেই কথাটা বলেছে। অজানা একটা আতঙ্ক গ্রাস করল মার্ককে। অপ্রকৃতিস্থের মত পুরানো ভুবন-ভুলানো হাসি হাসবার প্রয়াস পেল ও। "ভালবাসার পরে ঘৃণা"–ব্যাপারটায় বিশ্বাস নেই আমার, মেরী। একসময় ভালবেসেছ আমাকে। এখনও তাই, এমনকি যদি তুমি পাগল হয়ে গিয়েও থাকো। পরে মত বদলে যাবে তোমার, জানি আমি।'

'এখন আর সেটাকে ভালবাসা মনে হচ্ছে না আমার, মার্ক। মোহ কিংবা তোমার প্রতি করুণা বলতে পারো। একটু আগেও তোমাকে বিয়ে করতে রাজি ছিলাম, কেবল প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেই। কারণ এটুকু সততা আর অহঙ্কার আমার আছে এখনও।'

নীরবতা নেমে এল কামরায়। মেরী আর কিছু না বলায় উৎসাহ বোধ করল মার্ক। 'তারমানে পরেরবার যখন তোমার দরজায় নক করব, বলতে চাচ্ছ উত্তর

দেবে না তুমি?'

'যদি নিশ্চিত হই তুমিই এসেছ, তো দরজা না খুলে তার ওপর দিয়েই গুলি করব আমি!'

'মেরী!' প্রবল রাগে কেঁপে উঠল মার্কের গলা।

'বেরিয়ে যাও!' শীতল, নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল মেরী। 'কি পরিমাণ বিরক্তিকর হয়ে উঠেছ এ ধারণাটা পর্যন্ত নেই তোমার। বেরিয়ে যাও!'

টেবিল থেকে হ্যাট তুলে নিল মার্ক, রান্নাঘরের দিকে এগোল। কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে পেছনে দরজা ভিড়িয়ে দিল। প্যাসেজে আসতে একইসাথে রাগ, হতাশা আর অপমানের তীব্র জ্বালা অনুভব করল ও। মুহূর্তের জন্যে থামল, আধ-পাক ঘুরল, তারপর এগিয়ে যাওয়াই মনস্থ করল। অনুভূতিগুলো এতই প্রকট, শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করছে মার্ক। *ব্যাগ আর সবকিছু গোল্লায় যাক!* ভাবল সে। ওগুলো ছাড়াই জঘন্য এ শহর ছাড়বে। স্যাডলে চড়ল ও, জানে এখানে এটাই শেষ আসা। তিক্ততা আর ঘৃণার সাথে আশা করল একেবারে চলে যাওয়ার আগে কিছুটা হলেও একই জিনিস এদেরকে ফিরিয়ে দেবে।

ড্রাইভ হয়ে প্যারেড গ্রাউন্ড ধরে এগোনোর সময় অ্যাডজুটেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনে টানানো পতাকার ওপর পড়ল ওর চোখ। হঠাৎ করেই চিন্তাটা এল মাথায়, আচমকা লাগাম টানতে থমকে গেল ঘোড়াটা। স্যাডল থেকে ছেঁচড়ে নামল ও, এগোল কমান্ডিং অফিসারের কামরার দিকে। ওকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল করপোরাল ওয়েলস।

'ক্যাপ্টেন জনসন আছে?'

'নেই, স্যার। ক্যাপ্টেন হাউয়ির সাথে ইন্সপেকশনে বেরিয়েছেন।'

'ক্যাপ্টেনের কাছে আমার কিছু দলিল আছে, ওর সেফে রেখেছে। সেফ খোলার অধিকার নিশ্চই নেই তোমার?'

'না, স্যার,' নিস্পৃহ সুরে বলল সৈনিকটি। 'কেবল কমান্ডিং অফিসার আর অ্যাডজুটেন্টদের কাছে চাবি থাকে।'

'পাঁচটার মধ্যে ফিরবে সে?'

'নিশ্চই, স্যার।'

ক্ষণিকের জন্যে ভাবল মার্ক। এ ফাঁকে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে মালপত্র গুছিয়ে নিতে পারবে, শেষ মুহূর্তের কিছু কাজ সেরে পাঁচটার মধ্যে ফিরে আসতে পারবে এখানে। জবানবন্দিটা পাওয়ার পর, শেরিফের অফিসে পৌঁছে যাবে ছ'টার মধ্যে, তারপর ফিনিক্স ইয়ার্ডে গিয়ে পয়েন্ট অব রকসের স্টেজ ধরতে পারবে। ওখান থেকে ট্রেনে চড়ে···। পরিকল্পনাটা পছন্দ হলো ওর, হেভেন আর প্রিন্সের পাওনা ভালই মিটিয়ে দেয়া যাবে। জন হেভেনের

স্টেজে চড়ে সাউথ পাস সিটি ছাড়বে, চিন্তাটা মাথায় আসতে হাসি পেল ওর।

'ধন্যবাদ, করপোরাল। তুমি কি ক্যাপ্টেন জনসন বা লেফটেন্যান্ট স্টিলম্যানকে জানাবে পাঁচটার সময় দলিলগুলো নিতে আসব আমি?'

সাউথ পাস সিটি ত্যাগ করতে এক মুহূর্তও দেরি করেনি জন হেভেন। সাউথ পাস রোড ধরে এগোল ও, ফ্রেইট আর আকরিক ওয়্যাগনের ভিড় এড়াতে রাস্তার একপাশে সরে গেল। সোল প্রিন্সের কথা ভাবছে–একটু আগে প্রিন্সের বলা প্রতিটি কথা, গলার স্বরের পরিবর্তন মনে করেও নিশ্চিত হতে পারল না শেরিফের স-মিল পরিদর্শনের সংবাদ আদৌ লোকটার মধ্যে কোন সতর্কতার সৃষ্টি করেছে কিনা। নিশ্চিত হওয়ার উপায় একটাই–স-মিলের লোকদের সতর্ক করার জন্যে কাউকে পাঠাতে পারে সে, তেমন হলে ওর বা ফিল স্টিলম্যানের চোখে পড়বে লোকটা, কারণ শহর থেকে মিলে যাওয়ার রাস্তা ওই একটাই।

রাস্তার ভিড় গতি কমিয়ে দিল ওর, কিন্তু আরগাস মিল পেরিয়ে ইচ্ছেমত ছোটাতে পারল ঘোড়াটাকে। মাইল খানেক পর, মিলে যাওয়ার ট্রেইল পর্যন্ত, রাস্তায় শুধু একটা আকরিকের ওয়্যাগন চোখে পড়ল। উপত্যকা আর তুষার জমা রুক্ষ জমির ওপর দিয়ে পশ্চিমে পাহাড়শ্রেণীর দিকে এগিয়েছে ট্রেইল। তুষারের পুরু স্তরের নিচে কয়েকটা বালিয়াড়ি চোখে পড়ল, খরগোশের ক্ষীণ ট্র্যাক ওগুলোতে, তুষারশুভ্র বরফের পটভূমিতে নীল শিরার মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ছাপগুলো।

মিলের রাস্তা এড়িয়ে মূল ট্রেইল ধরে একশো গজের মত এগোল হেভেন, তারপর ডানে বাঁক নিয়ে বালিয়াড়ির পেছন দিয়ে সরে এল কিছু দূর। ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল, সাউথ পাস রোড থেকে স-মিলের ট্রেইল আলাদা হওয়ার জায়গাটা পরিষ্কারভাবে চোখে পড়বে এমন এক জায়গায় পৌঁছে থামল ও। স্যাডল ত্যাগ করে নিচু একটা পাহাড়ের আড়ালে হাঁটিয়ে নিয়ে এল ঘোড়াকে, মেস্কিটের ডালের সাথে লাগাম বেঁধে ফিরে এল আগের জায়গায়। রিজের নিচে এসে অপেক্ষায় থাকল।

একটু পরেই আকরিকের ওয়্যাগনটাকে দেখা গেল। খালি হওয়ায় চলার সময় মাতালের মত দুলছে পাটাতন সমেত পুরো ওয়্যাগন, ঘড়ঘড় শব্দ তুলছে। ঠিক পেছনেই নিঃসঙ্গ রাইডার–প্রিন্স ম্যারিয়নের এক ফোরম্যান।

ঘোড়ার কাছে চলে এল ও। রুক্ষ জমি পাড়ি দিয়ে আড়াআড়িভাবে এগোল মিলের ট্রেইলের উদ্দেশে। *তাহলে সবাই ওরা স-মিলের পথে আছে এখন,* ভাবল হেভেন, উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু উপত্যকা ধরে এগোনোর সময় দ্বিধা হলো ওর, ইউনিফর্ম ছাড়া লুকিয়ে রাখার মত অন্য কোন জিনিস স-মিলে

থাকলে ওকে বলেনি সোল প্রিন্স, কিংবা এমন কোন ইঙ্গিত কি দিয়েছে? কেবল সময়ই প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারবে। শেরিফের সাথে মিলিত হওয়ার নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছে অলসভাবে স্যাডল ছাড়ল ও, কিছু শুকনো ডাল-পালা জোগাড় করে আগুন জ্বালাল। চাইলেও মনের অস্থিরতা দূরে সরিয়ে দিতে পারছে না।

নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে মিনিট কয়েক দেরি করল শেরিফ গ্রীন। হেভেন জানে মিল পরিদর্শনের ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহ নেই তার। অফিস ছেড়ে রাইড করার ব্যাপারটাই বরং উপভোগ্য মনে হতে পারে লোকটির কাছে।

নিকট ভবিষ্যতের কথা ভাবছে হেভেন–ধরা যাক এমন অনেক কিছু ফিলের নজরে পড়ল যাতে মনে হতে পারে কোথায় রাখা হয়েছে ইউনিফর্মগুলো, তখন কি এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে যাতে সতর্ক হয়ে না যায় ওরা? নাকি শেরিফের ওপর ছেড়ে দেবে ব্যাপারটা? সিদ্ধান্ত নিতে পারল না হেভেন। ইউনিফর্মের ব্যাপারে ক্যাপ্টেন জনসন কিছুই জানায়নি বলে উদাসীন থাকতে পারে অ্যামোস গ্রীন।

সামনের বাঁকে একটা মালভরা ওয়্যাগন চোখে পড়ল। পেছনের পাটাতনে চেরাই করা তক্তা সাজিয়ে রাখা। রাস্তার একপাশে সরে গেল ওরা, পেরিয়ে যাওয়ার সময় ওদের উদ্দেশে ক্ষীণ নড করল নির্বিকার মুখের ড্রাইভার। উপত্যকার বাঁক পেরিয়ে হারিয়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে।

'স্লেজ ব্যবহার করে না কেন?' জানতে চাইল শেরিফ।

'এত উঁচু-নিচু ট্রেইল, প্রায় সারাক্ষণ ঘোড়াগুলোকে সামলে রাখতে হয়। স্লেজ হলে চলা কঠিন হত,' নিস্পৃহ স্বরে জানাল ও। পেছনের ওয়্যাগন থেকে চোখ ফিরিয়ে সামনের ট্রেইলে তাকিয়ে চার ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল, অজান্তে চোখ সরু হয়ে এল। *ঠিক ওয়্যাগনের পেছনেই চার রাইডার, সশস্ত্র এবং সতর্ক, কোন সেট-আপ?*... নিজেকে প্রশ্ন করল, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না। মুখগুলো ঠিকমত দেখার আগেই ওদেরকে পেরিয়ে গেল লোকগুলো।

কয়েকদিন আগে বুলিয়নগুলো যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল হেভেন, জায়গাটায় এসে থামল ওরা। স্যাডলে বসেই পাশের ঢালটা দেখল ও। কাঠ বোঝাই আরেকটা ওয়্যাগন পেরিয়ে গেল এসময়, কৌতূহলী চোখে তাকাল ড্রাইভার, যেন ভাবছে ঢালের নিচে এমন কি আজব জিনিস থাকতে পারে যেটা নিয়ে বোকার মত আলাপ করছে ওরা!

নিজেই গতি বাড়াল শেরিফ গ্রীন, হাতের কাজটা শেষ করতে পারলেই যেন বাঁচে। উপত্যকা পেরিয়ে ঢালু জমির শুরুতে ট্রেইলে ফিল স্টিলম্যানকে দেখতে পেল হেভেন। অলস ভঙ্গিতে একটা সোরেলে রাইড করছে, ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে কোন তাড়া নেই। কারণটা বোঝার চেষ্টা করল হেভেন,

পরিষ্কার হলো না, বরং আশঙ্কা জাগল মনে: ব্যর্থ হয়নি তো সে?

কানের ওপর কোটের কলার তুলে দিয়েছে ফিল, যতদূর সম্ভব চেপে বসিয়েছে হ্যাটখানা। ঠাণ্ডায় লাল হয়ে গেছে ফর্সা গাল। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষায় ছিল বোধহয়। এবার প্রসন্ন হাসি দেখা গেল মুখে, ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। মুখোমুখি হতে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। 'সুপ্রভাত, মি. হেভেন। শেষ পর্যন্ত আমার মালপত্র খুঁজে পেয়েছি!' দায়সারা গোছের নড করল শেরিফের উদ্দেশে। একইভাবে পাল্টা নড করল শেরিফ।

হেভেন জানে শেরিফের অলক্ষ্যে ওকে খবরটা দিতে চেয়েছে ফিল। 'স্টেজ লাইনে মাঝে মাঝেই এরকম ভুল হয়ে যায়। দুঃখিত, মি. স্টিলম্যান।'

সামনের নিচু রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করল ফিল। 'ওয়্যাগনটা দেখেছ? ড্রাইভার লোকটার ভারী দয়া, নিজ থেকেই আমার মালপত্র পৌঁছে দিচ্ছে শহরে।'

উত্তেজনা বোধ করছে হেভেন। *একটু আগে পেরিয়ে যাওয়া শেষ ওয়্যাগনে ছিল ইউনিফর্মগুলো!* ফিলের চোখে সতর্ক দৃষ্টি দেখতে পেল। সহসাই পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা–ওয়্যাগনটাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল চার রাইডার। কেউ যদি আক্রমণ করে তবে সঙ্কীর্ণ ট্রেইলে চারজনই যথেষ্ট, অন্তত একডজন লোককে আটকে রাখতে পারবে, এবং এই ফাঁকে শহরে পৌঁছে যাবে ওয়্যাগন। 'নজর রেখো, আগ বাড়িয়ে কিছু করতে যেয়ো না,' শুকনো কণ্ঠে বলল ও।

'আমিও তাই ভেবেছি,' ক্ষীণ হাসি দেখা গেল ফিলের মুখে। 'সতর্কতার সাথে অনুসরণ করছি। রাতে তোমার সাথে দেখা হলে খুশি হব, মি. হেভেন, তোমার পাওনা মিটিয়ে দেব তখন।'

'সন্ধের সময় মিসেস ক্যাসলনের বাসায় পাবে আমাকে।'

নড করল ফিল, শেরিফকে বিদায় জানিয়ে এগোল নিজের পথে।

অশান্ত হয়ে আছে হেভেনের মন, ভবিষ্যৎ অনুমান করায় বুঁদ হয়ে আছে বলে শেরিফের প্রশ্নটা শুনতে পেল না। সংবিৎ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল গ্রীনের দিকে।

'জানতে চেয়েছিলাম কোন ঝামেলার ব্যাপার কি-না।'

'হ্যাঁ। ইয়ার্ডে ক্রেট বা অন্য কিছু যা-ই পায় হার্নেসরুমে নিয়ে যায় ড্রাইভাররা। অর্ধেক সময় ভুল করে যাত্রীদের মালপত্র নিয়ে যায়।'

হেভেনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট দেখাল গ্রীনকে।

নিজের মধ্যে এক ধরনের বুনো অস্থিরতা অনুভব করছে হেভেন। ব্যানারম্যান বা অন্য কারও তত্ত্বাবধানে চেরাই করা কাঠের সাথে ইউনিফর্মগুলো ওয়্যাগনে তুলেছে ওরা, শেরিফের সামনে দিয়েই নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে

যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে। মিল পরিদর্শনের নামে প্রহসনের দরকার আর নেই যখন, আসল ঘটনা কি শেরিফকে এখুনি বলা উচিত? চিন্তাটা মাথায় আসতে বিরক্তি বোধ করল ও, দ্বিতীয়বার না ভেবেই বাতিল করে দিল। এর আগে দু'বার শেরিফকে বোকা বানিয়েছে ও, এবং এখন সত্যি ঘটনাও সন্দিহান করে তুলবে তাকে, ভাববে আরেকবার হয়তো বোকা বনতে যাচ্ছে। তার সন্দেহ নিরসন করতে দেরি হয়ে যাবে, এবং সহজও হবে না; হয়তো জবানবন্দিটাও দেখাতে হবে। ততক্ষণে ইউনিফর্মগুলো নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলতে পারবে ওরা। এবার হয়তো চিরতরে হারিয়ে যাবে।

তারচেয়ে ফিল স্টিলম্যানের ওপর নির্ভর করা যাক।

বিকেলের বাকি সময়টুকু দু'জনের কাছেই বিরক্তিকর লাগল। স-মিলে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল জ্যাক কেল্টন, জানাল কাঠ কিনতে বাইরে গেছে ব্যানারম্যান। সোল প্রিন্সের দেয়া নোট পড়ার পর মুখ থেকে ভান করা বিদ্বেষের পর্দা সরে গেল, আপসে মিল পরিদর্শন করতে দিল, এমনকি প্রতিটি বাক্স আর ক্রেট খুলে দেখার জন্যে একজন লোক দিল ওদের সাথে। হেভেনের চাপাচাপিতে পুরোদস্তুর একটা তল্লাশি অভিযান চালাতে বাধ্য হলো শেরিফ গ্রীন। ওর তদ্বিরের কথা শুনে নিশ্চই খুশি হবে সোল প্রিন্স। দেড় ঘণ্টার বিরক্তিকর তল্লাশি শেষে ওদেরকে কুকশ্যাকে নিয়ে গেল জ্যাক কেল্টন, খাওয়াল। ফেরার সময় এগিয়ে দিল ট্রেইল পর্যন্ত।

ফিরতি পথে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে এগোল হেভেন, কিন্তু শেরিফকে দেখে মনে হলো শহরে ফেরার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে মিল পরিদর্শনের ব্যাপারটায় নাখোশ হয়েছে।

শহরে ফিরতে রাত হয়ে গেল। অস্থিরতা বেড়ে চলেছে হেভেনের। অন্ধকারের সুবিধা নিয়ে ইউনিফর্মগুলো যে কোন জায়গায় সরিয়ে ফেলতে পারবে সোল প্রিন্স, জানে ও, এবং তা যদি ফিলের চোখ এড়িয়ে যায়, নতুন করে অভিযান শুরু করতে হবে।

ভিড় সাউথ পাস সিটির রাস্তায়। ল-অফিসের কাছে চলে এল ওরা। দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা চৌকো আলোয় রাস্তার ওপর নোংরা বরফকে ফ্যাকাসে, মলিন দেখাচ্ছে। পোর্চের কাছে এসে থামল শেরিফ, ঘোড়া থেকে নামল। 'আমার মনে হয় সন্তুষ্ট হয়েছ তুমি, হেভেন,' বিদ্বেষের সুরে বললেও হাসল সে। 'ধন্যবাদ তোমাকে, লম্বা ক্লান্তিকর যাত্রা আর বিরক্তিকর তল্লাশির কাজ উপহার দেয়ার জন্যে। এখন দয়া করে কি আমার ঘোড়াটাকে স্টেবল পর্যন্ত নিয়ে যাবে?'

'নিশ্চই,' লাগাম তুলে নিতে হাত বাড়াল হেভেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে ল-অফিসের ভেতর গোলমালের শব্দ কানে এল

ওদের। দরজায় এসে দাঁড়াল মার্ক ব্রিস্টো, হাতে হ্যাট, ক্রুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসছে। শেরিফের পাশে এসে দাঁড়াল, গ্রীনের আস্তিনে রাখল একটা হাত। 'হেভেনকে ধরো, অ্যামোস!' প্রায় নির্দেশের সুরে বলল সে, কঠিন আর বিদ্বেষপূর্ণ শোনাল গলা। 'তোমার চোখের আড়ালে যেতে দিয়ো না ওকে।'

বিস্ময় দেখা গেল শেরিফের চোখে। মার্কের দিকে, তারপর হেভেনের ওপর ঘুরে গিয়ে শেষে মার্কের ওপর স্থির হলো দৃষ্টি। 'কি বলছ, মার্ক?'

গ্রীনের হাতে কিছু একটা ধরিয়ে দিল আইনজ্ঞ। 'খোলো এটা। পড়লেই বুঝতে পারবে।'

বিদ্বেষ আর রোষ অনুভব করছে হেভেন। জানে মূল্যবান কিছু সময় নষ্ট হবে এখন, কিন্তু নিরুপায় হয়ে সময়টা ব্যয় করতে হবে ওকে।

খামের মুখ খুলল গ্রীন, জবাববন্দিটা বের করে আলোতে মেলে ধরল। তারপর, উল্টে-পাল্টে দেখল কাঁগজগুলো। ফিরে তাকাল মার্কের দিকে। 'কিছুই তো নেই এখানে, একেবারে সাদা কাগজ!' বিরক্তির সাথে ঘোষণা করল শেরিফ অ্যামোস গ্রীন।

সাত

থাবা মেরে শেরিফের হাত থেকে কাগজগুলো ছিনিয়ে নিল মার্ক ব্রিস্টো। চোখের সামনে তুলে ধরল, তারপর শেরিফের মতই উল্টে-পাল্টে দেখল। কয়েকবার। অবিশ্বাস আর রাগ দেখা গেল মুখে। কাঁধ দুটো নুয়ে পড়ল, তাকাল হেভেনের দিকে। 'তুমিই চুরি করেছ ওগুলো!' তপ্ত ক্রোধে কঠিন শোনাল ওর গলা।

কিন্তু বিহ্বল চোখে তাকে দেখছে হেভেন, উত্তর দিল না।

'আস্ত একটা শয়তান তুমি, হেভেন! প্রিন্সের সাথে হাত মিলিয়েছ, এবং সেও আরেকটা হারামজাদা! তুমিই চুরি করেছ জিনিসটা, তোমরা দু'জনে…' হঠাৎ করেই মার্ক বুঝতে পারল কাজে আসবে এমন কিছুই বলছে না, হেভেনের চোখে বিরক্তি আর একঘেয়েমি দেখে থেমে গেল। শেরিফের দিকে ফিরল ও, প্রবল ক্রোধে কাঁপছে ওর নিচের ঠোঁট।

মার্কের হাতের কাগজের দিকে অলস দৃষ্টিতে তাকাল অ্যামোস গ্রীন। 'ঠিক কি থাকার কথা ছিল, মার্ক?'

'একটা জবানবন্দি। হেভেন দিয়েছিল এবং রাখতে বলেছিল আমাকে। সীল করা খামের ওপর "মার্ক ব্রিস্টো অথবা জন হেভেন" লেখা অবস্থায় নিরাপদ এক জায়গায় রাখা হয়েছিল জবানবন্দিটা। দেখতেই পাচ্ছ সাদা কাগজ ছাড়া কিছু নেই এখন, তারমানে ও-ই চুরি করেছে!'

হেভেনের দিকে ফিরল গ্রীন। 'ও যা বলছে, ঠিক?'

'না।'

'মিথ্যে বলছ তুমি! অস্বীকার করতে পারবে আমার অফিসে এসে জবানবন্দি দিয়ে যাওনি?'

'না!' শীতল সুরে অস্বীকার করল হেভেন।

বুনো একটা গোঙানি শোনা গেল মার্কের গলার গভীরে, চাপা স্বরে গাল দিল। হাঁটু গেড়ে বসে শেরিফের পায়ের কাছে খামটার খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'এটাই খুঁজছ?' জানতে চাইল শেরিফ। একটা খাম বাড়িয়ে ধরল, হাতেই ছিল এতক্ষণ।

'পড়ো! পড়ে দেখো!' চিৎকার করে বলল মার্ক, মরিয়া হয়ে উঠেছে।

'এখানে লেখা–মার্ক ব্রিস্টো অথবা জন হেভেন,' বলল গ্রীন, হেভেনের দিকে খামটা বাড়িয়ে ধরল।

খামটা নিয়ে আলোয় ধরল হেভেন, তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল। 'আমার লেখা নয়, শেরিফ।'

ফের গাল দিল মার্ক, প্রবল হতাশার সাথে অনুভব করল বেঈমানির শোধ তুলছে হেভেন, সেজন্যেই ঠাণ্ডা মাথায় মিথ্যে বলছে। মেজাজ সামলাতে রীতিমত যুদ্ধ করতে হলো ওকে। জবানবন্দিতে লেখা কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করল, ভাবছে নিজেকে না জড়িয়ে ঠিক কতটুকু বলতে পারবে। 'অস্বীকার করতে পারবে লুঠেরাদের একজনকে অনুসরণ করোনি তুমি, এবং শেষে লোকটাকে খুন করোনি?' খানিকটা সুস্থির দেখাচ্ছে এখন, মেজাজ ধরে রেখেছে।

'নিশ্চই।'

'অস্বীকার করতে পারবে, মিলে গিয়ে বুলিয়ন পাওয়ার পর গোপন একটা জায়গায় লুকিয়ে রেখেছ, পরে ওগুলোর সাহায্যে যাতে সোল প্রিন্সকে ব্ল্যাকমেল করতে পারো?'

'ঠিক।'

'বুলিয়ন! আকরিক মানেজমেন্টকে ফেরত দেয়া বুলিয়নের কথা বলছে ও?' হেভেনের উদ্দেশে জানতে চাইল শেরিফ।

বুলিয়নগুলো উদ্ধার করে মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার খবর শোনেনি

মার্ক। টের পেল ফাঁদে পড়ে গেছে ও, অথচ এ অস্ত্র দিয়েই হেভেনকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল। *কপাল আর কাকে বলে! নিজের পাতা জালে নিজেই ধরা পড়েছে!*

'শেরিফ, ঠিক এজন্যেই তোমাকে আমার সাথে বেরুতে বলেছিল সোল,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল হেভেন। 'লড়াই করতে জানে না, এমন লোকের ওজনহীন কথা শোনার ইচ্ছে আর নেই আমার।'

বিপর্যয় বোধ করছে মার্ক ব্রিস্টো, রাগে জ্বলছে দুই চোখ। হেভেনের দিকে আঙুল তুলে নাচাল। 'অস্বীকার করতে পারবে, তুমি আবিষ্কার করেছ সোল প্রিন্সই স্টেজ লুঠ করিয়েছে? তথ্যটা ব্যবহার করে ওর দলে ভিড়তে চাওনি তুমি? অস্বীকার করতে পারবে, সোল তোমাকে খুন করতে পারে এ আশঙ্কায় একটা জবানবন্দি দিয়ে স্ট্যামবার্গের সেফে নিরাপদে রাখার জন্যে আমার কাছে দাওনি?'

দুই আঙুল চালিয়ে কপাল থেকে হ্যাটের কিনারা আরও ওপরে তুলে দিল হেভেন, স্যাডল হর্নের ওপর নেমে এল হাত, সরাসরি তাকাল মার্কের চোখে। 'এবার শেরিফ গ্রীনকে বলো কেন এখানে এসেছ তুমি,' ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত সুরে বলল ও।

শীতল সতর্কতায় নীরব থাকল মার্ক। জানে কি আসছে এরপর।

'কেন এসেছে ও?' হেভেনকেই প্রশ্নটা করল শেরিফ, হয়তো বুঝতে পেরেছে উত্তর দেবে না মার্ক।

'ও চেয়েছে লফটাসের সাথে শনিবারের লড়াইয়ে আমি যেন ইচ্ছে করেই হারি।'

'মিথ্যে কথা!' জ্বলে উঠল মার্কের চোখ। শেরিফের দিকে ফিরল, দেখল ঠাণ্ডা সাবধানী দৃষ্টিতে ওকেই দেখছে সে। নিজের মুখে রক্ত উঠে আসা স্পষ্ট টের পেল মার্ক, শেরিফের নীল অন্তর্ভেদী চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে থাকতে ব্যর্থ হলো।

'তুমি যদি ফাইটটা ছেড়ে দিতে না-ই বলে থাকো, কিংবা আমি যদি তোমাকে প্রত্যাখ্যানই না করে থাকি তো এখানে এলে কেন?'

মার্ক জানে উপযুক্ত উত্তর নেই প্রশ্নটার। কেন এখানে এসেছে ও? হেভেনের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য নিয়ে, নিশ্চিত জানে সে, কারণ এই লোকটির জন্যেই সবকিছু ব্যর্থ হয়ে গেছে, এবং হেভেনের মাধ্যমে প্রিন্সের ওপরও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। কার প্রতি ঘৃণাটা ওর বেশি? বুনো উন্মাদনায় জুতসই একটা উত্তর খোঁজার প্রয়াস পেল, কিন্তু সবকিছুর মত এখানেও ব্যর্থ হলো মার্ক ব্রিস্টো।

'কুপারের লিভারি, শেরিফ?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল হেভেন।

বিহ্বল চোখে ওকে দেখছে শেরিফ। 'ওহ্, হ্যাঁ,' সামলে নিয়ে বলল। 'ধন্যবাদ, হেভেন। শুভরাত্রি।'

এগোল হেভেনের ঘোড়া, হাতে শেরিফের ঘোড়ার লাগাম। মূল রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

শেরিফের দিকে তাকাল মার্ক, আশা করল গ্রীনের সাথে কোর্টে কাটানো দীর্ঘ সময় কিছুটা হলেও প্রভাবিত করবে লোকটাকে। কিন্তু গ্রীনের চোখে কেবল সন্দেহ দেখতে পেল ও, এবং ক্রমশ অসন্তোষে রূপান্তরিত হচ্ছে তার বিস্ময়।

'বেশি গিলে ফেলেছ, মার্ক?' প্রায় নিরপেক্ষ সুরে জানতে চাইল শেরিফ।

'না। আসলে শরীরটাই ভাল নেই,' তিক্ত স্বরে বলল সে, অনুভব করল অজানা কারণে শেরিফের প্রতিই ঘৃণা অনুভব করছে এখন।

'সত্যিই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'শুভরাত্রি, অ্যামোস,' বলে মূল রাস্তার দিকে এগোল মার্ক। গলির শেষ মাথায় এসে থামল, দালানের সাথে শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল। শ্লথ ও অপ্রতিরোধ্য, একটা বিষের মত ঘৃণাবোধটা ফিরে এল ওর মধ্যে, প্রায় অসুস্থ করে তুলল ওকে। জানে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে, পোস্ট থেকে খামটা নিয়ে আসার পথে কিংবা শেরিফের অফিসে অপেক্ষা করার সময়, একবারের জন্যেও খামের ওপরে নজর বুলায়নি। ভেতরে জবানবন্দিটা আছে কি-না খুলেও দেখতে পারত। উত্তরটা জানে সে: আসলে ঘৃণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি ওর আগেই খামটা নিতে পারে হেভেন, যেহেতু ওটা নিরাপদে থাকার ওপরই হেভেনের নিরাপত্তা নির্ভর করছে।

কৃতকর্মের পরিণতি সম্পর্কে ভাবছে মার্ক। হেভেনকেই বিশ্বাস করেছে গ্রীন, এবং নিশ্চিত ধারণা করেছে সত্যিই হেভেনকে ফাইটে কিনতে চেয়েছে ও। প্রচণ্ড অবিশ্বাসী যে কোন লোকই মার্কের কাহিনী বিশ্বাস করবে, কিন্তু তারপর ওর দিকেই আঙুল নির্দেশ করে বলবে: অপরাধ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আইনের আড়াল করেছে মার্ক। দু'ভাবেই শেষ হয়ে গেছে সে, বিবেক এবং পেশার দিক দিয়ে।

সবকিছুর জন্যে কেবল হেভেনকেই দায়ী করতে পারছে সে। ওকে সোল প্রিন্সের অপরাধগুলো জানিয়েছে লোকটা, ফাইট নিয়ে চুক্তি করেছে এবং শেষে নিজেই তারিখ নির্ধারণ করেছে, এমনভাবে যাতে ওর জন্যে উজ্জ্বল সম্ভাবনাও শেষ হয়ে গেছে। মার্ক যদি জবানবন্দিটা কাউকে দেখায় পরিণতিতে খুন করার হুমকি দিয়েও সন্তুষ্ট হয়নি, নিরাপদ জায়গা থেকে ওটা সরিয়ে নষ্ট করে ফেলেছে।

কখন, কিভাবে ঘটেছে ব্যাপারটা? তিক্ত মনে ভাবছে মার্ক। সরু গলি ধরে এগোনোর সময় হঠাৎ করেই চিন্তাটা মাথায় এল ওর, কিভাবে মুহূর্তের ব্যবধানে ও নিজেই দোষী সাব্যস্ত হয়ে গেছে শেরিফের কাছে! দ্রুত ফিরতি পথে এগোল ও, কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল ল-অফিসে।

'অ্যামোস, একটা জিনিস জানা দরকার তোমার,' ঢুকেই বলতে শুরু করল মার্ক, দেখল ডেস্কের পেছনে চেয়ারে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়েছে শেরিফ। 'স-মিলের উদ্দেশে কখন রওনা করলে তোমরা?'

'দশটার কিছু পরেই।'

সাড়ে আটটার দিকে হেভেনের সাথে দেখা হয়েছিল আমার, ভাবছে মার্ক। 'এখানে তোমার সাথে দেখা করেছিল ও?'

'না। স-মিলের ট্রেইলের শুরুতে মিলিত হয়েছি আমরা।'

'ধন্যবাদ, অ্যামোস,' বলে বেরিয়ে গেল মার্ক, উৎফুল্ল। পুরো প্যাটার্নই পরিষ্কার হয়ে গেছে। সকালে ওর হুমকিতে ভয় পেয়েছিল হেভেন। সঙ্গে সঙ্গেই জবানবন্দিটা সংগ্রহ করতে পোস্টে গেছে, যাতে মার্কের আগেই নিয়ে নিতে পারে।

মূল রাস্তায় চলে এল মার্ক, ভাবছে। হঠাৎ করেই থেমে গেল, এত আচমকা যে পেছনের লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওর ওপর নিচু স্বরে গাল বকল মাইনার, বিড়বিড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করে এগোল নিজের পথে। এদিকে উল্লাস বোধ করছে মার্ক, দৃঢ় স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে এগোচ্ছে ভিড়ের মধ্যে কনুই চালিয়ে পথ করে নিল।

প্রিন্স ম্যারিয়নে ঢুকল ও, ভিড় এড়িয়ে অপেক্ষা করল একপাশে। ফোরম্যানদের একজনের নজর পড়ল ওর ওপর, হাতছানি দিয়ে ডাকতে এগিয়ে এল লোকটা। 'সোল কোথায়, জানো তুমি?'

'ওখানে আছে বোধহয়,' থুতনি বাঁকিয়ে উঁচু স্টেকের পোকার টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করল লোকটা।

ভিড় ঠেলে সেখানে পৌঁছল মার্ক, অন্যান্য জুয়াড়ীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সোল প্রিন্সকে। খেলা দেখছে সে। কাছে গিয়ে তার বাহুতে হাত রাখল ও। 'তোমার সাথে একটা কথা ছিল, বন্ধু,' চাপা স্বরে বলল মার্ক।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওকে দেখল প্রিন্স, অসন্তোষ ঢেকে রাখার চেষ্টা করল না। 'টেবিলে বসার ইচ্ছের কথা যদি জানাতে চাও তো আগেই বলে রাখি, লাভ হবে না।'

'আরে নাহ্, ওসব নয়। এদিকে এসো।'

অফিসের সিঁড়ির কাছে চলে এল ওরা। ভিড় নেই এদিকে, তবে হৈ-হল্লা

ঠিকই ভেসে আসছে কানে। বলার জন্যে মুখিয়ে পড়েছে মার্ক, বারের কাছে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠে হুইস্কির ফরমাশ দেয়া এক মাইনারের চিৎকারে রীতিমত বিরক্তি বোধ করল। বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হলো ওকে। লোকটাকে সরিয়ে নিয়ে গেল এক ফ্লোরম্যান, তবে তার আগে হাতে একটা বোতল ধরিয়ে দিয়েছে।

ঠিক সামনে এসে থামল সোল প্রিন্স। কিছুই বলল না সে, অপেক্ষা করছে।

'তোমার কাজে লাগতে পারে এমন কিছু খবর জানা আছে আমার,' মৃদু স্বরে ঘোষণা করল ও।

'বিক্রির জন্যে?'

'নিশ্চই, তবে কিনবে কি-না সেটা তোমার মর্জি। মনে আছে, হেভেনের পক্ষে একটা জবানবন্দি লিখেছিলাম আমি, পরে যেটা স্ট্যামবার্গের সেফে রেখেছিলাম?'

ওর দিকে এগোতে গিয়েও থেমে গেল প্রিন্স, ক্রূর চোখে তাকাল। 'ভোলার কথা নয়, অন্তত আমার!'

'জবানবন্দিটা আর নেই এখন।'

তাকিয়ে থাকল সোল প্রিন্স।

'ভয় পেয়েছে হেভেন। জবানবন্দিটা ওখান থেকে সরিয়ে নিয়েছে ও,' বলে থামল মার্ক, সোল প্রিন্সের অসুস্থ, শীতল চোখজোড়া দেখল। 'এর কোন তাৎপর্য বুঝতে পারছ?'

'কি হওয়া উচিত?'

'একেবারে অরক্ষিত হয়ে পড়েছে হেভেন! শেষ করে দাও ওকে, তাহলে নিরাপদ থাকতে পারবে তুমি। কারণ ওর কোন নিরাপত্তা নেই এখন, জবানবন্দিটা হারিয়ে গেছে।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল প্রিন্স, একটা শব্দও উচ্চারণ করল না। নির্বিকার দেখাচ্ছে। হঠাৎ করেই ঘুরে দাঁড়াল, একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ফ্লোরম্যানের দিকে ফিরল। ওদের সাথে এসেছিল লোকটা, দূরে দাঁড়িয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখছিল দু'জনকে। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল প্রিন্স, একটা আঙুল তুলে দেখাল মার্ককে। 'গাধাটাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলো। জলদি!' বলে ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল সেলুন মালিক।

ফ্লোরম্যান নড়ে উঠতে দরজার উদ্দেশে ছুটল মার্ক। কিন্তু ফ্লোরম্যানের জন্যে এটা একেবারেই পুরানো খেলা। মার্ক অনুভব করল ওর কলার চেপে ধরেছে লোকটা, হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অনায়াসে মেঝে থেকে তুলে ফেলেছে ওর পাতলা শরীর, যেন ওখানে মার্কের স্পর্শ পড়াও অন্যায়

হবে। তারপর, দরজার কাছে এসে গায়ের জোরে ছুঁড়ে ফেলল ওকে। সাইডওঅক ধরে আসা এক মাইনারের সাথে সংঘর্ষ হলো ওর, এবং দু'জনেই আছড়ে পড়ল রুক্ষ, নোংরা বরফের ওপর।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল মাইনার, বিরক্তির সাথে খিস্তি করল, তারপর এগোল প্রিন্স ম্যারিয়নের দিকে। এদিকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে মার্ক। পায়ে চোট পেয়েছে, তবু দ্রুতই এগোতে পারল। পুরো ঘটনা চাক্ষুষ করা লোকজনের উচ্চকিত হাসি গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল ওর। খুনের নেশায় পেয়ে বসেছে ওকে, অনুভব করল মার্ক। রাগে দপদপ করছে মাথার ভেতরটা, উষ্ণ রক্তের প্রবাহ কানের পর্দায় দোলা দিচ্ছে। চরম হতাশা আঁর ক্রোধই শক্তি জোগাল ওকে। বারের ফেলনা জিনিসের মত রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে ওকে, ব্যাপারটা জোর করে মন থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু ভুলতে পারছে না। নিজেকে রিক্ত, হৃতসর্বস্ব মনে হলো। আসলে সে একজন সফল বিশ্বাসঘাতকও নয়, তিক্ত মনে ভাবল মার্ক ব্রিস্টো।

নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে হেভেনকে দোষারোপ করছে ও, প্রবল ঘৃণা অনুভব করছে লোকটার প্রতি। কি করতে হবে পরিষ্কার জানে এখন। টম হোলিঙারের হার্ডঅওয়্যার স্টোরের কাছে গিয়েও মত বদলে ফিরতি পথ ধরল ও, এখানকার কর্মচারীরা চেনে ওকে। অপরিচিত একটা স্টোরে গেল এরপর, একটা শটগান আর কিছু বাকশট কিনল। কাগজ দিয়ে মোড়ানো প্যাকেট নিয়ে ফিরতি পথে হোলিঙারের স্টোরের সামনে দিয়ে নিজের অফিসের কাছে চলে এল। জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল উদ্দেশ্যহীন চাহনিতে, কিছুই দেখছে না।

তারপর প্রিন্স ম্যারিয়নের পাশের হোটেলে চলে এল ও।

দু'জন খদ্দেরের সাথে কথা বলছিল ক্লার্ক, তার সাথে আলাপের সুযোগের অপেক্ষায় থাকল না মার্ক। ডেস্কের ওপর রাখা রেজিস্ট্রার খুলে জেনে নিল উদ্দিষ্ট কামরার নম্বর। করিডর ধরে এগোল হালকা পায়ে, বাতি জ্বালানো হয়নি। হেভেনের কামরার নম্বর খুঁজে পেতে দেয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালাতে হলো। নিশ্চিত হয়ে মৃদু নক্ করল দরজায়। কোন উত্তর এল না। নব ধরে ঘুরান দিতে টের পেল দরজা খোলাই রয়েছে। কবাট ঠেলে ঢুকে পড়ল ও, পেছনে কবাটজোড়া ভিড়িয়ে দিল।

কোট আর হ্যাট খুলে বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলল মার্ক। বাতি জ্বালানোর প্রয়োজন মনে করছে না, শটগানের মোড়ক খুলে শীতল ধাতব স্পর্শ অনুভব করল আলতো হাতে। কয়েকবার ট্রিগার টেনে দেখল ঠিকভাবে কাজ করছে কি-না, তারপর গুলির বাক্স খুলে দুটো শেল ভরল শটগানে।

হাতড়ে চেয়ারটা খুঁজে পেল ও, দরজার উল্টো দিকের দেয়ালের কাছে

সরিয়ে নিয়ে গেল। গলার টাই ঢিলে করে দিল ও, বসে পড়ল চেয়ারে। কোলের ওপর শটগান রেখে চেয়ার হেলিয়ে দেয়ালের সাথে ঠেকাল। *এবার অপেক্ষার পালা,* ভাবল মার্ক ব্রিস্টো। সারা জীবনে যে পরিমাণ ধৈর্য সে ধরেনি কখনও, ঠিক তাই করল এবার।

কুপারের লিভারি স্টেবলে শেরিফের ঘোড়া রেখে মূল রাস্তায় ফিরে এল হেভেন। সারা রাস্তায় আকরিকের ওয়্যাগনের সারি চোখে পড়ল ওর, অশ্বারূঢ় আর সাইডওঅক ধরে হাঁটা লোকজন তো আছেই। ভিড় এড়াতে ছোট্ট একটা গলিতে ঢুকে পড়ল, মিনিট বিশ পর জেনিফার ক্যাসলনের বাড়ির সামনে স্যাডল থেকে নামল। নিজেকে লুকানোর কোন চেষ্টা করছে না। সতর্কতার কোন প্রয়োজনীয়তা আজ রাতে আর নেই, এবং তাতে কিছু আসে-যায়ও না, ভাবল হেভেন।

ক্যাসলনের গেট পেরিয়ে মূল দরজায় নক করল ও। ভাবছে ফিল ভেতরে আছে কি-না। এখানে বসেই পরবর্তী পরিকল্পনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হেভেন।

দরজাটা খুলল মেরী জনসন। মেয়েটা একপাশে সরে দাঁড়াতে হেভেন টের পেল খবর আছে ওর জন্যে, উত্তেজিত দেখাচ্ছে মেরীকে। 'ফিল এসেছিল এখানে,' দরজা বন্ধ করার সাথে সাথেই জানাল মেরী। 'ওয়্যাগনের খবর দিয়েই চলে গেছে ও।'

'ওয়্যাগনটাকে হারিয়ে ফেলেনি তো?'

'প্রিন্স ম্যারিয়নের পেছনের আঙিনায় আছে। মাল খালাস করতে তাড়াহুড়ো করছে না দেখে খবর দিতে এসেছিল ও।'

'আবার যাত্রা করবে?'

শ্রাগ করল মেরী। 'ওর তা মনে হয়নি। ক্যাপকে খবর দিতে বেরিয়েছে জেনি।'

কিছুটা সুস্থির বোধ করছে হেভেন। উদ্বেগ আর আশঙ্কা সারাদিন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে ওকে। আনমনে বাহু তুলে শার্টের আস্তিনে কপালের ঘাম মুছল।

'ক্যাপের জন্যে অপেক্ষা করবে?'

'ওরা যদি সেই সময়টুকু দেয় আমাদেরকে!'

'তুমি তাহলে অপেক্ষা করো। নিশ্চই এখানে আসবে ক্যাপ।'

মেরীর দিকে তাকাল ও, মেয়েটির উদ্বেগের উত্তরে মৃদু হাসল। ধূসর একটা ড্রেস পরেছে মেরী, আগেও দেখেছে হেভেন, এমন একটা পোশাক যা ছিপছিপে আকর্ষণীয় শরীরটাকে লম্বা দেখায়, সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো লোভনীয় করে তোলে। আজকে এছাড়াও আরও কি একটা আছে যেন, ধরতে পারছে না

হেভেন–মেয়েটির চোখে-মুখে বিদ্যমান, অদ্ভুত এক ধরনের বিষাদ, কিন্তু উদ্বেগ বা অস্থিরতা নয়। মার্ক ব্রিস্টো আর তার জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার কথা মনে পড়ল। সহসাই নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল ও, জেনে গেল কি করতে যাচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরেই জিনিসটা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে ওর ভেতর, এবং জানত এগিয়ে আসছে মুহূর্তটা।

'তুমি বরং চলেই যাও, ক্যাপের আসতে বোধহয় দেরি হবে। ফিল বলেছে হোটেলের পেছন দরজা দিয়ে ওয়্যাগনের ওপর নজর রাখবে। ওখানেই তোমার সাথে দেখা হতে পারে ওর।'

লম্বা একটা নিঃশ্বাস টেনে বুক ভরে নিল হেভেন, মন থেকে তিক্ততা সরিয়ে দিল জোর করে। 'একটা কথা···আসলে অনেক আগেই বলা উচিত ছিল···'

ক্ষীণ, প্রায় চোখে পড়ে না এমনভাবে কুঁচকে উঠল মেরীর ভুরু, মিটিমিটি হাসছে।

'তুমি যে লোকটাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ, পুরোপুরি অসৎ সে,' এক নিঃশ্বাসে বলে গেল হেভেন এবং ওখানেই শেষ করল, বাড়তি কিছু যোগ করল না। তাকিয়ে আছে মেরীর মুখে–হতাশা, বিস্ময় কিংবা ক্রোধ দেখার আশায়, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। বিহ্বল হয়ে পড়ল হেভেন। মেয়েটা কি বুঝতে পারেনি কি বলেছে ও?

'ভাবছিলাম কথাটা আদৌ তোমার মুখ থেকে কখনও শুনতে পাব কি-না।'

'তাহলে এরইমধ্যে জেনে গেছ তুমি! ওরা বলেছে?'

আনমনে নড করল মেরী। 'হ্যাঁ, সকালে যখন এনগেজমেন্ট ভেঙে দিলাম, তারপর আমাকে জানাল ক্যাপ–হ্যাঁ, শুধু তারপরই, আগে নয়।'

মেয়েটির গলার স্বরে তিক্ততা বা অভিযোগ খোঁজার প্রয়াস পেল হেভেন, কিন্তু সেরকম কিছু মনে হলো না ওর। 'একটা মেয়েকে, বিশেষ করে তোমার মত, হবু স্বামী সম্পর্কে নিরুৎসাহিত করা সত্যিই কঠিন কাজ। ওদেরকে দোষ দিতে পারো না তুমি।'

'কিন্তু ওরা পারেনি, কাজটা তুমিই করেছ। তুমি জানতে না আমিই ফিরিয়ে দিয়েছি মার্ককে, এবং তোমার মত ওরাও জানত না।'

কেবল নড করল হেভেন, মুখে কথা জোগাল না।

'খুশি হলাম যে কাজটা করেছ তুমি,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল মেরী। 'এমন লোক আমি পছন্দ করি না, যারা অন্যদের ওপর নিষ্ঠুর হতে পারে কিন্তু প্রয়োজনে নিজের বেলায় কখনোই তা হতে পারে না। ধন্যবাদ তোমাকে, জন।'

কেবল এটুকুই পাওনা আমার, ক্ষমা কিংবা করুণা যাই বলা হোক না কেন, ভাবল হেভেন। দরজার নবে হাত বাড়িয়ে মাথায় হ্যাট চাপাল, বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে। নিষ্ঠুরের মত মার্ককে ব্যবহার করেছে ও, এবং এখন সেটা জেনে গেছে মেরী, যদিও ওর প্রতি কোন রোষ বা অভিযোগ করেনি মেয়েটা। কোন কারণ ছাড়াই নিজের উদ্দেশে গাল দিল হেভেন।

শহরে এসে হোটেলে চলে এল ও। হিচিং রেইলে ঘোড়া বেঁধে তাকাল প্রিন্স ম্যারিয়নের দিকে, দোতলায় সোল প্রিন্সের অফিসের জানালায় লেগে থাকল চোখ। বাতি জ্বলছে, কিন্তু কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না। আজ রাতে কোন এক সময়ে বুলিয়নগুলো সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিশ্চই করেছে প্রিন্স।

লবিতে এক মাইনারের সাথে কথা বলছিল ক্লার্ক, দূর থেকে ওর উদ্দেশে হাত নাড়ল সে, কথা বলতে থাকল লোকটার সাথে।

করিডর অন্ধকার দেখে থমকে দাঁড়াল ও। দেয়াশলাইয়ের জন্যে পকেটে হাত ঢোকাল, তারপর মনে হলো হয়তো নিরাপত্তার কারণে ফিল স্টিলম্যানই চায়নি নিজের আশপাশ আলোকিত থাকুক। মত বদলে এগোল ও, নিজের কামরা পেরিয়ে গেল। আরও দুটো কামরা পেরিয়ে কিছুটা শ্লথ হলো ওর চলা, থেমে দাঁড়াল। বামে মোড় নিয়ে কিচেনের সামনে দিয়ে পেছন দরজার দিকে এগোল। দরজার অর্ধেকটা কাচের। কবাটের বিপরীতে ফিল স্টিলম্যানের অবয়ব দেখতে পেল ও, নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে অন্ধকারের ওপর নজর রাখছে লেফটেন্যান্ট।

'ওই যে আমাদের জিনিস, জন!' কাছে যেতে নিচু স্বরে বলল ফিল।

স্টিলম্যান সরে গিয়ে জায়গা দিতে এগোল হেভেন। প্রিন্স ম্যারিয়নের পেছনের আঙিনায় চোখ বুলাল, চাপ চাপ অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিতে সময় লাগল ওর। উঁচু একটা ফ্রেইট ওয়্যাগন চোখে পড়ল। লোডিং প্ল্যাটফর্মে পড়ে আছে চেরাই করা কাঠ। ওয়্যাগন টেনে নিয়ে যাওয়ার মত কোন ঘোড়া নেই আশপাশে। হোটেল বিল্ডিংয়ের কোণের দিকে আরেকটু এগোতে দু'জন লোককে দেখতে পেল। সিগারেট টানছে একজন, মাঝে মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আগুনের বিন্দুটা।

'তুমি নিশ্চিত ওরা মাল খালাস করেনি?'

'কাঠগুলো কিভাবে রাখা হয়েছিল বা দড়িগুলো কিভাবে বাঁধা হয়েছিল, স্পষ্ট মনে আছে। ওরকমই আছে এখনও।'

'ওখানেই আছে জিনিসগুলো?'

নিঃশব্দে হাসল ফিল। 'সাতটা ক্রেট। ফোরম্যান লোকটা খবর দেয়ার পরপরই ওয়্যাগনে লোড করেছে ওরা। ওগুলোকে বয়ে আনতে দেখে মনে

হয়নি বুলিয়ন লোড করছে। বুলিয়নের চেয়ে অনেক হালকা বাক্সগুলোর ওজন।'

ভাল করে দেখার জন্যে আরেকটু এগোল হেভেন। 'সতর্ক থেকো,' হাত বাড়িয়ে ওকে নিরস্ত করার সময় চাপা স্বরে বলল ফিল। 'হোটেলের প্ল্যাটফর্মে একজন গার্ড আছে।'

পেছনে সরে এল হেভেন। 'সব মিলিয়ে ক'জন হবে?'

'গলিতে দু'জন। এখানে একজন, আর প্রিন্স ম্যারিয়নের সামনে দু'জন।'

ওয়্যাগন থেকে মাল খালাস করা পর্যন্ত কিছুই করার নেই, ভাবছে হেভেন, ক্যাপ্টেন জনসন আসার আগে নজর রাখাই একমাত্র কাজ হবে। কাছেই খুরের শব্দ পেল ও, দরজার কাচের সাথে শরীর মিশিয়ে ফেলল। পনেরো গজ দূরে গার্ড লোকটাকে দেখতে পেল এবার। হোটেলের লোডিং প্ল্যাটফর্মে বসে আছে, হাতে সামনে দাঁড়ানো ঘোড়ার লাগাম।

গলির দিকে মনোযোগ সরে গেল ওর। দু'জন লোকের অস্পষ্ট কাঠামো চোখে পড়ল, ওয়্যাগনের দিকে আসছে। ওদের সাথে বাতি নেই, নিশ্চিত হয়ে হাত বাড়িয়ে ফিলকে টেনে আনল দরজার কাছে। 'দেখতে পাচ্ছ?'

চোখ সরু করে তাকাল ফিল, নিচু স্বরে গাল দিল। হেভেনের দিকে ফিরল এরপর। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। 'বলতে আমার ঘৃণা হচ্ছে,' ম্লান সুরে বলল অ্যাডজুটেন্ট। 'কিন্তু না বলেও পারছি না। ঘোড়াগুলোকে গুলি করে ওয়্যাগনটাকে আটকে রাখা ছাড়া উপায় নেই।'

ভেবে দেখল হেভেন। কাজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে আটকে রাখা যাবে না। সাতজন গার্ড ছাড়াও অন্তত আরও বারোজন আছে প্রিন্স ম্যারিয়নে। দু'জনে এতগুলো লোককে সামাল দিতে পারবে না। ওদেরকে হটিয়ে দিয়ে অনায়াসে ক্রেটগুলো সরিয়ে ফেলতে পারবে প্রিন্সের ক্রুরা। *সবকিছু ব্যাখ্যা করার জন্যে ওরা যদি আমাদের বাঁচিয়ে রাখে,* স্বগতোক্তি করল হেভেন, *তাহলেই কেবল আজকের ঘটনা পরে কারও জানা সম্ভব হবে।*

না, ওটা কোন পথ নয়। ক্রুরা অসতর্ক, তাড়াহুড়ো করছে না। প্রতিটি মুহূর্ত পেরুনোর সাথে সাথে সদলে ক্যাপ্টেনের উপস্থিত হওয়ার সময়ও কাছিয়ে আসছে। কাজের কাজ হবে ওয়্যাগনটাকে অনুসরণ করা, ক্রেটগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখে সেটাই দেখা উচিত।

প্রিন্স ম্যারিয়নের স্টোররুমের দরজা খুলে যেতে মিক ম্যারিয়নকে দেখতে পেল হেভেন। একটা বাতি জ্বলছে ভেতরে, আলোর বিপরীতে বিশাল দেহটা দেখে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। কাউকে ডাকল সে, কিন্তু নামটা ধরতে পারল না হেভেন। হয়তো লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসবে কেউ,

তাহলে লোকটাকে দেখার সুযোগ হবে ওর, এই আশায় আস্তে করে দরজার নব ঘুরিয়ে কবাটজোড়া খানিকটা ফাঁক করল। ওয়্যাগনে হার্নেস জুড়ার আওয়াজ কানে এল, ভরাট গলায় কাউকে গাল দিল মিক।

'হ্যারি!' হঠাৎ ডাকল ম্যারিয়ন।

'বলো, মিক,' সাড়া দিল হোটেলের প্ল্যাটফর্মে বসা গার্ড।

'আমাদের পেছন পেছন আসবে তুমি। যদি কেউ অনুসরণ করে, এগিয়ে গিয়ে জানাবে আমাকে।'

'ঠিক আছে,' বলল লোকটা, নড়ল না একচুল।

'দরজাটা বন্ধ করো!' তীক্ষ্ণ স্বরে কাউকে আদেশ করল ম্যারিয়ন।

স্টোরমের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল আঙিনা।

হেভেন জানে এখন কি করতে হবে ওকে। 'গার্ড ব্যাটাকে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি,' সতর্কতার সাথে দরজা বন্ধ করার সময় ফিলকে বলল ও। 'ওর ঘোড়াটা সরিয়ে নেবে তুমি।'

'গলা ছেড়ে চিৎকার করবে ও,' প্রতিবাদ করল ফিল।

'করবে না, যাতে না করে সেই ব্যবস্থাই করব। আমার রুমে নিয়ে গিয়ে কষে বেঁধে রাখবে ব্যাটাকে। তারপর ওখানেই অপেক্ষা কোরো।' দরজা খুলে ফেলল ও, আঙিনায় প্রিন্সের ক্রুদের কথাবার্তা আর হার্নেস জুড়ার তীক্ষ্ণ শব্দের আড়ালে পড়ে গেল দরজা খোলার মৃদু শব্দ। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল এরপর। হাতে পিস্তল তৈরি। প্ল্যাটফর্মে উঠে এসে গার্ডের দিকে এগোল। শিস বাজাচ্ছে লোকটা, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়ার নাক ঘষে দিচ্ছে। হেভেন যখন ওর দুই ফুট দূরে এসে দাঁড়াল, টের পেয়ে ঘুরে তাকাল সে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। পিস্তলের মাজল চেপে বসল লোকটার পেটে, চাপা গোঙানি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

'শব্দ কোরো না!' সতর্ক করল হেভেন। 'আমার সাথে এসো।'

হুকুম তামিল হতে গার্ডের হোলস্টার থেকে আলগোছে পিস্তলটা তুলে নিল হেভেন। কাঁধের ওপর হাত তুলে রেখেছে লোকটা। পিঠে পিস্তলের নল চেপে ধরে তাকে এগোতে বাধ্য করল ও, দু'জনের পায়ের শব্দ হার্নেস জুড়ার শব্দের সাথে মিলিয়ে গেল অথবা একেবারেই হারিয়ে গেল।

করিডরে এসে পেছনে হাত বাড়িয়ে দরজা ভিড়িয়ে দিল হেভেন। ফিল দায়িত্ব নিল লোকটার, পিস্তল চেপে ধরল পিঠে। 'হাঁটতে থাকো, মাথা নিচু করে রেখো কিন্তু,' এগোনোর সময় গার্ডকে নির্দেশ দিল সে। 'গুডলাক, জন।'

খানিক অপেক্ষা করে বেরিয়ে এল হেভেন। দরজা খোলার মৃদু শব্দে ফিরে তাকাল ঘোড়াটা, যে কোন সময়ে ডেকে উঠতে পারে। হেভেন মনে

মনে প্রার্থনা করল তা যেন না হয়। কিন্তু কবুল হলো না ওর প্রার্থনা। দরজা খোলা রেখেই প্ল্যাটফর্ম ধরে দৃঢ় পায়ে এগোচ্ছে, ঠিক এসময়ে হোটেলের ভেতরে ভয়াবহ শব্দে গুলি হলো একটা শটগান থেকে। তারপরই পিস্তলের গুলির শব্দ, তিন রাউন্ড। শব্দগুলো আতঙ্কিত করে তুলল ঘোড়াটাকে, তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনি করে ছুটতে শুরু করল।

ফিল হয়তো গার্ড লোকটাকে গুলি করতে বাধ্য হয়েছে, ভাবছে হেভেন, কিন্তু শটগানের শব্দটা ধাঁধা সৃষ্টি করছে ওর মনে। লোকটা শটগান পেল কিভাবে, আদৌ সম্ভব? ফিরতি পথে ছুটার সময় মিক ম্যারিয়নের চড়া স্বরের খিস্তি কানে এল। 'জলদি করো! সারা শহর জেগে যাবে এখন, এদিকে ছুটে আসবে লোকজন।'

হোটেলের ভেতরে ঢুকে পড়ল হেভেন, করিডর ধরে এগিয়ে বাঁক নিল ঠিকমতই। লবির আছো আলোয় ওপাশে ফিল স্টিলম্যানের ছিপছিপে শরীরের কাঠামো চোখে পড়ল। হাতে একটা পিস্তল, হেভেনের কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

'লোকটাই দরজা খুলেছিল,' হেভেন পাশে এসে দাঁড়াতে জানাল ফিল। 'এবং কবাট সরে যেতে দুই টুকরো হয়ে গেল! আমিও গুলি করলাম, ভেতরের লোকটার পড়ার শব্দ পেয়েছি।'

ফিলের আগেই ভেতরে ঢুকল হেভেন। বুটের সাথে মেঝেয় পড়ে থাকা কোন কিছুর সাথে হোঁচট খেতে কোনরকমে সামলে নিয়ে, জিনিসটা টপকে একপাশে সরে গেল ও। হাতে পিস্তল চলে এসেছে, কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করছে। কিছুই কানে এল না, মিনিট দুই অপেক্ষার পর পকেট হাতড়ে দেয়াশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বালাল। উঁচু করে ধরল সামনের দিকে। প্রথমেই উল্টে পড়া একটা চেয়ার চোখে পড়ল, তারপর মার্ক ব্রিস্টোকে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখতে পেল। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসেছে সে, থুতনিটা প্রায় বুকের কাছাকাছি। ঘন কালো কোঁকড়া চুলই চিনিয়ে দিল তাকে। মাথা নিচু হয়ে আছে যেন নিজের বুকের কাছে শার্টে লেগে থাকা রক্ত দেখছে। পাশেই পড়ে আছে একটা শটগান।

গার্ডের লাশের পাশে দাঁড়াল ফিল। 'তোমার জন্যে?' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে জানতে চাইল।

সহসাই ওয়্যাগনের কথা মনে পড়ল হেভেনের। জ্বলন্ত কাঠি ফেলে দিয়ে এগোল দরজার দিকে। 'রওনা দিচ্ছে ওরা, ফিল!' ছুটার সময় বলল ও। করিডর হয়ে ছুটে বেরিয়ে এল পেছন দরজা দিয়ে, দেখল উধাও হয়ে গেছে ওয়্যাগন। প্রিন্স ম্যারিয়নের পাশের গলির মুখে পলকের জন্যে চোখে পড়ল এক রাইডারের কাঠামো।

বুনো ক্রোধে ছেয়ে গেল ওর শরীর, লাফিয়ে ইয়ার্ডে নেমে এল। গলির দিকে ছুটতে শুরু করল। গলির মুখে পৌঁছে ফের রাইডারকে দেখতে পেল, এবং এবার ওয়্যাগনের পেছনটা চোখে পড়ল–মোড় নিচ্ছে মূল রাস্তার দিকে।

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল হেভেন। মূল রাস্তায় যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ হোটেলের ভেতর দিয়ে যাওয়া। ঝটিতি ঘুরেই ফিরতি পথে ছুটল ও, প্ল্যাটফর্মে লাফিয়ে উঠে প্রায় আছড়ে পড়ল দরজার ওপর। করিডরে চলে এল, ফিল অপেক্ষা করছিল ওখানে। 'জলদি এসো!' চেঁচাল ও। 'মূল রাস্তায় উঠে গেছে ওরা!' দ্রুত ছুটছে ও, করিডরের কাছে ভিড় করা লোকজন চোখে পড়ল। সবার সামনে ছুটে আসছে ক্লার্ক, ওকে দেখতে পেয়ে থেমে গেল সে।

ছুটে তাকে পেরিয়ে গেল হেভেন, ফিলের বুটের শব্দ শুনতে পাচ্ছে পেছনে। অনুভব করছে যেভাবে হোক আটকাতে হবে ওয়্যাগনটাকে। প্ল্যাঙ্কওঅকে বেরিয়ে এল ও, পথচারীদের ঠেলে পথ করে নিচ্ছে। রেইলের কাছে এসে প্রিন্স ম্যারিয়নের সামনের রাস্তায় নজর বুলাল। একদল লোকের মাথা আর চওড়া কাঁধ চোখে পড়ল, পাশের গলি থেকে বেরিয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে ওরা, ভিড় আলগা হলে সামিল হবে রাস্তার ট্রাফিকের সাথে। পথচারী কিছু লোক সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে ওয়্যাগনটার সামনে।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ফিল, টের পেল হেভেন, কিন্তু বাক্য ব্যয় করল না দু'জনের কেউ। রাস্তার উল্টো দিকে একটা আকরিকের ওয়্যাগন চেখে পড়ল, এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ওটার সামনে কিছুটা ফাঁকা জায়গা, এবং মুহূর্তের মধ্যে হেভেন বুঝে ফেলল এ ফাঁকা জায়গায় ঢুকে পড়বে ইউনিফর্ম বোঝাই ওয়্যাগন।

SUVOM

ফিলের বাহু চেপে ধরল ও। 'ওয়্যাগনটা দরকার হবে আমাদের। ড্রাইভার ব্যাটাকে সামলাও, ফিল, ওকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলতে পারলে ভাল হয়। পরে ক্ষমা চেয়ে নিলেই হবে,' বলে আকরিকের ওয়্যাগনের উদ্দেশে ছুটল ও, কাছে গিয়ে ওটার পাদানিতে ভর দিয়ে শূন্যে ভাসিয়ে দিল শরীর। উঠে বসল আকরিকের ওপর। এদিকে ওপাশে চলে এসেছে ফিল।

সীটে বসা ড্রাইভারের দিকে এগোল হেভেন। ঘুরে ওর দিকে তাকাল লোকটা, বিস্ময় দুই চোখে। প্রায় ছোবল মেরে তার হাত থেকে লাগাম ছিনিয়ে নিল ও। একই সময়ে দু'হাতে লোকটার গলা পেঁচিয়ে ধরল ফিল, সীটের সাথে চেপে ধরেছে। সীটের কাছে রাখা চাবুক তুলে নিল হেভেন, তীক্ষ্ণ শব্দ করে তাড়া লাগাল ঘোড়াগুলোকে, চাবুক চালাল একইসঙ্গে।

লাফিয়ে আগে বাড়ল ঘোড়াগুলো, বরফাকীর্ণ রাস্তায় কর্কশ শব্দ তুলল ওগুলোর খুর। আশপাশে ছিটকে গেল বরফের টুকরো। একের পর এক চাবুক

চালিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোড়াগুলোকে অতিষ্ঠ করে তুলল হেভেন। নিষ্ঠুরের মত আচরণ, কিন্তু বিনিময়ে সর্বোচ্চ গতি আদায় করল। ছুটতে থাকা ওয়্যাগনের নিচে পিষ্ট হওয়ার ভয়ে পথ থেকে সরে যাচ্ছে সামনের লোকজন, হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তা। পঞ্চাশ গজ দূরে প্রিন্সের ওয়্যাগনটাকে দেখতে পেল হেভেন, বাঁক নিয়ে উঠে আসছে মূল রাস্তায়। মিক ম্যারিয়ন আছে ড্রাইভারের আসনে। ছুটে আসা আকরিকের ওয়্যাগন দেখে দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠল। সংঘর্ষ এড়াতে আকরিকের ওয়্যাগনের গতিপথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল নিজের ওয়্যাগন। কিন্তু সহজ হলো না কাজটা।

প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে আকরিকের ওয়্যাগন। চলার পথে একটা বাকবোর্ডের পেছন দিকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে গেল, কেঁপে উঠল পুরো ওয়্যাগন। ভারসাম্য হারিয়ে আরেকটু হলে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল একদিকে। কোন রকমে সামলে নিল ঘোড়াগুলো, আসলে গতির জন্যেই পড়ল না ওটা। মিক ম্যারিয়নের ওয়্যাগনের ঠিক পাশে চলে এসেছে এখন, সাইডওঅক আর ওটার মাঝখানে। হেভেন অনুভব করল মোক্ষম সময় এসে গেছে। নির্দয়ভাবে ঘোড়াগুলোর ওপর চাবুক চালাল ও। বরফের ওপর স্কিড করল টনকে টন আকরিকে বোঝাই ভারী ওয়্যাগন। এবং মিক ম্যারিয়নও একই চেষ্টা করছে এখন, সর্বোচ্চ গতি আদায় করতে চাইছে ঘোড়াগুলোর কাছ থেকে, যাতে আকরিকের ওয়্যাগন ছাড়িয়ে খোলা রাস্তায় চলে যেতে পারে। সমানে ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে চিৎকার করছে মিক, খিস্তি করছে। সংঘর্ষ হলো দুটো ওয়্যাগনের চাকার মধ্যে, কিন্তু কোনটাই পড়ল না। ঠেলে আকরিকের ওয়্যাগনটাকে উল্টে ফেলতে চাইছে ম্যারিয়ন।

শেষটা হলো আচমকা। স্কিড করে বাঁক ঘুরতে যেতে হুড়মুড় করে ছোট একটা কাঠ বোঝাই ওয়্যাগনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল আকরিকের ওয়্যাগন। উপায়ান্তর না দেখে লাফিয়ে সীট থেকে সরে গেল হেভেন। গুরুগম্ভীর সংঘর্ষের শব্দের সাথে ঘোড়ার তীব্র ডাক আর মানুষের অকথ্য খিস্তি কানে এল ওর। পাশের ওয়্যাগনের হুইলের সাথে সংঘর্ষ হলো ওর কাঁধের, ছিটকে গিয়ে বরফের ওপর পড়ল, কিন্তু গতি আর বরফের পিচ্ছিল পৃষ্ঠের কারণে আরও কয়েক হাত সরে গেল ওর শরীর। অজান্তে নিঃশ্বাস আটকে ফেলেছে।

পা চেপে ধরে নিজের গতি ঠেকানোর চেষ্টা করল হেভেন, সংঘর্ষের শেষটুকু দেখতে পেল পেছনে তাকিয়ে। কাঠ বোঝাই ওয়্যাগনটাকে একরকম বিধ্বস্ত করে ফেলেছে আকরিকের ওয়্যাগন, প্ল্যাঙ্কওঅকের কিনারায় ঠেলে নিয়ে গেছে। পুরো রাস্তার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে টনকে টন আকরিক। একরকম বন্ধ

করে দিয়েছে রাস্তাটা।

ঘোড়াগুলোর আতঙ্ক কাটেনি এখনও, সমানে লাফালাফি করছে। প্রাণপণ চেষ্টা করছে হার্নেস থেকে আলাদা হতে। চারপাশে ভিড় করেছে লোকজন, তামাশা দেখছে সবাই। ঘোড়াগুলোকে আলাদা করতে কিংবা ওয়্যাগনগুলোকে খাড়া করতে এগিয়ে এল না কেউই।

আর অপেক্ষা করল না হেভেন। উঠে দাঁড়িয়েই ছুটল। জানে ইউনিফর্মগুলো নিরাপদ হয়ে গেছে এখন–তিনটা ওয়্যাগনের বিধ্বস্ত কাঠামোর মধ্যে লুকিয়ে আছে, সাথে চেরাই করা কাঠ আর ছড়িয়ে পড়া আকরিক তো আছেই। জঞ্জাল সরাতে যথেষ্ট সময় ও শ্রম ব্যয় হবে।

ফিলের খোঁজে চারপাশে তাকাল ও, চোখে পড়ল না। ড্রাইভারসহ ওয়্যাগনের তলায় চাপা পড়ে গেছে কি-না আশঙ্কা হলো ওর। যাচাই করার সময় নেই এখন। পুরো রাস্তায়, বাড়ি আর দালানের পোর্চে বেরিয়ে এসেছে লোকজন, উত্তেজিত চিৎকারে কে কি বলছে বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ল। প্রিন্সের ওয়্যাগনের এক গার্ডকে দেখতে পেল হেভেন, ওর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা এক লোকের উদ্দেশে চিৎকার করে বলছে কি যেন।

প্রিন্স ম্যারিয়নের দিকে এগোল হেভেন, ভিড় এড়িয়ে দেয়ালের কাছে সরে গেল। মিনিট দুই পর ঢুকে পড়ল ভেতরে। প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে বিশাল সেলুনটা। বারটেন্ডার চার্লির উদ্দেশে কি যেন বলল এক ডিলার, তারপর অন্যান্য লোকের সাথে দরজার দিকে ছুটল। দুই বারটেন্ডার আর খুঁড়িয়ে ছোটা এক পার্সেন্টেজ গার্ল বেরিয়ে গেল সবার শেষে। খালি হয়ে গেল সেলুন। ছাতে ঝোলানো বাতিগুলোর পাশে পাক খেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে তামাকের ধোঁয়া। বিশাল ঘরে অস্বাভাবিক গম্ভীর শব্দ তুলল হেভেনের পায়ের শব্দ। বারে চার্লিকে দেখতে পেল ও, মেহগনির ওপর কনুই চাপিয়ে ঝুঁকে পড়ে ওকেই দেখছে।

'কি হয়েছে ওদিকে? মনে হচ্ছে পুরো শহর ধসে পড়েছে?' কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল ও।

'কয়েকটা ওয়্যাগনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। শুনলাম তার নিচে পড়েছে মিক।'

'কেল্টন?'

'ওখানেই আছে।' তাকের কাছে গিয়ে বোতল নামাল চার্লি, গ্লাসে বিয়ার ঢেলে এগিয়ে দিল ওর দিকে।

'সোলও গেছে নাকি?' গ্লাসটা তুলে নেয়ার সময় জানতে চাইল হেভেন। ইঙ্গিত করল রাস্তার দিকে।

'হয়তো। আমি ছাড়া আর সবাই বেরিয়ে গেছে বোধহয়।'

'ওপরে অপেক্ষায় আছি, বোলো সোলকে,' বিয়ারের গ্লাস হাতে এগোল হেভেন, সিঁড়ির প্রথম ধাপে উঠে আস্তে করে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল পেছনে। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, কিন্তু ওপর থেকে কোন শব্দ এল না।

ঘুরে দ্বিতীয় ধাপে বসে পড়ল ও, হাত বাড়িয়ে কবাটজোড়া ইঞ্চিখানেক ফাঁক করল যাতে কেউ সেলুনে ঢুকলে দেখতে পায়। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে পাশে রাখল, বিয়ারের গ্লাস তুলে নিল এবার। প্রথম চুমুকটা ঠাণ্ডা অনুভূতি এনে দিল ওর মধ্যে, এবং কিন্তু পরে ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠল শরীর।

পকেটে দু'হাত ভরে ভেতরে ঢুকল এক ডিলার, চড়া স্বরে হুইস্কির ফরমাশ দিল চার্লিকে।

সময় নিয়ে বিয়ার শেষ করছে হেভেন, দেখল বাইরের ঠাণ্ডায় টিকতে না পেরে ফিরে এল পার্সেন্টেজ গার্ল। দু'হাতে নগ্ন কাঁধ চেপে ধরেছে মেয়েটা, শীতে মৃদু কাঁপছে। ড্যান্স ফ্লোরের দিকে চলে যেতে ওর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল মেয়েটা। একটু পরেই একে একে আসতে শুরু করল বারটেন্ডার, মাইনার আর সাধারণ লোকজন।

সোল প্রিন্সকে সেলুনে ঢুকতে দেখে বিয়ারের গ্লাস নামিয়ে রাখল হেভেন, পিস্তল তুলে নিয়ে কক্ করল। জ্যাক কেল্টন ছাড়াও আরও তিনজন আছে সাথে, প্রিন্সের ঠিক পেছনেই। সিঁড়ির দরজার সামনে এসে কবাটজোড়া ঠেলে সরিয়ে দিল কেল্টন, একপাশে সরে দাঁড়াল।

দাঁড়িয়ে থাকল হেভেন, দেহের পাশে আলতো ভঙ্গিতে ঝুলছে পিস্তল ধরা ডান হাত। পা বাড়াতে যেয়েও ওকে দেখে থমকে গেল সোল প্রিন্স, দাঁড়িয়ে পড়ল স্থাণুর মত। অন্যরাও দাঁড়িয়ে পড়েছে সেলুন মালিকের পেছনে।

অনেকক্ষণ, একটা শব্দও উচ্চারণ করল না কেউ।

'কেল্টন, তোমার দোস্তদের নিয়ে যত জোরে পারো ছুটতে থাকো,' নির্দেশ দিল হেভেন।

স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখল কেল্টন, তারপর ফিরল প্রিন্সের দিকে।

'তুমি থাকছ, সোল। তোমাকে দরকার আমাদের।'

'আমাদের মানে?'

'ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি।'

সভয়ে পিছিয়ে গেল কেল্টন। তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা খেয়েছে যেন, বিকৃত হয়ে গেল মুখ। যখন দেখল বাধা দিতে কিছুই বলছে না প্রিন্স, দ্রুত মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে। অন্যরাও অনুসরণ করল ওকে।

'তাহলে আর্মির লোক তুমি?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল সেলুন মালিক।

'লেফটেন্যান্ট জন হেভেন···ইউনিফর্ম পরার মত ক'জন লোক আছে

তোমার, সোল?'

'বিশজন। তাদের নিয়েই কাজটা সারতে পারতাম আমি।'

'ব্যর্থ লোকদের ঘৃণা করি আমি,' বিড়বিড় করল হেভেন। 'ঘুরে দাঁড়াও। হোটেলে আমার কামরায় যাচ্ছি আমরা।'

জ্বলে উঠল প্রিন্সের চোখ, ফ্যাকাসে চাহনির পেছনে অশুভ একটা ছায়া খেলে গেল। হাসতে বেঁকে গেল ঠোঁটের কোণ। 'কোথাও যাচ্ছি না আমি, হেভেন।'

'যাবে, নিশ্চই যাবে। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সদলে আসছেন ক্যাপ্টেন জনসন।'

'তাহলে আগে আমাদের টপকে যেতে হবে!' গম্ভীর একটা স্বর শোনা গেল ড্যান্স ফ্লোরের দিক থেকে।

স্থির দাঁড়িয়ে থাকল হেভেন, প্রিন্সের পিঠের সাথে চেপে ধরেছে পিস্তলের নল। না দেখলেও জানে লোকটা সাই ব্যানারম্যান, গলার স্বরে চিনতে পেরেছে। 'নড়ো না, সোল! খুন হয়ে যাবে তাহলে!' চাপা স্বরে হুমকি দিল ও। 'জীবিত অবস্থায় তোমাকে ফোর্টে নিয়ে যেতে না পারলেও, মনে হয় না আফসোস করবেন ক্যাপ্টেন জনসন।'

'এবার, হেভেন! এবার তোমাকে খুন করব আমি!' শীতল, খরখরে একটা কণ্ঠ এল বিলিয়ার্ড টেবিলের দিক থেকে।

'হয়তো, মিক, কিংবা তুমিই হয়তো খুন হয়ে যাবে।'

হেসে উঠল দানব, দু'পা সামনে এসে খোলা জায়গায় দাঁড়াল। টানটান শরীর, পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে। উরুর কাছে হোলস্টারের ওপর পড়ে আছে ডান হাত, ঠোঁটে বাঁকা হাসি। আত্মবিশ্বাস ঠিকরে পড়ছে চাহনিতে, অদম্য একটা শক্তির মত বিস্ফোরণের অপেক্ষায় আছে যেন। তার কাছ থেকে পাঁচ হাত দূরে এসে দাঁড়াল সাই ব্যানারম্যান, ক্রূর চোখে তাকাল হেভেনের দিকে। সোল প্রিন্সের সাথে চোখাচোখি হতে হাসল অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে।

'তাহলে সোলের জীবনের ওপর বাজি ধরতে চাইছ তোমরা?' হালকা সুরে জানতে চাইল হেভেন।

'সরে যাও, মিক!' তড়পে উঠল সোল প্রিন্স, নিজের বিপদ ঠিকই বুঝতে পেরেছে।

'না, সোল। এবার আর পিছিয়ে যাচ্ছি না আমি। এমনিতেই শেষ হয়ে গেছ তুমি, বেঁচে থাকলেই বা কি! বিচারে নির্ঘাত ফাঁসি হবে তোমার। কিন্তু হেভেনকে শেষ করে দিতে পারলে, একটা সম্ভাবনা থাকছে তোমার। আমি আসার আগেই চলে যেতে পারব আমরা।'

'সবার আগে তোমার পিঠে গুলি করব আমি, কথাটা বিশ্বাস করলে নিজের

উপকার করবে!' চাপা স্বরে প্রিন্সকে বলল হেভেন। 'কাঠগড়ায় দাঁড়ানো পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকতে চাও, ওদেরকে সরে যেতে বলো।'

'কিন্তু সেলুন থেকে জ্যান্ত বেরুতে হলে আমার কথা শুনতে হবে তোমাকে, হেভেন,' বারের পেছন থেকে বলল চার্লি। 'পিস্তলটা ফেলে দাও। সোলের জন্যে মাথা-ব্যথা নেই আমাদের। তোমাকে এখান থেকে বেরুতে দিচ্ছি না, এটাই হচ্ছে আসল কথা। কথাটা দয়া করে মাথায় ঢুকিয়ে নাও, বাছা।' হাতের ডাবল ব্যারেল শটগানের দুটো ট্রিগারই কক করল সে, আয়েশ করে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মেহগনির সাথে।

ফাঁকা কামরায় শব্দটা বীভৎস শোনাল হেভেনের কানে। দেখল নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে নিরীহ মাইনাররা। কেল্টন বা প্রিন্সের অন্য ক্রুদের খোঁজে ত্বরিৎ পুরো সেলুনে চোখ বুলাল, কাউকে দেখতে পেল না। অস্বস্তির ক্ষীণ একটা প্রবাহ বয়ে গেল ওর বুকে—তিনজন···সোল প্রিন্স কব্জায় থাকলেও বাড়তি সুবিধা পাবে না ও। তিনজনের ভঙ্গিতে পরিষ্কার—প্রিন্সকে গোনার মধ্যে ধরছে না ওরা, সেলুন মালিকের জীবনের পরোয়া করবে না।

শীতল অনুভূতিটা ক্রমশ জোরাল হচ্ছে, শিরদাঁড়ায় শিহরণ। হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে, বুকের খাঁচার সাথে দমাদম বাড়ি মারছে হেভেনের হৃৎপিণ্ড। সতর্ক দৃষ্টিতে দেখল ম্যারিয়নকে, পিস্তল বের করেনি। কিন্তু তৈরি। হোলস্টার ছুঁইছুঁই করছে ব্যানারম্যানের হাত। সত্যিকার হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বুড়ো বারকিপ। শটগানের ট্রিগারে আঙুল, ঠিক ওর কাছ থেকে ত্রিশ গজ ডানে। মুহূর্তের মধ্যে, ইচ্ছে করলেই রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে পারবে চার্লি, হেভেনের পক্ষ থেকে একটা ছুঁতো চাই কেবল।

'দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্যে, সোল। নিজের লোকের কাছে ফুটো পয়সার দাম নেই এখন তোমার!' প্রিন্সের কানের কাছে বিড়বিড় করল ও। 'আমি বেতাল কিছু করলেই গুলি করবে ওরা, তোমার শরীরেও বুলেট লাগবে। ঝামেলায় না গিয়ে আমি তোমাকে ফুটো করে দিতে পারি। কোনটা করব তা নিয়ে বাজি ধরতে চাও, সোল? বাঁচার ইচ্ছে থাকলে···' দারুণ সতর্কতায় কিছুটা ডানে সরিয়ে নিল ও পিস্তলের নল, যদিও প্রিন্সের পিঠের কিনারে লেগে আছে এখনও। আরেকটু ঘুরালেই সোজাসুজি পিস্তলের আওতায় পেয়ে যাবে চার্লিকে।

'খোদার কসম, হেভেন, জুয়া খেলার কোন ইচ্ছে নেই আমার!' কাঁপা গলায় বলে উঠল সোল প্রিন্স।

'তাহলে চার্লিকে শটগান ফেলে দিতে বলো!' বাম হাতে প্রিন্সের কাঁধ চেপে ধরল হেভেন, বারের দিকে ঘুরিয়ে দিল সেলুন মালিকের দেহ।

'ওখানেই দাঁড়াও, হেভেন!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নির্দেশ দিল ব্যানারম্যান, পিস্তল

চলে এসেছে হাতে।

সোল প্রিন্স কিছু বলার আগেই মাথা নাড়ল মিক ম্যারিয়ন, চোখে খুনের নেশা। 'কোন কিছুই বদল হচ্ছে না, হেভেন। সোলের কি হলো না হলো তা নিয়ে ভাবছি না আমি।' হোলস্টার থেকে ছেঁচড়ে ওপরে উঠে গেল তার হাত, পিস্তলের চকচকে বাঁট ছুঁলো। কেঁপে উঠল ধূসর চোখ। বিদ্যুৎগতিতে ছোবল মারল, নিমেষে হাতে উঠে এল পিস্তলটা। দেখল ধাক্কা মেরে প্রিন্সকে সামনে থেকে সরিয়ে দিচ্ছে জন হেভেন, নিশানা করছে চার্লির দিকে। উল্লাসে ফেটে পড়ল মিক ম্যারিয়ন–*হেভেনকে খুন করতে যাচ্ছি আমি, এখনই খুন হয়ে যাবে হারামজাদা!*

এবং পরমুহূর্তে সে নিজেই খুন হয়ে গেল।

চার্লির দিকে গুলি করেই ঝাঁপ দিয়েছে হেভেন, গুলিটা কোথায় বিঁধল তা নিয়ে ভাবল না বা তাকালও না। শটগানের তীক্ষ্ণ শব্দে কানে তালা লেগে গেছে ওর। বিপদ বুঝতে সেকেন্ড খানেক দেরি করে ফেলেছিল চার্লি, হেভেনের গুলি বুকে বিঁধতে নিশানা নড়ে গেল ওর। গোলাটা গিয়ে ছাদে বিঁধল। বারের ওপর আছড়ে পড়ল বুড়ো বারকিপার। নিষ্প্রাণ চোখ তুলে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। বুকের ওপর পড়ে থাকল শটগান।

সিঁড়ির দরজায় গিয়ে বিঁধল ম্যারিয়নের গুলি, পরক্ষণে বুকে হাতুড়ির বাড়ি অনুভব করল সে। কেঁপে উঠল বিশাল শরীর, নিশানা ছুটে গেল পরের গুলি করার সময়। উদ্ভ্রান্তের মত, চঞ্চল দৃষ্টিতে তাকাল মেঝের দিকে, হেভেনকে দেখার মুহূর্তে ওর কপালে ঢুকল গুলিটা। বিলিয়ার্ড টেবিলের ওপর আছড়ে পড়ল ওর দেহ, পড়ার সময় ছাদ থেকে ঝুলন্ত বাতির সাথে সংঘর্ষ হলো মাথার। বাতিটা দুলতে থাকল এদিক-ওদিক, টেবিলে পড়া মিক ম্যারিয়নের লাশের ওপর আলো-ছায়ার নাচানাচি চলতে থাকল মিনিট কয়েক।

বাম বাহুতে তীব্র টান অনুভব করল হেভেন, ঝটিতি পাশে গড়িয়ে দিল শরীর। ব্যানারম্যানের উদ্দেশে তাকাল ডান্স ফ্লোরের দিকে, ফের গুলি করার তোড়জোড় করছে সে। তীব্র একটা ঘুসির মত থুতনিতে লাগল হেভেনের গুলিটা, আধপাক ঘুরিয়ে দিল স-মিল বসের মুখ। ফের যখন ফিরে তাকাল সে, হেভেন দেখল মুখের অর্ধেকটা প্রায় গুঁড়িয়ে গেছে। ঘৃণাভরা দুই চোখের মাঝখানে পরের সীসাটা পাঠিয়ে দিল ও। দুলে উঠল ব্যানারম্যানের দেহ, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল ফ্লোরের সিঁড়িতে। আর উঠল না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল হেভেন, মেঝেয় পড়ে থাকা সোল প্রিন্সের দিকে তাকাল। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে পড়ে আছে, আতঙ্কে কাঁপছে হাত-পা। পুরো সেলুনের ওপর চোখ বুলাল ও, উৎসাহী কাউকে চোখে পড়ল না। ধীরে ধীরে উঠে বসল, বাহুর চোটের কথা মনে পড়ল। একদলা মাংস তুলে নিয়ে

গেছে ব্যানারম্যানের বুলেট, চুঁইয়ে রক্ত ঝরছে। গলা থেকে ব্যানডানা খুলে ক্ষতের ওপর পেঁচাল ও, বারে এসে হুইস্কির বোতল নামাল তাক থেকে। একটা গ্লাস ভরে মৃদু চুমুক দিল।

ফ্লোরম্যান, ডিলার আর বারটেন্ডাররা দাঁড়িয়ে আছে দূরে। নড়ছে না, এমনকি একটা শব্দও করল না কেউ।

খানিকটা সুস্থির হতে প্রিন্সের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও, ইতোমধ্যে উঠে বসেছে সে। অবিশ্বাসের সাথে দেখছে তিনজনের লাশ। ফ্যাকাসে চোখ তুলে তাকাল হেভেনের দিকে।

'খানিকটা দেরি হয়ে গেছে,' পিস্তলে টোটা ভরার সময় মৃদু স্বরে বলল হেভেন। 'চলো যাওয়া যাক।'

বাধ্য ছেলের মত উঠে দাঁড়াল সোল প্রিন্স, এগোল দরজার দিকে। সেলুন থেকে বেরুনোর আগে মাফলারটা ভাল করে গলায় চাপিয়ে নিল। অনুসরণ করল হেভেন, পিস্তলটা একইভাবে থাকল হাতে।

ধসে পড়ে ওয়্যাগনের কারণে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। সারিবদ্ধভাবে থেমে পড়েছে ওয়্যাগন আর বাগিগুলো, একেবারে সাউথ পাস সিটির ও-মাথা পর্যন্ত। নীল ইউনিফর্ম পরা কিছু সৈনিক ফাঁকা করে ফেলেছে জায়গাটা, রাস্তা পরিষ্কার করছে এখন। দূর থেকে উৎসাহী লোকজন দেখছে তাদের কাজ। *শেষ পর্যন্ত নিজেদের জিনিস ফেরত পেল ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি,* ভাবল হেভেন।

পরের ঘটনাগুলো দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর। হেভেনের কামরা থেকে মার্ক আর গার্ডের লাশ সরিয়ে নিয়েছে শেরিফ অ্যামোস গ্রীন। ওখানেই ফিলকে পেল হেভেন। এরইমধ্যে কালসিটে দাগ পড়ে গেছে অ্যাডজুটেন্টের চোখের নিচে, চোখ ফুলে গেছে। ওয়্যাগন বেহাত হয়ে যাওয়ায় ওর মুখে জুতসই দুটো ঘুসি হাঁকিয়েছে ড্রাইভার লোকটা।

সবকিছুই শেরিফকে খুলে বলেছে হেভেন। কামরা থেকে বেরিয়ে করিডরে ক্যাপ্টেন জনসনকে পেল ওরা। ওকে সমর্থন করল ক্যাপ্টেন, আদ্যোপান্ত বর্ণনা করল সব ঘটনা। হেভেন বিস্ময়ের সাথে জানতে পারল জনসন নিজেই জবানবন্দির কাগজ সরিয়ে খামের ভেতর সাদা কাগজ পুরে রেখেছিল। সকালে মেরীর সাথে মার্কের সাক্ষাতের কথা জানতে পেরে কোন কারণ ছাড়াই সন্দেহ করে বসে মার্ককে, আন্দাজ করেছে ওটা নিয়ে যাওয়ার জন্যে আসতে পারে সে।

তারপর, সোল প্রিন্সকে নিয়ে যাওয়া হলো স্ট্যামবার্গে।

শেরিফের অফিসে একপ্রস্থ কফি পান করার পর ছাড়া পেল হেভেন। হিচিং রেইল থেকে ঘোড়ার লাগাম খুলে স্যাডলে চাপল ও, সারা শরীরে ক্লান্তি ছাড়াও এক ধরনের আলসেমি পেয়ে বসেছে, বিশেষ করে যে ব্যাপারটার

মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, তা ভেবে তিক্ত হয়ে উঠছে মন। কিন্তু মুখোমুখি হওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। প্রিন্স ম্যারিয়নের সামনের কেরোসিনের জ্বলন্ত শিখাগুলোকে আরও জাঁকাল, উজ্জ্বল মনে হচ্ছে আজ। পাশের গলিতে বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ার সময় খুশি মনে সেগুলোকে পেছনে ফেলে এগোল হেভেন। এগোচ্ছে জেনিফার ক্যাসলনের বাড়ির দিকে।

জেনিফার ক্যাসলনই দরজা খুলল। ভেতরে ঢুকে চারপাশে তাকাল হেভেন, কেউ নেই। অন্তত ফিল বা ক্যাপ্টেনকে আশা করেছিল ও। রান্নাঘরে আলো চোখে পড়ল, মনে হলো চুলোর কাছে আছে কেউ। উৎসুক হয়ে তাকাল, কিন্তু দেখতে পেল না কাউকে। 'মেরী?' মিসেস ক্যাসলনের দিকে ঘুরে জানতে চাইল ও।

নড করল মহিলা।

'মার্কের কথা জানে ও?'

ফের নড করল মহিলা। বেডরুমের দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল। 'তোমার একটা জিনিস আছে এখানে।'

দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকাল হেভেন। বিছানার ওপর ইউনিফর্ম চোখে পড়ল, নিপুণভাবে ইস্ত্রি করা। মেঝেয় রাখা জুতোজোড়া পলিশ করা হয়েছে। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে জেনিফার ক্যাসলনের দিকে তাকাল ও। মহিলা ঠিকই আঁচ করে নিয়েছে কাজ শেষ হওয়ার পরপরই এ কয়েকদিনের ভিন্ন কাজটার ওপর বিরক্তি আর ক্লান্তি ছেঁকে ধরবে ওকে, যে জন্যে এত ঝামেলা সেই বিশ্বাসঘাতকতা আর নিষ্ঠুরতার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণায় তিক্ত হয়ে যাবে ওর মন; এবং এ-ও হয়তো বুঝেছে ইউনিফর্ম দেখে, পরার পর হেভেন মনে করতে পারবে কেন সেটা জরুরী ছিল–কেন এখানে এসেছে ও এবং নিজের সাফল্যের কথা ভেবে হয়তো ক্লান্তি আর বিষাদ দূর করতে পারবে।

'মনে হয় পানিটা গরম আছে এখনও, বেরিয়ে যাওয়ার সময় ওঅশস্ট্যান্ডের দিকে ইঙ্গিত করে বলল জেনিফার ক্যাসলন।

পোশাকের পাশে বিছানায় বসে পড়ল হেভেন। একটু পরে উঠে আলসেমির সাথে হাত-মুখ ধু'ল, মাথার চুল আঁচড়াল। সারাক্ষণই চিন্তা করছে আজকের রাতটা মেরীর কাছে কেমন হবে। ওর ভালবাসার লোকটির মৃত্যু হয়েছে করুণ এবং যাচ্ছেতাই ভাবে। মেয়েটিকে সমবেদনা জানানোর উপায় নেই, কারণ ব্যাপারটা ঘটেছে ওর কারণেই।

পরিচিত বুট আর ট্রাউজার পরায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল হেভেন। শার্ট পরে, কাঁধ উঁচিয়ে ঠিকভাবে চাপিয়ে নিল বলিষ্ঠ কাঁধের ওপর। দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ কানে এল ওর, তারপরই মেরীর গলার শব্দ: 'হয়েছে তোমার?'

সম্মতি জানাল হেভেন। কামরায় ঢুকল মেরী, পেছনে নিঃশব্দে দরজা ভিড়িয়ে দিল। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকল হেভেন, বুঝতে পারছে না কি বলবে।

'স্ট্র্যাপগুলো ঠিকমত বসেছে?' অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মেরীই উদ্ধার করল ওকে, লাজুকভাবে হাসল। 'ইউনিফর্ম ইস্ত্রি করার ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা জেনির চেয়ে বেশি, এবং সেগুলো ঠিকমত কেউ পরেছে কি-না পরখ করার ব্যাপারেও বোধহয় আমার দৃষ্টি বেশ অভিজ্ঞ।'

'নিশ্চই। তাহলে বুদ্ধিটা তোমার মাথা থেকে বেরিয়েছে?'

'দুমড়ানো, তালগোল পাকানো ইউনিফর্ম পরতে পারতে না নিশ্চই, ভালও দেখাত না, অন্তত আজ রাতে।'

'কোন কিছু উদযাপন করার মত অবস্থায় নেই আমি,' গম্ভীর সুরে বলল হেভেন। 'কিংবা তুমিও নও।'

'হ্যাঁ,' ম্লান সুরে বলল মেরী, ক্ষীণ হাসল। 'কিন্তু থ্যাঙ্কস-গিভিং উদযাপন করছি আমরা, হয়তো এটাও তার সাথে যোগ হওয়া উচিত। দেরিতে হলেও তোমাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে ফোর্ট স্ট্যামবার্গ!'

কিছু বলল না হেভেন।

এবার সরাসরি ওর দিকে তাকাল মেরী। 'মার্ক নাকি অপেক্ষা করছিল তোমার জন্যে, ভুল করে গার্ড লোকটাকে খুন করে ফেলেছে?'

নড করল ও।

'সকালে ও চাইছিল আজকেই ওকে বিয়ে করি আমি এবং তারপর ওর সাথে যেন চলে যাই। তখন থেকেই জানতাম এরকম কিছু ঘটবে।'

'তার আগে থেকেই জানতে তুমি।'

গম্ভীর মুখে নড করল মেরী। 'একটা লোক নিজেকে এভাবে শেষ করে দিতে পারে না! মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে এবং কোন নমুনা প্রদর্শনের আগেই, পারে?'

এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার মুখোমুখি হলো হেভেন। 'কিন্তু আমিই ওকে শেষ করেছি, মেরী। ওকে ব্যবহার করেছি, ছুঁড়ে দিয়েছি এবং সবশেষে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছি। বিশ্বাস করো, কারও দুর্বলতার সুযোগ নিতে ঘৃণা বোধ করি আমি।'

'সেটা তোমার অধিকারই ছিল। তুমি ওকে ভাঙতে পারতে না, যদি না তোমার মত একজন লোক হত সে।'

'না,' স্বীকার করল হেভেন।

'অযথাই নিজেকে দোষারোপ করছ তুমি। বহুদিন ধরে আর্মির সাথে সংশ্লিষ্ট আমি, তাই "কর্তব্য" শব্দটা সম্পর্কে ভুল করার কোন সম্ভাবনা আমার

নেই।'

'কেউই একজন জল্লাদকে পছন্দ করে না, ভালওবাসে না,' শুকনো স্বরে বলল হেভেন।

ওর সামনে এসে দাঁড়াল মেরী, আলতো হাতে হেভেনের জামার আস্তিন স্পর্শ করল। 'কিন্তু তুমি নও, জন। অন্য কেউ হয়তো একই কাজ করত কোন একদিন, এবং আমার ধারণা সেটা জানতাম আমি। তুমি হয়তো দেখেছ, মার্ককে ভালবাসিনি আমি, ওটা এক ধরনের মোহ ছিল বোধহয়। তুমি আসার পর তাও চলে গেল। তোমাকে নিয়েই ভাবতে শুরু করেছি আমি। এবং তারপরই শুরু হলো সব ভুলের পালা, মার্ককে ফিরিয়ে দিতে পারছিলাম না, আমার অহঙ্কার এত বেশি ছিল যে নিজের প্রতিশ্রুতিকে মর্যাদা দিতে চেয়েছিলাম।' আলগোছে হাতটা সরিয়ে নিল ও। 'ভেবেছি আমার দ্বিধা ভেঙে দেবে। সেদিন সকালে আগুনের পাশে মনে-প্রাণে চেয়েছি আমি, কিন্তু তা করোনি তুমি।'

ম্লান হাসি দেখা গেল হেভেনের মুখে। 'সাহস হয়নি আমার।'

'কিন্তু আজকে কি করে সাহস হলো?'

'সত্যি এটা একটা কঠিন কাজ, এবং যে মেয়েকে ভালবাসি আমি, তাকে দুঃখ দেয়ার সাহস···'

ক্ষীণ কৌতুক দেখা গেল মেরীর চোখে। 'শেষ পর্যন্ত কথাটা বললে তুমি, জন!'

নড করল হেভেন। 'আমরা দু'জনেই জানতাম, তাই না?'

এগিয়ে এল মেরী, ওকে বুকে টেনে নিল হেভেন। মেরীর চুলের সৌরভ ওর নাকে দোলা দিল। দু'হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরেছে মেয়েটা। তারপর কিছুটা সরে গেল, কিন্তু গলা ছাড়ল না। 'আমাকে আবর্জনার মত মনে হচ্ছে না তোমার?' কাঁপা, রুদ্ধ কণ্ঠে জানতে চাইল। 'মার্ক জড়িয়ে ধরেছে, চুমো খেয়েছে আমাকে।'

ফের ওকে বুকে টেনে নিল হেভেন। 'তুমি কেমন মেয়ে বুঝতে পারেনি ও, নইলে কোনভাবেই হারাত না তোমাকে। ওর জায়গায় আমি থাকলে কখনোই···'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি!'

দু'হাতে মেয়েটার মুখ তুলে ধরল হেভেন, চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল ওরা কিছুক্ষণ। ধীরে নেমে এল হেভেনের মুখ, মেরীর পেলব ঠোঁটে চুমু খেল। নিজের শরীরে মেয়েটার কোমল শরীরের কাঁপন অনুভব করল ও। দীর্ঘক্ষণ ওভাবেই থাকল ওরা, তারপর মুখ সরিয়ে নিল হেভেন, তাকাল মেরীর লাজুক চোখে। 'শুনবে সকালে কি ভেবেছিলাম আমি? মার্কের কাছ থেকে

আজ ছিনিয়ে নেব তোমাকে। ভেবেছি সবকিছু শেষ করে এসে তোমার ভুলটা ভাঙিয়ে দেব।...উত্তর পেয়েছ?'

দুটো আঙুল দিয়ে হেভেনের বুকে খোঁচা মারল মেরী। 'আরও আগেই কেন এলে না আমার জীবনে?' প্রায় অনুতাপের সুরে বলল ও। 'তাহলে...'

'তোমার বাপজান যে ডাকেনি আমাকে!'

হেসে উঠল মেরী, কৌতুক দেখা গেল চোখে। 'ঠিক আছে, আপাতত এ উত্তরটাই যথেষ্ট। কিন্তু মনে কোরো না যে...' লিভিংরুমে কয়েকজনের গলার স্বর কানে আসতে থেমে গেল ও, ঘুরে তাকাল দরজার দিকে।

বাম হাতে মেরীর একটা হাত তুলে নিল হেভেন, অন্য হাতে দরজা খুলল, বেরিয়ে এল একসাথে।

ফায়ারপ্লেসের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ফিল স্টিলম্যান, আর ক্যাপ্টেন জনসন কাঁধ থেকে নামাচ্ছিল পরনের কোট। কাঁধের ওপর দিয়ে ওদের দিকে ফিরে তাকাল সে। 'ফিল, জেনিকে নিয়ে এসো তো। মুহূর্তটা আমি ধরে রাখতে চাই। জিজ্ঞেস করো ক্যামেরাটা কোথায় রেখেছে।'

রান্নাঘরের দিকে এগোতে গিয়েও হেভেন আর মেরীকে দেখে থমকে গেল ফিল, দু'জনের হাতের ওপর নেমে গেল দৃষ্টি। তারপর ক্ষীণ হাসি দেখা গেল মুখে। 'হ্যাপি ডে'জ,' বিড়বিড় করে বলল এগোনোর সময়।

কথা বলার মূডে পেয়েছে বোধহয় ক্যাপ্টেনকে। দু'হাতের তালু ঘষছে সে, ঘুরে তাকাল ওদের দিকে। 'জন, সিনিয়র এক অফিসারের গায়ে হাত তোলার জন্যে পদাবনতি দেয়া হয়েছিল তোমাকে,' প্রায় বিস্ফোরণের মত শোনাল কণ্ঠ। 'কেন করেছ কাজটা?'

সভয়ে মেরীর দিকে তাকাল হেভেন, ভাবছিল মেয়েটির সামনে নিজের ক্যারিয়ারের গোপন খবর প্রকাশ করবে কি-না। কিন্তু মেয়ের সামনেই প্রশ্নটা করেছে ক্যাপ্টেন, ভেবে ফিরল জনসনের দিকে। 'অন্যায়ভাবে আমার অধীন সৈন্যদের ব্যবহার করেছিলেন তিনি, স্যার। প্রতিবাদ করতে উল্টো...'

'জেনি!' চিৎকার করে ডাকল জনসন। 'জেনি! শুনে রাখো! যে অফিসারকে পেটানোর জন্যে হেভেনকে পদাবনতি দেয়া হয়েছিল তার নাম ট্রেভিস ফ্লেচার,' হেভেনের দিকে তাকাল সে এবার, বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে চোখজোড়া। 'আমার অফিসে একটা ছবি আছে, দেখেছ? তুমি কি জানো ফ্লেচার আমার সহপাঠী ছিল?'

'জ্বী, স্যার।'

'তাহলে ব্যাপারটা আগেই জানালে না কেন? একাডেমিতে দ্বিতীয় বর্ষে থাকার সময় দু'বার সিঁড়ি থেকে লাথি মেরে ওকে ফেলে দিয়েছিলাম আমি, তৃতীয় বর্ষে তিনবার মারামারি বেধেছিল ওর সাথে...' রান্নাঘরের দরজায়

দাঁড়ানো জেনিফার ক্যাসলনকে মুখ টিপে হাসতে দেখে থেমে গেল জনসন। তারপর এই প্রথম পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল হেভেন আর মেরীর দিকে, সরু হয়ে গেল চোখ। তারপর উজ্জ্বল হাসি ফুটল মুখে। 'আহ্, একটা গাধা আমি! এদিকে আয়, মেরী, চুমু খাই তোকে!'

***

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, সম্প্রতি গুদাম স্থানান্তরের সময় বেশ কিছু দুর্লভ বই আমরা খুঁজে পেয়েছি। এই বইগুলোর দাম একেবারেই কম। দেড়-দুশো পৃষ্ঠার বই, দাম হয়তো ৬, ৮, ১০ বা ১২ টাকা। বইগুলির কোন কোনটায় সামান্য খুঁত আছে, তবে বেশির ভাগই মোটামুটি ভাল। এসব বই পাঠকের কাছে বিক্রির জন্যে ৪০% কমিশন নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ ১২ টাকার একটি বই আপনি পাবেন ৭ টাকা ২০ পয়সায়, এবং ৬ টাকার বই মাত্র ৩ টাকা ৬০ পয়সায়। যাঁরা এক খণ্ডের দুষ্প্রাপ্য রানা, ওয়েস্টার্ন, তিন গোয়েন্দা, ক্লাসিক, টারজান, জুল ভার্ন, অনুবাদ, উপন্যাস ইত্যাদি বই সংগ্রহ করতে আগ্রহী, তাঁরা আজই সেবা প্রকাশনীর হেড অফিস ২৪/৪ সেগুনবাগিচায়, অথবা আমাদের শো-রূম ৩৬/১০ ও ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকায় যোগাযোগ করুন। পাঠকদের বাছাই করে কেনার সুবিধার্থে এসব বই আমরা হেড অফিসে বিশেষ ভাবে সাজিয়ে রেখেছি। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৮-০০টা থেকে বিকেল ৪-০০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

যাঁরা ঢাকার বাইরে থেকে বই নিতে চান বলে চিঠি লিখছেন:

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনারা বইয়ের নাম উল্লেখ করুন এবং যে টাকার বই নেবেন তা মানি অর্ডার যোগে সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০–এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। আপনার পছন্দের বই আমাদের কাছে থাকলে পাঠিয়ে দেব। আপনারা জানেন, কোন-কোনও বইয়ে কিছুটা খুঁত রয়েছে, নিজে দেখে কিনতে পারলে সবচাইতে ভাল হত। কিন্তু তা যখন সম্ভব হচ্ছে না, আপনাদেরকে আস্থা রাখতে হবে আমাদের ওপর। যেসব বই আপনাদেরকে পাঠানো হবে, ধরে নেবেন তার চাইতে ভাল অবস্থায় সে বইটি আমাদের কাছে নেই। কোন কোন বইতে চিপ্পি (সর্বশেষ মূল্য সংযোজিত কাগজ) সাঁটা রয়েছে। জানবেন, এসব অনেক বছর আগেকার লাগানো, এখনকার নয়। ধন্যবাদ।